জ্ঞান রত্নাকর।

GYANRUTNACUR.

শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য বসু কর্ত্তৃক

বিরচিত এবং সংগৃহীত।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্বারা পরিশোধিত।

শ্রী নবকৃষ্ণ বসু দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

তত্ত্ববোধিনী সভারযন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

মূল্য ২ টাকা।

শকাব্দা ১৭৮০।

এই গ্রন্থ যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি কলিকাতা ভবানীপুর চক্রবেড়ে মধুসূদন ও গোবিন্দচন্দ্র কোঙারের বাটীতে মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

Printed by Anundchunder Vedantuvagees.

ভূপতি

২ ।প অসি

৮ ।স্ত্রের সু-

৫ ।। একেবারে লোপাপত্তি হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। অধুনা ভারতবর্ষীয়দিগের সৌভাগ্য ক্রমে ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক সাম্রাজ্য-পুরঃসর পুনরায় নানা প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা হওয়াতে জন সমূহ ক্রমশঃ সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিতেছেন, এবং ভূগোল, খগোল, পদার্থবিদ্যা জ্যোতিষ, পরমাত্মতত্ত্ব বিষয়ক বিদ্যার পুনরুদ্দীপন হইয়া দিন দিন নানা প্রকার হিতকারী পুস্তক সকল প্রকটন হইতেছে। কিন্তু অধিকাংশ পুস্তক এক্ষণে গৌড়ীয় ভাষায় গদ্যচ্ছন্দে প্রকটিত হওয়াতে পদ্যপ্রিয় মহাশয়েরা তৎপাঠে বিশেষ আমোদ প্রাপ্ত হয়েন না, বিশেষতঃ অধিকাংশ পদ্যচ্ছন্দে যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছে তাহাতে রচনা কর্ত্তারা পদ্য রচনার গৌরবের অনেক লাঘব করিয়াছেন। এইহেতু কোন মহাত্মার অনুমত্যনুসারে জেলা হুগলির অন্তঃপাতি ডুমুরদহ গ্রাম নিবাসী বহুদর্শী বিচক্ষণ শ্রীযুক্ত মুনসি কৃষ্ণচৈতন্য বসুজ মহাশয়, সুললিত পদ্যচ্ছন্দে এই নবগ্রন্থ রচনার ভার গ্রহণ করতঃ কবিতা দেবীর গৌরবের অনেক দুর পর্য্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এবং গ্রন্থকার এই পুস্তক মধ্যে অনেক গদ্যচ্ছন্দ উৎকৃষ্ট বোধে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

অস্মদ্দেশীয় যে সমস্ত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত মহোদয় গণের মানসোদিত মহদ্ভাব সকল, সময়ে সময়ে উদ্ভাবিত হইয়াছে, গ্রন্থকর্ত্তা বহু আয়াস করতঃ সেই সকল জ্ঞানরত্ন বহুস্থান হইতে সংকলন করিয়া পুস্তক মণ্ডিত পূর্ব্বক এই জ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সুধীবর পাঠক মহাশয়েরা এই রত্নাকর পুস্তক মধ্যে যিনি যে রত্ন প্রার্থনা করিবেন, অনুসন্ধান করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

[illegible] লোকের মন হইতে অজ্ঞান [illegible] তিরোহিত হইয়া সাংসারিক [illegible] হিতাহিতজ্ঞান ও জগৎ পাতার প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি [illegible] জন্মে এই আশা করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থক[illegible]।

নীতিবাক্য সূত্রধরি, পদার্থ মীমাংসা করি, নানা গ্রন্থ করি সংকলন। গুরু শিষ্য প্রশ্নোত্তরে, জানাইতে শিশুবরে, হিত-উপদেশ বিবরণ॥ আদ্যে আদ্য সৃষ্টি মর্ম্ম, মধ্যে মানবীয় ধর্ম্ম, অন্তে আত্ম তত্ত্ব পরাৎপরী। গদ্য পদ্য নানাছন্দে, গ্রন্থ নবখণ্ড বন্দে, নবরত্নে পূর্ণ রত্নাকর॥ কিন্তু মনে এই ভয়, অভিলাষ দূরে রয়, পাছে হয় কলঙ্ক ভূষণ। যেহেতু অবোধ লোক, সুখেতে ঘটায় শোক, কুতর্ক করয়ে অকারণ॥ এদীনের আকিঞ্চন, রত্নাকরে গুণিগণ, নানা রত্ন লবেন বাছিয়া। অন্যে কি সন্ধান পায়, স্বপনে নাচিনে তায়, শুক্তিলয় মুক্তারে ত্যাজিয়া॥ অতএব নিবেদন, গ্রন্থ করি বিলোকন, তাৎপর্য্যে রাখিবা মনোযোগ। বিভাব হইবে যথা, সুধী সাধিবেন তথা, আছে রীতি কি দিব প্রয়োগ॥

শ্রীনবকৃষ্ণ বসু।

এই গ্রন্থ শোধন করিতে আরম্ভ করিয়া নানা কার্য্যে ব্যাপৃত বশতঃ সংশোধন করিবার যাদৃশ মানস ছিল, তাহা সুসম্পন্ন হইয়া ইঠিল না, স্থানে২ বর্ণাশুদ্ধি ও সামান্য দোষ রহিয়া গেল।

—•—

সূচীপত্র।

সূচী পত্র।

সূচী পত্র।

সূচী পত্র।

অষ্টম রত্ন।

নবম রত্ন।

জ্ঞানরত্নাকর।

নান্দী

পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন।

দীর্ঘ ত্রিপদী

নিত্য নিরঞ্জন, সত্য সনাতন,
অখিল কারণ, চিদানন্দ ময়।
অনাদি অক্ষয়, শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়,
এই সে নিশ্চয়, বেদাগমে কয়॥
বিকার বর্জ্জিত, কামাদি রহিত,
স্বয়ং প্রকাশিত, ব্যাপ্ত চরাচর।
সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান, শ্রু-
তির বিধান, ইন্দ্রিয়াগোচর॥
অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়,
ব্রহ্ম নিরাময়, জগৎ আশ্রয়।
উপমা রহিত, সর্ব্বজন হিত,
জ্ঞানের অতীত, শূন্য গুণ ত্রয়॥
সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল,
সরল অখল, পরম দয়াল।
অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা
অনন্ত ভঙ্গিমা, কৃতান্তের কাল॥
চন্দ্রমা তপন, গ্রহাদি পবন,
আদেশে ভ্রমণ, করে অনিবার।
সলিলে শরীর, রস রক্তে ক্ষীর,
কাষ্ঠে পুষ্প নীর, ইচ্ছায় প্রচার॥
সুরাসুর নর, গন্ধর্ব্ব কিন্নর, খেচর ভূচর, পশু পক্ষী চয়।
যারে সে অদন, নিত্য বিতরণ, জী-
বের জীবন, প্রভু দয়াময়॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়, সৃষ্টিস্থিতি লয়,
যথাক্রমে হয়, ইঙ্গিতে যাঁহার।
সেই পরাৎপর, পরম ঈশ্বর,
ভাব নিরন্তর, পাইবে নিস্তার॥

গুরুদেবের বন্দনা।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

অখণ্ড মণ্ডলাকার, নিরাধার নি-
শ্বাধার, পরমাত্মা পরম কারণ।
সেপদ দর্শক যেই, গুরু পরাৎপর
সেই, শিরে বন্দি তাঁহার চরণ॥
গুরু অজ্ঞানের জ্ঞান, পতিত জনের
স্থান, গুরু ভিন্ন নাহি অন্য গতি।
কাতরে করিতে পার, ভবার্ণবে
কর্ণধার, গুরু পদে রহে যেন মতি।
যদি গুরু কৃপা হয়, বোধ সুখ,

থাক্য করে,পঙ্গুতে লঙ্ঘয়ে গিরিবর।
দিব্য চক্ষু পায় অন্ধে, না থাকে
বিষয় বন্ধে,মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হয় নর॥
গুরু দেব কৃপাকর, নিরাশ্রীনে
কৃপা কর, পড়িয়াছি বিপদ সাগরে।
কি কব মনের ভুল, লাভে হারাইল
মূল, স্থূল কহি শুন অতঃপরে॥
দেহ গৃহে গৃহী মন, নারী তার দুই
জন, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নামা হয়।
মন প্রবৃত্তিতে রত, কাম কেলি
করি কত, ক্রমে জন্মাইল পুত্র ছয়॥
লোভ, মোহ, ক্রোধ, কাম, মদ, মাৎ-
সর্য্য নাম, অশান্ত দুরন্ত পরস্পর।
মনঃ পুত্র অনুগত, প্রবৃত্তি ভুলায়
তত, বিষয় সুখেতে নিরন্তর॥
লোভ অনর্থের মূল, মোহ তার সম-
তুল, ক্রোধ সে চণ্ডাল চির কাল।
কামের কি কব কথা, অধৈর্য্য উন্ম-
ত্ত যথা, মদমান প্রকৃত মাতাল॥
পিতারে ভুলায়ে ছলে, সর্ব্বস্ব লুটি-
ল বলে, মন হত বুদ্ধি শুদ্ধি নাই।
ভারত পুরাণে রাষ্ট্র, পুত্র বশে ধৃত-
রাষ্ট্র, নষ্ট হইল এস্থলে কি তাই॥
শৈশব যুবত্ব কাল, না ভাবিয়া ইন্দ্র
জাল, মায়া জালে বদ্ধ মন মীন।
কলত্র কুম্ভীর ন্যায়, সতত গ্রাসিতে
চায়, প্রাণ ভয়ে দিনে দিনে ক্ষীণ॥
বিশেষ কুপুত্র গণ, এক শত্রু এক
জন, নষ্ট কৈল সুখের সংসার।
সুপথ নাহি চায়, নিয়ত কুকর্ম্মে
যায়, দেহালয় হৈল ছার খার॥
পঞ্চীকৃত গৃহ যার, পঞ্জর পিঞ্জর
তার, নাড়ী রজ্জু মুক্ত নব দ্বার।
পাপ ঘুণে জরা কৈল, তৃণ কেশ
শেষ হৈল, গলিত লোলিত রাগা সার॥
ক্রন্দনে পড়িয়া জল, ঘর করে টল-
মল, অশক্ত হইল পদ খুঁটি।
দেখি নানা অলক্ষণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়
সখাগণ, মনে ত্যজি পলাইতে ছুটি॥
গৃহী দোষে গৃহ নাশ, মিছা করি হা
হুতাশ, কেবা আমি আমারিবা কেবা।
যদ্যপি কহিব হিত, হিতে হবে বিপ-
রীত, হিতাহিত নাহি বুঝে সেবা॥
কি কব নিবৃত্তি দুঃখ, সপতি না হেরে
মুখ, স্বামী সত্বে বিধবার প্রায়।
প্রবৃত্তি প্রবলা অতি, নিবৃত্তি সর-
লমতি, চির বিরহিণী এ কি দায়॥
শুনিয়াছি তব মুখে, পুত্র প্রসবিবে
সুখে, শম দম আদি ছয় জন।
লোভাদিকে করি নষ্ট, নাশিবে পি-
তার কষ্ট, পরমার্থ করি উপার্জ্জন॥
অতএব নিবেদন, মনের ফিরাও
মন, যাহে করে নিবৃত্তিতে সঙ্গ।
কিরূপে শমাদি হয়, রিপু করে প-
রাজয়, বড় সাধ দেখি সেই রঙ্গ॥
আমি জীব মূঢ়মতি, না জানি ভকতি
নতি, মনে বুঝি মনে কর বশ।
দিয়া আত্ম তত্ত্বজ্ঞান, বদি কর প-
রিত্রাণ, তবে সে প্রকাশে কৃপা যশ॥
দেহ শ্রীচরণে ছায়া, নিবার সংসার

মায়া, নাহি সহে মনের দুর্গতি।
তুমি গুরু দীননাথ, দিনহীনে লহ
সাথ, এইমাত্র শ্রীপদে প্রণতি॥

— —

গ্রন্থারম্ভ।

রাজাধিরাজ শ্রীমান কম্পিত রায়ের উপাখ্যান।

পয়ার।

পাদেশ নগরে কম্পিত নরপতি।
শিষ্ট শান্ত নিগ্রহানুগ্রহ বামানন্দ অতি॥
দানে বীর রণে ধীর ধর্ম্ম পরায়ণ।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় নলের লক্ষণ॥
প্রতাপে তপন তুল্য শীলে সুধাকর।
কর্ম্ম কীর্ত্তি কল্পলতা ব্যাপ্ত চরাচর॥
নৃপ পুণ্য বলে ধন্য মান্য বসুমতী।
কর পুটে কর দেয় অগণ্য নৃপতি॥
রূপের নাগর রায় গুণের সাগর।
সম্রাটে ভুঞ্জয়ে রাজ্য এক ছত্র ধর॥
অসম্ভব বৈভব কি কহিব বিশেষ।
অনুমান হয় হেন দ্বিতীয় ধনেশ॥
আচার বিচার প্রেম রণে সুপণ্ডিত।
নব রত্নে সিংহাসন রতনে মণ্ডিত॥
ধর্ম্ম অবতার ভূপ সর্ব্ব সুলক্ষণ।
শিষ্টের পালন কারী দুষ্টের দমন॥
পুত্রবৎ প্রজাগণ পালয়ে যতনে।
মেঘরূপে দয়ানীরে তোষে সর্ব্বজনে॥
আশ্রিত শরণাগতে পরম দয়াল।
বিপক্ষগণের পক্ষে কালান্তের কাল॥
শাসনে রাজ্যের নীতি আছিল এমনি।
মিথ্যা চৌর্য্য হিংসা হীনা সতত অবনি॥
কি কব নরের কথা পশু পক্ষি দল।
সদাচারী নিষ্ঠাহারী ব্রহ্মচারী সব॥
হরি সঙ্গ করী কেলি করে চির কাল।
অজ মেষ মৃগ মাঝে শার্দ্দূল রাখাল॥
শিখী সঙ্গে অহি রঙ্গে নিয়ত বিহার।
মকর সফরী আর কপোত মার্জ্জার।
পরস্পর হিংসাকারী নহে কেহ কার।
জলচর ভূচর খেচরে সখ্যাচার॥
নগরের শোভা কিছু না হয় বর্ণন।
দেখে যেই বলে এই সুরেন্দ্র ভবন॥
সারি২ অট্টালিকা কিবা তার শোভা।
বিচিত্র রচিত গৃহ সুর মনোলোভা॥
নগর মধ্যেতে নৃপালয় চমৎকার।
স্ফটিকে নির্ম্মাণ আলো হরে অন্ধকার
স্তম্ভ স্তম্ভে সপ্ত স্বর্ণ কিবা সুশোভিত।
রজত কাঞ্চন শিলা মুক্তায় খচিত॥
কত শত গৃহদ্বার মুদিত দর্পণে।
সহস্র সহস্র স্তম্ভ জড়িত কাঞ্চনে॥
তদুপরি ইন্দ্রজাল মুক্তামালা দোলে।
ঝিলিমিলি ঝালর ঝুলিছে তার কোলে
সুবর্ণ পতাকা কত মন্দির উপরে।
চঞ্চলা চপলা প্রায় পবনের ভরে॥
পুচ্ছ ধরি শিখী নাচে অট্টালিকোপরি।
উল্লাসে কৈলাসে নানা উপহাস করি
শ্রেণীমত শত শত পথ নিরাল।
অবিরত জল যন্ত্রে বরিষয়ে জল॥
মধ্যেতে লোহিত নীল তৃণ দুই ধারে।
ইন্দ্রধনু জিনি আভা তুল্য দিব কারে॥

মনোহর সরোবর শোভে স্থানে স্থান।
চারিভিতে যূথে যূথে পুষ্পের উদ্যান॥
কুসুম কাননে অলি ভ্রমর গুঞ্জরে।
মুহুর্মুহুঃ কুহু কুহু কোকিল কুহরে॥
বসন্ত সামন্ত সঙ্গে রঙ্গে তথা রয়।
সদা উচ্চাটন করে বিরহী হৃদয়॥
দেউল মন্দির মঠ মঞ্চ নিকেতন।
হেরিয়া হরয়ে মন জুড়ায় নয়ন॥
নাগরী পসারী লোক বৈসে বহুতর।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি শঙ্কর॥
ঘরে ঘরে সবে করে অতিথি সেবন।
দ্বিজগণে অধ্যয়ন বেদ উচ্চারণ॥
স্থানে স্থানে দেবালয় শঙ্খ ঘণ্টা রব।
যাগ যজ্ঞ ব্রত দান নানা মহোৎসব॥
স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম ভদ্র আচরণ।
সদানন্দে মনোরঙ্গে সুখী সর্ব্বজন॥
দিবানিশি রঙ্গে সবে সহাস্য বদন।
জাত শিশু বিনা কভু কে করে রোদন॥
কোন জীব অকালে পঞ্চত্ব নাহি পায়।
কেহ বন্দি নহে কোন অনিত্যমায়ায়॥
[illegible] সংসারী সবে বিবেকী অন্তরে।
সর্ব্বজীবে সম দয়া সংসার ভিতরে॥
কেহ কার শত্রু নহে মিত্র পরস্পর।
সত্যব্রতা বাক্য বৃথা সবে ভাগ্যধর॥
[illegible] প্রপঞ্চ ছল বল মিথ্যাচার।
[illegible] ভুলে ক্ষিতি তলে করে সাধ্য কার॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম জানিত সকলে।
প্রহার থাকুক দূরে কুবাক্য না বলে॥
নিরাপদ নগরে নাহিক রোগ শোক।
[illegible] নগরে সব [illegible] লোক॥

অশুভ আছিল যেই সে শুভ দায়ক।
অনঙ্গে পীড়িত যথা নায়িকা নায়ক॥
কামিনী কটাক্ষ শর বিনা শর কার।
ভ্রূভঙ্গিমা ভিন্ন অসি কে করে প্রহার॥
বসন্ত সামন্ত যারে করিত তাড়ন।
সঘনে ডাকিত সেই দোহাই মদন॥
বন্ধু কহে সে ভয় না ভাবি এক দিন।
যদ্যপি পরম প্রেমে নাহিক বিহীন॥

রাজসভা বর্ণন।

পয়ার।

অতঃপর শ্রোতাগণ করহ শ্রবণ।
এক দিন রাজসভা হইল যেমন॥
কিবা সে সুন্দর শোভা অতি মনোহর।
হেরিলে মোহিত হয় দানব ঈশ্বর॥
ছত্র কল্পতরু তলে রাজ সিংহাসন।
দুই দিকে শোভিত পাত্রের সুখাসন॥
শুভক্ষণ হেরিয়া আপনি মহারাজ।
পাত্র সহ মনোরমে করিয়া সুসাজ॥
সুঅঙ্গে সুসেনা শিরে কিরীট রতন।
মরকত মাণিক্য হীরকে সুশোভন॥
কর্ণেতে কুণ্ডল গলে মণিময় হার।
বার দিলা নরনাথ ইন্দ্র অবতার॥
সভাসদ বেষ্টিত নৃপতি সিংহাসনে।
চন্দ্র যেন উদয় শোভিত তারাগণে॥
পার্শ্ববর্ত্তী দুই মন্ত্রী মন্ত্রণায় সার।
রূপে গুণে শোভে যেন অশ্বিনীকুমার॥
সম্মুখে সুসাজে সাজে সেনাপতি যত।
রণে বিশারদ কর্ণ অর্জ্জুনের মত॥

কত বীর নত শির চরণ জুগলে।
শিরোমণি পুষ্পদানে পূজে কুতূহলে॥
অধ্যাপক পাঠক বিবিধ বুধ গণ।
সুহৃদ বান্ধব জ্ঞাতি স্বজন সজ্জন॥
নিয়োজিত স্থানে সবে বসিলা নিয়মে।
পরস্পর ইষ্টালাপ কত মনোরমে॥
হেন কালে নৃপাজ্ঞা হইয়া প্রেমাবেশ।
নৃত্য গীত আরম্ভিতে করিলা আদেশ॥
তত ক্ষণে যন্ত্রীগণ করে যন্ত্রসাজ।
তানপুরা সপ্তস্বরা বীণা পাকবাজ॥
ক্রমেতে গায়কগণ আলাপিয়া তান।
রাগসহ রাগিণী করিলা বর্ত্তমান॥
নর্ত্তকী করয়ে নৃত্য গীত নানারঙ্গে।
প্রফুল্ল কমল যেন প্রেমের তরঙ্গে॥
হেরিয়া রূপের ছটা সবে চমকিত।
সঙ্গীত শুনিয়া সবে হইল মোহিত॥
নৃপ বুলবস্ত ঋতু বসন্ত পাইয়া।
কৌতুক করেন কত কামিনী লইয়া॥
এইরূপে বহুনিশি হৈল নৃত্যগীত।
পুরস্কার পাইয়া সকলে হরষিত॥
অপর আশ্চর্য্য কহি শুন সর্ব্বজন।
হরিষে বিষাদ ভূপ হৈলা যেকারণ॥
যথা নৃপনেত্র হৈল দর্পণে অর্পণ।
অবিলম্বে হৈলা প্রতিবিম্ব বিলোকন॥
বিভিন্ন লাবণ্য শিরে শ্বেতবর্ণ কেশ।
চরমের চিহ্ন চিন্তি চিন্তিত নরেশ॥
অধোমুখে মৌনরহে সজল লোচন।
মলিন বদন-শশী হরিল বচন॥
ক্ষণেকেক্ষণেক দীর্ঘ নিশ্বাস প্রশ্বাস।
হরিষে বিষাদ ভাব করিলা প্রকাশ॥
নাজানি বিশেষ মর্ম্ম সভাসদ জন।
এক দৃষ্টে চাহি রহে রাজার বদন।
যন্ত্র লয়া যন্ত্রী গণ হইল স্তম্ভিত
কোথায় বিনোদ বাদ্য সুমধুর গীত।
দাঁড়ায়ে নর্ত্তকী রহে পুত্তলিকা মত
নাচ হাব হেলা তাল আদি করিহত
যেইরূপে যেইভাবে সে যেথানে ছিল
রাজার বিষাদ ভ্রমে প্রমাদে ডুবিলা
চিত্রাসন সম সভাজনের মূরতি
কার সাধ্য কহে বাক্য না হৈলে আরতি
অঙ্গের স্পন্দন চক্ষে নিমেষ রহিত
কেবল বাজনে কর চামর দোলিত।
চৈতন্য রহিত সবে শব্দ না নিস্বরে
সময় বলিয়া দিল ঘড়ীমাত্র করে।
কতক্ষণে নরনাথ তুলিয়া বদন।
মন্ত্রীমুখ নিরখিয়ে মেলিল লোচন।
করযোড়ে বিনতি করয়ে পাত্রগণ।
কিহেতু বিষাদ ভূপ কহ বিবরণ।
কি হেতু অসাধ্য প্রভু ভুবন ভিতরে।
সম্রাটে ভুঞ্জহ রাজ্য প্রজা চরাচরে॥
কি ভাব অন্তরে ভবে ভাবিত ভবেশ
কহে দীন কৃপাকরি করহ আদেশ॥

রাজার মৌনভাব বিবরণ।

লঘুত্রিপদী।

ভনে নৃপবর, অন্তরে কাতর,
সজল কমল আঁখি।
বহে দীর্ঘশ্বাস, কহে মৃদুভাষ,
অধরে অঙ্গুলি রাখি॥

ওহে মন্ত্রীগণ, কি কব কারণ,
মরমে দহিছে প্রাণ।
নাভাবিয়া মূল, মজিল দ্বিকুল,
কিরূপ পাইব ত্রাণ॥
নিজ কর্ম্ম ফলে, আসিয়া ভূতলে,
হইলাম নরপতি।
রাজ্য ধন জন, হয় হস্তীগণ,
সেবক সেবিকা কতি॥
এসব বৈভব, পাইয়া শৈশব,
কালসম খেলি খেলা।
না ভাবিয়া সন্ধি, মোহ পাশেবন্দি,
মুক্তিপদে হৈল হেলা॥
মনজ্ঞান হত, রিপু অনুগত,
সতত কুপথে ধায়।
তাহাতে কল্পনা, দেয় কুমন্ত্রণা,
অলীক সুখ আশায়॥
সত্যসনাতন, অখিল কারণ,
জীবের জীবন প্রভু।
সেই পরাৎপর, পরম ঈশ্বর,
স্বপনে নাভাবে কভু॥
শুন মন্ত্রীবর, চল্লিশ বৎসর,
বয়ঃক্রম ক্রমে গত।
শিরে শ্বেত কেশ, যৌবনের শেষ,
স্বভাব বালক মত॥
বৃথা গেল কাল, আগত সেকাল,
কালেতে হরিবে কাল।
কাল ফণীমুখে, বঞ্চি কোনসুখে,
ভেকরূপে চিরকাল॥
অসার সংসার, সুখ পরিবার,
স্ত্রীপুত্র সুহৃদ জন।
রাজ্যাদির ধন, যাবৎ জীবন,
তাবৎ হয় আপন॥
শাস্ত্রের লিখন, অরণ্যে গমন,
পঞ্চাশ বৎসর গতে।
কাটি মায়া পাশ, করিবে সন্ন্যাস,
তপ জপ বিধি মতে॥
ভাবি দেখ সার, এসুখ সংসার,
যত কহ আপনার।
কোথায় থাকিবে, সঙ্গে না যাইবে,
তবে কেন মায়া তার॥
ভাবি অনুক্ষণ, রাজ্য সিংহাসন,
পুত্রে অভিসিক্ত করি।
ত্যজিয়া ভবন, প্রবেশিয়া বন,
সাধনা করি শ্রীহরি॥
তাহা বা কেমনে, ঘটিবে এক্ষণে,
সন্তান সে শিশুমাত্র।
শৈশব বয়েস, খেলায় আবেস,
চঞ্চল চরিত্র অতি॥
নাজানে বিচার, রাজ্যের ব্যাপার,
নাহি হৈল অধ্যয়ন।
কেমন করিয়া, রাজ্যাদি শাসিয়া,
করিবে প্রজা পালন॥
গৃহেতে রহিতে, অরণ্যে যাইতে,
না পারি মন ব্যাকুল।
ইহার বিধান, কহ মতি মান,
দীন কহে শুন স্থূল॥

রাজার প্রতি মন্ত্রীর মন্ত্রণা।

লঘুত্রিপদী।

এতেক বচন, শুনি মন্ত্রীগণ,

কৃতাঞ্জলি করি কয়।
শুনহ রাজন, উপায় লক্ষণ,
যাহাতে দ্বিকুল রয়॥
যা কহিলা সার, অসার সংসার,
ক্ষণিক বিদ্যুতালোক।
এমর্ম্ম জানিয়া, ভ্রমে না ভ্রমিয়া,
সত্যাবলম্বী সাধক॥
কিন্তু এসংসার, সুসার তাহার,
যার জন্মে দিব্য জ্ঞান।
মোহাদি গোচরে, বিবেক অন্তরে,
আত্মতত্ত্বে তার ধ্যান॥
মোহাদি অন্তরে, বিবেক গোচরে,
সেই সে কপটি জন।
মুখে সুধাময়, গরল হৃদয়,
কেবল ভাক্ত লক্ষণ॥
কাননে আসন, বল্কল পিন্ধন,
জটা ভস্ম বিভূষণ।
তীর্থ পরিভ্রমণ, সব মন ভ্রম,
বিফল তার সাধন॥
নিগূঢ় বচন, শুনহ রাজন,
কিহেতু কাননে যাবে।
হিংসা পরিহরি, সদা ভাব হরি,
যাহে মোক্ষ পদ পাবে॥
বসি সিংহাসনে, লয়া সভাজনে,
নির্ব্বাহ নৃপতি ধর্ম্ম।
স্বকর্ত্তা গোচরে, অকর্ত্তা অন্তরে,
নিষ্কামে করহ কর্ম্ম॥
পুত্র কন্যা জায়া, তুল্য দেহছায়া,
মায়াতে কহ আমার।
জ্ঞান চক্ষে চাহ, মনেরে বুঝাহ,
কে আমার আমিকার॥
সিংহাসন শূন্য, কৃষ্ণাজিন তুল্য,
রতন কিরীট জটা।
রুদ্রাক্ষ ভূষণ, বল্কল বসন,
চন্দন সিন্দূর ঘটা॥
রম্য নিকেতন, নিবিড় কানন,
সদৃশ ভাবিয়া মনে।
সত্যে রত রহ, সত্য বাক্য কহ,
দয়া রাখ সর্ব্ব জনে॥
এরূপ করিয়া, সংসারী হইয়া,
যেকরে কাল যাপন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কয়, সেই মহাশয়,
তার কি ভয় শমন॥
নামেতে কুমার, নৃপতি কুমার,
কুমার নিন্দিত রূপ।
হইলে বিদ্বান, উপার্জিলে জ্ঞান,
রাজ্য পদ দিবা ভূপ॥
সুদেব সিদ্ধান্ত, জ্ঞানি শান্ত দান্ত,
পরম পণ্ডিত যিনি।
বিদ্যা অধ্যয়ন নৃপ আচরণ,
সুতে শিখাবেন তিনি॥
এতেক ভারতি, শুনি নরপতি,
পাত্রে ভাল ভাল বলি।
হয়্যা হরষিত, উঠিয়া ত্বরিত,
অন্তঃপুরে গেলা চলি॥
হেথা সভাজন, প্রফুল্লিত মন,
আনন্দে নাহিক ওর।
উৎসব প্রসঙ্গ, সভা হৈল ভঙ্গ,
যখন যামিনী ভোর॥
যার যেই স্থান, করিলা প্রস্থান,

...প্রণাম করি রাজায়।
গুরুর কৃপায় ত্রিপদী ছটায়,
দীন রত্নাকরে গায়॥

সিদ্ধান্তের সহিত রাজার কথোপকথন।

পয়ার।

একদিন পরম আনন্দে নরপতি।
গুরুদেব সিদ্ধান্তে কন করিয়া মিনতি॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ মম কুমার তনয়।
অদ্যাবধি বিদ্যা অধ্যয়ন নাহি হয়॥
অতি চঞ্চল চিত্ত আসক্ত খেলায়।
শিশু সঙ্গে রঙ্গে যথা মন ধায়॥
এরূপে যদ্যপি শিক্ষা কাল হয় গত।
কাল সম হবে মূর্খ পুত্র বিধি মত॥
কুলের প্রদীপ মহারত্ন পুত্র বটে।
বিদ্বান ধার্ম্মিক হয় তবে বড় ঘটে॥
...যদি হয় সন্তান পণ্ডিত।
...জহুরী প্রায় হীরকে খচিত॥
...মূর্খ পুত্র শোভা নাহি পায়॥
...হীন স্তন যথা অজের গলায়॥
মূর্খ সুত সঙ্গে সুখ না হয় কিঞ্চিৎ।
তারাহীন চক্ষু যথা কেবল লাঞ্ছিত॥
শত মূর্খ পুত্র যদি থাকে বর্ত্তমান।
...পুত্র পণ্ডিতের না হয় সমান॥
...চন্দ্র তিমির করয়ে বিনাশন।
...গগনে অগণ্য তারা গণ॥
...হীন জন যদি বেশ ভূষা করে।
...শোভে যেন বস্তির উপরে॥
পণ্ডিত সভায় মূর্খ না হয় শোভন।
কোকিলসমাজে কোথা কাকের মিলন॥
গুণহীন জনের জীবন হয় ছার।
পুচ্ছহীন পশু মাত্র মানব আকার॥
সেই পিতা মাতা শত্রু পুত্রে না পড়ায়।
মূর্খ পুত্র শত্রু হৈতে প্রতিফল পায়॥
বনিতা বিহীন ভাল কিম্বা বন্ধ্যা নারী।
গর্ব্ভ শোব ততোধিক দুঃখ বিচারি॥
জাত মাত্র অপত্য মরণ শ্রেয় কয়।
তথাপি কুলেতে মূর্খ পুত্র ভাল নয়॥
অতএব তনয়ে করহ বিদ্যা দান।
হিতাহিত রাজনীতি আত্মতত্ত্ব জ্ঞান॥
মূঢ়ের মূঢ়ত্ব দূর জ্ঞান উপদেশে।
অঙ্গার উজ্জ্বল যথা পাবক প্রবেশে॥
এত বলি করে করি কুমারের কর।
দ্বিজ করে অর্পণ করিলা নৃপবর॥
রাজার বিনয়ে তুষ্ট হৈলা দ্বিজবর।
রচিল পুস্তক দীন জ্ঞানরত্নাকর॥

সিদ্ধান্তের সহিত রাজপুত্রের কথোপকথন।

পয়ার।

তবে দ্বিজবর পায়্যা নৃপতি আরতি।
সাদরে কুমারে কন সরস ভারতি॥
রত্ন মধ্যে অগ্রগণ্য বিদ্যা মহারত্ন।
সে ধন সাধনে শিশু সদা কর যত্ন॥
ধন ব্যয় করিলে না মিলে সেই ধন।
আয়াস অভ্যাস মাত্র সেধন সাধন॥
কুলে রূপে ধনে মানে শ্রেষ্ঠ যারে কয়।

বিদ্যাহীনে কিংশুক কুসুম সেবর্ত্তায় ॥
মান্যমান হয় রাজা আপনার দেশে।
বিদ্বান্ পরম পূজ্য স্বদেশে বিদেশে ॥
দানেতে অক্ষয় বৃদ্ধি হয় যেই ধন।
তস্কর শত্রুতে কভু না করে হরণ ॥
দায়ের নাহিক দায় দায়ী নাহি যার।
রাখিতে না চাহি কোষ মন কোষ তার ॥
হেন ধন উপার্জ্জন যেহেতু না হয়।
প্রত্যক্ষ লক্ষণ তার শুনহ তনয় ॥
যেজন করয়ে সদা মূর্খগণ সঙ্গ।
মিষ্টান্নে নিয়ত লোভ আর রঙ্গভঙ্গ ॥
বস্ত্র গন্ধ পুষ্প কামিনীর উপভোগ।
ইতস্তত নিরর্থক ভ্রমণে নিয়োগ ॥
নৃত্যগীত বাদ্য কাব্যে নিত্য অনুরাগ।
দ্যূতাদি অনিত্য ক্রীড়া আর অঙ্গরাগ ॥
মাদকাদি দ্রব্যে রত সর্ব্বদা অলস।
সে মূর্খ না করে পান বিদ্যা সুধারস ॥
"মাতার সমান নাই শরীর পোষিকা।
কান্তার সমান নাই শরীর তোষিকা ॥
চিন্তার সমান নাই শরীর শোষিকা।
বিদ্যার সমান নাই শরীর ভূষিকা ॥"
এতেক বচন শুনি রাজার নন্দন।
কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক করিল নিবেদন ॥
বিদ্যা যে পরম ধন কহিলা আভাস।
কাহাকে বলয়ে বিদ্যা শুনিব নির্জ্জাস ॥
হাসিয়া কহেন গুরু শুনহ তনয়।
দুই মত বিদ্যা হয় বুধগণে কয় ॥
পরা আর অপরা বিদ্যার দুই নাম।
পরাতে জন্ময়ে জ্ঞান অপরাতে কাম ॥
অপরা বিদ্যার মধ্যে বিদ্যা চতুর্দ্দশ।
তন্মধ্যে পঞ্চম শ্রেষ্ঠ যাহে জন্মে যশ ॥
শাস্ত্র শস্ত্র শিল্প মল্ল সঙ্গীত পঞ্চম।
শাস্ত্র বিদ্যা হয় মাত্র বিদ্যার উত্তম ॥
বাল্য যুবা বৃদ্ধকালে শাস্ত্র শোভা পায়।
বৃদ্ধ হৈলে অন্য বিদ্যা উপহাস প্রায় ॥
অন্ধের নয়ন শাস্ত্র ভূষণ সঙ্গীত।
শাস্ত্র শিল্প মল্ল বিদ্যা হয় বিপরীত ॥
অগ্রে অগ্রগণ্য বিদ্যা কর অধ্যয়ন।
অপর শিখিবা শিশু যাহা লয় মন ॥
কহ গুরু বিদ্যাতরু হৈতে কিবা ফল।
যাহাতে ঐহিক পারত্রিকের সকল ॥
কুমার বদন দেব করিয়া চুম্বন ॥
প্রেমানন্দে সুধাভাষে ফলশ্রুতি কন।
আপন মনেরে মালী করহ সুধীর।
সে যদি সিঞ্চন করে আয়াসের নীর ॥
তবে যে প্রকার বিদ্যা তরুর উদয়।
বিশেষ করিয়া কহি শুনহ তনয় ॥
হৃদি ক্ষেত্রে বিদ্যা বীজ করিলে অঙ্কুর।
অঙ্কুর প্রভাবে বৃদ্ধি পল্লব প্রচুর ॥
পল্লবে কারণ বৃক্ষ বলবান হয়।
পরে বৃক্ষ হৈতে বৃদ্ধি কার্য্য শাখাচয়।
কার্য্য শাখা হৈতে ধন ফুলের প্রচার
মান মধু সৌরভ গৌরবের আধার ॥
ক্রমে ক্রমে ফুল হৈতে ধরে ফল কর্ম্ম।
পরিণামে ফলে বর্ত্তে সুধারস ধর্ম্ম ॥
সে সুধা করিলে পান জন্মে দিব্যজ্ঞান
জ্ঞানে লভ্য ধর্ম্ম অর্থ কাম কি নির্ব্বাণ ॥
অতএব বিদ্যার নাহিক কেহ তুল্য।
কবিগণ কহে যারে রতন অমূল্য।
এতেক বচন যদি কুমার শুনিল।

সাধনে সাধিব বিদ্যা প্রতিজ্ঞা করিল।
দীন কহে দিন দিনে দিন হয় গত,
বিলম্বে কি প্রয়োজন [illegible]ক্ষণাগত।

রাজপুত্রের অধ্যয়ন করণ।

দীর্ঘত্রিপদী।

দেখি দিন শুভক্ষণ, করিবারে অধ্যয়ন।
কুমার সাজিল মনোহর।
কিবা সেমোহনবেশ, রূপেরনাহিকশেষ,
কুমার নিন্দিত কলেবর॥
[illegible]রিহর্ষ সুপরায়, সকলে মঙ্গল গায়,
দান দেয় যেবা যেই চায়।
প্রেমানন্দেকোলাকুলি, অন্তঃপুরেহুলা
হুলি, মহামহোৎসবহৈল তায়॥
কুমার আনন্দমন, বেষ্টিত বালকগণ,
গুরুপদে প্রণমিল গিয়া।
গুরুকরি স্তুতিবাদ, করিলেন আশীর্ব্বাদ,
শিরে কর গন্ধপুষ্প দিয়া॥
গুরুর আশিষ লয়ে, মনেকুতুহল হয়ে,
ব্যাকরণ আরম্ভ করিল।
অবিরত পাঠচলে, শ্রুতিধর বুদ্ধিবলে,
ছয়মাসে তাহা সমাধিল॥
অভিধান শব্দসার, গণভট্টী রঘুআর,
ক্রমে পড়ে কুমার কুমার।
পরে কাব্যঅলঙ্কার, বোধহেতু সংস্কার,
দেখি লোকে লাগে চমৎকার।
[illegible] নানা মন্ত্র, পুরাণআগমতন্ত্র,
শুনিয়া সন্দেহ হৈল মনে।
যেহেতু ভাবয়ে কয়, এই সত্যএই হয়,
[illegible] যুক্তি প্রকরণে॥

ভাবিমতমতান্তর, শিশুহৈল ভাবান্তর,
ঋষি মুনি বাক্য ঐক্যনয়।
স্বীয় স্বীয় মত যেই, সবেবলেসত্য এই,
কোন মত হইবে নিশ্চয়॥
মীমাংসাকরিয়ালক্ষ্য, সদাভাবেপরপক্ষ্য,
সিদ্ধান্ত না হয় কিছুতার।
শুনিতেমীমাংসাসার, ছাত্রকহে বারম্বার,
কহ গুরু কারণ ইহার॥
পুরাণেপ্রমাণযাহা, তর্কেতর্ককরে তাহা,
মীমাংসা কিরূপে বল হয়।
কারণেরকিবাকার্য্য, বেদেকিহইল ধার্য্য,
না জানি সে বেদ কারে কয়॥
সৃষ্টিপূর্ব্বেকিবাছিল, কেবাবিশ্ব প্রকাশি-
ল, কিসে পঞ্চভূতের প্রচার।
কিরূপে জন্মিলক্ষিতি, কারকক্ষে করে
স্থিতি, ভূগোল খগোল কি প্রকার॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত, নিয়মিতঅবিরত,
ভ্রমণ করয়ে কি কারণ।
সুরাসুর আদি যক্ষ, গন্ধর্ব্ব কিন্নররক্ষ।
কি প্রকারে হইল সৃজন॥
কেমনে হইল বস্তু, দানব মানব পশু।
খেচর ভূচর জলচর।
মানবের কিবাচার, ত্রিকালেরব্যবহার,
বিশেষ কহিবা মুনিবর॥
আমি অতি শিশুজ্ঞান, নাজানিশাস্ত্র
সন্ধান, তুমি গুরু জ্ঞান অভিধান।
ভবসুধায় জন্মসুধা, পানেযাকভ্রান্তিক্ষুধা,
কৃপায় তনয়েকর দান॥
এতশুনি দ্বিজবর, তুলিয়া দক্ষিণকর,
কুমারে আশিষ করি কয়।

যা কহিব যাশুনিবা, কভুনাহিপাসরিবা,
বর লহ নৃপতি নন্দন ॥
কুমার পাইয়া বর, পুলকিত কলেবর,
স্তুতি নতি করিল বিস্তর ।
শ্রীনাথভাবিয়ামনে, দীনদিনহীনেভনে,
নূতন পুস্তক রত্নাকর ॥

শাস্ত্রাদির মর্ম্ম কথন ।

পয়ার ।

অতঃপর স্তবে তুষ্ট হয়ে দ্বিজবর ।
নৃপতি কুমারে কন শুন প্রিয়বর ॥
ভক্তিভাবে বুঝ শাস্ত্র মর্ম্ম বিবরণ ।
যাহে হয় মনভ্রম পাপ বিনাশন ॥
ঈশ্বর মাহাত্ম্য যাহে তারে বলে বেদ ।
দেবগণ প্রকাশিল করি চারি ছেদ ॥
সাম যজু ঋগথর্ব্ব বেদ স্কন্ধ চারি ।
উপনিষদাদি ভাষ্য শাখা সহকারী ।
পরম পবিত্র বেদ রক্ষার কারণ ।
ঋষিগণ হৈতে হইল ষড দরশন ॥
অষ্টাদশ পুরাণ শিবোক্ত নানা তন্ত্র ।
আগম জামল আর ডামরাদি মন্ত্র ॥
সকলের এক বাক্য ভেদ মাত্র ভ্রম ।
যেহেতু পদার্থে বর্ত্তে ঈশ্বরের ক্রম ॥
ইত্যাদি যতেক শাস্ত্র বেদ ভিন্ন নহে ।
একার্ণব যোগে যেন নানা নদী বহে ॥
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র পরস্পর ।
বিরোধ হইবে যথা শুন প্রিয়বর ॥
পুরাণাদি হৈতে শ্রেষ্ঠ স্মৃতির বচন ।
স্মৃতি হৈতে শ্রুতিমান্য না হয় খণ্ডন ॥
কুমার কহিল গুরু কহ বিবরণ ।
বেদের রক্ষক অন্য শাস্ত্র কি কারণ ॥
তবে গুরু কহিলেন শুনহ কুমার ।
যে কালে চার্ব্বাক মত হইল প্রচার ॥
নাস্তিকতা নাশিবারে মহামুনি গণে ।
বেদ মর্ম্ম প্রকাশিল ষড় দরশনে ॥
ঈশ্বর সাধনে শিব কৈল নানা তন্ত্র ।
সাধকে সাধনা করে লয়্যা মহামন্ত্র ॥
পুরাণে প্রমাণ মাত্র ঈশ্বরের লীলা ।
বেদব্যাস ইতিহাস বিস্তর বর্ণিলা ॥
যদ্যপি তাহাতে বহু রূপক বর্ত্তয় ।
পদার্থ লইলে এক বস্তু ভিন্ন নয় ॥
অতএব কি কারণে হও শিশু ভ্রান্ত ।
সেই সত্য সারতত্ত্ব যে কহে বেদান্ত ॥
ব্রহ্মা স্থানে স্বয়ম্ভু বেদ পড়েছিল ।
মহামুনি ঋষি বর্গে যে মর্ম্ম কহিল ॥
যাহাতে হইল স্থির ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময় ।
কারণের কার্য্য যথা সৃষ্টি স্থিতি লয় ॥
সেই সব তত্ত্ব কহি শুন গুণধাম ।
যাহাতে হইবে তূর্ণ পূর্ণ মনস্কাম ॥
এতেক বচনে শিশু করিল উত্তর ।
অগ্রেতে বেদের মর্ম্ম কহ মুনিবর ॥
অমৃত বালক বাক্যে পুলক অন্তর ।
রচিল পুস্তক দীন জ্ঞানরত্নাকর ॥

বেদাদ্য প্রকরণ ।

পয়ার ।

সাবধানে শুন শিশু স্থির করি মন ।
অতি গুহ্য কথা এই পরম কারণ ॥
গোপনে রাখিলে ভ্রম নাহি হয় দূর ।
অব্যক্ত এ নহে ব্যক্ত বেদেতে প্রচুর ॥

উপনিষদাদি ভাষ্যে পাইয়া আভাস।
মনু সংহিতায় এই করিল নির্জ্জাস॥
যে কালে হইল ভ্রান্ত না জানি কারণ।
বিধি বিষ্ণু শিব ইন্দ্র বরুণ পবন॥
ইত্যাদি দেবতা বসি কাম্য তরুতলে।
পরস্পরা অহংজ্ঞান স্বীয় স্বীয় বলে॥
নাশিতে দেবের ভ্রম সত্যসনাতন।
শূন্যে এক জ্যোতী রূপে দিলা দরশন॥
চকিতে হেরিয়া সবে হইল বিস্ময়।
কিবা সে পরম বস্তু কে করে নিশ্চয়॥
সম্বিত পাইয়া তবে কহে সুরগণ।
কি হেরিনু অপরূপ না হয় বর্ণন॥
বহুদিন সুখে সবে হেথা করি বাস।
কভু নাহি হেরিহেন জ্যোতির প্রকাশ॥
পরে বায়ু অগ্নি ইন্দ্র সন্ধানে চলিল।
দৈববাণী ক্রমে সবে শক্তি প্রকাশিল॥
ক্রমেতে হইল খর্ব্ব গর্ব্ব সবাকার।
বিধি বিষ্ণু শিবে আসি দিল সমাচার॥
শুনিয়া বিহ্বল ভোলানাথ হৈল মত্ত।
ত্বরা ভরে চলিলেন লইবারে তত্ত্ব॥
পঞ্চমুখে যুক্ত-করে করিলেন স্তব।
কে আপনি কহ ভ্রান্ত হৈল সুরসব॥
শুনিয়া শিবের স্তুতি পরম কারণ।
পুনঃ শূন্যে তারারূপ করিল স্থাপন॥
হেরিয়া মোহিনী রূপ মোহিত শঙ্কর।
সোহং কর্ত্তা বলি স্তুতি করিল বিস্তর॥
শুনিয়া হাসিয়া তারা মহেশের স্তব।
অগ্রে শিবে জ্ঞান দিলা কহিয়া প্রণব॥
[illegible] প্রকাশ মাত্র ঈশ্বর মহাত্মা।
[illegible] স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা সেই সত্তা॥
জ্ঞান পায়্যা শিব ব্রহ্ম যে করিল স্তুতি।
গায়ত্রী তাহার নাম কহিলেন শ্রুতি॥
প্রণব প্রকাশি তারা হৈল অন্তর্দ্ধান॥
ফিরিয়া আইল শিব পায়্যা দিব্যজ্ঞান॥
দেবগণে কহিলেন তত্ত্ব বিবরণ।
সূর্য্য সাম বেদে কৈল ব্রহ্ম নিরূপণ॥
বায়ু হৈতে যজু আর অগ্নি হৈতে ঋক।
অথর্ব্ব করিল ইন্দ্র সে বেদ অধিক॥
গায়ত্রী প্রসূত বেদ সত্যসনাতন।
বেদ মাতা গায়ত্রী বলয়ে সেকারণ॥
অসুরে হরিয়া বেদ সাগরে ফেলিল॥
মীনরূপে ভগবান তাহা উদ্ধারিল॥
পাইয়া পরম নিধি বিধি পুনর্ব্বার।
চারিমুখে চারিবেদ করিল বিস্তার॥
স্বায়ম্ভুব মনুরে করাণ অধ্যয়ন।
ব্রহ্মার কথিত বেদ কহে সেকারণ॥
শুনিয়া বেদের সূত্র নৃপতি নন্দন।
গুরুর চরণে পুনঃ করে নিবেদন॥
কৃতার্থ করিলে গুরু যে কহিলে সার।
এবে কৃপা করি কহ ব্রহ্ম কি প্রকার॥
হাসিয়া কহেন গুরু শুনহ নন্দন।
বালক স্বভাবে কহ বালক বচন॥
ব্রহ্ম নিরূপণ করে হেন শক্তি কার।
কেশে কি বন্ধন হয় অনন্ত অঙ্গার?॥
অনন্ত না পায়্যা অন্ত ভ্রান্ত নিরবধি।
সন্তরণে কেবা পার হয় সে জলধি॥
তবে সে কিঞ্চিৎ জানি পড়েছি যেমন।
নবরত্ন মধ্যে তাহা হইবে বর্ণন॥
এবে কারণের কার্য্য করহ শ্রবণ।
রচিলা পুস্তক দীন ভাবি নিরঞ্জন॥

সূর্য্যের কিরণে ভ্রম তম হৈল নাশ ।
পুনঃ তর্ক রাহু অর্ক করিলেক গ্রাস ॥
যে কারণে জিজ্ঞাসিল নৃপতি তনয় ।
কি হেতু গ্রহণ হয় কহ মহাশয় ॥
জ্যোতির্ম্ময় দিবাকর দেব পরাৎপর ।
যাঁহার কিরণে দীপ্ত হয় চরাচর ॥
পৃথিবী অধিক ব্যাস পরিধি বিস্তার ।
তাঁহারে করয়ে গ্রাস হেন শক্তি কার ॥
দ্বিলক্ষ যোজনান্তরে চন্দ্রিমা বসতি ।
ভানুর যে গতি হেরি শশীর সে গতি ॥
ইহার বৃত্তান্ত কিবা কহিবা সংক্ষেপ ।
যাহাতে বিনষ্ট হয় মনের আক্ষেপ ॥
এতেক শুনিয়া গুরু করিলা উত্তর ।
রূপক বর্ণনে আছে মত বহুতর ॥
প্রাচীন জ্যোতিষে শিরোমণির আভাস ।
লীলাবতী গ্রন্থে এই আছয়ে প্রকাশ ॥
শিরোমণি কৈলা যাহা কল্পনা করিয়া ।
সে মর্ম্ম কিঞ্চিৎ কহি শুন মন দিয়া ॥
প্রথমে কহিব সূর্য্য গ্রহণ লক্ষণ ।
অপর শুনিবা চন্দ্রিমার বিবরণ ॥
অমাবস্যা তিথি যোগে সূর্য্যের গ্রহণ ।
পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্রে হয় সংঘটন ॥
কুজ বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনৈশ্চর ।
সূর্য্যকে বেষ্টিয়া ক্রমে গ্রহ পরস্পর ॥
অধোভাগে যেই গ্রহ যখন রহিবে ।
সম্মুখ সে গ্রহ রাশিচক্রেতে দেখিবে ॥
সমসূত্রপাতে যবে হইবে মিলন ।
অধো গ্রহ ছায়া ঊর্দ্ধে করিবে গমন ॥
ইত্যাদি যোগেতে হয় সর্ব্বদা গ্রহণ ।
স্বরূপ স্বভাবে জ্যোতি নহে আচ্ছাদন ॥
পাপ গ্রহ রাহু তার বরণ প্রভেদ ।
আচ্ছন্ন যে করে রবি পরে পরিচ্ছেদ ॥
সূর্য্য হইতে চন্দ্রের ন্যূনতা হয় ব্যাস ।
সে কারণে রবি কভু নহে সর্ব্ব গ্রাস ॥
নয় দণ্ডাধিক স্থিতি না হয় কখন ।
সর্ব্ব-দেশে সমভাবে নহে দরশন ॥
রবি নিম্নে কেতু কভু না করে গমন ।
সমসূত্রপাতে সে যে করে আচ্ছাদন ॥
চন্দ্রের অধিক ব্যাস ধরে সেই কেতু ।
কভু কভু শশী সর্ব্বগ্রাস এই হেতু ॥
দ্বিবারের স্বল্প সপ্ত বারের অধিক ।
বৎসরে গ্রহণ মাত্র হয় ন্যূনাধিক ॥
মতান্তরে কহে শুদ্ধ পৃথিবীর ছায়া ।
জ্যোতিরাচ্ছাদন করে নহে কোন মায়া ॥
সংক্ষেপে কহিনু মর্ম্ম শুন রাজকুমার ।
পড়িলে পদার্থবিদ্যা নাশে অন্ধকার ॥
গুরুর বচনে শিশু হরষিত মন ।
কহে কৃপা করি কহ সে বিদ্যা কেমন ॥
কহিলা পদার্থবিদ্যা পরম জ্যোতিষ ।
পদ্যভাবে প্রকাশিল ভাবি জগদীশ ॥

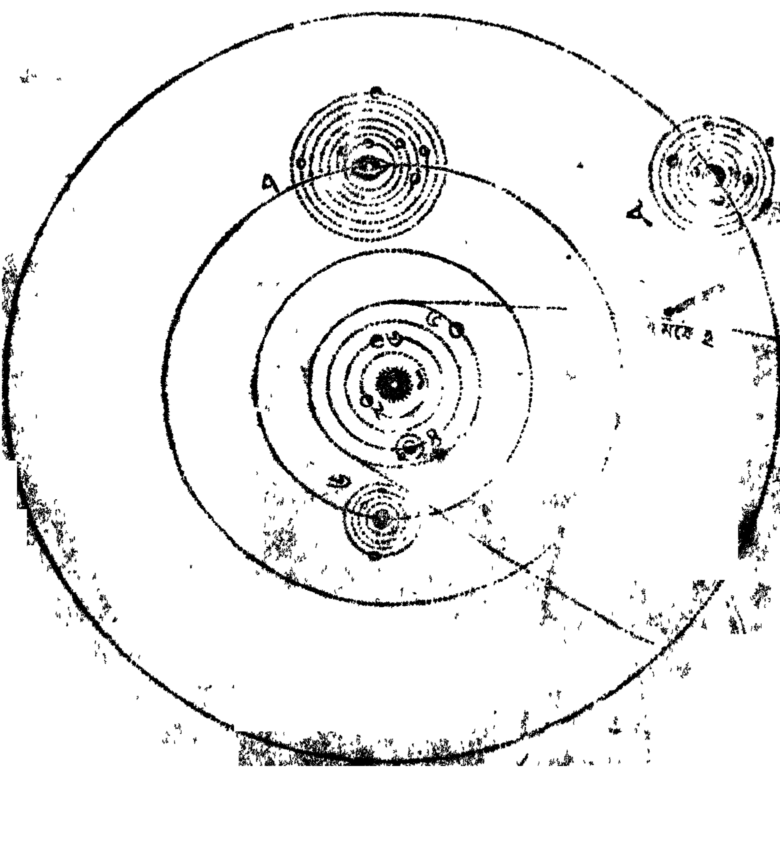
[ইতি জ্ঞানরত্নাকরের প্রথম রত্ন সমাপ্ত]

দ্বিতীয় রত্ন।

পদার্থ বিদ্যা জ্যোতিষ বিবরণ।

গদ্য।

অতঃপর সিদ্ধান্ত কহিলেন, হে রাজনন্দন! পদার্থ বিদ্যা জ্যোতিষ যাহা সূর্য্য সিদ্ধান্ত ও অন্য অন্য সূক্ষ্মদর্শী জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম সংক্ষেপে তোমাকে জানাইতেছি অবধান কর, এবং তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য যাহা সূর্য্য কিরণাবলীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, তাহা হৃদয়াকাশে স্থান দান দিয়া অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে বিনষ্ট কর। "সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতুর এক সাধারণ নাম জ্যোতির্গণ, এই জ্যোতির্গণের গতিবিধি পরিমাণাদি প্রতিপাদক বিদ্যাকে পণ্ডিতেরা জ্যোতির্ব্বিদ্যা নামে ব্যক্ত করিয়াছেন। সূর্য্য এবং গ্রহধূমকেতু সমষ্টিরূপে সৌর জগৎ শব্দে উক্ত হয়; তাহার এই সংক্ষেপ প্রতিরূপ দৃষ্টি কর।



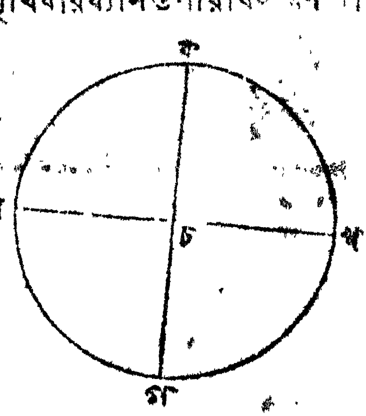
সূর্য্য এবং অন্যান্য গ্রহগণের স্থিতি।

[১] সূর্য্য সকলের মধ্যস্থলে স্থাপিত আছে। গ্রহগণ তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন দূরে স্থিতি করত তাহাকে প্রদক্ষিণ করে। [২] বুধগ্রহ প্রায় ৪০৩৮০০০ যোজন। [৩] শুক্র প্রায় ৭৪৮০০০০ যোজন। [৪] পৃথিবী প্রায় ১৫০০০০০০ যোজন [৫] মঙ্গল প্রায় ৫৮৪০০০০০ যোজন। [৬] বৃহস্পতি প্রায় ৫৩৯০০০০০০ যোজন। [৭] শনি প্রায় ৯৯০০০০০০০ যোজন দূরে থাকিয়া পরিক্রমণ করে। যৎকালে কোন গ্রহ বা ধূমকেতু সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে, তাহার নাম ভগণ কাল। বুধের ভগণ কাল প্রায় ৮৭ দিবস, শুক্রের প্রায় ২২৫ দিবস, পৃথিবীর প্রায় ৩৬৫ দিবস, মঙ্গলের প্রায় ৬৮৭ দিবস, বৃহস্পতির প্রায় ১২ বৎসর, শনির প্রায় ২৯ বৎসর। এক চন্দ্র যে প্রকারে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, তদ্রূপ অন্য অন্য চন্দ্র অন্য অন্য গ্রহের নিকট থাকিয়া তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করে। যথা, বৃহস্পতির ৪ চন্দ্র, শনির ৭ চন্দ্র, পৃথিবীর চন্দ্রের ন্যায় তাহারদিগেরও সর্ব্বদা গ্রহণাদি হইয়া থাকে, তাহা দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু শনি গ্রহ এক উজ্জ্বল পরিবেশ দ্বারা পরিবৃত আছে। এ সমুদয় ব্যতীত মঙ্গল এবং বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যবর্ত্তী আকাশে নানা গ্রহ ভ্রমণ করিয়া থাকে, গ্রহাদি যে নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করে, তাহাকে জ্যোতির্ব্বেত্তারা কক্ষ শব্দে উক্ত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সৌর জগতের মধ্যে আর কতিপয় জ্যোতির্গণ আছে, তাহাদিগের নাম ধূমকেতু, তাহাদিগকে দীর্ঘ পুচ্ছ বিশিষ্ট নক্ষত্র মাত্র বোধ হয়। শত শত ভিন্ন ভিন্ন ধূমকেতু ভিন্ন ভিন্ন কালে নয়ন গোচর হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে অনেকের ভগণকালও নিরূপিত হইয়াছে। মঙ্গল বুধাদির ন্যায় পৃথিবীও এক গ্রহরূপে গণ্য হইয়াছে, যেহেতু তাহারদিগের ন্যায় পৃথিবী শূন্যেতে অবস্থিতি পূর্ব্বক সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, এবং সূর্য্য প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত হয়। পৃথিবী গোলাকৃতি, সমুদ্র তটে দণ্ডায়মান হইয়া যখন কোন সমুদ্র পোতের আগমন দৃষ্টি করা যায়, তখন প্রথমে তাহার অগ্রভাগ দৃষ্ট হয়, পরে তাহা যত অগ্রসর হয়, ততই ক্রমে ক্রমে তাহার নিম্নভাগের দর্শন হইতে থাকে, যাহা অবনির গোলাকার ব্যতীত অন্য প্রকার সম্ভব হয় না। যথা।

পৃথিবীর গোলাকৃতির প্রমাণ।

পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৩৫০০ ক্রোশ এবং পরিধি প্রায় ১১৫০ ক্রোশ। ইহার চতুরংশের প্রায় তিন অংশ জলেতে পরিপূর্ণ, এক অংশ মাত্র মৃত্তিকা। এই মৃত্তিকা ভাগে জগৎ সংসার কদম্ব কুসুমের ন্যায় গ্রথিত আছে। এতাবৎ পৃথিবী বায়ু মণ্ডলের দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে, যাহাকে জ্যোতির্ব্বেত্তারা ভূবায়ু শব্দে বলিয়াছেন। এই ভূবায়ু ঊর্দ্ধে প্রায় পঞ্চ যোজন পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকিয়া জন্তু এবং উদ্ভিজ্জের জীবন পালন করিতেছে। চন্দ্র প্রায় সপ্তবিংশতি দিবস ও বিংশতি দণ্ডে পৃথিবীকে একবার পরিবেষ্টন করে, এই চন্দ্রের সহিত বায়ু মণ্ডলাবৃত পৃথিবী ৩৬৫ দিবস ১৪ দণ্ড ৫২ পল [illegible] বিপল সময়ে সূর্য্যকে একবার পরিবেষ্টন করে, এই গতির নাম বার্ষিক আবৃত্তি। তাহাতে [illegible] সংবৎসর হয়। আর পৃথিবী যে গতির দ্বারা রথ চক্রের ন্যায় স্বীয় ভ্রান্তিকে একবার বেষ্টন করে, তাহার নাম প্রাত্যহিক আবৃত্তি, তাহাতে অহোরাত্র হয়। রাজপুত্র কহিলেন, হে গুরো! পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধির বিষয় যাহা কহিলেন তাহা কি প্রকারে গণনা করিতে হইবেক। গুরু কহিতেছেন। হে বৎস! অবলোকন কর। যথা।

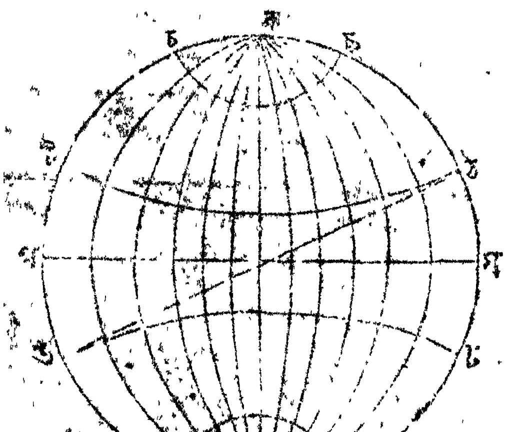
পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধি গণন ।।



যে গোলাকার ক্ষেত্র এক মাত্র রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, এবং যাহার মধ্যস্থিত এক বিন্দু হইতে উক্ত সীমা পর্য্যন্ত যত রেখা রেখা পাত করা যায়, সমুদায়েই পর-

ন্সার সমান হয়, তাহাকে বৃত্ত কহা যায়, যে রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, তাহার নাম পরিধি, উক্ত মধ্যস্থিত বিন্দুর নাম কেন্দ্র, এবং যে কেন্দ্রগত সরল রেখার উভয় প্রান্ত পরিধিতে লগ্ন হয় তাহার নাম ব্যাস। যথা ক, খ, গ, ঘ পরিধি চ কেন্দ্র এবং খ, চ, ঘ। বা ক, চ, গ ব্যাস জানিবা। আর জ্যোতির্বিদ্যা বোধের সুলভ জন্য পৃথিবী পৃষ্ঠে কিয়ৎ রেখা কল্পিত হইয়াছে। যে দিকে সূর্য্যের উদয় হয় এবং পৃথিবী যে দিকে ভ্রমণ করে, তাহার নাম পূর্ব্ব দিক্। পূর্ব্বাভিমুখে দণ্ডায়মান হইলে বাম ভাগে উত্তর, দক্ষিণ ভাগে দক্ষিণ, ও পশ্চাৎভাগে পশ্চিম দিক থাকে। যে ব্যাসোপরি পৃথিবীর প্রাত্যহিক আবর্ত্তন হয়, তাহারি নাম ধ্রুব ব্যাস কিম্বা যাম্যোত্তর ব্যাস, যথা, ক, খ চিহ্নিত রেখা।

১ ক্ষেত্র।

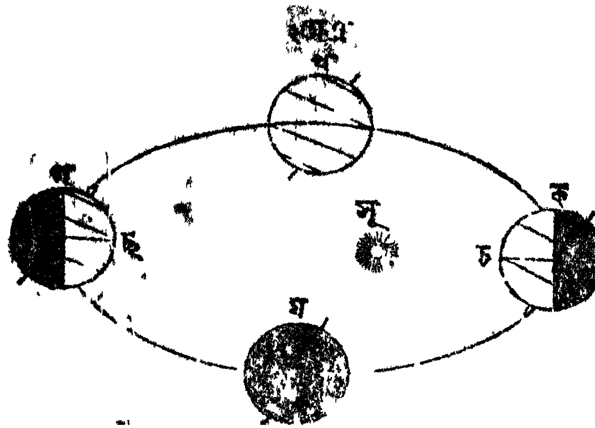


এই ধ্রুব ব্যাসের উত্তর প্রান্ত সুমেরু ও দক্ষিণ প্রান্ত কুমেরু বলে উক্ত হয়। সুমেরু ও কুমেরু হইতে সমান অন্তরে এক রেখা কল্পিত হইয়াছে, তাহার নাম নিরক্ষ বৃত্ত। সে পূর্ব্ব পশ্চিম ভাগে ধরাতল পরিবেষ্টন করিয়া সমভাগে বিভাগ করে, যথা, পূ, ঘ রেখা। নিরক্ষ বৃত্ত হইতে সুমেরু বা কুমেরু ৯০ অংশ অন্তর। নিরক্ষ বৃত্তের উভয় ভাগে ২৩॥ অংশ অন্তরে পূর্ব্ব পশ্চিম গত এক সমান্তরাল বৃত্ত কল্পি-

ক হইয়াছে, তাহার নাম উত্তর অ-
নান্ত বৃত্ত, যথা ট, ঠ। আর নিরক্ষ
বৃত্তের ২৩৷৷ অংশ দক্ষিণে যে তদ্রূপ
অন্য এক রেখা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে
হার নাম দক্ষিণ অয়নান্ত বৃত্ত,
। ড ঢ। এই দুই বৃত্ত সূর্য্যের
উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নের সীমা।
মেরু হইতে ২৩৷ অংশ দক্ষিণে
পশ্চিম গতা এক কল্পিত রেখা
থিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে,
তাহার নাম সৌমেরব মণ্ডল যথা
ছ। আর কুমেরু হইতে ২৩৷৷
অংশ উত্তরে তদ্রূপ অন্য এক বৃত্ত
কল্পিত করা যায়, তাহার নাম কৌ-
মেরব মণ্ডল যথা, জ, ঝ। অন্য
এক বৃত্ত ভূমণ্ডল পরিবেষ্টন পূর্ব্বক
তির্য্যক ভাবে উত্তর অয়নান্ত বৃত্ত
ও দক্ষিণ অয়নান্ত বৃত্তে লগ্ন হইয়া-
ছে ও নিরক্ষ বৃত্তোপরি দুই স্থানে
তাহার সম্পাত হইয়াছে, তাহার
নাম ক্রান্তি বৃত্ত যথা, ড, ঠ। পৃথি-
বী হইতে বোধ হয়, যেন সূর্য্য এই
বৃত্তোপরি ভ্রমণ করিতেছে।
ক্রান্তি বৃত্ত ও নিরক্ষবৃত্তের সম্পাত
স্থান ক্রান্তি পাত শব্দে উক্ত হয়।
যে কালে সূর্য্যকে ক্রান্তিপাতে স্থিত
বোধ হয়, তখন দিনমান ও রাত্রি-
মান সমান হয়। সম্বৎসরে দুই ক্রা-
ন্তিপাতে দুই সময়ে সূর্য্যের উদয়

হয়। এ নিমিত্তে বৎসর মধ্যে দুই
বার দিনমান ও রাত্রিমান সমান
হইয়া থাকে। ১ ক্ষেত্রে দক্ষিণোত্তর
গতা যে সকল রেখা সুমেরু হইতে
কুমেরু পর্য্যন্ত অঙ্কিত হইয়াছে, তা-
হারদিগের নাম দেশান্তরাপ্তি রেখ,
তদ্দ্বারা পৃথিবীর পূর্ব্ব পশ্চিম প-
রিমাণ করা যায়। জ্যোতির্ব্বেত্তারা
স্ব স্ব দেশীয় কোন স্থানের দেশা-
ন্তরাপ্তি রেখা হইতে দেশান্তর গণ-
না আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষের
জ্যোতির্ব্বেত্তারা লঙ্কা ও উজ্জয়িনী
হইতে গণনা করেন।

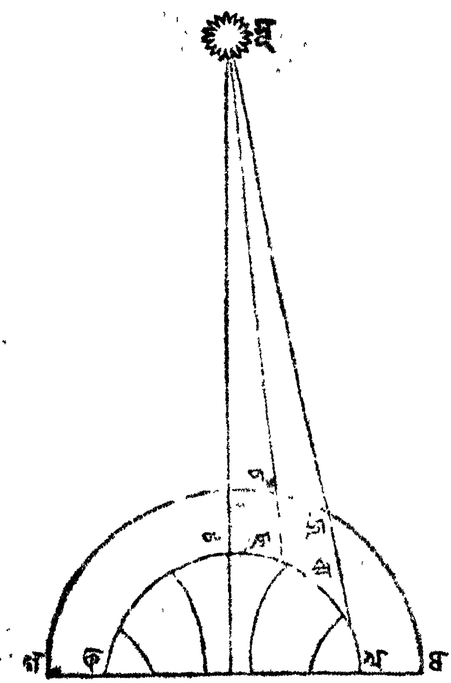
এই বিশেষ দেশান্তরাপ্তি রেখার
নাম মধ্য রেখা। তদ্ভিন্ন পণ্ডিতে-
রা নিরক্ষ মণ্ডলের দক্ষিণে ও উত্ত-
রে পরস্পর সমান্তরাল পূর্ব্ব পশ্চিম
গতা কিয়ৎ রেখা কল্পনা করিয়া
থাকেন, তাহারদিগের নাম অক্ষাং-
শ মণ্ডল। এই সকল রেখা যদিও
কল্পিত বটে, কিন্তু প্রকৃত জ্যোতি-
র্ব্বিদ্যা বোধের সুগম জন্যই নির্দ্দি-
ষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীর পরিভ্রমণ
কালে তাহার ধ্রুব বাণ সম্যক লম্ব-
মান না হইয়া কিঞ্চিৎ তির্য্যক
রূপে স্থিতি করে, তাহাতেই বি-
শেষ বিশেষ সময়ে পৃথিবীতে সূর্য্য
তেজ প্রকাশের ন্যূনাধিক্য অতুত
ঋতু পরিবর্ত্তন হইতেছে। ...



দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক, খ, গ, ঘ, চিহ্নিত রেখা পৃথিবীর কক্ষামণ্ডল। সূ, সূর্য্য। ক, খ, গ, ঘ, এই চারি স্থানে পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন কালে স্থিতি করে। খ, এবং ঘ, বিন্দূপরি যখন পৃথিবী আগমন করে, তখন দিনমান ও রাত্রিমান সমান হয়। যখন ক, বিন্দূপরি গমন করে, তখন সুমেরু দেশ অন্ধকারে আবৃত হয়, তৎকালে বহু সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেখানে সূর্য্যের উদয় হয় না, আর যখন গ, বিন্দূপরি স্থিতি করে, তখন কুমেরু দেশ তদ্রূপ অন্ধকারে আবৃত হয়। সুমেরু যৎকালীন অন্ধকারে আবৃত হয়, কুমেরুতে তৎকালেই ক্রমাগত নিশা শূন্য দিবা আলোক প্রকাশ পায়, তদ্রূপ যৎকালীন কুমেরুতে অন্ধকার থাকে, সুমেরুতে তৎকালে নিরবচ্ছিন্ন দিবস জ্যোতি প্রকাশ থাকে। পৃথিবীর যে স্থানে যে দিবস সূর্য্যের সমসূত্রপাত হয়, সে দিবস সেই স্থান অধিক উত্তপ্ত হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্র অনুসারে যখন ক্রান্তি বৃত্তের চ, চিহ্নিত দেশ মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্যের সম্মুখবর্ত্তী হয়, তখন পৃথিবীর দক্ষিণভাগের অধিকাংশে কিরণপাত প্রযুক্ত তাহাতে গ্রীষ্মের আধিক্য হয়, ও উত্তরভাগে শীত ঋতুর প্রাদুর্ভাব হয়। যখন ছ, চিহ্নিত দেশে তদ্রূপ সূর্য্যের কিরণ পতিত হয়, তখন উত্তরভাগে গ্রীষ্ম ও দক্ষিণ ভাগে শীতের আধিক্য হইয়া থাকে। হে বৎস! বিশেষ রূপে অবধান কর। সূর্য্যের কিরণ সকল সরলা রেখার ন্যায়, একাভিমুখেই বিকীর্ণ হয়, এবং যে স্থানে সমসূত্রপাতে প্রকাশ হয়, সেই স্থানই অধিক উষ্ণ হয়। এই প্রযুক্ত অয়নাবৃত্ত দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব, কেননা সময় বিশেষে

ভূসংস্থানেরই বিশেষ বিশেষ অংশে সূর্য্যের কিরণ সমসূত্রপাতে পতিত হইয়া থাকে। যে দেশ উত্তর অয়নান্ত বৃত্তের যত উত্তর বা দক্ষিণ অয়নান্ত বৃত্তের যত দক্ষিণ সেই দেশে তত শীতের আধিক্য হয়। যথা।

৩ ক্ষেত্র।



এই তৃতীয় ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে বোধগম্য হইবেক। ইহাতে সূ, সূর্য্য ক, ট, ছ, ঝ, খ, অঙ্কিত রেখা ভূমি পৃষ্ঠ, এবং গ, চ জ, ঘ অঙ্কিত রেখা ভূবায়ুর ঊর্দ্ধ সীমা। ট, বিন্দু ও ছ, বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে কিরণ জাল প্রকাশ হয়, ছ, বিন্দু ও ঝ বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী স্থানেও তত কিরণ জাল বিস্তার হয় কিন্তু ট, ছ রেখাব্যাপী স্থান অপেক্ষা ছ, ঝ রেখা ব্যাপী স্থান প্রশস্ত, এজন্য ছ, ঝ অপেক্ষা ট, ছ চিহ্নিত স্থানে গ্রীষ্মের আধিক্য হইবেক, কেননা অল্প স্থানে অ-

ধিক কিরণ পাত হইলে অবশ্য তাহা অধিক উত্তপ্ত হইবে, ট,ছ চিহ্নিত স্থান পৃথিবীর মধ্যস্থিত নিরক্ষ দেশ যেখানে সূর্য্যের কিরণ প্রায় সমসূত্র পাতে বিকীর্ণ হয়, আর ছ, ঝ স্থান পৃথিবীর দক্ষিণ বা উত্তর অংশ, যাহাতে সূর্য্যের কিরণ তির্য্যক রূপে পতিত হয়. পৃথিবীর উত্তর ভাগ ও দক্ষিণ ভাগ যে মধ্যদেশ অপেক্ষা শীতল, তাহার এই কারণ। এই প্রকার শীত গ্রীষ্মের তারতম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিজ্জ ও জন্তু সকল স্থিতি করিতেছে, যাহারা এই বর্ত্তমান নিয়মে ঋতু পরিবর্ত্তন না হইলে কদাপি জীবিত থাকিত না। বিশ্বকর্ত্তা পৃথিবীকে জীবের যোগ্য ও জীবকে পৃথিবীর যোগ্য করিয়া অপার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন।

হে বৎস! শ্রবণ কর। তেজোময় বস্তুর সম্মুখে কোন নিস্তেজ গোল বস্তু থাকিলে তাহার অর্দ্ধভাগ মাত্র প্রকাশ হয়, এই হেতু সূর্য্য কিরণ দ্বারা ভূমণ্ডলের অর্দ্ধ স্থান মাত্র প্রকাশ পায়, এবং অপরার্দ্ধ অন্ধকারে আবৃত থাকে। পৃথিবীর অবস্থা নিয়তই এই প্রকার, কিন্তু তাহার প্রাত্যহিক গতি দ্বারা সর্ব্ব স্থানে ক্রমশঃ আলোক ও অন্ধকারের ভাগ প্রাপ্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা দিবা ও রাত্রি পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। পৃথিবীর নিয়ত আবর্ত্তন দ্বারা, তদংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রত্যেক স্থানই সূর্য্যের সম্মুখস্থ হইয়া প্রকাশ হইতেছে, তখন সেই স্থানের লোকের বোধ হয়, যে সূর্য্যের উদয় হইল, পরন্তু সেই স্থান যেমন পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে তদ্বাসী লোকেরা সূর্য্যকে মস্তকোপরি স্থিত দেখিতে পায়, পরিশেষে যখন আবর্ত্তন দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল পশ্চিম ভাগে অদৃশ্য হয়, তখন বোধ হয়, যে সূর্য্য অস্ত হইল। এই প্রকারে যখন এক স্থানে বার প্রবৃত্ত হয়, তখন অন্য স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং এক দেশে যখন মধ্যাহ্নকাল, তাহার বিপরীত দেশে তখন অর্দ্ধরাত্র। ফলতঃ সূর্য্যের উদয় অস্ত বাস্তবিক নহে, পৃথিবীর প্রাত্যহিক আবৃত্তি দ্বারাই দিবা রাত্রি প্রাতঃসন্ধ্যাদি পরিবর্ত্ত হইতেছে। পৃথিবীর সৌমেরব ও কৌমেরব প্রান্তের নিকটে কিয়ৎ দিবস সূর্য্যের অস্ত মাত্র হয় না, ও অন্য কালে কিয়ৎ দিবস তাহার উদয় হয় না. নির্দ্দিষ্ট সুমেরু ও কুমেরুতে ছয়মাস দিন ছয় মাস রাত্রি, অর্থাৎ সুমেরুতে যখন রাত্রি কুমেরুতে তখন দিন, হে বৎস! চিন্তা করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়, যে যখন

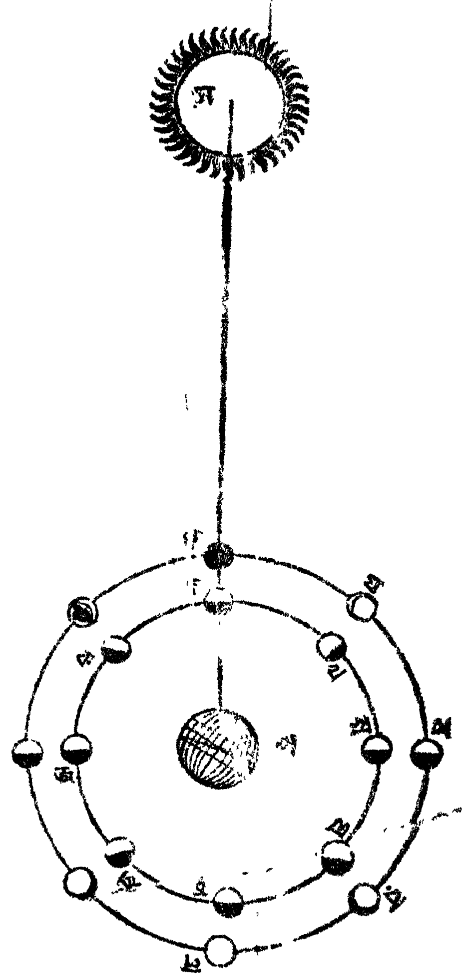
এক স্থানের তাবৎ লোক মধ্যাহ্ন সময়ের প্রখর সূর্য্য প্রভামধ্যে প্রবল উৎসাহের সহিত বিষয়োদ্যমেও বীর্য্যমান হইয়া সমুহ কার্য্যে অবিশ্রান্ত ব্যস্ত রহিয়াছে, তখন তাহার বিপরীত দেশীয় লোকেরা দ্বিপ্রহর রজনীতে নিদ্রার শান্ত ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছে।

চন্দ্রের বিবরণ।

চন্দ্রের ব্যাস প্রায় ২৪০ যোজন। পৃথিবী হইতে চন্দ্র প্রায় ২৬০০০ যোজন অন্তরে থাকিয়া ২৭ দিবস ১৯ দণ্ড ১৮ পলে একবার তাহাকে প্রদক্ষিণ করে। ও পৃথিবীর সঙ্গে সম্বৎসর কালে সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করে। পৃথিবী এবং অন্য অন্য গ্রহের ন্যায় চন্দ্রও সূর্য্য প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত হয়। চন্দ্রের এক পার্শ্ব মাত্র, আমারদিগের দৃষ্টি গোচর হয়। তাহার প্রমাণ এই যে আমরা যখন চন্দ্রকে দেখি, তখন তাহার একই স্থানে একই চিহ্ন সমস্ত দৃষ্টি করিয়া থাকি, যাহা সাধারণতঃ চন্দ্রের কলঙ্ক শব্দে উক্ত হয়। চন্দ্রের অর্দ্ধভাগ নিয়তই সূর্য্যরশ্মি দ্বারা প্রকাশিত থাকে। যখন সেই সমস্ত প্রকাশিত ভাগ আমারদিগের দৃষ্টিগোচর হয় তখন, তাহাকে পূর্ণচন্দ্র নামে নির্দ্দিষ্ট করা যায়, এবং সেই দৃষ্ট অংশের ন্যূনাধিক্য অনুসারে চন্দ্র কলার হ্রাস বৃদ্ধি উক্ত কর হয়।

চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধির কারণ।

পৃষ্ঠান্তরে অঙ্কিত ক্ষেত্রে স, সূর্য্য প, পৃথিবী এবং ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, এই সমুদয় চন্দ্রের স্থান। যখন চন্দ্র স্বীয় কক্ষার ক চিহ্নিত স্থানে স্থিতি করে, তখন তাহার প্রকাশিত পার্শ্ব সূর্য্য সম্মুখে এবং অপ্রকাশিত পার্শ্ব পৃথিবী অভিমুখে স্থিতি করে, এইহেতু তৎকালে পৃথিবীস্থ লোকের চন্দ্রের আকার দর্শন হয় না। তদনন্তর চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডলকে পরিত্যাগ করিয়া যে পরিমাণে স্বীয় কক্ষাতে গমন করে সে পরিমাণে তাহার কলা দৃশ্য হইতে থাকে। যখন চতুর্থী তিথিতে খ চিহ্নিত স্থানে চন্দ্রের উদয় হয়, তখন তাহার প্রকাশিত ভাগের প্রায় চতুর্থ অংশ পৃথিবীর সম্মুখ স্থিত প্রযুক্ত সেই অংশ শৃঙ্গের ন্যায় মনুষ্যের দৃষ্টি গোচর হয়, যথা য। যখন গ চিহ্নিত স্থানে উদয় হয়, তখন তাহার প্রকাশিত ভাগের অর্দ্ধ অংশ আমারদিগের দৃষ্টি গোচর হয় যথা র। ঘ চিহ্নিত স্থানে তাহার প্রকাশিত পার্শ্বের তিন ভাগ দৃষ্ট হয় যথা ব। এবং চ চিহ্নিত স্থানে সকল প্রকাশিত ভাগ দৃষ্ট



হইয়া পূর্ণচন্দ্র রূপে উপলব্ধ হয় যথা ল। তথা হইতে ছ, জ প্রভৃতি স্থানে বিলোম ক্রমে হ্রাস পাইয়া পুনর্ব্বার ক স্থানে অমাবস্যা কালে অদৃশ্য হয়। চন্দ্রের এই পার্শ্ব আমারদিগের দৃষ্ট হয়, অতএব আমারদিগের পৃথিবী ও চন্দ্র লোকের কেবল তৎ পার্শ্ববাসী দিগের দৃশ্য হইয়া থাকে। সূর্য্যরশ্মি দ্বারা চন্দ্র প্রকাশিত হইয়া আমারদিগের নিকট যেরূপ চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে, চন্দ্র লোকবাসী দিগের

নিকট আমারদিগের পৃথিবী তদ্রূপ হ্রাস বৃদ্ধি ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে যদিও পূর্ণিমা ব্যতীত সর্ব্ব সময়ে চন্দ্র বিম্বে কিয়ৎ কলামাত্র সুপ্রকাশিত দেখা যায়, তথাপি অবশিষ্ট তাবৎ ভাগও ম্লান রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেহেতু চন্দ্র আলোক দ্বারা পৃথিবী যে প্রকার দীপ্ত হয়, তদ্রূপ পৃথিবীর প্রতিভা দ্বারা চন্দ্রবিম্ব ম্লান [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

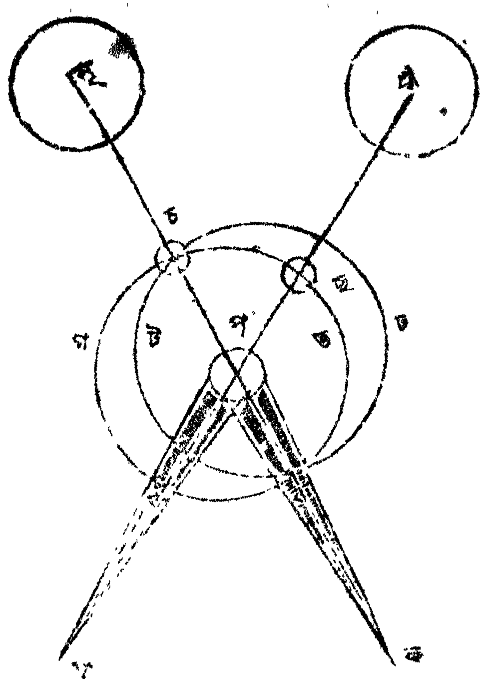
চন্দ্র গ্রহণ হওনের কারণ।

হে রাজ নন্দন! অতঃপর চন্দ্র গ্রহণ যাহাতে হয় তাহার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কহি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। চন্দ্র অমাবস্যান্তে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্য স্থানে প্রবেশ করে, এবং পৃথিবী পূর্ণিমান্তে চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হয়। পৃথিবী স্বয় নিস্তেজ এবং গোলাকৃতি, এ প্রযুক্ত তাহার যে ভাগ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহার বিপরীত ভাগে সূচ্যাকার ছায়া পাত হয়। এই ছায়া মধ্যে চন্দ্র প্রবেশ কালে ক্রমশঃ মলিন হইতে থাকে, ইহাকেই চন্দ্র গ্রহণ বলা যায়। পূর্ণিমান্তে এই রূপ ঘটনার সম্ভাবনা, অতএব পূর্ণিমান্তেই চন্দ্র গ্রহণ হইতে পারে। চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হইলে সূর্য্যরশ্মি অবরোধ হয়, তাহাকেই সূর্য্য গ্রহণ বলা যায়। অর্কেন্দু সঙ্গম কালে অর্থাৎ অমাবস্যান্তে সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবীর [illegible] রূপ সংস্থিতি সম্ভব, অতএব [illegible] কালেই সূর্য্য গ্রহণ হইতে পারে। চন্দ্রকক্ষা ও ভূকক্ষ যদি এক সম [illegible] স্থিত হইত, তবে প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্র গ্রহণ ও প্রতি অমাবস্যায় [illegible] গ্রহণ সংঘটিত হইত [illegible] উক্ত প্রত্যেক কালে সূর্য্য চন্দ্র, পৃথিবী সমসূত্রপাতে [illegible] করত চন্দ্র দ্বারা সূর্য্যবিম্ব আচ্ছন্ন বা ছায়া দ্বারা চন্দ্রবিম্ব দীপ্তি রহিত হইত। কিন্তু চন্দ্রকক্ষা ও পৃথিবীকক্ষা পরস্পর ভিন্ন ধরাতলে [illegible] করে এবং পরস্পর তির্য্যক [illegible] কেবল দুই বিন্দু মাত্রে উভয় কক্ষার সন্ধি হয়, এই দুই সন্ধি স্থানের নাম চন্দ্রপাত। এই পাত স্থানে চন্দ্র আগমন করিলে চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবী একসমধরাতলস্থ হয়, অতএব পূর্ণিমান্তে বা অমাবস্যান্তে চন্দ্র স্বীয় পাতস্থ বা পাত নিকটস্থ না হইলে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ ঘটনা হয় না। পুরাণাদিতে এই রূপ কল্পনা আছে যে রাহু দৈত্য দ্বারা চন্দ্র সূর্য্যের গ্রাস প্রযুক্ত তাহারদিগের গ্রহণ ঘটনা হয়। কোন কোন, সিদ্ধান্তবেত্তা ইহার সহিত জ্যো-

তিষের ঐক্য রাখিবার জন্য নানা প্রকার কল্পনা করিয়াছেন। এবং কোন কোন স্পষ্টবাদি জ্যোতির্ব্বেত্তা এক কালেই তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পুরাণাদির সহিত শব্দ মাত্রের ঐক্য রাখিবার জন্য চন্দ্রপাতকে রাহু শব্দে বলিয়াছেন, এবং ভূচ্ছায়াকে কেতু শব্দে কহিয়াছেন। ফলতঃ রাহু, কেতু কোন স্বতন্ত্র গ্রহ নহে রূপক বর্ণনা মাত্র ইত্যাদি শ্রবণে রাজ পুত্র কহিতেছেন, হে গুরো! পূর্ব্বে যে ধরাতল ও চন্দ্রপাত শব্দ উক্ত হইয়াছে, ইহার অর্থ বিস্তার করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়। গুরু কহিলেন হে বৎস! শ্রবণ কর, যাহার দীর্ঘতা এবং প্রস্থ আছে, কিন্তু স্থূলত্ব নাই তাহার নাম ধরাতল। যে ধরাতলস্থ কোন দুই বিন্দুর মধ্যে সরলা রেখা পাত করিলে সেই সরলা রেখার সকল অংশ যদি সেই ধরাতলে সংলগ্ন হয়, তবে তাহাকে সমধরাতল কহা যায়। এবং কোন সমভূমির উপরিস্থ বিস্তৃত ছায়াকে ধরাতল বলিয়া উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে ধরাতল কোন স্থূল বস্তু নহে, তাহার দীর্ঘতা ও প্রস্থ মাত্র আছে, কিন্তু স্থূলত্ব নাই। আর দুই কক্ষার সাধারণ স্থানের নাম পাত, সুতরাং তাহার আকারও নাই অতএব নিরাকার দ্বারা কি প্রকারে সাকার বস্তু আবৃত হইতে পারে, অর্থাৎ নিরাকার যে পাত সে রশ্মি অবরোধ করিতে পারে না, সুতরাং কি প্রকারে সে সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিবে, এক্ষণে প্রতিরূপ অবলোকনে ক্ষেত্র মর্ম্ম পর্য্যালোচনা কর, যাহাতে অচিরাৎ ভ্রমনাশ হইবে।

পৃষ্ঠান্তরস্থ প্রথম ক্ষেত্রে। চ, ড, গ, বৃত্ত চন্দ্র কক্ষার সম ধরাতল, এবং চ ঢ ট। ভূ কক্ষার সম ধরাতল। এই দুই ধরাতলের তির্য্যক ভাবে পরস্পর ভেদ হইয়াছে। চ ড ক খণ্ড চ ঢ ক খণ্ডের উপরিভাগে, এবং ক গ চ খণ্ড ক ট ঢ খণ্ডের নিম্নে অবস্থিত আছে। চ এবং ক বিন্দুপাত স্থান, সূ সূর্য্য এবং পৃ পৃথিবী। অমাবস্যান্তে যদি চন্দ্র চ অঙ্কিত স্থানে স্থিতি করে, তবে চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী এক সম ধরাতলস্থ প্রযুক্ত চন্দ্র বিম্ব দ্বারা সূর্য্য বিম্ব আচ্ছন্ন হইয়া সূর্য্য গ্রহণ হয় কিন্তু অমাবস্যান্তে যদি চন্দ্র ছ অঙ্কিত স্থানে স্থিতি করে এবং সূর্য্য ক্ষ অঙ্কিত স্থানে দৃষ্ট হয়, তাবৎকাল ছ অঙ্কিত চন্দ্র বিম্ব সুতরাং চ ঢ ট ধরাতল এবং তত্রস্থ চ, পৃ রেখার ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত হয়। আর তৎ-

১ ক্ষেত্র



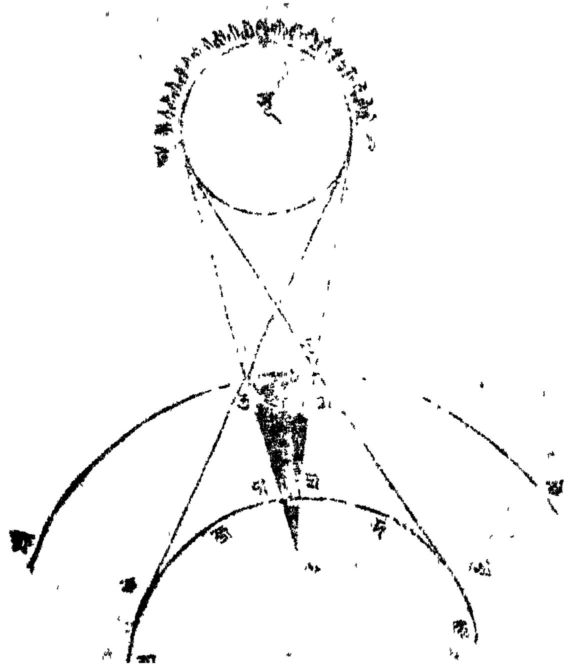
কালে চ বিন্দু হইতে যত দূরে চন্দ্রের স্থান হইবেক, ক অঙ্কিত সূর্য্যের তত ঊর্দ্ধভাগে চন্দ্র দৃষ্ট হইবেক; অতএব অমাবস্যান্তে ছ বিন্দুস্থ চন্দ্রের স্থান চ বিন্দু হইতে এতাদৃশ দূরে হইতে পারে, যাহাতে চন্দ্র বিম্বের কোন অংশ পৃ চিহ্নিত পৃথিবী এবং সূ অঙ্কিত সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী না হয়। এমত স্থলে সূর্য্য গ্রহণ অসম্ভব। অমাবস্যান্তে সূর্য্য গ্রহণ সম্ভব কি অসম্ভব ইহা তৎসময়ে পাতস্থান হইতে চন্দ্রের দূর পরিমাণ দ্বারা গণনা করা যায়। পূর্ণিমান্তে চন্দ্র যদি ক অঙ্কিত স্থানে স্থিতি করে, তবে চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবী এক সম ধরাতলস্থ প্রযুক্ত পৃ ক পৃথিবী ছায়া চন্দ্রেতে লগ্ন হইয়া চন্দ্র গ্রহণ হয়। কিন্তু উক্ত কালে চন্দ্র যদি খ বিন্দুস্থ হয়, তবে সেই চন্দ্রের স্থান পৃ প, ভূচ্ছায়ার এরূপ নিম্নভাগে স্থিত হয় যে তাহাতে চন্দ্রের গতি তন্মধ্য দিয়া হ-

ইতে পারে না। এমত স্থলে চন্দ্র গ্রহণ অসম্ভব। পূর্ণিমান্তে চন্দ্র গ্রহণ সম্ভব কি অসম্ভব তাহা তৎ সময়ে পাতস্থান হইতে চন্দ্রের দূর পরিমাণ দ্বারা গণনা করা যায়।

যদি এই দুই ধরাতল মিলিত হইয়া একীভূত হইত, তবে প্রতি অমাবস্যান্তে সূর্য্যের ও প্রতি পূর্ণিমান্তে চন্দ্রের পূর্ণ গ্রহণ হইত। আর চন্দ্র দ্বারা সূর্য্যরশ্মি অবরোধ হইলে সূর্য্য গ্রহণ হয়। চন্দ্র যদিও বস্তুত সূর্য্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু তদপেক্ষা পৃথিবীর নিকট প্রযুক্ত উভয়ের বিম্ব প্রায় সমান দেখায়। সময় বিশেষে সূর্য্য বিম্ব বা চন্দ্র বিম্ব পৃথিবী হইতে অধিক তর দূর বা নিকটবর্ত্তী হয়। এই নিমিত্তে কাল বিশেষে তাহারদিগের হ্রাস বৃদ্ধি বোধ হয়। সূর্য্যের কেন্দ্র, চন্দ্রের কেন্দ্র, এবং গ্রহণ দ্রষ্টার চক্ষু যদি সমসূত্রপাতে স্থিতি করে, তবে সে ব্যক্তি চন্দ্র বিম্বের দৃষ্টিগোচর হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে সূর্য্যের দ্বি প্রকার গ্রহণ দেখিতে পায়। চন্দ্র বিম্ব সূর্য্য বিম্ব অপেক্ষা যদি বৃহৎ বোধ হয়, তবে সূর্য্যের সর্ব্বগ্রাস দৃশ্য হয়, কেননা তৎকালে বৃহচ্চন্দ্র বিম্ব দ্বারা ক্ষুদ্র সূর্য্য বিম্ব আচ্ছন্ন হয়। আর চন্দ্র বিম্ব যদি সূর্য্য বিম্ব অপেক্ষা ক্ষুদ্র বোধ হয়, তবে সূর্য্য বিম্বের চতুঃপ্রান্তে অঙ্গুরীয় আকারে এক দীপ্তিমান খণ্ড দর্শন হয়, অবশিষ্ট অন্তরংশ চন্দ্রের দ্বারা আবৃত হওয়াতে অদৃশ্য হয়। চন্দ্রের কেন্দ্র সূর্য্যের কেন্দ্র এবং দ্রষ্টার চক্ষু যদি সমসূত্র পাতে না থাকে, তবে সূর্য্যের এক দেশ মাত্র চন্দ্রের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া সূর্য্যের আংশিক গ্রহণ দৃষ্ট হয়। সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্র যেরূপ ক্ষুদ্র তাহাতে চন্দ্র দ্বারা, সূর্য্য সম্মুখস্থ সমুদয় ভূপিণ্ড ভাগ হইতে সূর্য্যরশ্মি অবরোধ হইতে পারেনা। সামান্যতঃ যখন পৃথিবী হইতে সূর্য্য অধিকতম দূরে এবং চন্দ্র অল্পতম দূরে স্থিতি করে, তখন চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর প্রায় ৮০ ক্রোশ পরিমিত ক্ষুদ্র খণ্ডকে আচ্ছন্ন করে। অন্য সময়ে উক্ত ছায়ার অগ্র পৃথিবীতে লগ্ন হয় না। আর যে যে প্রদেশে সূর্য্য গ্রহণ দর্শন হয়, তাহাতে একই সময়ে একই প্রকার গ্রহণ দৃষ্ট হয় না। কোন স্থানে পূর্ণ গ্রাস কোন স্থানে বা আংশিক গ্রাস উপলব্ধ হয়, এবং পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বাভিমুখে চন্দ্রের গতি, এজন্য পশ্চিম দেশীয় লোকের অগ্রে ও পূর্ব্ব দেশীয় লোকের ক্রমানুসারে পরে পরে গ্রহণ দর্শন হইতে থাকে। অতএব এই দ্বিতীয় ক্ষেত্র অবলোকন

করিলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সূর্য্য গ্রহণ কিরূপে সঙ্ঘটন হয় তাহা স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইবেক। যথা।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র।

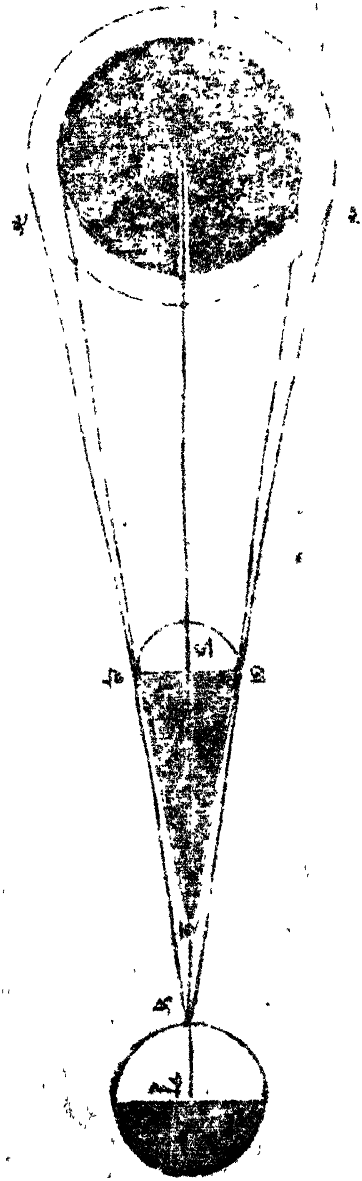


সূ, সূর্য্য, চ, চন্দ্র ক, খ, চন্দ্র কক্ষ, এবং অ, ক, জ, দ, খ হ, সূর্য্যাভিমুখ ভূপৃষ্ঠ খণ্ড। ট ত হ এবং ঠ থ হ সূর্য্যের দুই প্রান্তিমরশ্মি, যাহা একাভিমুখ হইয়া চন্দ্রকে ত, থ দুই বিন্দুতে স্পর্শ করিয়া পৃথিবী পৃষ্ঠস্থ হ, বিন্দুতে লগ্ন হইয়াছে। ত থ হ চন্দ্রের সূচ্যাকার ছায়া, ইহার মধ্যে সূর্য্যের কোন অংশ দর্শন হইতে পারে না। ট, ড, থ এবং ঠ, ব, ক, সূর্য্যের অন্য দুই প্রান্তিম রশ্মি, যাহা ভিন্নাভিমুখ হইয়া চন্দ্রকে ব, ড বিন্দুদ্বয়ে স্পর্শ করত ভূপৃষ্ঠে ক খ, ইত্যাদি বিন্দুতে লগ্ন হইয়াছে। ট, ক, এবং ড, খ, রেখাদ্বয় এবং চন্দ্র ছায়া এই উভয় সীমার মধ্যবর্ত্তী যে ক, ক, জ, খ, এবং ড, থ, হ, ক, প্রকৃত স্থান তাহা হইতে সূর্য্যের কিয়ৎরশ্মি অবরোধ হওয়াতে তাহা ম্লান রূপে প্রকাশ পায়, এই ছায়াকে

চন্দ্রের ঈষচ্ছায়া বলা যায় এ ঈষচ্ছায়াতে আচ্ছন্ন স্থানে সূর্য্যের কিয়দংশ দর্শন হয়। হে বৎস! এক্ষণে তোমার সুন্দর রূপে বোধ হইবেক যে ভূপরাতলের গ, খ চিহ্নিত খণ্ড যেখানে চন্দ্রের পূর্ণ ছায়া পতিত হইয়াছে, সেখানে সূর্য্যের পূর্ণ গ্রাস দর্শন হইবেক। চন্দ্র ছায়ার ভ, গ এবং ত, খ অঙ্কিত সীমাদ্বয় আর ঈষচ্ছায়ার ব, ক এবং ভ, খ সীমাদ্বয় এই রেখা চতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী ক, গ এবং ঘ, খ ভূধরাতল খণ্ডে সূর্য্যের আংশিক গ্রাস দৃষ্ট হইবেক। এতদ্ব্যতিরিক্ত পৃথিবীর অন্য অংশে গ্রহণ দর্শন অসম্ভব চন্দ্রের গতি অনুসারে কখন কখন পৃথিবী হইতে চন্দ্র যতদূরে থাকে, তদপেক্ষা তাহার ছায়ার দীর্ঘতা অল্প হয়, এমত স্থলে সেই ছায়া সুতরাং পৃথিবীতে লগ্ন হয় না। এবং কোন স্থানে সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণ দৃষ্ট হয় না।। সেই ছায়ার মধ্য রেখার নিকটস্থ লোকেরা সূর্য্যের প্রান্তভাগে চতুর্দ্দিকে জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গুরীয়াকার এক খণ্ড দর্শন করে।

তৃতীয় ক্ষেত্র

চন্দ্র গ্রহণ



চন্দ্র গ্রহণ।

তৃতীয় ক্ষেত্রে স, চ, প, পূর্ব্ববৎ সূর্য্য চন্দ্র ও পৃথিবী। ত, থ, হ চন্দ্র ছায়া যাহা পৃথিবীতে লগ্ন না হইয়া তাহার অগ্রভাগ অন্তরীক্ষে হ বিন্দুতে স্থিতি করিতেছে। চ, হ চিহ্নিত রেখা সেই ছায়ার মধ্য রেখা। ঐ রেখাকে বৃদ্ধি করাতে তাহা পৃথিবী পৃষ্ঠে ধ বিন্দুতে সংলগ্ন হইয়াছে, ঐ বিন্দু হইতে ধ, ত, ট এবং ধ, থ, ঠ একাভিমুখ গামী রেখাদ্বয় চন্দ্র বিম্ব স্পর্শ করত সূর্য্য বিম্বের ট, ঠ বিন্দুতে লগ্ন হইয়াছে। হে মিত্র! এখন বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবেক, যে সূর্য্য বিম্বে ট, ন, ঠ, চিহ্নিত বৃত্তের অন্তর্গত তাবৎ অংশ ধ অঙ্কিত স্থানে অদৃশ্য থাকিবেক, কেবল প, ট প্রভৃতি অঙ্গুরীয়াকার এক খণ্ডমাত্র দৃষ্টিগোচর হইবেক। এবং পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে পূর্ণিমান্তে ভূচ্ছায়া মধ্যে চন্দ্র প্রবেশ করিলে চন্দ্র গ্রহণ হয়, চন্দ্র স্বয়ং নিস্তেজ পদার্থ, কেবল সূর্য্যরশ্মি দ্বারা প্রকাশিত হয়, এবং তাহার অভাব হওয়াতেই সুতরাং দীপ্তি শূন্য হয়, তাহাকেই চন্দ্রের গ্রহণ বলা যায়। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের স্থান যত দূর, ভূচ্ছায়া তাহার আ৹ সার্দ্ধ[illegible] দীর্ঘ, এবং ঐ ছায়ার যে প্রদেশে চন্দ্র প্রবেশ করে তাহার প্রস্থ চন্দ্র ব্যাসের প্রায় ত্রিগুণ, চন্দ্রের সমস্ত বিম্ব যখন ছায়া মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন পূর্ণ গ্রহণ হয়। যখন তাহার এক অংশমাত্র ছায়াতে আচ্ছন্ন হয়, তখন আংশিক গ্রহণ হয়। যে গ্রহণ কালে চন্দ্র ভূচ্ছায়ার মধ্য রেখা ভেদ করিয়া গমন করে তাহাকে কেন্দ্রীয় গ্রহণ কহা যায়। ছায়া প্রবেশকে গ্রাসারম্ভ এবং তাহা হইতে বহির্গমনকে মুক্তি কহা যায়। গ্রাসারম্ভাবধি মুক্তি পর্য্যন্ত সময়কে গ্রহণের ভোগ বলে, ভূচ্ছায়ার উভয় পার্শ্বে সূর্য্যের কতিপয় তির্য্যকগামী রশ্মি পৃথিবী দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়াতে কিয়ৎস্থানের যে ম্লান দীপ্তি হয়, তাহাকে ভূঈষচ্ছায়া কহা যায়। গ্রাসারম্ভের পূর্ব্বে চন্দ্র ঐ ভূঈষচ্ছায়াতে প্রবেশ করে এনিমিত্তে এককালে দীপ্তি শূন্য না হইয়া ক্রমশঃ ম্লান হইতে থাকে এবং মুক্তি কালেও একেবারে পুনর্দীপ্তিমান না হইয়া ম্লান রূপে নিঃসৃত হয়, এবং ক্রমশঃ সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোক প্রাপ্ত হয়। চন্দ্র গ্রহণে চন্দ্র স্বয়ং দীপ্তি শূন্য হয়, এজন্য তৎকালে, যে যে স্থানে তাহার উদয় থাকে সেই সেই স্থানে একই সময়ে একই প্রকার গ্রহণ দৃষ্ট হয়। ভূচ্ছায়া অপেক্ষা চন্দ্র শীঘ্রগামী,

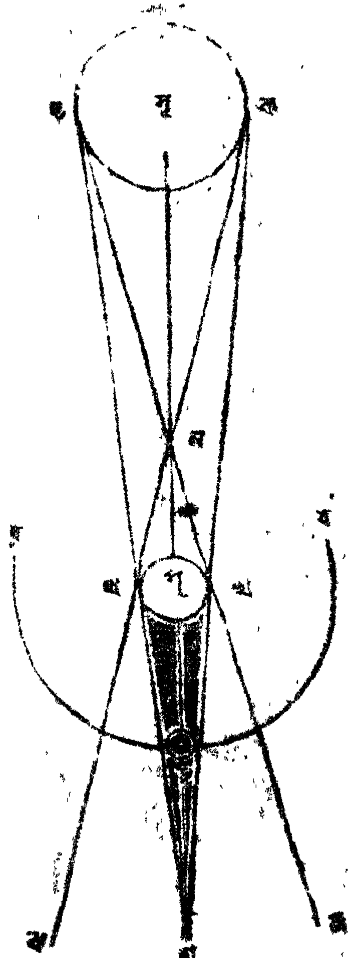
এবং পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে তাহাদিগের উভয়ের গতি, এজন্য চন্দ্র বিম্বের পূর্ব্বভাগ অগ্রে ভূচ্ছায়ায় প্রবিষ্ট হয়, এবং ঐ ভাগই সর্ব্বাগ্রে ছায়া হইতে বহির্গত হয়। এবং চন্দ্র ভূচ্ছায়াতে সম্পূর্ণ রূপে প্রবিষ্ট হইলেও অল্প প্রভা বিশিষ্ট তাম্র বর্ণ রূপে দৃশ্য হয়। ইহার কারণ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে কিয়ৎ সূর্য্যরশ্মি ভূবায়ুর মধ্যে প্রবেশ করত ছিন্ন, বক্র গতি ও ম্লান হইয়া চন্দ্র বিম্বে প্রতি গমন পূর্ব্বক তাহাকে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করে। অতঃপর চতুর্থ ক্ষেত্র অবলোকন কর।

সূর্য্য গ্রহণ

চন্দ্র গ্রহণ কিরূপে সঙ্ঘটন হয় তাহা এই চতুর্থ ক্ষেত্র দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট বোধ হইবেক। সূ, চ, পৃ পূর্ব্ববৎ সূর্য্য চন্দ্র ও পৃথিবী ব,চ,র চন্দ্র কক্ষা থ, গ, থ ভূচ্ছায়া ইহার সমস্ত অংশ হইতে সূর্য্যরশ্মি অবরুদ্ধ হইয়াছে। ভূচ্ছায়ার উভয় পার্শ্বে খ,ক,খ গ,থ ঘ,থ গ রেখা চতুষ্টয়ের অন্তর্গত স্থানে সূর্য্যের কিয়ৎ তির্য্যক্‌রশ্মি আচ্ছাদিত প্রযুক্ত উপচ্ছায়া পতিত হইয়াছে। আরম্ভে এবং প্রান্তে চন্দ্র ইহার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ম্লান রূপে প্রকাশ পায়। চন্দ্রবিম্ব থ,গ,থ অঙ্কিত ভূ-

৪ ক্ষেত্র

সূর্য্য গ্রহণ।



ছায়ার পৃ, গ চিহ্নিত মধ্য রেখার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া ভূচ্ছায়াতে সম্পূর্ণ রূপে প্রবিষ্ট হইলে পূর্ণ গ্রহণ হয়। ঐ রেখা ভেদ করিয়া গমন করিলে যথা চ কেন্দ্রীয় পূর্ণ গ্রহ-

হয়। আর চন্দ্র ক্ষীরপাত হইতে যত অধিক অন্তরে স্থিতি করে, তাহার তত অল্প জ্যোতিঃ আংশিক গ্রহণ হয়, এবং পণ্ডিতেরা ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্থির করিয়াছেন যে পাত হইতে চন্দ্র ঐ পরিমাণ অপেক্ষা অধিক অন্তরে থাকিলে আর গ্রহণ হয় না। সম্বৎসরের মধ্যে ন্যূন সংখ্যা দুই সূর্য্য গ্রহণ হইতে পারে, এবং একও চন্দ্রগ্রহণ না হইতে পারে, ঐ কালের মধ্যে ঊর্দ্ধ সংখ্যা পঞ্চ সূর্য্য গ্রহণ ও দুই চন্দ্র গ্রহণ সংঘটন হইতে পারে। যদিও চন্দ্রগ্রহণ অপেক্ষা সূর্য্য গ্রহণের সংখ্যা অধিক, তথাপি চন্দ্র গ্রহণ এক কালে ভূমণ্ডলের অর্দ্ধভাগে দৃষ্ট হওয়াতে এবং সূর্য্য গ্রহণ পৃথিবীর কিয়দংশমাত্রে দৃষ্টি গোচর হওয়াতে সূর্য্য গ্রহণ অপেক্ষা অধিক চন্দ্র গ্রহণ দর্শন হয়। আর চন্দ্রের পাত যদি স্থির হইত, তবে প্রতিবৎসর একই সময়ে গ্রহণ হইত। কিন্তু ঐ পাত পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে সূর্য্যকে প্রায় ১৮।। বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে, এজন্য ঐ সময়ান্তে চন্দ্রপাত স্বস্থানে প্রত্যাগত হয় সুতরাং প্রত্যেক ১৮।। বৎসরে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ প্রায় সমান রূপে ও সমান দিবসে হইয়া থাকে। আর জানা কর্ত্তব্য যে পৃথিবী অপেক্ষা বৃহস্পতি ও শনি প্রভৃতি দূরবর্ত্তী গ্রহলোকে সর্ব্বদাই গ্রহণ দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর কেবল একমাত্র চন্দ্র, তাহারই ভূচ্ছায়া প্রবেশ ও তদ্দ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদন প্রযুক্ত চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ হয়। কিন্তু বৃহস্পতির চারি চন্দ্র, শনির সাত চন্দ্র, ইহাতে সেই সকল গ্রহলোকে সূর্য্যের গ্রহণ ও স্ব স্ব চন্দ্রের গ্রহণ সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। এবং জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতেরা তাহা সূক্ষ্মরূপে গণনা করেন ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাহারদিগের চন্দ্রের গ্রহণ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কেবল চন্দ্র দ্বারা সূর্য্য গ্রহণের উৎপত্তি হয় না। সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী গ্রহ ও দূরবর্ত্তী গ্রহের পরস্পর সঙ্গমকালে যদি তাহারদিগের উভয় কক্ষার পাত স্থানে তাহারা আগমন করে, তবে ঐ সমীপবর্ত্তী গ্রহ দ্বারা সূর্য্যরশ্মি অবরুদ্ধ হইয়া দূরবর্ত্তী গ্রহলোকে সূর্য্যগ্রহণ প্রতীত হয়। কিন্তু গ্রহ বেষ্টয়িতা চন্দ্রের অপেক্ষা সূর্য্য বেষ্টয়িতা গ্রহের ভগণকাল অধিক এ নিমিত্ত এতাদৃশ গ্রহণ বহুকাল ব্যবধানে সম্ভব হয়। বুধ ও শুক্র গ্রহ সমসূত্র পাতের ন্যায় অনেক বার পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা পৃথিবী

হইতে বহু অন্তর, এযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় তাহারদিগের ছায়া পৃথিবী পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই, সুতরাং তদ্দ্বারা ভূমণ্ডলের কোন অংশ আচ্ছন্ন হয় নাই, কেবল সেই মধ্যবর্ত্তী গ্রহ সূর্য্য বিম্বোপরি এক সচল কলঙ্করূপে উপলব্ধ হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত এতদ্দেশীয় অনেক অনেক জ্যোতির্ব্বেত্তা এই গগন বিহারী সূর্য্য চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণ এবং ধূমকেতু ও নক্ষত্রাদি কি কি সেই পরম নিয়ন্তার কৌশলে ভ্রমণ করিতেছে, তাহা তন্ন তন্ন রূপে বিস্তার করিয়াছেন। তবে কোন সামান্য জ্যোতির্ব্বেত্তা কল্পনা পূর্ব্বক দেবতারাহু চন্দ্র সূর্য্যকে শত্রু ভাবে গ্রাস করে, তাহাতে গ্রহণ হয়, যে লিখিয়াছেন তাহা রূপক মাত্র। তবে দুঃখের বিষয় এই এতাদৃশ প্রাচীন জ্যোতিষ সকল এতদ্দেশে লুপ্ত হইবায় কল্পিত জ্যোতিষ প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত জ্ঞান বিকীর্ণ হইলে কলিতের তিমির মোচন হইবে।

মেঘের জন্ম বৃত্তান্ত

নৃপতি কুমার বিনতি পূর্ব্বক [illegible] হিতেছেন, হে গুরো! এক্ষণে গগনম[illegible] লে কি প্রকারে মেঘের জন্ম [illegible] যদ্যপি পুরাণ মতে সংক্ষেপ রূপে [illegible] পূর্ব্বে প্রথম রত্নে কথিত হইয়াছে কিন্তু পদার্থ বিদ্যাভিমানী বুধগণেরা এতদ্বিষয়ে কি প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বিস্তার রূপে শুনিতে বাঞ্ছা করি,

সিদ্ধান্ত কহিতেছেন, হে বৎস! শ্রবণ কর। জল উষ্ণ হইয়া কি রূপে বাষ্প হয়, পূর্ব্বে তাহার বিবরণ করা গিয়াছে। ঐ সকল বাষ্প ঘন হইলেই মেঘ হয় উক্ত, সচরাচর ২ অথবা ২॥ ক্রোশের অধিক উঠিতে পারে না, এমন কি অনেক মেঘ ১॥ ক্রোশ পর্য্যন্তও উত্থিত হয় না। বৃষ্টির সময়ে কত খান মেঘ কেবল অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র উর্দ্ধে থাকিয়া বারিবর্ষণ করে, এই নিমিত্ত উচ্চ পর্ব্বত আরোহণ করিলে অধোদিকে মেঘের চলাচল দেখিতে পাওয়া যায়। ৪।৫ ক্রোশ উপরের বায়ু অতি স্বচ্ছ ও পরিশুষ্ক। তথায় মেঘ ও বাষ্পের লেশ মাত্রও নাই। মেঘের উৎপত্তি বায়ুর শৈত্য ও উষ্ণত্বের উপর বিস্তর নির্ভর করে। জল যত উত্তপ্ত হয়, তাহা হইতে ততই বাষ্প উঠিতে থাকে, এ নিমিত্ত প্রখর গ্রীষ্মের সময়ে অধিক বাষ্প উৎপন্ন হইয়া অধিক দূর উত্থিত হয়। সেই সমস্ত বাষ্প উপরিস্থিত বায়ুর সহিত মিশ্রিত

হইয়া থাকে, কেবল অত্যন্ত লঘু প্রযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, এই প্রকার সমূহ বাষ্পরাশি আকাশ মণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, এমত সময়ে যদি কোন দিক হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহার সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘ জন্মায়। এই রূপ অন্য অন্য কারণেও বায়ুর উষ্ণতা হ্রাস ও শৈত্য বৃদ্ধি হইয়া মেঘ উৎপাদন করে। দিবাবসানকালে সূর্য্যের তেজ হ্রাস হয়, এই নিমিত্ত সে সময়ে সতত মেঘ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। উপরিস্থিত বায়ু অধঃস্থিত বায়ু অপেক্ষায় শীতল, এই হেতু যে সমস্ত বাষ্প উৎপন্ন হইবার সময়ে অদৃশ্য থাকে, তাহা উপরে উঠিয়া ঘন হইয়া মেঘ জন্মায় এবং উপরে প্রতিক্ষণ নানা দিকের নানা প্রকার বায়ু প্রবাহ বহিতে থাকে, আর সেই সঙ্গে মেঘ সমূহ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া অনেক বিধ আকার ধারণ করে। মেঘ নিমিষের নিমিত্তেও স্থির নহে, এই জন্যই তাহাদের কোন না কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। যেরূপ অত্যুষ্ণ বাষ্পরাশির সহিত শীতল বায়ু মিশ্রিত হইলে সেই বাষ্প ঘন হইয়া মেঘ উৎপাদন করে, সেই প্রকার পুনরায় উৎপাদিত মেঘে উষ্ণবায়ু মিশ্রিত হইলে সেই মেঘ বিক্ষিপ্ত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, এক একখান মেঘ উঠিতে উঠিতে যে অন্তর্হিত হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ এই। অপিচ সমুদয় মেঘই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জল কণা সমূহ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া নানা প্রকার মনোহর বর্ণ উৎপাদন করে। সূর্য্য কিরণে নীল, পীত, লোহিত, হরিৎ, পাটল, প্রভৃতি নানা প্রকার বর্ণ আছে। বহু কোণ বিশিষ্ট কাচে ও অন্য অন্য কোন বস্তুতে সূর্য্য কিরণ পতিত হইলে ঐ সকল বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে দেখা যায় এবং বেলওয়ারি ঝাড়ের কলমে রৌদ্রের আভা পতিত হইয়া যে নানা বিধ বর্ণ উৎপাদন করে, তাহা সকলেরই বিদিত আছে, গগনমণ্ডলস্থ মেঘাবলীর বিচিত্র বর্ণও এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জলবর্ষণ হওনের কারণ।

তদনন্তর রাজপুত্র কহিলেন, হে গুরো! এক্ষণে মেঘ হইতে জলবর্ষণ কি প্রকারে হয়, তাহা বিস্তার রূপে শুনিতে বাঞ্ছা করি। আচার্য্য

কহিলেন, হে নৃপতি শ্রুত শ্রবণ কর। মেঘ যে কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা ব্যতিরেকে কিছুই নহে। ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। যেমন বায়ু শীতল হইয়া মেঘ জন্মায়, সেইরূপ মেঘ শীতল হইলে [illegible] হইয়া জল হইয়া পড়ে। সে মেঘের ভার যে স্থানের বায়ুর ভারের সমান, সেই মেঘ সেই স্থানে অবস্থিত থাকে। পরে কোন হেতুবশতঃ শীতল হইলেই, ঘনীভূত ও ভারাক্রান্ত হইয়া জলধারা রূপে পৃথিবীতে পতিত হয়। ইহাকেই বৃষ্টি কহে। অতএব বৃষ্টির কারণ অতি সহজ। ইহা জানিবার জন্য অধিক আয়াস আবশ্যক নাই। এক্ষণে কোন্ কোন্ স্থানে বর্ষণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাহা মনোযোগ পুরঃসর শ্রবণ কর। সমুদ্র ও জলাভূমি হইতে অধিক বাষ্প উত্থিত হয়, এই নিমিত্ত তত্তৎ স্থানে ও তাহার সমীপবর্ত্তী প্রদেশে অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। পর্ব্বত শিখর অপেক্ষাকৃত শীতল, অতএব যে সকল মেঘ চলিতে চলিতে পর্ব্বত শিখরে গিয়া অবস্থিত হয়, তাহা পর্ব্বতের শীতে ঘনীভূত হইয়া জল হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত পর্ব্বতেও অধিক জল বর্ষণ হইয়া থাকে, যে সকল পর্ব্বত সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী তাহাতে অন্যাপেক্ষা অধিক বর্ষণ হয়, এবং যে পর্ব্বত সমুদ্রতট হইতে দূরবর্ত্তী, তাহাতে তদপেক্ষা অল্প বৃষ্টিপাত হয়। আর পৃথিবী হইতে [illegible] বাষ্প উঠিতেছে, ইহাতে [illegible] থাকে, [illegible] হয়, এবং [illegible] প্রদেশীয় বায়ু বাষ্পপুঞ্জে পরিপূর্ণ থাকে, সে সময় যদি পৃথিবী হইতে আরও বাষ্প উঠিতে হয়, তাহা হইলে উহা অধিক দূর উত্থিত হইতে না পারিয়া শীতল বায়ুর সংস্পর্শে, জল হইয়া পড়ে। অনেকেই কোন কোন পর্ব্বত আরোহণ করিয়া দেখিয়াছেন, তৎকালে তথায় জলবিন্দু সকল উপর হইতে পতিত না হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে উদ্ভূত হইতে থাকে। বায়ু প্রবাহের ইতর বিশেষ দ্বারা বৃষ্টিপাতেরও অনেক ইতর বিশেষ হইয়া যায়। এতদ্দেশেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছে, ভারতবর্ষের দক্ষিণে সমুদ্র এ নিমিত্ত বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, এই চারিমাস দক্ষিণদিক অথবা দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তদ্দ্বারা অত্যন্ত বর্ষা

সমুদ্রোৎপন্ন মেঘ সমুদায় ঐ বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া ভারতভূমির উপর প্রচুর বারিবর্ষণ করে। এই প্রবল বায়ু কএক মাস প্রবাহিত থাকাতে ভারতবর্ষে বর্ষাকাল, শীত বসন্ত গ্রীষ্মাদি ঋতুর ন্যায় এক স্বতন্ত্র ঋতু বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। অন্য অন্য শীতল প্রদেশে এরূপ স্বতন্ত্র বর্ষা ঋতু নির্দ্দিষ্ট নাই। সে সকল দেশে বারমাসেই বৃষ্টি হইয়া থাকে। এতদ্দেশে কার্ত্তিক মাসে দক্ষিণ বায়ু স্থগিত হইয়া উত্তরীয় বায়ু আরম্ভ হইলে, জল বর্ষণও এক প্রকার স্থগিত হয়, কারণ ভারতবর্ষের উত্তরদিকে তাদৃশ মেঘোৎপত্তির উপায় নাই। পর্ব্বতাদি দ্বারা বায়ুর প্রবাহ প্রতিরোধ ও পরিবর্ত্তিত হওয়াতেও বৃষ্টিপাতের অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। যে বায়ু প্রবাহ দ্বারা ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর খণ্ডে মেঘ সঞ্চালিত ও বারিবর্ষিত হয়, তাহা প্রথমতঃ পশ্চিম দক্ষিণ হইতে বঙ্গীয় অখাতের উপর দিয়া বাহিত হয়। পরে যখন হিমালয় ও তৎসন্নিহিত দক্ষিণদিকস্থ পর্ব্বতের নিকট উপনীত হইয়া তদ্দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, তখন আর উত্তরাংশে গমন করিতে না পারিয়া ক্রমাগত পশ্চিমোত্তর অংশে চলিতে থাকে। পরে চলিতে চলিতে কোন পর্ব্বতে যখন উপনীত হয়, তখন তদ্দ্বারা পুনর্ব্বার প্রতিরুদ্ধ হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। যদি মেঘ [illegible] কোন পর্ব্বতময় প্রদেশ হইতে বহিতে থাকে, তাহা [illegible] সমুদায় [illegible] হইয়া অন্য অন্য [illegible] বারিবর্ষণ করে। যদি [illegible] স্থান অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হয়, তাহা হইলে ঐ মেঘ শীতল না হইয়া, [illegible] হইয়া যায়, সুতরাং তাহাতে বৃষ্টি হয় না। এই নিমিত্ত মিশরদেশে সর্ব্বদাই অনাবৃষ্টি, প্রায় মেঘ হইলেই বৃষ্টি হয় না। অন্য অন্য সময়েও অতিঅল্প, বিশেষতঃ তাহার দক্ষিণ খণ্ডে জলবর্ষণ অতি অসামান্য ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত আছে। তত্রত্য লোক বৃষ্টি ব্যতিরেকে কিরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে, ইহা বিবেচনা করিতে হইলে আপাততঃ বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কিন্তু যে করুণাপূর্ণ পুরুষ সর্ব্বজীবের পিতা, পাতা এবং সুখদাতা, তিনি তাহাদিগকে কোন বিষয়ে বিস্মৃত হন নাই। তথায় যেমন যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় না, তেমনি গ্রীষ্ম কালে একপ্রকার শিশির বর্ষণ হয় যে তদাকার [illegible]

ত্তিকা তদ্দ্বারা বিলক্ষণ উর্ব্বরা হইয়া উঠে, এবং ঐ সকল অত্যন্ত রসশালিনী হইয়া অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপাদন করে। উষ্ণ স্থানে অধিক বৃষ্টি পতিত হয়, আর শীতল স্থানে তদপেক্ষায় অল্প। ইহার কারণ উষ্ণ স্থানে যত বাষ্প উৎপন্ন হয়, শীতল স্থানে কখনই তত হয় না। বাষ্প অধিক উৎপন্ন না হইলে, সুতরাং বৃষ্টিও অধিক হইতে পারে না। ফলতঃ পৃথিবীর যে সকল প্রদেশ প্রখরতর রবিকরে উত্তপ্ত, তাহারা অধিক বারিবর্ষণ আবশ্যক করে। এই নিমিত্তই পরম কারুণিক পরমেশ্বর জলবর্ষণ বিষয়ে এই রূপ শুভকর ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন।

রামধনুঃ প্রকাশের বৃত্তান্ত।

তদনন্তর ভূপালতনয় প্রশ্ন করিলেন যে রামধনুঃ প্রকাশের কারণ শুনিতে বাঞ্ছা করি। সিদ্ধান্ত কহিতেছেন, হে বৎস শ্রবণ কর। রামধনুর পরম সুন্দর শোভা এই রূপে সমুদ্ভূত হয়। পূর্ব্বোক্ত বহুকোণ কাচের ন্যায়, বৃষ্টি কালীন জলকণা সমূহে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলেও তাহার অন্তর্বর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কিরণ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। উহার এক একটী জলকণা এক এক খানি বহুকোণ কাচ স্বরূপ, অতএব বহু সংখ্যক জলবিন্দু একত্র হইয়া রামধনুঃ উৎপাদন করে। নভোমণ্ডলের যে ভাগে সূর্য্য অবস্থিতি থাকে, তাহার বিপরীত ভাগে রামধনুঃ উৎপন্ন হয় এবং চন্দ্র কিরণেও এরূপ ধনুঃ দৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু চান্দ্র ধনুর বর্ণ সৌর রামধনুঃ তুল্য স্পষ্ট উজ্জ্বল নহে। লোকে উহাকে রামধনুঃ ও ইন্দ্রধনুঃ উভয়ই বলিয়া থাকে। বাস্তবিক উহা কাহারও ধনুঃ নহে। জলকণা সমূহে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া ঐ রূপ মনোহর প্রভা উৎপন্ন হয়। যিনি এই অত্যাশ্চর্য্য অচিন্ত্য বিশ্ব কার্য্যের সর্ব্বস্থানে সুললিত সৌন্দর্য্য সুধা বর্ষণ করিয়াছেন, উহাতে কেবল তাঁহারই অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ পাইতেছে।

বায়ু উৎপত্তির বিবরণ।

অনন্তর রাজকুমার কহিলেন, হে গুরো! পদার্থ বিদ্যাপারগেরা বায়ুর উৎপত্তি ও গতি কি প্রকারে নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার সারতত্ত্ব শুনিতে অভিলাষ করি, আজ্ঞা করুন। সিদ্ধান্ত কহিতেছেন, হে পুত্র, অবধান কর। কারণের কার্য্যানুসারে পৃথিবীর

চতুর্দ্দিকে ৪০ জ্যোতিষী ক্রোশ অন্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বায়ুতে পরিপূর্ণ আছে, ঐ বায়ুর শক্তিতে জগতের অনেক ইষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। বেদে ইহাকে পাবক, অর্থাৎ পবিত্রকারী শব্দে বিধান করে, কারণ পর্ব্বত স্বরূপ ক্লেদের দূরি করণার্থে বায়ুই একমাত্র উপায়। যে নিয়মে তরল পদার্থের গতি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, বায়ুও সেই নিয়মের অধীন, ফলতঃ বায়ু এক প্রকার তরল পদার্থ, সুতরাং সর্ব্ব প্রকারে তাহাদের ধর্ম্ম ইহাতে বর্ত্তমান আছে, এইমাত্র বিশেষ, যে তরল পদার্থের অন্তরাকর্ষণ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় বলিয়া তাহা অনায়াসে স্ফীত হয় না। বায়ুর অন্তরাকর্ষণ শক্তি অত্যন্ত লঘু এই প্রযুক্ত বায়ু অনায়াসেই স্ফীত হইতে পারে, যেহেতু তরল পদার্থের এক প্রধান ধর্ম্ম এই যে তাহার উপর সমোচ্চ থাকে, কদাপি তাহার কোন অংশ উচ্চ ও অপরাংশ নিম্ন হয় না। কোন কারণ বশতঃ সমোচ্চতার হানি হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ পদার্থ আন্দোলিত হইয়া সমোচ্চতা রক্ষার চেষ্টা করে। অপর এক নিয়ম এই যে বস্তু মাত্রেই উষ্ণতায় স্ফীত এবং শীতে কুঞ্চিত হয়, স্থূল সূক্ষ্ম সকল পদার্থ এই নিয়মের অধীন, কেবল ইহা হইতে স্বতন্ত্র নহে। শীত কালে যে লৌহখণ্ড এক হস্ত দীর্ঘ পরিমিত থাকে, গ্রীষ্মে তাহা এক হস্ত হইতে কিঞ্চিৎ অধিক দীর্ঘ হয়। অপর তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে তদপেক্ষায় আরও দীর্ঘ হয়। স্বর্ণ রজত প্রস্তরাদি অপর সকল পদার্থেরও এই প্রকার দৃঢ় পদার্থাপেক্ষায় তরল পদার্থ উষ্ণতায় অধিক বৃদ্ধি হয়, বায়ু তরল পদার্থ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক সূক্ষ্ম, সুতরাং তাহা গ্রীষ্মে অত্যন্ত স্ফীত হয়। এক্ষণে বায়ুর গতি কহিতেছি।

বায়ুর গতি বিবরণ।

বায়ু স্বভাবতঃ সর্ব্বদা স্থিরভাবে থাকে, পরন্তু কোন এক প্রদেশে সূর্য্যোত্তাপ অধিক হইলে, বা দাবানল, বা অন্য কোন কারণে বায়ু উত্তপ্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় নিয়মানুসারে তাহা তৎক্ষণাৎ স্ফীত ও অন্য বায়ুর অপেক্ষায় লঘু হয়। এই লঘু বায়ুর ধর্ম্ম ঊর্দ্ধে গমন করে, এবং ঐ বায়ু যখন ঊর্দ্ধে গমন করিতে থাকে, তৎকালে প্রথমোক্ত নিয়ম প্রযুক্ত উহার উপর নিকট শীতল স্থূল বায়ু তৎপরিত্যক্ত স্থান পূরণার্থে তদ্দিকে ধাবমান হয়, তথা এই দুই নিয়ম

প্রযুক্তই স্থির বায়ু সঞ্চালিত হইয়া থাকে, মন্দবায়ু, ঘূর্ণিবায়ু, ঝটিকা বায়ু প্রভৃতি সকলই ঐ কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। যে বায়ু প্রতি ঘণ্টায় অর্দ্ধ ক্রোশমাত্র ভ্রমণ করে, তাহা প্রায় সহসা আমাদিগের বোধগম্য হয় না, যে বায়ু প্রতি ঘণ্টায় ২ বা ২॥ ক্রোশ স্থান ভ্রমণ করে তাহা মন্দ বায়ু নামে খ্যাত। চতুরস্র এক হস্ত স্থানে তাহা যে বেগে আহত হয়, এক ছটাকের ভার তাহা তদনুরূপ হইবেক। প্রতি ঘণ্টায় যে বায়ু ৫।৭ ক্রোশ ভ্রমণ করে তাহাকে তেজোবায়ু শব্দে কহা যায়, তাহা বিশেষ তেজস্বান্ হইলে প্রতি ঘণ্টায় ১০।১৫ ক্রোশ স্থান অগ্রে গমন করে। তাহার বেগের পরিমাণ প্রতি চতুরস্র হস্তে আধ সের হইবেক। সামান্য ঝড় প্রতি ঘণ্টায় ২১।৩০ ক্রোশ স্থান ভ্রমণ করে, এবং তাহার বেগের পরিমাণ ১০।১২ সের, পরন্তু সকল ঝড়ে সমবেগ হয় না, এই প্রযুক্ত তৎসম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম নিরূপণ করা অসাধ্য। কারণ পৃথিবীর সুমেরু ও কুমেরু কেন্দ্র অত্যন্ত শীতল, তথা হইতে যত নিরক্ষ বৃত্তের নিকট অগ্রসর হওয়া যায় তত গ্রীষ্মের বৃদ্ধি হয়, এই কারণবশতঃ দুই কেন্দ্র হইতে নিরক্ষ বৃত্তাভিমুখে নিয়ত দুই বায়ু প্রবাহ আসিতেছে, কদাপি তাহার নিবৃত্তি নাই। অপর নিরক্ষ বৃত্তের নিকট হইতে যে উত্তপ্ত বায়ু ঊর্দ্ধে গমন করে, তাহা কিয়ৎ উচ্চে উঠিলে তথাকার শীতল বায়ুর সংস্পর্শে শীতল হইয়া কেন্দ্র হইতে আগত বায়ুর স্থান পূরণার্থে কেন্দ্রাভিমুখে গমন করে, যথা পৃথিবী সন্নিকটে যে একরূপ বায়ুপ্রবাহ কেন্দ্র হইতে নিরক্ষবৃত্তাভিমুখে আসিতেছে, আকাশের ঊর্দ্ধ দেশে তদ্রূপ বায়ু প্রবাহ নিয়ত কেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতেছে। এই বায়ু প্রবাহ চতুষ্টয়ের কদাপি নিবৃত্তি নাই। এই প্রযুক্ত তাহাকে নিয়তবায়ু শব্দে কহা যাইতে পারে। এই নিয়তবায়ু যে প্রবাহ সুমেরু কেন্দ্র হইতে আইসে তাহার স্বাভাবিক গতি দক্ষিণাভিমুখ, ও যে প্রবাহ কুমেরু কেন্দ্র হইতে আইসে তাহার গতি উত্তরাভিমুখ, কিন্তু প্রত্যক্ষে তাহা প্রতীত হয় না। তদনন্তর ঐ বায়ু ঈশান কোণ ও অগ্নিকোণ হইতে ক্রমাগত সমান বেগে প্রতি ঘণ্টায় এক বা অর্দ্ধ [illegible] ক্রোশ [illegible] স্থান ভ্রমণ করে, বায়ু অত্যন্ত ঝড় হইলেও [illegible] একপ্রকার [illegible] দিক স্থানে [illegible] যাইতে পারে [illegible]

অতএব উত্তর বা দক্ষিণ দিক হই-
তে ঝড় আসিলেও পৃথিবী সম্বন্ধে
তাহার গতি ঋজু থাকিতে পারে
না, এবং নিরক্ষবৃত্তের নিকটস্থ
ব্যক্তিকে সেই ঝড় ঈশান বা অগ্নি
কোণ হইতে আগত বোধ হয়।
পূর্ব্বোক্ত নিরক্ষর সুর বেগ ঝড়ের
বেগ হইতে অনেক লঘু, সুতরাং
তাহা ঈশান ও অগ্নি কোণাগত হ-
ইয়া থাকে। পরে ঝটিকার উৎ-
পত্তি শ্রবণ কর।

ঝটিকার প্রকরণ।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র যদ্যপি জলময়
হইত তাহা হইলে বায়ুও সর্ব্বত্র
সমান বোধ হইত, কিন্তু ভূভাগে-
র উষ্ণতা ও পর্ব্বতের বাধা প্রযুক্ত
তাহা ভূভাগে অনুভূত হয় না,
কেবল মহা সমুদ্রের মধ্যে তাহার
প্রচার আছে, ভারত সমুদ্রের উত্তর
পশ্চিম ও পূর্ব্বভাগ ভূমি দ্বারা
বেষ্টিত, বিশেষতঃ মহাপ্রাচীর
স্বরূপ হিমালয় পর্ব্বতে তাহার অ-
ধিকাংশ আবৃত, উত্তর ভাগের বায়ু
ঐ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া আসিতে
পারেন না, সুতরাং ভারত সমুদ্রে ঐ
বায়ুর প্রচার নাই, তাহার তৎপ-
রিবর্ত্তে অপর এক প্রকার বায়ু ব-
হিয়া থাকে, তাহা প্রথম ছয়মাস অগ্নি-
কোণ হইতে ও অপর ছয়মাস বায়ু-
কোণ হইতে প্রবাহ হয়। কার্ত্তিক
অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত বায়ব্য বায়ু ব-
হিয়া থাকে, সমুদ্রে এই বায়ু অনু-
ভূত হইবার পূর্ব্বেই ইহার ভূভাগে
প্রচার হয়, এই প্রযুক্ত আগ্নেয়
কাল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ফাল্গুন
মাসেই আমরা মলয়ানিল সম্ভোগ
করিয়া থাকি। প্রত্যেক আগ্নেয়
কাল আরম্ভ হইবার সময় বিপরীত-
গত বায়ু প্রবাহের সংঘর্ষণে প্রায়
অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে।
নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে দশ অংশ
পর্য্যন্ত আগ্নেয় বায়ু শীতকালে
বায়ুকোণ হইতে ও গ্রীষ্মকালে
অগ্নিকোণ হইতে প্রবাহিত হয়।
বায়ু সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইল উহা
বায়ুর সাধারণ নিয়ম কেবল মহা-
সমুদ্রে প্রত্যক্ষ হয়। পর্ব্বত
মরুভূমি, বন, উপত্যকা, নগরাদি
বাধা বা সাহায্যানুসারে বিশেষে ই-
হার অনেক অন্যথা হইয়া থাকে,
তন্মধ্যে ঝড় ও ঘূর্ণবায়ুর কারণ
কহিতেছি। কোন কারণ প্রযুক্ত
জল শীতোলের যোটাযোট ক-
রিয়া ঐ জোট স্থূল পদার্থ হ-
ইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, বায়ুও
সেই কারণের অধীন। এই প্র-
যুক্ত বায়ু প্রবাহ পর্ব্বত বা প্রাচী-
রাদি কোন পদার্থে আহত হইলে
সেই পদার্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

করত আদৌ যে দিকে ভ্রমণ করিতে থাকে তাহা হইতে অন্যদিকে যায়। বিপক্ষাভিমুখ দুইটী বায়ুপ্রবাহ পরস্পর আহত হইলেও এই ঘটনা সম্ভবে, এবং তাহাতে প্রায় ঘূর্ণবায়ুর উৎপত্তি করে। কোন এক স্থানে [illegible] বায়ু শূন্য হইলে তৎস্থানে পূরণার্থ চতুর্দ্দিক হইতে [illegible] বায়ু ধাবমান হয়, তাহাতেও ঘূর্ণবায়ু উৎপন্ন হয়। ঘূর্ণবায়ুর উৎপাদনার্থে আকাশ মণ্ডলে বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় অন্যান্য কারণও থাকিতে পারে, কিন্তু অদ্যাপি উদ্ভাবিত হয় নাই। এই ঘূর্ণ বায়ু অল্প পরিসর হইলে, ধূলিধ্বজ নামে বিখ্যাত হয়। প্রবল বায়ু সঞ্চলন সময়ে অনাবৃত স্থানে ধূলিরাশি ও শুষ্ক পত্রাদি লইয়া স্তম্ভাকারে আকাশে উত্থান করিতে অনেকের দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে, যে ঘূর্ণবায়ু ঘূর্ণন করিতে করিতে কদাপি ঊর্দ্ধে কদাপি অগ্রে গমন করে, এবং কোন কোন ঘূর্ণিবায়ু এমত বলবান্ হয়, যে জল ও কর্দ্দম কাষ্ঠাদি ভারী ভারী বস্তুকেও আকর্ষণ পূর্ব্বক শব্দায়মান শূন্যে উত্থান করায়, অথবা কোন দিকে ধাবমান হইয়া বৃক্ষাদি ভগ্ন পূর্ব্বক ভূমিসাৎ করিয়া থাকে। এই ঘূর্ণিবায়ুর মণ্ডল শতাধিক ক্রোশ পরিসরবান হইলে প্রকৃত ঝড় নামে বিখ্যাত হয়, তৎসময়ে যে কোন পদার্থ তন্মধ্যে পতিত হয় তাহারও গতি ঐ ঝড়ের ন্যায় হয়। ঘূর্ণবায়ুর মণ্ডল ছোট বড় হইতে পারে, কিন্তু সকল ঝড়ের স্বাভাবিক ঐ [illegible] অনিয়মে যেদিকে [illegible] সেইদিকে হইতে পারে। চন্দ্র সূর্য্যের গতি যে প্রকার স্থির নিয়মে নিষ্পন্ন হয় [illegible] সেই প্রকার অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন, কদাপি তাহার অন্যথা হয় না। নিরক্ষবৃত্তের উত্তরের ঝড় সকল পূর্ব্ব হইতে উত্তর ও পশ্চিম দিয়া ঘূর্ণন করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয় ও নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে যে সকল ঝড় হয় তাহা পশ্চিম হইতে উত্তর ও পূর্ব্ব দিয়া ঘূর্ণন করিতে করিতে দক্ষিণদিকে প্রস্থান করে, কোন কোন ঝড় এই প্রকার কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া মণ্ডলাকারে প্রত্যাবর্ত্তন করে। হে বৎস! [illegible] তৎপর জলস্তম্ভের কারণ [illegible] কর।

জলস্তম্ভের প্রকরণ

যে ঘূর্ণ বায়ুতে [illegible] হয় তাহা সমুদ্রে অথবা [illegible]

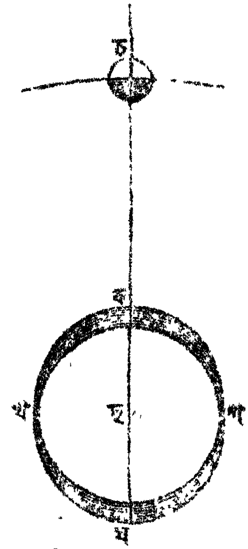
জলাশয়ে প্রবাহিত হইলে ঊর্দ্ধে জলাকর্ষণ করতঃ জলস্তম্ভ উৎপন্ন করে। সমুদ্রের যে স্থানে জলস্তম্ভ উৎপন্ন হয়, তাহার উপরিভাগে মেঘ থাকে। প্রথমে প্রবল ঘূর্ণ বায়ু উপস্থিত হইলে তথাকার জল আক্রান্ত আন্দোলিত হয় এবং চারি পার্শ্বের তরঙ্গ সেই স্থানের মধ্যভাগে দ্রুত বেগে আগমন করিতে থাকে। তদ্দ্বারা জল ও জলীয়বাষ্প অবিলম্বে রাশীকৃত হইয়া উঠে, এবং বাষ্পের একটা শুণ্ডাকার স্তম্ভ উৎপন্ন হইয়া ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়, এবং মেঘ হইতে আর একটা শুণ্ড অবতীর্ণ হইয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হয়। যে স্থানে উভয় শুণ্ডের সংযোগ হয়, সে স্থানের বিস্তার ২।৩ হস্ত মাত্র। এবং জলস্তম্ভ হওন কালীন এক প্রকার গম্ভীর শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপিচ সকল স্তম্ভ সমান দীর্ঘ নহে, এবং স্তম্ভ সকল এক স্থানেই স্থির থাকে এমত ও নহে, যেদিকে বায়ু বহে সেই দিকে চলিয়া যায়। বরং সতত এরূপ ও ঘটনা হইয়া থাকে, যে ঊর্দ্ধ ও অধোভাগের বেগ সমান না থাকাতে ক্রমে ক্রমে হেলিয়া পড়ে, এবং ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। তাহাতে যে জলরাশি থাকে, তাহা বিক্ষিপ্ত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, জলরাশিও সমুদ্রের উপর বৃষ্টি হইয়া পড়ে। জলস্তম্ভ কতক্ষণ যে থাকে তাহার নিশ্চয় নাই, কোন কোনটা উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পরক্ষণেই অন্তর্হিত হয়, কোন কোনটা প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না। এবং স্থানে২ একটা উৎপন্ন হইয়া কিঞ্চিৎ কাল দৃষ্টি গোচর থাকে, পরে আপনিই তিরোহিত হয়, এবং পুনরায় আবির্ভূত হয়, এই রূপ তাহার বারম্বার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে।

সমুদ্রের জোয়ার ও ভাটা হওনের কারণ।

রাজা প্রশ্ন করিতেছেন, হে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিচক্ষণ জ্ঞানদাতা, এক্ষণে নিবেদন, প্রতি দিন সমুদ্রের জল দুইবার বৃদ্ধি ও দুই বার হ্রাস দেখায়। অনেকেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকেন। এবং কিরূপে এরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা জানিবার নিমিত্ত সকলেরই কৌতূহল উপস্থিত হয়, অতএব সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিতে আজ্ঞা হউক। আচার্য্য উত্তর করিলেন, হে রাজন্ আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতেরা [illegible]

বৃদ্ধির কারণ যে চন্দ্র ইহাই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পরে পদার্থ বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতেরা এতদ্বিষয়ে যত দূর অবধারিত করিয়াছেন, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। পদার্থ বিদ্যার অন্তর্গত মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে, চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিয়া স্বীয় পথে পরিভ্রমণ করে। পৃথিবী যেমন চন্দ্রকে আকর্ষণ করে, চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া উঠে, ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় বেলা ও অপর ভাষায় জোয়ার বলে। চন্দ্র অবশ্য পৃথিবীর স্থল জল উভয় ভাগই আকর্ষণ করে, কিন্তু স্থল কঠিন ও দৃঢ়, এই নিমিত্ত বিচলিত হয় না। জল ভাগ অতিশয় তরল, এই নিমিত্ত চন্দ্রের আকর্ষণে চালিত ও স্ফীত হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে অংশ যখন চন্দ্রের নিম্নভাগে থাকে, তখন সেই অংশে জোয়ার হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে দিবারাত্রে এক স্থানে একবার মাত্র জোয়ার হইতে পারে, কিন্তু আমরা দিনরাত্রে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাটা দেখিতে পাই। ইহার অদ্ভুত ঘটনার কারণ কি, পশ্চাৎ নির্দেশ করা যাইতেছে, যথা।

প্রথম ক্ষেত্র

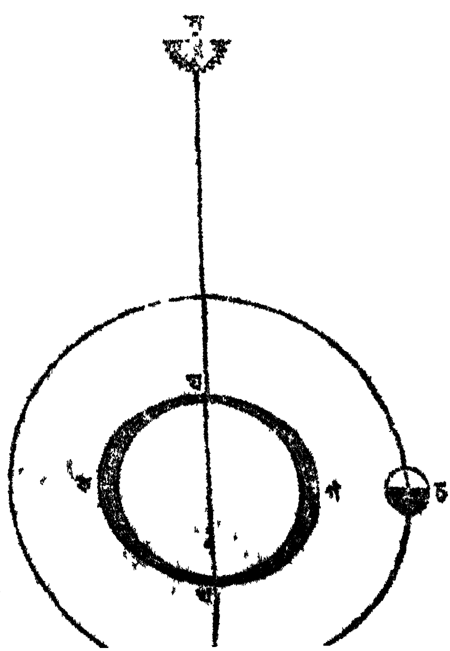


এই ক্ষেত্রে চ, চন্দ্র ক, খ, গ, ঘ পৃথিবী খ, সুমেরু অর্থাৎ উত্তর প্রান্ত, গ, কুমেরু অর্থাৎ দক্ষিণ প্রান্ত, ঙ. পৃথিবীর কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্য স্থল। এ বিষয় সহজে বুঝিবার জন্য অগ্রেতে সঙ্কেত করিতেছি। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে জলে বেষ্টিত [illegible] করিতে হইবে, পৃথিবীর [illegible] স্থান চন্দ্রের ঠিক নিম্নে অবস্থিত, এবং অন্য অন্য স্থান অপেক্ষায় নিকটবর্ত্তী। এ নিমিত্ত সেই স্থানের জল চন্দ্র কর্তৃক অধিক আকৃষ্ট হওয়াতে স্ফীত [illegible]

উঠিয়াছে। তদপেক্ষায় দূরবর্ত্তী খ এবং গ চিহ্নিত স্থান নত হইয়া পড়িয়াছে। ক, স্থানে জোয়ার এবং খ ও গ স্থানে ভাটার উৎপত্তি হইয়াছে। ঘ, চিহ্নিত স্থান সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী, এ নিমিত্ত তথায় চন্দ্রের আকর্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, এবং তাহার উপরিস্থিত সমুদায় ভাগে তদপেক্ষায় অধিক, কারণ যে বস্তু যত নিকটে থাকে, আকর্ষক পদার্থ তাহাকে তত তেজে আকর্ষণ করে। অতএব ঐ ঘ, চিহ্নিত জলীয়ভাগ ব্যতিরেক অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ চন্দ্র কর্ত্তৃক অধিক আকৃষ্ট হওয়াতে, চন্দ্রের দিকে কিছু দূর উত্থিত হয়, এ নিমিত্তই সর্ব্বাপেক্ষা অধঃস্থিত ঘ, চিহ্নিত ভাগ নিম্ন দিকে নত হইয়া পড়ে। ঐ ভাগ নত হইয়া পড়া, ও অবশিষ্ট ভাগ উঠিয়া যাওয়া উভয়ই তুল্য। এই নিমিত্ত, ক ও ঘ চিহ্নিত উভয় স্থানে এক সময়ে জোয়ার হইয়া থাকে। যখন পৃথিবীর ছ চিহ্নিত কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্য ভাগ চন্দ্র কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া চন্দ্রের দিকে উত্থিত হয়, তখন সেই স্থান ঐ কেন্দ্র হইতে অধিক দূরে পতিত হওয়াতে, তথায় পৃথিবীর আকর্ষণ অল্প হইয়া যায়। সে স্থানের জল যে আকর্ষণ শক্তিতে আকৃষ্ট থাকে, তাহার হ্রাস হইতে সেই জল সুতরাং নত হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে সংক্ষেপে যাহা কথিত হইল, হে বৎস। মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে অনায়াসে প্রতীত হইতে পারে। চন্দ্র মণ্ডল ভূমণ্ডলের এক স্থান অপেক্ষায় অন্য স্থানকে অধিক আকর্ষণ করে, ইহাতেই জোয়ারের উৎপত্তি হয়। সূর্য্য পৃথিবী হইতে এত দূর অবস্থিত, যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহার আকর্ষণের তাদৃশ ইতর বিশেষ অনুভূত হয় না। এ নিমিত্ত চন্দ্রের আকর্ষণ জোয়ার ভাটার উৎপত্তির প্রতি যেমন বলবৎ কারণ, সূর্য্যের আকর্ষণ সেরূপ নহে। যদিও তত না হউক, তথাপি সূর্য্যও চন্দ্রের ন্যায় জল আকর্ষণ করে, এবং তদ্দ্বারা জোয়ারের হ্রাস বৃদ্ধি সাধন করে অপর কিরূপে সূর্য্য দ্বারা জোয়ারের হ্রাস বৃদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে, পশ্চাৎ কহিতেছি শ্রবণ কর। যে সময় চন্দ্র সূর্য্য মিলিত হইয়া এক স্থানের জল আকর্ষণ করে, সে সময়ের জোয়ার অত্যন্ত প্রবল হয়। অমাবস্যার সময়ে চন্দ্র [illegible] প্রায় সমসূত্র পাতে [illegible] হয় অর্থাৎ তৎকালে চন্দ্র এবং সূর্য্য ভূমণ্ডলের [illegible] অবস্থিতি ক-

হয়। অতএব উভয়ে একদিকে থাকিয়া এক স্থানের জল আকর্ষণ করাতে, সে সময়ে জোয়ারের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়। পূর্ণিমার সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্র পরস্পর নভোমণ্ডলের বিপরীত ভাগে উদয় হয়। চন্দ্র যখন পূর্ব্বভাগে, সূর্য্য তখন পশ্চিমভাগে অবস্থিতি করে, এবং চন্দ্র যখন পশ্চিমদিকে, সূর্য্য তখন পূর্ব্বদিকে উদয় হয়। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে, চন্দ্র মধ্যস্থ ভূমণ্ডলের যে ভাগে অবস্থিতি করে, সেই ভাগে এবং তাহার বিপরীত ভাগে জোয়ারের উৎপত্তি হয়। সেইরূপ আবার সূর্য্য ও যে ভাগের উপর উদিত হয়, সেই ভাগের ও তাহার বিপরীত ভাগের জল সূর্য্য দ্বারা উচ্ছ্বসিত হয়। অতএব যখন চন্দ্র সূর্য্য পরস্পর বিপরীত দিকে থাকে, তখন উভয়ের আকর্ষণ এই রূপে মিলিত হইয়া উভয়দিকের জোয়ার প্রবল করিয়া তোলে। এই নিমিত্ত অমাবস্যার ন্যায় পূর্ণিমার সময়েও জোয়ারের সমধিক প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় নাবিকেরা ইহাকেই কটাল কহে। যথা অত্রক্ষেত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র।



সপ্তমী অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র সূর্য্য অমাবস্যার ন্যায় পরস্পর উপর্য্যুপরি ভাবে থাকে। পূর্ণিমার ন্যায় পরস্পর বিপরীত দিকে অবস্থিতি করে না, এ নিমিত্ত সে সময়ে জোয়ারের প্রাদুর্ভাব থাকে না। তৎপর সূর্য্য মণ্ডলের আকর্ষণ শক্তি জোয়ারের অনুকুল না হইয়া প্রতিকুল হইয়া উঠে। এই চিত্রক্ষেত্রে ক,খ,গ,ঘ পৃথিবী, চ,চন্দ্র, সূ, সূর্য্য। সূর্য্য এক দিকের খ চিহ্নিত স্থানের জল আকর্ষণ করিয়া লইতেছে, চন্দ্র অন্য দিক হইতে ঐ গ চিহ্নিত স্থানের জল আকর্ষণ করিয়া গ চিহ্নিত স্থানে তুলিতেছে। ইহাতে চন্দ্র সূর্য্য উভয়ের আকর্ষণ পরস্পর অনুকুল না হইয়া স্বতন্ত্র কার্য্য করত পরস্পর প্রতিকুল হইয়া উঠে। সূর্য্য অন্য দিক হইতে আকর্ষণ না করিলে, চন্দ্র আরও অধিক জল উত্তোলন করিতে পারিত। কিন্তু তাহা না পারাতে, গ চিহ্নিত স্থানে যেমন জোয়ারের প্রাদুর্ভাব হয় না, সূর্য্য খ চিহ্নিত স্থানের জল আকর্ষণ করাতে, তথায় ভাটারও আধিক্য হইতে পারে না। এবং চন্দ্র সূর্য্য সকল সময়ে পৃথিবী হইতে সমান দূরে অবস্থিত থাকে না, কখন ও নিকট, কখন ও কিঞ্চিৎ দূরে গমন করে। যখন অধিক নিকটবর্ত্তী হয়, তখন সমুদ্রের জল অধিক আকর্ষণ করে এবং যখন দূরবর্ত্তী হয় তখন তদনুরূপ অল্প পরিমাণে জল আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহাতেও জোয়ার ভাটার অনেক ইতর বিশেষ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। যে সময়ে চন্দ্র মণ্ডল ভূমণ্ডলের সমধিক সমীপবর্ত্তী হয়, সে সময়ে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা সংঘটন হইলে, জোয়ারের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। আর জোয়ারের জল সকল স্থানে সমান দূর উত্থিত হয় না, যে সকল জলাশয় প্রশস্ত নহে, তাহাতেই অধিক দূর উত্থিত হয়, যে সমস্ত জলাশয় প্রশস্ত তাহাতে সে রূপ উত্থিত হয় না। নদীর মধ্যেও জোয়ারের জল উচ্চ হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। এতদ্দেশীয় গঙ্গা নদীর বিষয় প্রসিদ্ধই আছে। এবং যে সময়ে নদী হইতে জোয়ারের জল নির্গত হইয়া মোহানায় পতিত হয়, সেই সময়ে যদি সমুদ্রে পুনর্ব্বার প্রবল জোয়ার উৎপন্ন হইয়া মহাবেগে মোহানার দিকে আসিতে থাকে, তাহা হইলে উভয় প্রবাহ পরস্পর সম্মুখীন ও প্রতিহত হইয়া জলময় প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে। ইহাকেই

জলরাশি সত্বেকে নদী মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রচণ্ডবেগে ধাবমান গমন করিতে থাকে, তাহাকেই বাণ কহে। ইত্যাদি জোয়ার ও ভাটা ও বাণের বৃত্তান্ত জানিব।

অথ ভূমি কম্প বিবরণ।

তদনন্তর নৃপনন্দন বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন, হে গুরো খগোল বৃত্তান্ত নানা পুরাণাভিমানী পণ্ডিতেরা কল্পনারূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, প্রথমতঃ তাহা শ্রবণ করিয়া যেমন ভ্রমরূপ অন্ধকারে পতিত হইয়াছিলাম, তেমন পদার্থ বিদ্যাবিশারদ বুধগণের নিকর দিনকরের ন্যায় নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণে দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে অখণ্ড প্রকাণ্ড পৃথিবী মণ্ডল যাহার পরিধি প্রায় ১০৫০০ ক্রোশ হইবেক, তাহা মধ্যে মধ্যে সামান্য লোষ্টের ন্যায় কি কারণে কম্পিত হইয়া থাকে। অতএব এই অদ্ভুত ব্যাপার শুনিতে অভিলাষ হয়। আচার্য্য কহিলেন হে রাজনন্দন শ্রবণ কর। ভূতত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা নানাবিধ বিদ্যা ও যুক্তি অনুসারে বিবেচনা করিয়াছেন এই পৃথিবী কোন সময়ে অগ্নি প্রজ্বলিত পিণ্ডবৎ ছিল, ক্রমশঃ তাহার পৃষ্ঠদেশ শীতল হইয়া জীব জন্তুর বাসোপযোগী হইয়াছে। কিন্তু তাহার অন্তর্ভাগ অদ্যাপি শীতল হয় নাই অগ্নির উত্তাপে এ পর্য্যন্ত দ্রব ভাবাপন্ন আছে। সেই দ্রব পদার্থের অতি উষ্ণ উত্তপ্ত প্রস্তর বা মৃত্তিকা কোন ক্রমে জলের স্পর্শ হইলেই বাষ্প জন্মে, ও সেই বাষ্পের উৎপাটিকা শক্তিতে ভূমিকম্প ও ভূমি বিদারণ উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। রসায়ন বিদ্যাপারদর্শী পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যে চূণবীজ ও ক্ষারবীজ ও স্বর্ণবীজ ইত্যাদি কতকগুলিন ধাতু বিশেষ পৃথ্বীর অন্তর্ভাগে নিহিত আছে। তাহাতেই জল স্পর্শ হইলেই অগ্নির উৎপত্তি হয়, ও সেই অগ্নি তত্রস্থ প্রস্তর মৃত্তিকাদি পদার্থ দ্রব করে। এবং দ্রব পদার্থ সমস্ত বিস্তারিত ও পরস্পর ঘর্ষিত ও বিলোড়িত হইয়া ভূমণ্ডল কম্পিত করে। ও বাষ্পের প্রস্ফুটিত হইয়া আগ্নেয় গিরির উৎপাদন করে। লৌহচূর্ণ ও গন্ধক সংকিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করত মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিলে, অল্পক্ষণ মধ্যে সেই পর্ব্বের প্রস্ফোট হইয়া তন্নিকটবর্ত্তী ভূমিকে কম্পিত করে। এই ঘটনা দৃষ্টে কোন কোন ভূতত্ত্ব বেত্তা কল্পনা করেন, যে গন্ধক

প্রোক্ত লৌহের খনিতে জল নিপতিত হইলে, প্রস্তাবিত উপদ্রব সমুৎপন্ন হয়। আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পের সহিত গন্ধক সুদবীজাদি দাহ্য পদার্থের ও জল ও অগ্নির পরস্পর নৈকট্য সম্বন্ধ আছে, ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে। এবং তদ্দ্বারা অনেক ভূমিকম্প হইয়া থাকে, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

দেশ বিশেষে ভূমি কম্পের ইতর বিশেষ।

আমারদিগের বঙ্গদেশে ভূমি কম্পের প্রাদুর্ভাব নাই। অতএব আমরা তাহার ভয়ঙ্কর স্বভাব জ্ঞাত নহি। অনেক অনেক পর্ব্বতীয় দেশ বিশেষে এই প্রাকৃতোৎপাত বিষয় সর্ব্বদা ঘটনা হইয়া থাকে। সেই আপদ কালীন পৃথিবীর অন্তর্ভাগে অতি ভয়ঙ্কর ধ্বনি হয়, এবং প্রাচীর অট্টালিকা গৃহাদি কম্পন দ্বারা অনেক ভগ্ন হইয়া পড়ে। তাহাতে মনুষ্যের ও পশু প্রভৃতির অনিষ্ট হইয়া থাকে। ক্ষৌণীবিদ্যাবিশারদেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে ভূমির কম্পন তিন প্রকার হইয়া থাকে। প্রথম উর্দ্ধক্ষিপ্ত কম্পন, ইহার ঘটনা সময়ে এমত বোধ হয়, যেন ভূমি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল। দ্বিতীয়, সমুদ্রতরঙ্গাদি বা ঊর্ম্মিবৎ কম্পন, তদ্দ্বারা জলতরঙ্গের ন্যায় বিচলিত হয়, সামান্য ভূমিকম্প প্রায় এই প্রকারেই হইয়া থাকে। তৃতীয়, ঘূর্ণিত বা অর্দ্ধ ঘূর্ণিত কম্পন ইহা অত্যন্ত ভয়ানক এতদ্দ্বারা বৃহৎ বৃক্ষ ক্ষেত্রাদি স্থানান্তরিত হইয়া যায়। ভূমি কম্পের গতি সর্ব্বদা সম প্রকার হয় না। তড়াগাদির স্থির জলে লোষ্ট্র ক্ষেপিলে তরঙ্গ মণ্ডল যে প্রকার সর্ব্বত্র সমভাবে বিস্তৃত হয়, ভূমি কম্পও প্রায় তদ্রূপ বিস্তৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ মণ্ডল-গতি মণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত হয়। অপর কোনং ভূমিকম্প তদ্রূপ না হইয়া একদিগে অগ্রগামী হয়, এবং ঐ কম্পের স্থিতি কাল অতি অল্প, বিশেষতঃ ভূমিকম্প যত প্রবল, তাহার স্থিতি ততই অল্প হয়। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কম্পন এক পল কালের ন্যূনাধিক্য মধ্যেই শেষ হইয়া থাকে। কোনং স্থানে ভূমি কিয়ৎকাল আস্তেং বিচলিত হইয়া পরে একবারে অতি প্রবল রূপে কম্পিত হয়। পরন্তু অত্যন্ত অনিষ্টকর ভূমি কম্প এক কালেই ঘটিয়া থাকে, তৎপূর্ব্বে

কোন স্থলে কম্পন হয় না, এক সময়ে তিনবারের অধিক কম্পন হয় না। এবং কোনং কম্পে শব্দও হয় না। ইহার প্রমাণ আছে, ভূকম্পনের প্রবলতানুসারে ধ্বনির বৃদ্ধি হয় না। ভূকম্পের সময়ে প্রায় সমকালে প্রস্তাবিত ধ্বনি বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইয়া থাকে। ইহাতে বোধ হয় ঐ ধ্বনি পৃথিবীর মৃত্তিকা দ্বারা চালিত হয়, অন্যধ্বনি যে প্রকারে বায়ু দ্বারা বাহিত হয়, ইহা তদ্রূপ নহে, কারণ স্থির বায়ুতে শব্দ এক বিপল কালে ৭৫০ হস্ত পরিমিত স্থান গমন করে, এবং কাষ্ঠ ও শুষ্ক মৃত্তিকায় এই শব্দ তাহা হইতে দশগুণ শীঘ্র অনুক্রান্ত হয়। সুতরাং মৃত্তিকা মধ্যে কোন স্থানে শব্দ হইলে বায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া তাহা কোন প্রদেশে গমন করিবার পূর্ব্বে মৃত্তিকা দ্বারা তথায় নীত হইয়া থাকে। হে বৎস! সেই পরম পাতা পরাৎপর পরমেশ্বর এই জগৎ মণ্ডলে কি কি সুকৌশল দ্বারা স্বীয় মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকেই ধন্যবাদ এবং যে সকল বহুদর্শী বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা নানা বিধ শাস্ত্র ও যুক্তি প্রযুক্ত মতে পরম কারণীয় কার্য্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই সাধুবাদ করি।

তখন রাজপুত্র কহিলেন, হে মহাশয়! আপনি পদার্থ বিদ্যানুসারে যে সকল আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক ঘটনা প্রকাশিত করিলেন, তদ্দ্বারা ভূগোল ও খগোলের নানা প্রকার বিশেষ বৃত্তান্ত এবং তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে স্বরূপ লক্ষণাদি উপলব্ধি হয়। কিন্তু ভূগোল মণ্ডলোপরি বর্ত্তমান জগৎ যেমন কদম্ব কুসুম কেশরের ন্যায় রচিত আছে, অর্থাৎ জল, স্থল, পর্ব্বত, বন, নগর, মরুভূমি প্রভৃতিকে কোথায় কিরূপে সেই জগদীশ্বর স্থাপিত করিয়াছেন, শুনিতে বাঞ্ছা করি। আচার্য্য কহিলেন, হে নৃপনন্দন! বহুদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা এতদ্বিষয়ে অনেক অন্বেষণও পাণ্ডিত্যের দ্বারা যত দূর পর্য্যালোচনা করিতে হয়, করিয়া এই পৃথিবীর প্রতিরূপ যে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই প্রকৃত মূর্ত্তি দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট প্রকৃতির কতক বিস্তার বক্তব্য নাই। বরং যেমত প্রকরণেও অত্যাশ্চর্য্য নহে যে পৌরাণিক ও জ্যোতিষিক পণ্ডিতেরা স্বীয় স্বীয় জ্ঞান বলে ভূগোলাদি বৃত্তান্ত যেরূপে কল্পিত বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন এবং বর্ত্তমান বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতেরা সেই সকল স্বকপোল কল্পিত অজ্ঞান কৃ-

অন্য প্রভু উপদেশ দিতেছেন, তাহা পরে শ্রবণ করিবে।

ইতি জ্ঞান রত্নাকরের দ্বিতীয় রত্ন সমাপ্ত হইল।

অথ তৃতীয় রত্নারম্ভ।

প্রথমত কাল নিরূপণ করণ।

পয়ার।

শুনিয়া পদার্থ বিদ্যা সাঙ্গ হইল।
পরে পর দিন শিশু জিজ্ঞাসা করিল ॥
দিবা রাত্রি পক্ষ মাস বৎসর প্রভৃতি।
যুগের নির্ণয় কিবা গণনার রীতি।
এতেক বচন প্রভু করিয়া শ্রবণ।
সংক্ষেপে কহিল পুনঃ কাল নিরূপণ ॥
অকৃত্রিম নয়ন স্পন্দন কাল যেই।
প্রথমতঃ নির্ণয় নিমেষ হয় সেই ॥
অষ্টাদশ নিমেষেতে এক কাষ্ঠা হয়।
ত্রিশ কাষ্ঠা হইলে এক কলার উদয় ॥
ত্রিংশৎ কলায় ক্ষণ ছয় ক্ষণে দণ্ড।
কিম্বা ষাটি বিপলেতে এক পল খণ্ড ॥
ষাটি পলে দণ্ড দুই দণ্ডে যাহা হয়।
মুহূর্ত্ত তাহার নাম জানিবা নিশ্চয় ॥
ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে দিবা রাত্র পরিমাণ।
দিবা রাত্রে এক দিন দেখ বর্ত্তমান ॥
পঞ্চদশ দিনে পক্ষ দুই পক্ষে মাস।
কিম্বা ত্রিশ দিনে মাস করিনু নির্য্যাস ॥
দুই মাসে ঋতু তিন ঋতুতে অয়ন।
দ্বি অয়নে বৎসর জানিবা বিচক্ষণ ॥
জ্যোতিষ গণনা ক্রমে যুগের নির্ণয়।
কত বর্ষ পরে কোন্ কোন্ যুগ হয় ॥
সঙ্কেত অঙ্কেতে তার বুঝিবে কুমার।
বিস্তার করিতে হয় বাহুল্য আচার ॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, চতুর্থ এই কলি
এই চারি যুগে এক দিব্য যুগ বলি ॥
একাত্তর দিব্য যুগে এক মন্বন্তর
চৌদ্দ মন্বন্তরে এক ব্রহ্মার বাসর ॥
দিবসে সৃষ্টির সৃষ্টি নিশাতে প্রলয়
এইরূপে পরম্পর কল্পে কল্পে হয় ॥
কেবা সে বুঝিতে পারে ঈশ্বরের লীলা।
জ্যোতিষ প্রমাণে দীন কপোত বর্ণিলা ॥
পরাম্ভের কাল ছয় সহস্র বৎসর।
মনুষ্যের সৃষ্টি এই অবধি ইতর ॥

সত্যযুগ— ১৭২৮০০০ বৎসর
ত্রেতাযুগ— ১২৯৬০০০ বৎসর
দ্বাপরযুগ— ৮৬৪০০০ বৎসর
কলিযুগ— ৪৩২০০০ বৎসর
কলেগতাব্দ— ৪৯৫৫

অথ পুরাণোক্ত ভূগোল বৃত্তান্ত।

অতঃপর কুমার করিলা নিবেদন।
পূর্ব্ব পুরাণোক্ত ভূগোল কেমন ॥
শিষ্যের বচন শুনি সুখী বিজ্ঞবর।
কহিতে ভূগোল তত্ত্ব হইলা তৎপর ॥
অতএব শুনহ শিশু ভূগোল আভাস।
শাস্ত্র পুরাণেতে যেই করিলা নির্য্যাস ॥
কারণের আদ্য কার্য্য ভূতের প্রকাশ।

জল, বায়ু, তেজ, ভূমি পঞ্চম আকাশ ॥
ব্রহ্ম অণ্ড দুই খণ্ড হইল যখন।
অধঃ খণ্ডে মর্ত্ত্য ঊর্দ্ধ খণ্ডেতে গগন ॥
অণ্ড খণ্ড ভূমি পিণ্ড সেইমাত্র স্থূল।
কিরূপে জন্মিল ক্ষিতি শুন তার মূল ॥
পঞ্চভূত মধ্যে অর্দ্ধ অংশ পৃথিবীর।
জলাদির আর অর্দ্ধ অংশ হয় স্থির ॥
দ্বিঅংশ মিলিয়া পিণ্ড হইল গঠন।
সেই সে ভূগোল সৃষ্টি সৃষ্টির কারণ।
অণ্ডাকার হৈল পৃথ্বী পরম ইচ্ছায়।
স্থিতির উপায় কর্ত্তা করিলেন তায় ॥
রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, আর বৃহস্পতি।
শুক্র, শনি গ্রহাদি নক্ষত্র যোগ কতি ॥
এই সপ্ত গ্রহ আর নক্ষত্র কলায়।
স্থাপিত হইল ক্ষিতি এই অণ্ডপ্রায় ॥
সপ্তান্তরে ঊর্দ্ধ অধো, [illegible] স্থিত।
যুক্তি মতে হয় কিবা নিরীশ্বর রীতি ॥
শেষ শিরে, কূর্ম্ম পৃষ্ঠে, গজ স্কন্ধোপরি।
পুরাণে প্রকাশ কত প্রমাণ পদ্ধতি ॥
ভূপিণ্ড উপরে বিশ্ব চতুর্দ্দশ [illegible]।
নিরন্ত বিভক্ত স্থানে জগৎ [illegible]।
সুরাসুর, যক্ষ, রক্ষ, গুহ্যক, কিন্নর।
গন্ধর্ব্ব, দানব, দৈত্য, রাক্ষস, অপ্সর ॥
নগ, খগ, নাগ, মীন, নদ, নদী আদি।
পশু, কীট, সিন্ধু, বন, [illegible] নগর ॥
কদম্ব কুসুমে যেন কেশর গ্রথিত।
সেইরূপে অণ্ডোপরি বিশ্বের স্থাপিত ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ভূগোল গণিত।
যাহে সপ্তদ্বীপ, সপ্ত সিন্ধুতে বেষ্টিত ॥
জম্বু, শাক, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, প্লক্ষ ॥

পুষ্কর সপ্তম দ্বীপ [illegible] ॥
ক্রমেতে দ্বিগুণ দ্বীপ, [illegible]
আর যত উপদ্বীপ [illegible]
লবণেক্ষু সুরা সর্পি দধি দুগ্ধ [illegible] ॥
অন্তে জলাম্বু [illegible] ॥
ইত্যাদি [illegible]
[illegible] ॥
জগতে শুনহ [illegible]।
ইলাবৃত [illegible] নববর্ষ [illegible] ॥
[illegible]
[illegible] ॥
একে একে বর্ষের শুনহ পরিচয়।
ভারত, কিম্পুর, হরি, কুরু, হিরণ্ময় ॥
ইলাবৃত, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব, রম্যক।
এই নব বর্ষ [illegible] ভারত [illegible] ॥
ভারতের নব খণ্ড শুন তার নাম।
তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান, সোম, ইন্দ্র, নাগ।
কুমারিকা এই খণ্ড [illegible]
অন্যান্য খণ্ডের [illegible]।
[illegible]
তার [illegible]।
পশ্চিমেতে [illegible] তার
[illegible] চমৎকার ॥
দক্ষিণে [illegible] এই [illegible] স্থান।
[illegible] ভূগোলে প্রমাণ
ভারতবর্ষেতে বর্ষে [illegible]
যথা [illegible] নাম তার [illegible] ॥
মহেন্দ্র, মলয়, শুক্তি, ঋক্ষ, পারি[illegible]
সহ্য, বিন্ধ্য, এই সপ্ত কুল [illegible]।
লঙ্কার উত্তরে হেম [illegible] গিরি [illegible]

তাহার উত্তরে গিরি রহে হিমালয়॥
তাহার উত্তরে নাম নিষধ প্রধান।
সিদ্ধপুর উত্তরেতে গিরি শৃঙ্গবান্॥
শুক্ল নীল নামক পর্ব্বত এই ছয়।
বেষ্টিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে সিন্ধুকত রয়॥
শুক্ল নীল গিরিমধ্যে আছে যেইস্থান।
শ্রোণী দেশ নাম তার শুন মতিমান॥
যম কোটি পত্তন হইতে বুঝ তার।
নীলগিরি নিষধ পর্য্যন্ত সুবিস্তার॥
মাল্যবান পর্ব্বত তথায় বর্ত্তমান।
পরম পবিত্র গিরি টৈকবজ্য সমান॥
রোমকপত্তন, নীল, নিষধ পর্য্যায়॥
স্থিতি গন্ধমাদন পর্ব্বত বলবন্ত।
লবণ সমুদ্র হইতে গিরি মাল্যবান॥
মধ্যস্থান ভদ্রাশ্ব বর্ষের পরিমাণ॥
গন্ধমাদন হৈতে লবণের তীর।
কেতুমাল বর্ষ সেই জানিবা সুধীর॥
মন্দর, নিষধ, নীলগিরি, মাল্যবান।
সকলের বেষ্টিত আছয়ে যেই স্থান॥
সে স্থানের নাম ইলাবৃত বর্ষ হয়।
আর যত বর্ষের শুনহ পরিচয়॥
পরম পবিত্র স্থান লঙ্কার উত্তর।
ভারত, কিম্নর, হরি, বর্ষ পরস্পর॥
সিদ্ধপুর উত্তরেতে কুরু হিরন্ময়।
ভারতাদি নববর্ষ জানিবা তনয়॥
ইলাবৃত মধ্যবর্ত্তী সুমেরুর স্থিতি।
তার পূর্ব্বে মন্দর আছয়ে যথারীতি॥
দক্ষিণে সুগন্ধ গিরি পশ্চিমে বিপুল।
উত্তরে সুপার্শ্ব গিরি অতিউচ্চকুল॥
এই চারিগিরিশিরে শোভে সারি সারি॥
পিপ্পল, কদম্ব, জম্বু, বট্, বৃক্ষ চারি॥
কেতু বৃক্ষ বলি চারি বৃক্ষ মনোহর।
জম্বুবৃক্ষ অধো জম্বু নদী রত্নাকর॥
চিত্ররথ বিচিত্রাদি খ্যাত বিভ্রাজক।
এই চারিবন তথা আনন্দ দায়ক॥
অরুণ, মানস, মহাহ্রদ, শ্বেত জল,।
চারি সরোবর কিবা সলিল বিমল॥
সিতা, অলকনন্দা, বক্ষু, ভদ্রা, গঙ্গা নাম।
যে নাম লইলে জীব পায় স্বর্গধাম॥
ঐ চারি পর্ব্বত হৈতে, হইয়া পতন।
চারিদিকে চারিধারা করিলা গমন॥
ভদ্রাশ্ব, ভারত, কেতুমাল, কুরুদেশ।
লবণ সমুদ্রে বেগে মিলিলেন গিয়া॥
সুমেরুর তিন শৃঙ্গ অতি মনোহর।
বিধি বিষ্ণু শিবের বসতি তদুপর॥
তার নিম্নভাগে পূর্ব্বদিগবধি স্থানে।
অষ্টদিক পাল বাস করয়ে বিধানে॥
ইন্দ্র, অগ্নি, যম, আর রাক্ষস, বরুণ।
পবন, কুবের, ঈশ, অষ্টে অষ্টগুণ॥
পূর্ব্বদিগবধি ইন্দ্রে গণনা করিবা।
ক্রমেতে আসিয়া ঈশ, ঈশানের খুবা॥
যম কোটি সিদ্ধপুর লঙ্কা, শুন আর।
রোমকপত্তন এই চারি স্থান সার॥
ইহার দক্ষিণ ভাগে জানিবা ভূর্লোক।
উত্তরাংশে ভুবর্লোক, যথা নাহি শোক॥
সুমেরু সে স্বর্গ হয় ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে তার।
মহ, জন, তপ, সত্য লোকের প্রচার॥
পৃথিবীর অভ্যন্তরে অতল, বিতল,।
কি সুতল, তলাতল, আর মহাতল॥
রসাতল, পাতালাদি সপ্তলোক হয়।

এইরূপে চতুর্দ্দশ ভুবন নির্ণয়॥
পুরাণ প্রমাণ এই কহিনু কিঞ্চিৎ।
হেরিলে ভূগোল চিত্র হইবে বিদিত॥
শ্রী সূর্য্য সিদ্ধান্ত যাহা করিলা প্রচার।
পদার্থ বিদ্যায় তাহা শুনেছ কুমার॥

পুরাণ মতে ভূমি কম্প বিবরণ।

ভূগোল বৃত্তান্ত শুনি নরেন্দ্র কুমার।
ঈষদ্ হাসিয়া কন কহ মুনি আর॥
যদ্যপি ধরণী সম স্থির হয় মন।
তথাপি অনন্ত তর্কে করয়ে কম্পন॥
বিস্ময় হইয়া শিশু করে নিবেদন।
শুনিতে মানস পুনঃ ভূকম্প কারণ॥
লক্ষেক যোজন যার পরিধি বিস্তার।
সে বস্তু কম্পিত হয়, কি কারণ তার॥
ইত্যাদি শ্রবণে গুরু চিন্তিত হইয়া।
কি রূপে কহিব মর্ম্ম প্রমাণাদি দিয়া॥
বেদান্ত দর্শনে যদি নির্দ্ধারণ হইত।
জ্যোতিষে বিশেষ তত্ত্ব অবশ্য লিখিত॥
তবে যে কিঞ্চিৎ মর্ম্ম পুরাণে প্রকাশ।
বিবেচনা করিলে কেবল উপহাস॥
অতএব শুন পুত্র সেই মর্ম্ম কহি।
যে কারণে কথায় কথন কহে মহী॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রূপ পরম কারণ।
পূর্ব্বে কহিয়াছি এক অণ্ড বিবরণ॥
কারণ-সলিলে ভাসে অণ্ড অগণিত।
যথা ক্রমে সদা ভাসে কারণ বিহিত॥
অণ্ডে অণ্ডে সংযোগ হইবে যেইক্ষণ।
যেপার্শ্বে আঘাত অর্শ্বে সে পার্শ্বে কম্পন।
অনুমানে, বুঝ পুত্র প্রমাণ পাইবা।
সম ভাবে ছুঁন খণ্ড কভু না কাঁপিবা॥
পুরাণে প্রমাণ কত আছে এপ্রকার।
রূপক আভাস মাত্র করিলে বিচার॥
জ্যোতিষে কম্পনা করি লিখিল যেমন
কিঞ্চিৎ কহিব তার করহ শ্রবণ॥
পাতালে কারণ-নীরে কূর্ম্ম অবতার
প্রকাণ্ড শরীর ভাসিছেন চমৎকার॥
কূর্ম্ম পৃষ্ঠে অনন্তদেবের অধিষ্ঠান।
পদ্মাসন সহস্র শিরেতে মূর্ত্তিমান॥
এক শিরে ধরণী ধরেন কুতূহলে।
কভু অন্য শিরে লন ভবভার ছলে।
পৃথিবীর অষ্টদিক ধরে অষ্টকরী।
কভুস্কন্ধে কভু পৃষ্ঠে পরিবর্ত্ত করি॥
কচ্ছপ, অনন্ত, গজ, সুমেরু, মহাদ্রি।
জলোপরি ক্ষিতি স্থিত এই অভিপ্রায়।
যদি মেষ বৃশ্চিক লগ্নেতে কম্প হয়।
গজস্কন্ধে ভূমিকম্প যুক্তিমতে কয়॥
ধনুঃ, মীন, কর্কট, বৃষভ চতুষ্টয়।
কচ্ছপ কম্পনে কম্প কহিলা নিশ্চয়।
তুলা কুম্ভ, সিংহ, কন্যা, মিথুন, মকর।
এই ছয় লগ্নে হয় কম্প পরস্পর॥
অনন্ত কম্পনে কম্প হয় বসুন্ধরা।
কম্পের লক্ষণ পুনঃ কহি পরম্পরা॥
কচ্ছপ কম্পনে ভূমিকম্প অলক্ষণ।
প্রাণহানি মহামারী বিপদ ঘটন।
অনন্ত কম্পনে হয় দুর্ভিক্ষ নি...।
গজকম্পে প্রজাবর্গে হয় সুখোদয়।
ভূমিকম্প উক্তমত ... নির্...

[illegible] মধ্যে হয় প্রত্যক্ষ প্রকাশ ॥
রত্নাকরে কহে গন্ধকের খনি নহে।
তাহাতে কল্পায় তুমি একথা না নহে ॥
এতশুনি কুমার হইয়া কুতূহল।
রচিলা পুস্তক দীন ভাবি নিরমল ॥

অথ জীবজন্ম বিবরণ।

পুনশ্চ করিলা প্রশ্ন রাজার নন্দন।
জীবজন্ম বিবরণ কহ তপোধন ॥
কিরূপে জন্মায়ে জীব জননী জঠরে।
কি কারণে পুনঃ জীব তনুত্যাগ করে ॥
সিদ্ধান্ত কহেন শুন নৃপতি কুমার।
সংক্ষেপেতে কহি জীব জন্ম সমাচার ॥
নারীর গর্ভেতে জীব শৃঙ্গারের রসে।
ঋতু সুসংযোগে জন্ম পুরুষ ঔরসে ॥
পুরুষ প্রকৃতি শুক্র শোণিত মিলিত।
জন্মক্ষেত্রে বপুবীজ কারণ স্থাপিত।
পঞ্চরাত্র গতে হয় বর্দ্ধক প্রমাণ।
[illegible] বিম্ব বর্দ্ধি সমান ॥
এইরূপে দিনে দিনে ক্রমে বৃদ্ধি হয়।
[illegible] যেমন উদয় ॥
[illegible] হয় [illegible] অঙ্কুর।
শোণিত কর্দ্দমাকার মাংসপিণ্ড [illegible]।
[illegible] মাসেতে পঞ্চ ভূতের সঞ্চার।
[illegible] মাসেতে সূক্ষ্ম মনুষ্য আকার ॥
চতুর্থ মাসে [illegible] জনম উপক্রম।
পঞ্চম মাসেতে জীব করেন আশ্রম ॥
[illegible] কহে কথা মন।
[illegible] থাকেন [illegible] অচেতন ॥
সপ্তমেতে সুখাসুখ হয় অনুমান।
অষ্টমে আহার হেতু করয়ে সন্ধান ॥
গর্ভের কঠোর অগ্নি, জঠর অনল।
দুই অগ্নি তাপে শিশু অন্তরে বিকল ॥
নবম মাসেতে ক্ষুধা হয় বলবান।
নির্ব্বাণ করয়ে অগ্নি, রস করি পান ॥
দশমাসে জ্ঞানেন্দ্রিয় দেহে হয় স্থিত।
কারাগার উদর দেখিয়া হয় ভীত ॥
ক্রমেতে যখন হয় জ্ঞান উদ্দীপন।
অঙ্কুরিত সহ আত্মা করে নিরীক্ষণ ॥
জ্ঞানেতে পরম আত্মা পায় চিনিবারে।
কাতরে করয়ে স্তুতি বিবিধ প্রকারে ॥
ক্ষমা কর জ্ঞানদাতা প্রভু জ্ঞানময়।
যেন অন্ধকারাগারে না রহিতে হয় ॥
এবার নরকার্ণব হৈতে কর পার।
জঠর যন্ত্রণা প্রভু নাহি সহে আর ॥
যাতনা সহিতে নারে করে হায় হায়।
বাহিরে আসিতে পথ তল্লাসী বেড়ায় ॥
এইরূপে দশমাস মাসাধিক্য পর।
অবতীর্ণ হয় জীব অবনি উপর ॥
[illegible] করিত মনন।
[illegible] সব করে বিস্মরণ ॥
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ফল ভুঞ্জে এসংসারে।
পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাদি বিচারে ॥
বাল্যলীলা [illegible] যায় পঞ্চম বৎসর।
দশম [illegible] গত ক্রীড়ায় তৎপর ॥
[illegible] কৈশোর বিদ্যা [illegible] ॥
[illegible] যুবত্ব [illegible]
চল্লিশ বৎসরে ক্রমে লাবণ্যের [illegible]
তার পর [illegible] নির্ম্মল [illegible]

পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসারে গর্ভস্রাবে মরে।
কিছু দিন জঠর যন্ত্রণা ভোগ করে॥
ধর্ম্মকর্ম্ম জ্ঞানযোগে আয়ু বৃদ্ধি হয়।
পাপ তাপ সহকারে পরমায়ু ক্ষয়॥
শতেক বিংশতিবর্ষ আয়ুর নির্ণয়।
ভারতবর্ষীয় নরে বর্ত্তে অন্যে নয়।
কহে দীন কভু নহে জীবনে বিশ্বাস।
ঈশ্বরে স্মরণ কর নিশ্বাস প্রশ্বাস॥

লিঙ্গাদি ভেদ প্রকরণ।

পর প্রশ্ন রূপে কহে নৃপতি কুমার।
কহ শুনি লিঙ্গ ভেদ হয় কি প্রকার॥
একক্ষেত্রে পুরুষ প্রকৃতি ক্লীব হয়।
ইহার কারণ কিবা কোন শাস্ত্রে কয়॥
সিদ্ধান্ত কহেন এই আছে অংশতন্ত্রে।
পুরুষ প্রকৃতি ক্লীব যে কারণে বর্ত্তে॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি জীবজন্মে যে প্রকার।
জরায়ুজ মধ্যে লিঙ্গ ভেদ কহি তার॥
পুরুষ প্রকৃতি রেতঃ হইয়া মিশ্রিত।
জাত পদ্ম মধ্যে রহে বিম্ব পরিমিত॥
রেতঃমধ্যে যেই অংশ অধিক থাকিবে।
সে অংশে পুরুষ নারী আকৃতি হইবে॥
উভয়ের রেতঃ যদি হয় সমতুল।
তাহাতে হইবে ক্লীব ইথে নাহি ভুল॥
যদ্যপি কিঞ্চিৎ তাহে ন্যূনাধিক হয়।
নারী পুরুষের কিছু চিহ্ন ক্লীবে রয়॥
মতান্তরে করে জাত পদ্মের বিচার।
কিঞ্চিৎ তাহার কহি শুনহ কুমার॥
রক্ত সহকারে পদ্ম হয় এক শিশু।
রেতঃ মধু সত্ত্বে হয় আপনি মুদিত।
দক্ষিণে কি বামভাগে যদি পদ্মাশয়।
দক্ষিণে পুরুষ বামে নারী জন্মময়॥
মধ্যেতে থাকিলে ক্লীব হইবে নিশ্চয়।
অংশতন্ত্রে আদিখণ্ডে এইমাত্র কয়॥
কুমার কহিলা ভাল কহ তপোধন।
যমজ সন্তান হয় কিসের কারণ॥
সিদ্ধান্ত কহেন শুন নরেন্দ্র তনয়।
দৈবযোগে রেতঃবিন্দু খণ্ড যদি হয়।
প্রতি খণ্ডে একাকার হইবে সন্তান।
পূর্ব্বে কহিয়াছি যাহা অংশপরিমাণ॥
তাহাতে করিলা প্রশ্ন চতুর কুমার।
অণ্ডজাদি লিঙ্গ ভেদ হয় কিপ্রকার॥
প্রথমে প্রসবে ডিম্ব একই সমান।
তার মধ্যে লিঙ্গ ভেদ হয় বর্ত্তমান॥
বিশেষ আশ্চর্য্য দেখ স্বেদজের জন্ম।
বুদ্ধির নাহিক সাধ্য বুঝিবারে মর্ম্ম॥
তসরের কীট যথা পাইয়া সময়।
মুখলালে করে নিজ গুটিকা আলয়॥
গুটিকা ভিতরে ধরে রূপ প্রজাপতি।
কেহবা পুরুষাকার কেহবা প্রকৃতি॥
সঙ্গম বিহীনে ডিম্ব ধরয়ে উদরে।
বাহিরে আসিয়া সুখে পতিসঙ্গ করে।
যথায় প্রসবে ডিম্ব তথা নাহি রয়।
পশ্চাতে ফুটিয়া ডিম্ব পুনঃ কীট হয়॥
পূর্ব্বে কীটরূপে ছিল পত্রাহারী যেই।
এবে মধুপান করে প্রজাপতি সেই।
আর এক দেখ গুরুকুম্ভকা পতঙ্গ।
যে ইতলপারিকা ধরি করে নানা রঙ্গ।

[illegible]ন করিয়া তারে করি শবাকার।
বিবর ভিতরে রাখে রুদ্ধ করি দ্বার॥
ভাবিতে ভাবিতে সেই কুম্ভকাররূপ।
আপনি কুম্ভকা হয় একি অপরূপ॥
একাত্মা নত্তায় দুই রূপে দেহ ধরে।
রূপ অনুসারে নিজ নিজ কর্ম্ম করে॥
পূর্ব্বে যা কহিলা লিঙ্গ ভেদের কারণ।
এস্থলে কিরূপে তাহা হয় সংঘটন॥
ইহার কারণ কিবা কহ সবিশেষ।
কেবা কোন্ গ্রন্থে ইহা কহিলা বিশেষ॥
এতেক শ্রবণে গুরু হইলা চিন্তিত।
কিরূপে বুঝাই শিষ্যে নাহয় নিশ্চিত॥
সৃষ্টি প্রকরণ লয়া খগোল ভূগোল।
নানা গ্রন্থে নানা মত সুদ্ধ গণ্ডগোল॥
অতএব কহি শুন, সুপণ্ডিত কুমার।
কারণের কার্য্য বুঝে হেন শক্তি কার॥
যে যাহা কহিলা মাত্র যুক্তি অনুসারে।
কারণ ব্যতীত কার্য্য কে বুঝিতে পারে॥
জল বিন্দু হইতে দেহ যাহার সৃজন।
বায়ু সহকারে স্থিত জীবের জীবন॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণে যে দিলা কিরণ।
নেত্রেতে আশ্চর্য্য জ্যোতিঃ দিল যেইজন॥
সুন রক্তে যে জন করিলা স্তনে ক্ষীর।
কাষ্ঠ হইতে প্রকাশিলা ফলপুষ্প নীর॥
কীট হইতে কঠিন পাষাণ ভেদ হয়।
যাহার ইচ্ছায় এই সৃষ্টি স্থিতি লয়॥
[illegible] তাঁর শক্তি বুঝা অতিভার।
[illegible] অগোচর কে বুঝিবে আর॥
[illegible] যুক্তি অনুসারে কহে বুধগণ।
[illegible] শাস্ত্র [illegible] ধর্ম্ম লক্ষণ॥

জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ তিন মত।
অবস্থা প্রভেদে জন্ম হয় জগন্মত॥
যাহারা ভোজন করে করিয়া চর্ব্বণ।
জরা মধ্যে জন্মে তারা পান করে স্তন॥
নর কি বানর পশু একই সমান।
হাস্য মুখ সত্ত্বে হয় মানব প্রধান॥
চর্ব্বণ বিহীনে যেই করয়ে ভক্ষণ।
অণ্ড মধ্যে জন্মে, নাহি পান করে স্তন॥
স্বেদজের জন্ম কর্ম্মে নাহিক নির্ণয়।
কেহ গর্ভে কেহ ডিম্বে, কেহ ক্লেদে, হয়॥
স্বেদজের মধ্যে পিপীলিকাদি পতঙ্গ।
একাত্মা সত্তায় নানারূপে করে রঙ্গ॥
ইহার অধিক অনুমানে না জুয়ায়।
প্রমাণ অভাবে মনোনীত হয় কথায়॥
কহে দীন কারণের কার্য্য অপরূপ।
বিচারে কি প্রয়োজন সর্ব্বে তাঁর রূপ॥

শরীরস্থ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নিরূপণ।

অতঃপর শুন শিশু শরীর নির্ণয়।
আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্রমতে কৃষ্ণ পরিচয়॥
শরীর বিজ্ঞানে হয় সর্ব্বজ্ঞ লক্ষণ।
শরীর সাধয়ে যেই সেই সাধুজন॥
শরীর সংজ্ঞাতে তিন শরীর গণন।
স্থূল সূক্ষ্ম কারণ তৃতীয় নিরূপণ॥
ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ নিয়মে
পঞ্চভূত যোগে দেহ হইল প্রথমে॥

ক্ষিতির অর্দ্ধাংশ আর অর্দ্ধচারিভূত।
সমভাগে দেহ পিণ্ড হয় আত্মাযুত॥
ভূতের বিশেষ গুণ সৃষ্টি প্রকরণে।
শুনিয়াছ বিস্তর না কহি সেকারণে॥
আদ্য স্থূল শরীরের গুণ কিছু শুন।
ত্বক্‌, মেদ, শিরা, অস্থি, মজ্জাদির মূল॥
ব্রহ্মরন্ধ্র, শির, আর কপাল, শ্রবণ।
ভ্রূ, চক্ষু, নাসিকা, গণ্ড, চিবুক, দশন॥
মুখ, ওষ্ঠ, জিহ্বা, আর গ্রীবা, [illegible]।
কণ্ঠ, স্কন্ধ, বাহু, হস্ত, করাঙ্গুলি [illegible]॥
বক্ষ, কক্ষ, হৃদি স্তন, বিশেষ পঞ্জর।
নাভি, কটি, মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠ, উদর।
নিতম্ব, উপস্থ, অণ্ড, যোনি, পায়ুদেশ।
ঊরু, পদাঙ্গুলি, [illegible] জানিবা বিশেষ॥
নখ, কেশ, দন্ত, তিন মেদের বিকার।
চিরদিন একভাবে না থাকে কাহার॥
সূক্ষ্ম রূপে আছে অঙ্গ [illegible] যতেক।
একাদি করিয়া নাম কহিব কতেক॥
অন্যকে বুঝাবে সেই কারণের কার্য্য॥
যতেক লিখিল শিবনিবেদনে নির্দ্ধার্য্য।
গ্রন্থের লিখন মাত্র বুঝিবারে দায়।
যেহেতু অনন্ত নাড়ী জড়িত কায়ায়॥
কেহ সূক্ষ্ম কেহ স্থূল না হয় গণন।
লূতাতন্তুবৎ মাত্র শরীর বেষ্টন॥
সর্ব্বাঙ্গে যে অবস্থিত প্রবল স্বাধীন।
ইড়া আর পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ী তিন॥
ইড়াতে শিবের বাস কফের আধার।
পিঙ্গলায় বিষ্ণু যাহে বায়ুর সঞ্চার॥
সুষুম্না নাড়ীতে পিত্ত, ব্রহ্মা অধিপতি।
কফ পিত্ত দুই পঙ্গু, বায়ু সর্ব্বগতি॥

সেই মতে ইড়াদি ত্রিগুণ চমৎকার।
আয়ু সহকারে [illegible]।
বাহ্যেন্দ্রিয় পাঁচ আর [illegible]।
ক্ষিতির বিভাগে জন্ম [illegible]।
অন্যান্য ভূতের ভাগে [illegible]।
করণের উৎপত্তি [illegible]॥
জল রক্ত শুক্র [illegible]।
নিশ্বাস প্রশ্বাস বায়ু [illegible]॥
তেজের পাচক গুণ, জঠরে প্রধান।
বায়ু সহকারে সদা হয় [illegible]॥
পঞ্চ মহাভূত হৈতে পঞ্চীকৃত যেই।
শুভাশুভ সুখ দুঃখ ভোগ করে সেই॥
যেই মত বিচার সংযুক্ত সম্প্রদায়।
সেই স্থূল শরীর নিকট কালে হয়॥
অপর শুনহ সূক্ষ্ম শরীর কারণ।
নানা মতে বিচার করিবা বিচক্ষণ॥
পঞ্চীকৃত [illegible] সেই মহাভূত পঞ্চে।
স্বগুণে স্বকর্ম্ম হেতু দেহ মধ্যে বঞ্চে॥
বাক্যে সুখ দুঃখ আদি ভোগ নাহি যার।
স্বপ্নকালে সুখাসুখ বোধ হয় তার॥
কিন্তু সে জাগ্রত হৈলে কিছু নাহি থাকে।
এই হেতু কহে সূক্ষ্ম শরীর তাহাকে॥
অতঃপর কহি শুন কারণশরীর।
বিশেষ কারণে বচন মন কর স্থির॥
অবিদ্যা অজ্ঞান মিথ্যা ভ্রম সুখাসুখ।
ইত্যাদি বিষয়ে যেই সতত বিমুখ।
অদৃশ্য অশান্ত সূক্ষ্ম বচন অতীত।
স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের কারণ [illegible]।
কিন্তু কোন মতে যাহা জানা নাহি যায়।
শাস্ত্রমত কারণশরীর কহে তায়॥

তিনের অবস্থা হয় শরীর ধারণে।
জাগ্রত, স্বপন, আর সুষুপ্তি লক্ষণে॥
শ্রবণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় হৈতে অনুমান।
কিম্বা নানা বিষয়েপ্রত্যক্ষ বর্ত্তমান॥
সেই সে জাগ্রদবস্থা জানিবা নিশ্চয়।
আত্মা স্থূল শরীরের অনুরক্ত হয়॥
বিশ্বপদ নামে আত্মা শরীরাভিমানী।
বিশেষ রূপেতে তত্ত্ব জানে তত্ত্বজ্ঞানী॥
জাগ্রৎ সময়ে যাহা দেখে শুনে করে।
নিদ্রাকালে সেসব ঘটয়ে পরস্পরে॥
কেবল প্রপঞ্চ মাত্র স্বপ্নাবস্থা হয়।
সুষুপ্তি কালের মর্ম্ম শুনহ তনয়॥
সুখনিদ্রা কালে জীব নিদ্রায় মোহিত।
সবিকার প্রাপ্ত মন নহে কদাচিৎ॥
অচেতন অভিভূত শরীরাদি রহে।
নিশ্বাস প্রশ্বাসে প্রাণ স্থির মাত্রে রহে॥
কারণ শরীরে অভিমানী সেই প্রাণ।
প্রাজ্ঞনামে অবস্থিত এই সে বিধান॥
শরীরের মধ্যে পঞ্চ কোষের নির্ণয়।
অন্ন, প্রাণ, মন, জ্ঞানানন্দ ময় হয়।
অন্নময় কোষের শুনহ কহি মর্ম্ম।
ইন্দ্রিয় সবল করে এইতার কর্ম্ম॥
অন্ন রসে বৃদ্ধি পায় বপু ক্ষিতি অংশ।
পুনশ্চ ক্ষিতিতে লয় হইলে দেহধ্বংস॥
অন্নময় কোষ স্থূল শরীরের মূল।
অন্নজীবি শরীর ইহাতে নাহি ভুল।
প্রাণ, মন, জ্ঞান, তিনজানিবা কুমার।
সূক্ষ্ম শরীরের মাত্র হয় মূলাধার॥
প্রাণময়ে প্রাণাদি আছয়ে পঞ্চবায়ু।
যাহার সঞ্চারে জীব ভোগ করে আয়ু॥

অগ্রে প্রাণ, অপান, সমান, কিউদান।
ব্যান আদি পঞ্চবায়ু জানিবা প্রধান॥
পরে উপবায়ু পঞ্চ করিলা নির্ণয়।
নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়॥
এই দশ বায়ুর জানিলে স্থান গুণ।
আপনি শরীর তত্ত্বে হইবে নিপুণ॥
অধ ঊর্দ্ধে সঞ্চলন নাসারন্ধ্রে বাস।
প্রাণবায়ু হয় সেই নিশ্বাস প্রশ্বাস॥
পায়ু স্থানে থাকিয়া যাহার অধোগতি।
অপানে তাহার নাম বেগবান অতি॥
সর্ব্ব দেহে সকল নাড়ীতে যেই বহে।
রক্তাদি সমান করে সমান তারে কহে।
কণ্ঠেতে থাকিয়া যেই উর্দ্ধে বলবান।
কফাদিকে উর্দ্ধ করে সেই উদান।
শরীর ভিতরে থাকি অন্ন রস যত।
সর্ব্বকায়ে চলাচল সে করে নিয়ত॥
ব্যান তার নাম কহে বুধগণ।
নাগাদি পঞ্চের গুণ করহ শ্রবণ।
উদগার বমন শক্তি নাগ বায়ু করে।
চক্ষের স্পন্দন আদি কূর্ম্ম বায়ু করে।
ক্ষুধার উদ্রেক করে সে কৃকর বাই।
অলস্যে দেবদত্ত বায়ু হৈতে উঠে হাই।
মরিলে শরীর ত্যজি না করে গমন।
ধনঞ্জয় বায়ু সেই থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
প্রাণাদি পঞ্চম বায়ু বেদান্তে বিস্তার।
সাঙ্খ্য কহে নাগাদি পঞ্চম বায়ু আর॥
পরে মনোময় কোষ কর অবধান।
সংক্ষেপে কহিব কিছু নিগূঢ় সন্ধান॥
পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় লয়্যা মনের প্রকাশ।
মনোময় কোষে সেই বুঝিবা নির্য্যাস।

বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয় যা এ [illegible]
জ্ঞান ময় কোষ সেই কহে [illegible]॥
শুভাশুভ সুখদুঃখ বিষাদ [illegible]।
স্বরূপে বাহার মনু না [illegible] প্রকাশে॥
আদ্যের প্রভাবে সেই চিদানন্দময়।
তাহাকে আনন্দময় কোষ করি কয়॥
কারণশরীর হয় তাহার আধার।
পরেতে চব্বিশ তত্ত্ব শুনহ কুমার॥
তত্ত্ব মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় কহিল প্রথম।
বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, পঞ্চম॥
বাক্যেতে বচন, আর পাণিতে গ্রহণ।
পাদেতে গমন, মল পায়ুতে বর্জ্জন॥
উপস্থেতে রত্যাদি আনন্দ, সুখের কারণ।
পরে জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ করহ শ্রবণ॥
চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক্, নাসা, আদি পঞ্চ।
একাদি লইয়া গুণ মনঃ কোষে সঞ্চ॥
চক্ষে রূপ, কর্ণে শব্দ, জিহ্বে রসে, লয়।
ত্বকে স্পর্শ, নাসিকায় ঘ্রাণ গুণ রয়॥
তত্ত্ব মধ্যে পঞ্চগুণে তন্মাত্র কহিল।
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধকে ধরিল॥
প্রাণাদি বায়ুরে লয়ে বিংশতি গণনা।
পরে চারি অন্তঃকরণ করিলা যোজনা॥
চারি অন্তঃকরণের শুন [illegible] সার।
যথাক্রমে মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহংকার॥
মনের বিষয় হয় সংকল্প করণ।
কিসে কি হইবে এই [illegible] চিন্তন॥
বুদ্ধির বিষয় হয় করিতে নিশ্চয়।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্মবিশেষে নির্ণয়॥
চিত্তের বিষয় থাকা কর্ম্মের [illegible]।
অহংকার হয় মাত্র [illegible]দের কারণ॥

এ লোকে মনের বৃত্তি শুনহ কুমার।
মনের প্রবৃত্তি হয় তৃতীয় প্রকার॥
নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, বুদ্ধি বৃত্তি, [illegible]।
ধর্ম্ম বৃত্তি আর। তিন কহিল [illegible]॥
নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি যেই হয় অষ্টাদশ।
যাহার আশ্রয়ে সদা মন [illegible]॥
স্নেহ, প্রীতি, [illegible]বিৎসা, জীবা[illegible]
[illegible]
[illegible], বিবৎসা, আশ্চর্য্য, [illegible]
অনুরাগ, অর্জ্জনস্পৃহাদি, [illegible]॥
দুঃখ সুখ সাবধান, প্রতিজ্ঞা, প্রত্যাশা।
অতঃপর বুদ্ধি বৃত্তি শুন সত্য [illegible]॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, অনুমিতি, উপমিতি।
সংখ্যা করা, পরিমিতি, [illegible] পাঁচ বৃত্তি॥
পরে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির, শুনহ লক্ষণ।
তিন গুণ বর্ত্তে তাহে না হয় খণ্ডন॥
আত্ম উপচিকীর্ষা, যাহাতে উপকার
পায় ন্যায়পরতা, তাহাতে সুবিচার॥
ভক্তি, সেই যাহাতে ঈশ্বরে শ্রদ্ধা হয়।
গুরুজন প্রতি অনুরাগ শাস্ত্রে কয়॥
এই ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সে মনুষ্যে বর্ত্তয়।
মানব ব্যতীত অন্য জীবেতে সংশয়॥
এতেক শুনিয়া কহে নৃপতি নন্দন।
বিশেষ করিয়া অর্থ কহ তপোধন॥
জিজীবিষা, অর্থ ইচ্ছা জীবিত থাকন।
বুভুক্ষা, ভোজন বাঞ্ছা করে সর্ব্বক্ষণ॥
কাম, যাহে পুত্রাদির উৎপাদন হয়।
স্নেহ, সেই অপত্যাদি পালন করয়॥
আসঙ্গলিপ্সা, অর্থ আসক্ত হয়।
প্রীতি, বিবিৎসায় হয় বিধান-লাভ।

[illegible]সা, জীবাদি প্রাণ হনন নিশ্চয়।
[illegible]কা, যাহাতে নিষ্প্রাণ করা হয় ॥
[illegible]পা, কোন বস্তু গোপন করণ।
ব্রহ্ম[illegible] সে থাকিতে মনন ॥
আত্মাপত্ত, আপন শরীরে সদা যত্ন ।
অর্জনস্পৃহায়, উপার্জ্জন ধন রত্ন ॥
অনুরাগ, প্রীতি, যে অনুরাগী আশ ।
আশা, সেই ভবিষ্যৎ সুখের প্রত্যাশ ॥
অধ্যবসায়েতে, হয় প্রতিজ্ঞা করণ ।
[illegible]র এ কর্ম্ম কভু না হবে লঙ্ঘন ॥
অনুমিতি, মনোমধ্যে অনুমান করা ।
উপমিতি, উপমা দেখন পরস্পরা ॥
পরিমিতি, সেই পরিমাণাদি করণ ।
জীব মাত্র আছে এই স্বরূপ লক্ষণ ॥
অতঃপর শুন পূর্ব্ব করিয়া ভকতি ।
ইন্দ্রিয় গণের কার কেবা অধিপতি ।
কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় কি অন্তঃকরণ ।
কে বা কার কর্ত্তে বর্ত্তে বুঝ বিচক্ষণ ॥
[illegible]ন্দ্রিয় অধিপতি হন হুতাশন ।
[illegible]হস্তে ইন্দ্র, পদে বিষ্ণু, গুহ্যেতে শমন ॥
লিঙ্গ অধিপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ ।
জ্ঞানেন্দ্রিয় অধিপতি করহ শ্রবণ ॥
চক্ষু অধিপতি সূর্য্য কর্ণ দিক্পাল ।
জিহ্বায় বরুণ দেব যাহাতে রসাল ॥
ত্বকেতে পবন দেব স্পর্শ গুণ যার ।
নাসিকার অধিষ্ঠাতা পৃথিবী সুসার ।
মনে চন্দ্র, বুদ্ধিতে ব্রহ্মার অধিষ্ঠান ।
[illegible] চিত্তে, অহংকারে রুদ্র বর্ত্তমান ॥
ইত্যাদি কহিনু যত অধিপতি মর্ম্ম ।
[illegible]গণের ইচ্ছামত নির্ব্বাহেন কর্ম্ম ॥

স্বীয় স্বীয় গুণে সবে হয়া পরিচ্ছেদ ।
আত্মা অনুগত কিন্তু আত্মা হৈতে ভেদ ।
এতেক শুনিয়া কহে নরেন্দ্র কুমার ।
কহ গুরু আত্মার বিশেষ সমাচার ॥
কিরূপে আছেন কোথা কিবা তার কার্য্য ।
বড় মনে অভিলাষ শুনি সেই মর্ম্ম ॥
সিদ্ধান্ত কহেন শুন নৃপতি তনয় ।
নবরত্নে আত্মতত্ত্বে পাবে পরিচয় ॥
এক্ষণে করহ প্রশ্ন যাহা লয় মন ।
কহে দীন বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন ॥

বর্ণ সঙ্কর প্রকরণে বেণ রাজার উপাখ্যান ।

এত শুনি নৃপাত্মজ হইয়া সন্তোষ ।
নানা রত্নদানে দ্বিজে করে পরিতোষ ॥
আশীর্ব্বাদ পাইয়া পুলক কলেবর ।
মুখে মৃদু মন্দ হাসি প্রফুল্ল অন্তর ॥
কৃতাঞ্জলি করি পুনঃ করে নিবেদন
কৃপা করি কহ গুরু বর্ণের কারণ ॥
সৃষ্টি প্রকরণে যত হইল বিস্তার ।
শুনিয়াছি বর্ণ সংজ্ঞা চতুর্থ প্রকার ।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি ।
নারী পরিগ্রহ করি হইলা সংসারী ॥
ক্রমেতে জন্মিল পুত্র কন্যা বহুতর ।
স্ববর্ণ স্বকর্ম্মে ধর্ম্মে ছিলা পরস্পর ॥
কালেতে প্রজার বৃদ্ধি সবর্ণজাতি নর ।
কিরূপে হইল তাহা কহ মুনিবর ॥
চতুর্ব্বর্ণ ভিন্ন অন্যবর্ণ জাতি ছিল ।

তবে এবে এত বর্ণ কিরূপে জন্মিল ॥
যদি বল তার পরে কহ একবার ।
কোন্ যুগে কার হেতু [illegible] কিপ্রকার ॥
কিবা কার আচার বিচার কর্ম্ম ধর্ম্ম ।
মনের বাসনা বড় শুনি সেই মর্ম্ম ॥
এতেক বচন শুরু [illegible] মুখে ।
[illegible] সাগর নীরে ভাসিলেন সুখে ।
কুমার বদন চাহি [illegible] উত্তর ।
যে রূপে [illegible] এই [illegible] সঙ্কর ॥
প্রাচীন বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ [illegible]
পরে [illegible] পুরাণেতে [illegible]
কুলার্ণব আদি গ্রন্থে [illegible] ॥
[illegible] বাক্য [illegible] হে তনয় ।
[illegible] পরিচয় ।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চতুষ্টয় ॥
অপর সঙ্কর [illegible] প্রকার ।
বিস্তার রূপেতে কহি [illegible]
সত্য যুগ শেষে [illegible]
করিতে [illegible] বুদ্ধি [illegible]
অত্রিবংশে [illegible] নামেতে নরপতি
ধর্ম্ম বিচারক ধীর শান্ত [illegible] মতি ॥
অঙ্গ নামে এক পুত্র হইল রাজার ।
কালে রাণী [illegible] তাহার ॥
যমের মানসী কন্যা সুনীতি সুন্দরী ।
পুত্র সহ বিভা দিল [illegible] করি ॥
সুনীতির গর্ভে অঙ্গ রাজার ঔরসে ।
এক পুত্র উৎপাদিত হৈল রতিরসে ॥
আকার প্রকার হেরি বেণ নাম দিল ।
অশান্ত দুরন্ত পুত্র বিদ্যা না শিখিল ॥
অত্যন্ত রাণীর স্নেহ [illegible] জন ।

[illegible] কেহ না করে [illegible]
[illegible] হইল দুর্দ্দ [illegible]
[illegible] বিচার
[illegible] করিত ।
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] উঠাইতে [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] আচার ॥
[illegible] না করে ।
বেদের [illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible] কহে [illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] বালক ।
[illegible] ।
[illegible] প্রমাদ [illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] দেখি প্রজার [illegible] ।

মনোহরণে বনে গেল অঙ্গ নরপতি ॥
বেণ রাজা সিংহাসনে করিল আসন ।
আপন ইচ্ছা মতে করে রাজ্যের শাসন ॥
নগরে নগরে ভেরী ঘোষণা করিল ।
প্রজাগণ প্রতি পরে এই আজ্ঞা দিল ।
অনাদি শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রাদি অলীক ।
মিথ্যা বাক্যে ভুলাইত যতেক [illegible] ॥
বিশেষ পুরাণ দেখ শুদ্ধ ইতিহাস ।
তন্ত্র মন্ত্র মুনি বাক্য না হয় বিশ্বাস ॥
প্রত্যক্ষ অতীত বস্তু মান্য না করিবা ॥
ইহৎ কর্ম্ম অহংকর্ত্তা নিত্য [illegible] ।
মনে কষ্ট দিয়া না করিবে কোন কর্ম্ম ।
আত্মসুখে সুখী হও সে পরম ধর্ম্ম ॥
যাগ পূজা কর্ম্ম ধর্ম্ম আদি কেহ না করিবা ।
যাগ যজ্ঞ ব্রত দান আমাদের [illegible] ।
গঙ্গা গয়া তপস্যা তত্ত্ব আহ্নিক বিচার ।
উত্তম মধ্যম অধম হইল একাকার ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সমতুল ।
রজত কাঞ্চন দুই হইল এক মূল [illegible]
জ্ঞানী ধনী মূর্খ দীন সকলি সমান
নারী পক্ষে পতি উপপতি [illegible]
স্বীয়া পরকীয়া নারী ভেদ [illegible]
যার যেই ইচ্ছামত বিহার করিবে ।
জাতি কি অজাতি পুত্র [illegible]
[illegible] প্রথা [illegible]
পরকালে ভোগ [illegible]
[illegible] জানিবা [illegible]
[illegible] লোকেরে ভুলায় ।
[illegible]
[illegible]

রত্ন অলঙ্কার শোভা মনোহর প্রভা ॥
অকারণে দেব প্রতি করিয়া প্রদাহ ।
পাপাত্মাকে পূজা পূর্ব [illegible]ই জ্ঞান ।
আপনি না করি ভোগ করে অপনষ্ট ।
উপবাস ধর্ম্ম জানি দেহে দেয় কষ্ট ।
আবাহন বিসর্জ্জন সব করে যারে
ভাব দেখি সে কিনা কি [illegible] পারে ।
দেব যজ্ঞ পিতৃ যজ্ঞ না হইবে রত ।
কেবল কল্পনা মাত্র [illegible] ।
[illegible] দেখি হইবে মরণ ।
পঞ্চভূত পঞ্চত্বে [illegible]
মৃত নামে উদ্দেশে করয়ে দান ধ্যান ।
কেবা জন্ম কোথা রয় সে কি [illegible]
বৃথা দেহ [illegible]
[illegible] ঐহিক [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ইহাতে কেহ হইবে বঞ্চিত ।
মস্তক ছেদন তার করিব ত্বরিত ॥
ইহা [illegible] শুনি নৃপতির তুষ্ট [illegible]
[illegible] ক্রোধাদির [illegible] ॥
[illegible] করিয়া বহুজন ।
[illegible] নরকে [illegible] যায় যে ভবন ॥
[illegible] বর্ণনা এই বেণ উপাখ্যান ।
ভাষায় রচিত ব্রহ্ম পুরাণ প্রমাণ ॥

বেণ রাজার অত্যাচার ও ঋষিগণের শিষ্টাচার।

ত্রিপদী।

রাজার আদেশ পায়, কুমন্ত্রণা দূত ধায়,
সমাচার কহিল নগরে।
শুনিয়া বিশেষ মর্ম্ম, বিনষ্ট হইল ধর্ম্ম,
প্রজা পড়ে প্রমাদ সাগরে॥
অমনি [illegible] কুকর্ম্ম [illegible],
[illegible] উড়িল।
চৌরাশ্যাদি [illegible], তারে তব [illegible],
[illegible] ত্রিভুবন ভরিল॥
অনাচার [illegible], তুরীতে [illegible] নগরে
কলঙ্ক [illegible] অন্ধকার।
[illegible] কামচর, [illegible] ফিরে ঘর,
[illegible] অহঙ্কার॥
[illegible], স্ত্রী পুরুষ [illegible],
[illegible] হইল রূপ পারে।
[illegible] বেদ, [illegible] নাহিক ভেদ,
ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার না করে॥
মদে মত্ত হত জ্ঞান, [illegible] পান,
শুদ্ধ আত্মসুখে [illegible]।
পরিহরি [illegible] সাধনে [illegible]
[illegible] নাহি॥
অনঙ্গে পীড়িত অঙ্গ, সদা পরকীয়া সঙ্গ,
রঙ্গভাবে করয়ে বিহার।
বারণ নাহিক তার, ইচ্ছামত যেবা যার,
গম্যাগম্য নাহিক বিচার॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া সঙ্গে, রমণ করয়ে রঙ্গে,
কেহ বৈশ্য শূদ্রাকে লইয়া।
ক্ষত্রিয় বৈশ্যাকে হরে, বৈশ্য শূদ্রা সঙ্গ করে,
পরস্পরা কামেতে মাতিয়া॥
এই বর্ণ হয়া যোগ, সুখ রতি করে ভোগ,

[illegible] নেতে [illegible]
বর্ণাদি সঙ্কর [illegible],
[illegible]॥
আচার বিচার [illegible], [illegible],
[illegible]॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ভূমিকম্প [illegible], বজ্রাঘাত [illegible],
[illegible] পড়িল [illegible]॥
[illegible] উল্কাপাত, [illegible]
[illegible] নাশ।
[illegible]
শিবারা [illegible] তরাশ॥
[illegible] প্রতিদিন, ক্ষিতি হৈল শস্য হীন,
অনাবৃষ্টি [illegible]।
[illegible]
[illegible]॥
[illegible]
আর্ত্তনাদ উঠিল গগনে।
[illegible]
[illegible] শুনেছে শ্রবণে॥
চতুর্ব্বর্ণা নারী যত, [illegible]
পুরুষের কি কব দুর্গতি।
হায় হায় [illegible]
[illegible] জ্বলে বসুমতী॥
মরীচি অত্রির [illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible]

সবে আমি দেখে বুঝাইলা।
শুনহে ক্ষত্রের সুত, মহা ভাগ্যগুণযুত,
অগ্নিবংশের চূড়ামণি।
ত্রিভুবনে যত বীর, তব রণে নহে স্থির,
প্রতাপে পূর্ণিতা ধরণী ॥
শুনে পাই পরিতাপ, ভবরাজ্যে কেন পাপ
বিলাপ করিছে প্রাণনাথ।
কর্ম্মহীনা বসুন্ধরা, পতিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্র,
ধর্ম্ম কর্ম্ম না করে ব্রাহ্মণ ॥
অন্যের কি কথা আর, কুকর্ম্মে আছুত সব,
অনাচার অত্যাচার [illegible]
পুণ্যেতে নাস্তিক ক্লেশ, পাপেতে [illegible]
যথা বর্ণ সঙ্কর সংসারে ॥
তুমি পুত্রের পতি, তোমার এ বসুমতী,
তুমি যদি নাকর শাসন
রাজ্য হবে ছারখার, নিস্তার নাহিক আর,
সাবধান হওহে রাজন ॥
[illegible] বুদ্ধিমানী, [illegible] অভিমানী
মুনি পদে ভক্ত মন [illegible]
[illegible] প্রবঞ্চকগণ, কেন [illegible]
প্রাণভয় কিছু না হইল ॥
তোমা যত তত্ত্বজ্ঞানী, [illegible]
অজ্ঞানি, কপট লম্পট প্রবঞ্চক
কেবল মানবাকার, স্বতুবুদ্ধি কদাচার,
ধূর্ত্ত [illegible] সাধক।
আমি বেণ মহাসুর, ত্রৈলোক্যে [illegible],
কার তুল্য আমার সহিতে।
[illegible] কারী, [illegible] বেদপাঠ
[illegible] যুক্তি শক্তি [illegible] করিতে ॥
[illegible] মনে লয়, প্রজাবৃদ্ধি যাহে হয়,

বর্ণভেদ তাহাতে কি করে।
কেবা কত নিবিমর্ষ, [illegible] কহি বিধ-
র্ম্মী, আমি কর্ম্ম ধর্ম্ম [illegible] পারে ॥
যাহার [illegible] বর্তীত, সেইভাবে [illegible] কহিত,
উপদেশ উচিত [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] বর্ণ সঙ্কর [illegible]

বেণ রাজার প্রতি মুনিগণের
উক্তি।

[illegible] বেণ তুমি কহিলে [illegible]
[illegible] তব রাজ্য [illegible]
[illegible] সঙ্কর পাপ সঙ্করের [illegible]
[illegible] সঙ্কর [illegible] জাতি ॥
[illegible] পাপ [illegible]
[illegible]
এখন [illegible] সোপানে [illegible]
রাজ্যাদি শাসন কর বিচার বিহনে
দেখ অনুলোমজ জন্মিল কত জন।
ইহার বাড়িবে আর নাহবে নিবারণ ॥
কেবা প্রতিলোমজ কি সংকীর্ণ সঙ্কর।
[illegible] হইবে জাতি সঙ্কর বিস্তর ॥
এত শুনি বেণ তবে কহিলা সত্বর।
করিব প্রজার বৃদ্ধি উত্তরে উত্তর ॥

দেখিব সঙ্কটে হয় কেমন নরক।
নতুবা বধিব মুনি কে হয় বাধক॥
বেণের ঘোর ঋষিগণ পড়িল সঙ্কটে।
ত্বরা গিয়া কহিলেন ব্রহ্মার নিকটে॥
[illegible] পাইয়া বিধি [illegible] মুনি [illegible]।
মারিব [illegible] বেণ অঙ্গ [illegible]॥
কিন্তু [illegible] বহু [illegible]।
এখানে [illegible] বেণ ক [illegible] কালে।
[illegible] শুনহ [illegible]।
[illegible] হইতে [illegible]॥
বেণের [illegible] করে [illegible]।
[illegible] নারী [illegible]॥
ক্ষত্রিয় [illegible] করিবে বিচার।
ব্রাহ্মণী [illegible] করিবে শূদ্রাচার॥
শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণী লয়ে রঙ্গে।
কামক্রোধে [illegible] আনন্দ প্রসঙ্গে॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা যত দুরাচার।
বলে ছলে কৌশলে করয়ে বলাৎকার॥
ক্রমেতে হইল [illegible]।
কালমত ব্যবহার করে [illegible]॥
তাহে প্রতিলোমজ সংকীর্ণ [illegible]॥
জন্মে জাতি [illegible] অন্ত্যজ [illegible]॥
[illegible] হরষিত [illegible] সুনীতি [illegible]।
হেনকালে [illegible] ঋষিগণ॥
করে করি কমণ্ডলু [illegible] কুশাসন।
কৃষ্ণাজিনে [illegible] গুচ্ছ [illegible]॥
ভালে [illegible] অর্দ্ধচন্দ্র [illegible] ধকধক।
নয়নে [illegible]॥
প্রণব [illegible] হৈল [illegible] লক্ষণ।
[illegible] জিতি [illegible]॥

পরে [illegible] করে [illegible]।
শুনিয়া স্তম্ভ [illegible] বেণ [illegible]॥
[illegible] মুনি [illegible] হুঙ্কার [illegible]।
পরে কি হইল [illegible] কহি শুন [illegible]॥
[illegible] তার [illegible] ধরিল।
মহামন্ত্র [illegible] মর্দন [illegible]॥
[illegible] হইল [illegible]।
নিকট [illegible]॥
[illegible]।
[illegible] মুনিগণ [illegible]॥
[illegible] মুনিগণ [illegible]।
[illegible] হইল॥
[illegible] সেই [illegible]।
একদিন [illegible] করহ শ্রবণ॥
[illegible], থর, থস, স্বচ্ছ।
কাম্বোজ, [illegible], শক, হুন, [illegible]॥
পুলিন্দ [illegible] শর্ব্ব, অপর [illegible]।
[illegible] হইল [illegible]॥
[illegible] মধ্যে তেজঃ যত ছিল।
[illegible] হইয়া সবে [illegible] হইল॥
[illegible] পূর্ব্বক সকলে কবে [illegible]।
আমাদের [illegible] কি হইবে [illegible]॥
[illegible] অভয় দিয়া, কহিল [illegible]।
[illegible] তিষ্ঠহ পাইবা [illegible]॥
পরেতে করিয়া যুক্তি [illegible] গণ।
[illegible] দক্ষিণ বাহু করিল মর্দন॥
[illegible] কুশাজলে [illegible] করিল।
[illegible] হৈল তিন [illegible]॥
[illegible] পুরুষ এক ঈশ্বরের অংশে।
[illegible] অবতীর্ণ [illegible]॥

বাণকচুর নারী [illegible] ধরি উদ্ধরিল। [illegible]
[illegible] [illegible] আইল।
[illegible] [illegible] ধর্ম্মশীল।
[illegible] অখিল।
[illegible] বলি সকলে [illegible]
[illegible] কাটিল [illegible] হাসি॥
[illegible] মুনিগণ।
পৃথুর [illegible]॥
[illegible] যখন।
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
দেখি [illegible]
পৃথুর [illegible] দিল।
পরে [illegible]
[illegible] ক্রমে [illegible] বিবরণ॥
[illegible] বিশেষ [illegible]
[illegible] করিতে [illegible]
[illegible] বাঁধি [illegible]
[illegible] ব্রত দান [illegible]॥
[illegible] নারী [illegible] করিলে [illegible]
[illegible] জানিয়া তার অকালে [illegible]
[illegible] করিয়া পরে [illegible]
জাতি [illegible] বৃত্তি ধার্য দিল [illegible]
[illegible] অনুলোমজের করিল [illegible]
পরে প্রতিলোমজ সংকীর্ণ [illegible]
[illegible] জাতি করিল বিচার।
[illegible] আজ্ঞা হইল রাজার।
[illegible] বৃত্তি নিজরে রাখিবা।
[illegible] জাতি বিচার করিল।

উপদ্বীপ সিন্ধুতীর পর্ব্বত কানন।
[illegible] করহ সবে যার যথা মন।
পৃথুরাজ যে প্রকারে পৃথিবী [illegible]
বিশেষ বৃত্তান্ত নানা পুরাণে বর্ণিল।
অনুসংহিতার মত করি [illegible]
ভাষায় রচিল দীন [illegible]॥

বর্ণসঙ্করের [illegible]

বৃত্তান্ত।

পুনরপি [illegible] সুধায় [illegible]
[illegible] বিশেষ কহিবা [illegible]
[illegible] ক্ষেত্রে [illegible] উৎপত্তি।
[illegible] করিল [illegible]
[illegible] বচনে [illegible]
[illegible] পুনঃ শঙ্কর কহিল॥
[illegible] ক্ষেত্রে আর ব্রাহ্মণ ঔরসে।
[illegible] জন্ম হৈল রতিরসে॥
[illegible] বৃত্তি ক্ষেত্রজ প্রমাণ।
[illegible] জাতি প্রধান।
[illegible] অম্বষ্ঠ [illegible]
[illegible]
[illegible] জন্ম লয়।
[illegible] শূদ্র বৃত্তি তার হয়॥
[illegible] বৈশ্যার যোগে [illegible] হইল।
পরম সুধীর বৈশ্য ব্যবসা পাইল॥
ক্ষত্রিয় শূদ্রাতে জন্ম উগ্র নাম যার।
[illegible] পাইল বর্ণ বৃত্তি যে পিতার॥
[illegible] শূদ্রা যোগে জন্ম লইল করণ।

[illegible]জীবী বৃত্তি হৈল [illegible] ॥
[illegible] এই [illegible] বর্ণ [illegible] সঙ্কর।
[illegible] পুত্র [illegible] ছিল [illegible]।
[illegible] ঔরসে [illegible] অধম কারণ।
[illegible] অনুলোমজ রাখিল মুনিগণ ॥
[illegible] এই বর্ণ হয়।
[illegible] তনয়।
[illegible] ব্রাহ্মণী হইতে [illegible]।
[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] ॥
[illegible]।
দেশাচার [illegible] ॥
[illegible] বৈশ্য ব্রাহ্মণী হইতে বৈদেহক।
[illegible] বৃত্তি [illegible] অধিক ॥
[illegible] ব্রাহ্মণের [illegible]।
[illegible] বৃত্তি [illegible] ॥
[illegible] বৈশ্যা [illegible]।
পরে সেই [illegible]।
[illegible] জীবী [illegible]।
বিশেষ [illegible] বৃত্তি [illegible] বহন ॥
বৈশ্যের ঔরসে [illegible] উদরে।
গোপ আর মাগধ হইল তার পরে।
দেশাচারে সেই গোপ তৃতীয় প্রকার।
সদ্গোপ, পল্লবগোপ, আভীর বিচার॥
উভয়ের কৃষি বৃত্তি [illegible] বিশেষ।
গোরস বিক্রয় হেতু লোকে করে দ্বেষ॥
মাগধের দূতবৃত্তি পত্রাদি বহন।

[illegible]
পরে [illegible] হইতে [illegible]
[illegible] ক্রমেতে [illegible]
[illegible], কুক্কুর, [illegible]
[illegible]
[illegible] হইল [illegible]
[illegible] ও মূগয় [illegible]
[illegible]
[illegible] অন্ত্য [illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible] আয়োগব [illegible]।
[illegible] কর্ম [illegible] নিশ্চয় ॥
এই [illegible] বর্ণ সঙ্কর হইল।
প্রতিলোমজ বলিয়া নাম দিল ॥
[illegible] অধম ঔরস।
[illegible] উত্তম হইল [illegible]
[illegible] প্রতিলোমজের [illegible]
[illegible] ॥

সংকীর্ণ সঙ্করাদির জন্ম বিবরণ।

পরস্তু শুনহ [illegible],
সংকীর্ণ সঙ্করজাতি হৈল যেকারণ।
ব্রাহ্মণ বৈশ্যার যোগে হইল [illegible],
কাংস্যকার, শঙ্খকার, তন্তী, [illegible]
ধাতুপাত্র, শঙ্খ, [illegible]
একাদি করিয়া বৃত্তি হৈল [illegible]।
দ্বিজ শূদ্রা হৈতে বারজীবী [illegible],
তাম্বূল [illegible] পালন [illegible]।

ক্ষত্রিয় শূদ্রার দ্বারা জন্মে পুত্রদ্বয়।
আদ্য ক্ষুরী দ্বিতীয় মোদক নাম হয়॥
ক্ষৌরকর্ম্ম দ্বারাবৃত্তি পাইলেক ক্ষুরী।
দেশাচারে মোদকের নাম হয় কুরী॥
মিষ্টান্নাদি করণ বিক্রয় বৃত্তি তার।
এক জাতি হয় মান কহিলে বিচার॥
বৈশ্য শূদ্রা সহ ভাবে হৈল দ্বি তনয়।
তাম্বূলিক তৈলিক বলিয়া শাস্ত্রে কয়॥
তাম্বূল বিক্রয় কর্ম্ম হৈল তাম্বূলিক।
গুবাক বিক্রয় বৃত্তি পাইল তৈলিক।
এ অষ্ট প্রকার বর্ণ সংকীর্ণ সঙ্কর।
অনুলোমজের মধ্যে হয় তারা শ্রেষ্ঠ॥
যদ্যপি ঔরস শ্রেষ্ঠ হৈল সবাকার।
বলাৎকারে লোমেনষ্ট জানিবা কুমার।
কিন্তু প্রতিলোমজ কহিতে নাজুয়ায়
একারণ সংকীর্ণ সঙ্কর কহে তায়॥
অনু, প্রতি, লোমজ করিয়া সমতুল।
নয়কাতি প্রতি মুনি হৈল অনুকূল॥
অবশাখ বলি নাম দিল সবাকার।
তদবধি শাখ সংজ্ঞা হইল প্রচার॥
পরেতে শুনহ জাতি সঙ্করের মর্ম্ম।
কিরূপে জন্মিল তারা সকলিক কর্ম্ম॥
অম্বষ্ঠ ঔরসে আর বৈশ্যার উদরে।
অগ্রে স্বর্ণ বণিক জন্মিল বৈশ্যাধরে।
বৃত্তি তার পূর্ব্বে যাহা বৈশ্যাদির শিক্ষা॥
রজত কাঞ্চন ক্রয় বিক্রয় পরীক্ষা॥
পরেতে জন্মিল যেই সেই স্বর্ণকার।
অলঙ্কার গঠন বিক্রয় বৃত্তি তার॥
করণ বৈশ্যাতে জন্মে তক্ষ পর।
দ্বিতীয় রজক নামে হৈল তার পর॥
তক্ষার স্ববৃত্তি কাষ্ঠ দ্রব্যাদি গঠন।
রজকের কর্ম্ম বস্ত্র মল প্রক্ষালন॥
গন্ধগোপ বৈশ্যার যোগে হৈল দ্বিকুমার
প্রথমে আভীরী দ্বিতীয়েতে তৈলকার।
আভীরীর কর্ম্ম দধি দুগ্ধাদি বিক্রয়।
তৈলকার তৈল বিক্রয়াদি কর্ম্ম লয়॥
ক্ষত্র উগ্রীকন্যাতে মপাক নামকার।
মৃগাদিপালন হিংসা ব্যবসা যাহার॥
নাপিতা করণী হৈতে জন্মে রজকার।
রসাদি নিষ্কাশ কর্ম্ম হইল তাহার॥
ক্ষুরী মধ্যকন্যাতে জন্মিল কালিপুত্র।
সেই বৃত্তি পাইল বিক্রয় পাটসূত্র॥
কংসাকার কন্যাতে বৈশ্যাত্মজ সম্মোচে।
বণিকার নামে পুত্র হৈল কহিয়াছে।
তাহার উত্তম বৃত্তি কুলশাস্ত্রে কয়।
মণিমুক্তা প্রবালাদি পরীক্ষা দি[illegible]॥
সন্ধ্যাদের দয়া হৈল গন্ধ বণিক।
বিশেষ কহিতে হয় বর্ণন অধিক॥
পরেতে অপর জাতি জন্মিল বিস্তর।
এ প্রদেশে আছে বহু, বহু দেশান্তর॥
এতেক শুনিয়া শিশু হরষিত মন।
রত্নাকরে করে দীন হবেন বর্ণন।

অন্ত্যজজাতির জন্ম বিবরণ।

অতঃপর জিজ্ঞাসিল নরেন্দ্র কুমার।
অপর জাতির জন্ম কহ সারোদ্ধার॥
কিরূপে জন্মিল কেবা কি কর্ম্ম পাইল।
কোন্ মুনি কোন্ গ্রন্থে কি রূপ লিখিল॥

সিদ্ধান্ত কহেন পুত্র কর অবধান।
এক্ষণে কহিব ধর্ম্মপুরাণ প্রমাণ॥
গোপের ঔরস শূদ্রাগর্ভেতে জনম।
শৌণ্ডিক ধীবর জাতি হইল প্রথম॥
শৌণ্ডিকের বৃত্তি মদ্যোৎপাদন বিক্রয়।
ধীবরে নাবিক মৎস্য হিংসা বৃত্তি লয়॥
শাবক নটের জন্ম শূদ্রা মালাকারে।
দুই জাতি অতি শঠ কপট আচারে॥
শাবকের কর্ম্ম সর্প চিকিৎসা, খেলন,
নটবৃত্তি নৃত্যগীত কাব্যাদি করণ॥
মাগধ শূদ্রাতে জন্ম জালিক শেখর।
দুইজাতি দুরাচার কঠিন অন্তর।
উভয়ের কর্ম্ম পশু পক্ষ্যাদি সংহার।
মাংসাদি বিক্রয় করি পালয়ে সংসার॥
স্বর্ণকার বৈশ্যা হৈতে মলগ্রাহী হয়।
পুরীষ পবিত্র বৃত্তি কর্ম্মযোগে লয়॥
পরে স্বর্ণ বণিক বৈশ্যা হৈতে যে উদ্ভব।
মুক্তা শোধনাদি কর্ম্ম নামেতে কুড়ব॥
তক্ষা আর বৈশ্যা যোগে জন্মে চর্ম্মকার॥
বৃত্তি চর্ম্ম পাদুকাদি নির্ম্মাণ তাহার॥
রজক ঔরসে আর বৈশ্যার উদরে।
ঘট্টজীবী পাটনী হইল তার পরে॥
নাবিকের বৃত্তি শেষ হইল তাহার।
তরণী লইয়া করে পারাবারে পার॥
তৈলকার বৈশ্যা হৈতে দোলাবাহী হয়।
পরে বাগ্দী নামে জন্মে দ্বিতীয় তনয়॥
দোলাবাহী কর্ম্ম পায় দোলাদি বহন।
বাগ্দীর ব্যবসা মৎস্য বিক্রয় ধারণ॥
কুরী কন্যা সঙ্গে করে শৌণ্ডিক গমন।
ক্রমে পুত্র কন্যা হয় পঞ্চম পঞ্চম॥

*পুণ্ড্রক, বর্দ্ধক, বর্ণকার, কাচকার,
চাক্রিক লইয়া পঞ্চ জানিবা কুমার॥
একাদি ক্রমেতে বৃত্তি হৈল নিরূপণ।
পুণ্ড্রকের কর্ম্ম মৎস্য বিক্রয় করণ।
বর্দ্ধকের বৃত্তি বাদ্যাশয়াদি বয়ন।
বর্ণকার কর্ম্ম পায় বস্ত্রাদি রঞ্জন॥
কাচকার বৃত্তি কাচ দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ।
চাক্রিক করিবে শাকাদি পালন॥
পরেতে বর্দ্ধক নারী হৈতে চূর্ণকার।
চূর্ণাদি বিক্রয় কর্ম্ম হইল তাহার॥
আভীর গোপিকা হৈতে জন্মিল বরুড়।
তার বৃত্তি কোশলাদি জানিবা নিপুণ॥
ধীবর শূদ্রাতে হৈল মন্দ আর জাতি।
উভয়ের পশুহিংসা কর্ম্ম এক জাতি॥
পুণ্ড্রক রজকী যোগে হৈল কুন্দকার।
চন্দনাদি ভর্জন বিক্রয় বৃত্তি তার॥
বিশেষ পুণ্ড্রক চূর্ণকারের নারীতে।
জীবর, বাদর, দুই জন্মে অবিহিতে॥
মৎস্যাদি বিক্রয় বৃত্তি পাইল জীবর।
বনজ ঔষধ ব্যবসায়ী সে বাদর॥
জীবর বর্দ্ধকী হৈতে হয় উৎপাদন।
কাপালী, শবর, ভুন্দবর, তিনজন॥
শণসূত্র বিক্রয়াদি কাপালীর কর্ম্ম।
শবরের প্রাণী হিংসা ব্যবসা অধর্ম্ম॥
বংশ পাত্র নির্ম্মাণ বিক্রয় বৃত্তি লয়।
দেশাচারে ডোম কেহ ভুন্দবর কয়।
কাল পুত্র রাজপুত্রী হৈতে একজন,
পত্রাদি বিক্রয় কর্ম্ম নাম পত্রী ধন॥
মালাকার কন্যাতে উৎপন্ন পাটিসূত্র।
স্বর্ণপত্তি নামেতে খ্যাত কর্ম্ম ...

সুপাত্তি পাক্ষিকী যোগে জন্মে শিলাকার।
শিলাদি ছেদন কর্ম্ম হইল তাহার॥
শিলাকার যোগিকাতে প্রতিম-ঘটক।
কাণ নামে খ্যাত সেই ভিক্ষুক গায়ক॥
কাপালিনী গর্ভে আর [illegible] ঔরসে।
ক্রমে ক্রমে চারি পুত্র হৈল [illegible] বংশে॥
ধাবক, পুলিন্দ, খল্ল, [illegible] চারি।
ধাবকের জীবিকা হইল [illegible]॥
পুলিন্দের উষ্ট্র অশ্ব হস্তীর রক্ষণ।
যুদ্ধ যোষনাদি কর্ম্ম হইল যেমন॥
মুক্তবস্ত্র [illegible]।
মুগ্ধ পাক পক্ষী [illegible]॥
পায়ে নট, রজকী [illegible]।
[illegible]॥
শৃঙ্গাদি ছেদন বৃত্তি হইল তাহার।
পাপপুরদেশে আছে [illegible] ইহার॥
শৃঙ্গকার, নটী সহ করিয়া রমণ।
জন্মাইল [illegible] পুত্র এক জন॥
চিপিটক বিক্রয় ব্যবসা তার হয়।
দেশাচারে দ্বিবত [illegible]॥
এই অষ্ট চল্লিশ সঙ্কর জাতি [illegible]।
উত্তম মধ্যমাধম [illegible]॥
তাহার বিশেষ পরে কহিব বিস্তার।
জন্ম কর্ম্ম ফলাফলে করিব বিচার॥
বিশেষ আশ্চর্য্য কথা শুনহ [illegible]।
[illegible] কুণ্ডগোলক দুই জন্মে [illegible]॥
[illegible] নাই ইহার [illegible]।
[illegible] চলে [illegible]॥
[illegible]দ্বীপী দেবল নামক [illegible]।
[illegible] আনিলা তারে জম্বুদ্বীপোপরে॥

কেহবা ব্রাহ্মণী কহে কেহ কহে অন্য।
জ্যোতিষ বিজ্ঞান হেতু [illegible]॥
থাকি বঙ্গে বৈশ্যা[illegible]গোপনে [illegible]।
[illegible] যে এক পুত্র হৈল উৎপাদন।
[illegible] বৈশ্যা [illegible]।
[illegible] লইয়া [illegible]।
[illegible] হইল [illegible]।
কেহ কিছু না পারে [illegible]।
[illegible] স্থানে [illegible]।
[illegible] হৈল [illegible]।
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible] তৃতীয় নন্দন॥
[illegible] দোষে তার [illegible]।
ব্রাহ্মণ [illegible]॥
[illegible]।
কুণ্ডগোলক [illegible]।
দ্বিতীয় তৃতীয় পুত্র [illegible]।
নারী [illegible] করে [illegible]॥
[illegible] বিক্রয় [illegible]।
বস্ত্র [illegible] হৈল [illegible]॥
[illegible] যোগী জাতি [illegible]।
[illegible] সর্ব্ব কার্য্যের [illegible]॥
অতএব এ সকল [illegible]।
[illegible] জাতীয় [illegible]॥

যেরূপে করিলা গুরু বর্ণ নিরূপণ।
সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানে শাস্ত্রের লিখন॥

সঙ্করাদির বিবাহ, শাখ সংজ্ঞা ও বণিক সংজ্ঞা।

পরে পরা[illegible] রূপে জিজ্ঞাসে কুমার।
[illegible] সঙ্কর ব্যাপার।
[illegible] সংসর্গে মন হইল চিন্তা।
[illegible] করি মন দূর কর মহাশয়।
[illegible] সঙ্কর জন্মিল।
বিশেষতঃ জাতি নাম স্বজাতি পাইল॥
[illegible] হইল সহচরী।
কিরূপে বিবাহ হৈল কোথা [illegible] নারী॥
যদি বল পুত্র কন্যা ছিল [illegible]।
[illegible] বিচার॥
অন্য জাতি কন্যা সহ যদ্যপি হইবে।
বর্ণের বর্ণত্ব তবে কিরূপে থাকিবে॥
হাসিয়া কহিলা গুরু শুনহ নন্দন।
[illegible] কর অকারণ॥
[illegible] পুরুষ উক্ত [illegible]
[illegible] মাত্র করেছি বর্ণন॥
[illegible] বিশেষ [illegible] পুরাণে লিখিত।
স্বরূপ বুঝিবা মর্ম্ম নহে বিপরীত॥
[illegible] সঙ্কর জাতি যথা হয়।
এক ক্ষেত্রে একৌরসে একই জন নয়॥
[illegible] ক্ষেত্রে পুত্র [illegible]
নানা স্থানে নানারূপে জন্ম [illegible] হয়॥
কেহ না [illegible] কোথায়।

পৃথুনরপতি তবে [illegible]
তবে মহামুনি [illegible]॥
নৃপতির প্রতি [illegible] করিয়া।
তবে [illegible]
[illegible] করিলা পরে [illegible] সঙ্কর।
ঔরস [illegible] করিলা।
পরে [illegible] দিলা॥
[illegible] মজ্জা।
[illegible] ক্ষেত্রজা॥
[illegible]
[illegible] সঙ্কর [illegible]॥
স্বজাতীয় নারী সবে [illegible] করি।
[illegible] মাতৃকুল ধরি॥
পরেতে যতেক জাতি হৈল সেইমত।
বিস্তার বাহুল্য মাত্র [illegible]॥
পুনরপি জিজ্ঞাসিলা ভূপতি কুমার।
কহ শুনি শাখ সংজ্ঞা হইল কাহার॥
এতেক বচনে গুরু প্রফুল্ল অন্তর।
মনঃসুখে হাস্য মুখে কহিল উত্তর॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি শাখ সংজ্ঞা বিবরণ।
এখন বিশেষ [illegible] শ্রবণ॥
[illegible]জীবী, তন্তুবায়, [illegible] কুম্ভকার,
মালাকার, মোদক, [illegible] কর্ম্মকার॥
শুঁড়ী আদি এই [illegible] নির্ণয়।
গোপ শব্দে [illegible]
কিবা বর্ণ [illegible]
বাড়িয়া [illegible]
কাংস্য, শঙ্খ, গন্ধ [illegible]
শব্দান্তে বণিক [illegible]॥
এসব [illegible]

পূর্ব্বে শুনিয়াছ পুত্র যার যেবা কর্ম্ম।
ইত্যাদি শ্রবণে তুষ্ট রাজার তনয়।
জ্ঞানরত্নাকরে বর্ণ করিলা নির্ণয়॥

বর্ণসঙ্করাদির সংখ্যা করণ।

ক্ষণকাল পরে তবে নৃপতি নন্দন।
পুনর্ব্বার গুরু প্রতি করে নিবেদন॥
উত্তম মধ্যমাধম ত্রিবিধ প্রকার।
কতজাতি সংখ্যা হয় কহ আর বার॥
সিদ্ধান্ত কহেন শুন ভূপতি তনয়।
চারিমত বর্ণভেদ করিলা নিশ্চয়॥
মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি ষষ্ঠ উত্তম লক্ষণ।
তত্র নামে খ্যাত হৈলা তাহারি কারণ॥
রাজপুত্র, রাহুত, মাগধ, বৈদেহিক।
সূত,ভট্ট,কর্ণ,ক্ষুরী,সদ্গোপ,গান্ধিক॥
আয়োগব, তন্তুবায়, মোদক,তৈলিক।
কাংসাকার,শঙ্খকার আর তাম্বুলিক॥
মালাকার কর্ম্মকার, কুম্ভকার আর।
বারজীবী, আদি একবিংশতি প্রকার॥
ইত্যাদি মধ্যম জাতি জানিবা সুধীর।
পরস্পর পরশিলে নষ্ট নহে নীর॥
গন্ধ, স্বর্ণবণিক, কপালি, মণিকার,।
আভীরী, পল্লব, গোপ, দাস, স্বর্ণকার।
কুণ্ডলাক আদি ভিন্ন মধ্যমের প্রায়।
কর্ম্মদোষে অধম হইল অভিপ্রায়॥
[illegible]কার, শিলাকার, তক্ষ, কাণ্ডপুত্র,
[illegible], কুন্দকার, নট্ট পট্ট সূত্র॥
মৌক্তিক, ধীবর, আর শ্রী উমাবর্ত্তিক,
[illegible]কার, শুণ্ডকার তৌলিক, রজক॥
[illegible], পুস্তক, চূর্ণকার, বর্ণকার।
এ ঊনবিংশতি কহি অধম আচার।
পূর্ব্বোক্ত নবম লয়্যা এ ঊনবিংশতি।
উত্তমে না হয় গণ্য কুকর্ম্ম সংহতি॥
পরস্পর সবে করে জলের বিচার।
ইতিমধ্যে শুচাশুচি শুদ্ধ দেশাচার॥
অধমের মধ্যে পুনঃ অন্ত্যজ বিশেষ।
একাদি রূপেতে কহি শুন সবিশেষ॥
চণ্ডাল, শ্বপাক, [illegible], শাবক, শেখর,।
খট্টজীবী, [illegible], জালিক, ভিমর॥
মল্ল [illegible], চর্ম্মকার, কুড়ব, বাদর,।
[illegible], ধোবক, জাতি, মণ্ড, ভুক্ষর॥
[illegible], মল্ল, চার্ম্মক, বরুড় কি শবর।
ত্রয়োবিংশতীয় জাতি অন্ত্যজ অপর॥
ইত্যাদি যতেক নাম বুঝিবার জন্য।
দেশাচার মত কহি দেশান্তরে অন্য॥
যদ্যপি নামের ভেদে ঘটয়ে সংশয়।
দিয়া ভেদ বিশেষ পাইবা পরিচয়॥
অনাচারি বর্ণ লয়্যা বিরাশি প্রকার।
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু জানিবা কুমার॥
ব্রাহ্মণে করিলে ভক্তি মুক্তি অনায়াসে।
কভু বদ্ধ নহে সেই ভবপাপপাশে॥
সেই নরোত্তম ধীর পরম ভাজন।
ব্রাহ্মণ চরণে মন রাখে অনুক্ষণ॥
ত্রিভুবনে নাহি কেহ ব্রাহ্মণ সমান।
ব্রাহ্মণ বিষ্ণুর তনু গীতায় প্রমাণ॥
ব্রাহ্মণ মর্য্যাদা কি জানিবে চারনর।
বিশেষ জানেন বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর॥
সেই শুদ্ধ শান্তশীল শিষ্ট সত্য শুচি।
ব্রাহ্মণ অধরামৃতে, আছে যার রুচি॥
ব্রাহ্মণ দর্শনে সর্ব্ব পাপ বিমোচন।

ভক্তিভাবে কর পুত্র ব্রাহ্মণে অর্চ্চনা॥
ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া মস্তকে।
বর্ণের বর্ণন দীন করিল পুস্তকে॥

ব্রাহ্মণের লক্ষণালক্ষণ।

ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য শুনি নৃপতি নন্দন।
গুরুপ্রতি প্রতি প্রশ্ন করে ততক্ষণ॥
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ব্রাহ্মণ পদার্থ কিবা কহ মহাশয়।
ব্রাহ্মণ কাহাকে বলি বেদ কোন জন।
যথার্থ পদার্থ কিবা লক্ষণালক্ষণ॥
জীবাত্মা কিম্বা দেহ, রূপ, জাতি, বর্ণ ধর্ম্ম।
কিম্বা পাণ্ডিত্য, কর্ম্ম, জ্ঞান, কহ তার মর্ম্ম।
প্রশ্ন শুনি গুরু তবে করিলা উত্তর।
ব্রাহ্মণ পদার্থ যাহা শুন অতঃপর॥
মনুসংহিতায় বজ্রশুচির ব্যাখ্যান।
ব্রাহ্মণ পদার্থ যাহা কর অনুমান॥
জ্ঞান ভিন্ন জীবাত্মাদি যতেক কহিল।
একেতেও ব্রাহ্মণত্ব নাহি না বর্ণিল॥
ভাবদেখি জীবাত্মা ব্রাহ্মণ যদি হয়।
প্রাণীবর্গ হইলেতবে ব্রাহ্মণ নিশ্চয়॥
শরীর প্রভেদে ভেদ নহে জীবাত্মার।
কিম্বা যদি প্রভেদ করহ অঙ্গীকার॥
তাহাতে প্রমাদ বড় হইবে ঘটনা।
মনুমতে করিলে বিশেষ বিবেচনা॥
ইহ জন্মে যে জীবে ব্রাহ্মণ করি কয়।
কর্ম্মাধীনে যদি সেই শূদ্র দেহ লয়॥
তাহার শূদ্রত্ব তবে কভু না জন্মিবে।
জীবাত্মা ব্রাহ্মণ হেতু ব্রাহ্মণ হইবে॥
দেহকে ব্রাহ্মণ যদি করহ স্থাপন।
তাহে মহাপাপ হয় শাস্ত্রের লিখন॥
আচণ্ডাল মনুষ্যের শরীরাদি এক।
জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ না হয় পৃথেক॥
পিত্রাদির মৃত দেহ করিলে দাহন।
ব্রহ্মহত্যা পাপ তবে হয় সংঘটন॥
যদি বল দেহ নহে রূপ সে ব্রাহ্মণ।
কিরূপে সম্ভব হয় বেদাদি লক্ষণ॥
কপটে ব্রাহ্মণ রূপ শূদ্র যদি ধরে।
লোকাচারে ব্রাহ্মণের ব্যবহার করে॥
তবে কেন ব্রাহ্মণত্ব তাহার না হয়।
অতএব আত্মা, দেহ, রূপ, কভু নয়॥
যদি বল জাতিকে ব্রাহ্মণ করি কহে।
জাতি মতে ব্রাহ্মণত্ব কি প্রকারে রহে॥
ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ পশু পক্ষী জীব যত।
সবে এক এক জাতি কহে শাস্ত্রমত॥
যদি কহ জাতি শব্দে জন্মের নির্ণয়।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হৈতে যার জন্ম হয়॥
তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি শাস্ত্র অনুসারে।
ইহাকে মহদাপত্তি স্মৃতির বিচারে॥
পুরাণ প্রসিদ্ধ যত মহামুনি গণ।
ঔরস যোগে জাতাবে হইল ব্রাহ্মণ॥
যথা মৃগী গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি হয়।
আর পুষ্প দলকে কৌশিক জন্ম লয়॥
বল্মীক হইতে বাল্মীকি মহামুনি।
মাতঙ্গীতে মতঙ্গ মুনির জন্ম শুনি॥
কৈবর্ত্ত কন্যাতে বেদব্যাসের উদয়।
ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া হৈতে বিশ্বামিত্র হয়॥
ইহাদের তাদৃশ জনন নহে যাহা।
জ্ঞান মতে ব্রাহ্মণ নামেতে হৈল তাহা॥

অতএব জাতি কর্তৃক নাহয় ব্রাহ্মণ।
জাতি হৈলে [illegible] পক্ষে হয় অঘটন॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণ বর্ণ বিশেষে কহিবে।
সত্ত্বগুণে শুক্ল বর্ণ ব্রাহ্মণ হইবে॥
সত্ত্বরজ গুণে হৈল ক্ষত্রিয় লোহিত।
রজস্তমো গুণেতে অবশ্য বৈশ্য পীত॥
তমোগুণে শূদ্র যদি কৃষ্ণবর্ণ হয়।
তবে সেবুঝিব বর্ণ ব্রাহ্মণ নিশ্চয়॥
যথা বর্ণ ভেদ না হইল [illegible]।
ইহাতে ব্রাহ্মণ বর্ণ কিরূপে বিচারি॥
যদিবল ধর্ম্ম অনুষ্ঠানেতে ব্রাহ্মণ।
তাহাতেও পরপক্ষ ঘটে বিলক্ষণ॥
[illegible] কর্ম্মশালী [illegible]।
ক্ষত্রাদি তাহাতে কোন [illegible]॥
[illegible], পুরুরবা, মান্ধাতা প্রভৃতি।
ধর্ম্ম [illegible] না পাইল ব্রাহ্মণ পদ্ধতি॥
পাণ্ডিত্য হৈলে যদি ব্রাহ্মণ হইত।
কিম্বা যাগযজ্ঞদানে ব্রাহ্মণ কহিত॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ছিলা [illegible]।
তথাচ ব্রাহ্মণ মধ্যে না হৈল গণন॥
কর্ম্ম অনুসারে [illegible] নাহয় ব্রাহ্মণ।
ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য শূদ্র মহামহ জন॥
অশ্বমেধ আদি [illegible] না [illegible]।
[illegible] কাঞ্চন অর্থ [illegible]॥
ইত্যাদি কর্ম্মেতে কোন [illegible] ব্রাহ্মণ।
অতএব ব্রাহ্মণের [illegible] লক্ষণ॥
পরমাত্মা সত্ত্বাতে [illegible] যেই নরে।
[illegible] সাধনে সতত যত্ন করে॥
ভজন পূজন দয়া ক্ষমা সরলতা।
রিপু পরাজয় জ্ঞান সন্তোষ [illegible]।

প্রত্যেক গুণেতে হয় ব্রাহ্মণ [illegible]।
বিশেষ ব্রাহ্মণ শব্দ বুঝাহ তনয়॥
জন্মমাত্র বালক শূদ্র [illegible]।
সংস্কার হইলে তাহারে দ্বিজ কহে॥
বেদাভ্যাসে হয় বিপ্র [illegible]।
ব্রহ্মকে জানয়ে যেই সেই [illegible]॥
[illegible]
[illegible]
অতএব [illegible] সুশীলতা [illegible]।
[illegible] চতুর্থ [illegible]॥
ব্রাহ্মণ [illegible] হৈল [illegible]।
[illegible] শূদ্র [illegible] অধম॥
এই বর্ণ [illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible] পুরুষ যেই সেই নরাধম॥
[illegible] চমৎকার।
[illegible] পুরুষ নাম [illegible] কুমার॥
ইত্যাদি [illegible] বিচারিত মন।
[illegible] দীন [illegible] পুরুষে [illegible]॥

ইতি জ্ঞানরত্নাকরে তৃতীয়রত্ন সমাপ্ত।

চতুর্থ রত্নারম্ভ।
পুরুষ পরীক্ষায় উত্তম মধ্যম পুরুষ নিরূপণ।

অতঃপর জিজ্ঞাসিল নরেন্দ্রনন্দন।
পুরুষ পদার্থ কিবা কহ তপোধন॥

পুংলিঙ্গ পুরুষ শব্দ বাক্য অভিধানে।
পুরুষ প্রকৃতি ক্লীব ত্রিবিধ বিধানে॥
তাহে স্বাভাবিক হয় পুরুষ আকার।
পুরুষ হইতে কিছু একি চমৎকার॥
হাসিয়া সিদ্ধান্ত তবে করিল উত্তর।
পুরুষ যাহারে কিছু শুন প্রিয়বর॥
আকার প্রভেদে কভু পুরুষ না কহে।
সেই [illegible] পুরুষ তাহে [illegible]॥
[illegible] পুরুষার্থ [illegible]। পুরু[illegible]
[illegible] প্রকা[illegible] নিশ্চয়।
[illegible] পুরুষ [illegible]।
[illegible]॥
[illegible] চায় মত
[illegible] কহ [illegible] রত॥
[illegible]
[illegible] বিশেষ [illegible]
[illegible]
[illegible] প্রবীণ॥
[illegible] শিক্ষা [illegible]।
আপনি [illegible] বিনাশ॥
পরাণ [illegible] রণে রহে স্থির।
সেই জন [illegible] সুধীর॥
দানবীর, সেই ধনী [illegible] প্রতিষ্ঠিত।
যার স্থানে প্রার্থনীয় না হয় বঞ্চিত॥
পর উপকারে প্রাণ করে বিতরণ।
তৃণ তুল্য জানে রাজ্যপদ, ধন, জন॥
করুণা স্বভাব যার, সেই দয়াবীর,।
পর দুঃখে তার হয় বিকল শরীর॥
প্রার্থনা অভাবে দীনে করে দয়া দান।
দয়ারূপি আপনি ঈশ্বর ভগবান॥

সত্যবাদী সত্যবীর, সত্যে [illegible]
সেই সত্য সত্যচিত্তে অসত্যে [illegible]
প্রাণান্তে সত্য বিনা অসত্য [illegible]
সত্যে কর্ম্ম সমর্পিয়া [illegible]
[illegible] বীরত্বে [illegible]
[illegible]।
[illegible]।
[illegible] অভিনয় [illegible]।
[illegible]।
[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible] নাম [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] মধ্যে বীর [illegible]।
[illegible] চতুর্ব [illegible]
[illegible] সুবুদ্ধি, [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সুধী [illegible]
একবার [illegible]
শুনিলে [illegible]
বুদ্ধির ধারণ শক্তি [illegible]
মেধাবী [illegible]
মেধা বুদ্ধি [illegible]
সন্দেহ ভঞ্জন [illegible]
সুকর্ম্মে সতত [illegible]।
সুবুদ্ধি পুরুষ সেই [illegible]॥

অসার সংসার সুখ দুঃখে সমস্ততঃ।
ত্রিলোক নিয়ন্তা প্রভৃতি নিয়ত চিন্তিত॥
জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, ব্যথা ভয় শোক।
ইত্যাদি বর্জ্জিত এই সেই জ্ঞানলোক॥
অপর বিদ্বান যে চতুর্থ প্রকার।
ক্রমেতে বর্ণন তার শুনহ কুমার॥
শাস্ত্রবিদ্যা শস্ত্রবিদ্যা তৃতীয় লৌকিক।
উপবিদ্যা আদি চারি বিদ্যার অধিক॥
নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যেই জন।
শাস্ত্র মর্ম্ম অন্যে কহে পরে আচরণ।
তারে শাস্ত্রবিদ বলি কহে বুধগণ॥
পরে শস্ত্র বিদ্যা যেই করহ শ্রবণ॥
শাস্ত্রমত শস্ত্রধারী হয় যেই বীর।
তারে শস্ত্র বিদ্য কহে পরম সুধীর।
শাস্ত্র ভিন্ন যে জন লৌকিক কর্ম্ম করে।
তাহারে লৌকিক বিদ্যাবলে বিজ্ঞবরে॥
অর্থকরী ইন্দ্রজাল, চিত্র, বাদ্য, গীত।
নৃত্য, শিল্প, মল্ল দক্ষে যেজন পণ্ডিত॥
উপবিদ্য বলি নাম জানিবা নিশ্চয়।
সংক্ষেপে কহিনু যাহা নীতিশাস্ত্রে কয়॥
পরে পুরুষার্থ যুক্ত করহ শ্রবণ।
যেই পুরুষার্থ বর্ত্তে চতুর্থ লক্ষণ॥
ধর্ম্মী, অর্থী, কামী, মোক্ষী, এই চতুষ্টয়।
বিশেষ ধর্ম্মের অর্থ শুনহ তনয়॥
যজ্ঞ, দান, সত্য, ধৃতি, দম, অধ্যয়ন।
সন্তোষ, তপস্যা, অষ্ট ধর্ম্মের লক্ষণ॥
মদোন্মত্ত, শ্রমযুক্ত, অজ্ঞান, বাতুল,।
ক্ষুধাতুর, কামাতুর, লোভী, তার মূল॥
ক্রোধী, ভীরু, পিশুন, ইত্যাদি দশ জন।
ধার্ম্মিক না হয় মাত্র পাপের ভাজন॥

অভিধান মতে বহু অর্থ কহে ধন।
যতন নহিলে ধন না মিলে কখন॥
দরিদ্র বুঝিবে কিবা সে অর্থের মর্ম্ম॥
যাহে বৃদ্ধি বল বুদ্ধি সিদ্ধ সর্ব্বকর্ম্ম।
বিশেষ পুরুষার্থী চতুর্থ প্রকার।
ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি তার॥
মহেচ্ছ, বদান্য, শুচি, অপ্রমাদবান।
একাদি করিয়া শুন কর অবধান।
লোভাবর্জ্জিত হয়ে যেই করে দান।
সেই সে মহেচ্ছ ধর্ম্মী অভিধানে কয়।
বদান্য সে সুপাত্রে সদা দানে রত।
পরের অর্থের আশা নাহি সেই শুচি॥
সঞ্চিত ধনের অংশে সদা চিন্তিত।
সাবধানে তাহার নাম কহিল পণ্ডিত।
ধন বৃদ্ধি হেতু করে যত্ন যেন লোভী।
যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, দানে, নাশে অর্থ সব।
উদর পোষণে সুখ সদা বুধগণ।
মূঢ় নামে খ্যাত সেই কহে বিদ্বজ্জন॥
যত্নে গোপ্য করি ধন উপার্জ্জন।
সাবধানি মতে করে যেমন কৃপণ॥
নিয়মিত কর্ম্ম ধর্ম্মে বিতরণ করে।
সাবধানী ধনী তারে বলে বুধবরে॥
অগ্নি, জল, রাজা, খল, বিপক্ষ, তস্কর।
এ সকল হইতে ধনী ভীত নিরন্তর।
ধনী হৈতে ধর্ম্মী ধন্য সাংসারিক সুখে।
যথা ধন তাহে ধনী রহে মনো দুখে।
ধনী তুল্য ধর্ম্মী নহে সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে।
কিন্তু শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মী ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রকাশিতে।
অতএব ধনী হৈতে ধর্ম্মীর বাখান।
সেই ধর্ম্মী শুদ্ধি যে করে দান ধ্যান॥

মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুশিক্ষিত হয় যেই জন।
তব রাজ্য মধ্যে [illegible] অমূল্য রতন॥
সাংসারিক জনের জীবন সমর্পণ।
ধনে ধান্য পরিপূর্ণ কর্ম্মের কারণ॥
সর্ব্বক্ষেত্রে জগদীশ বুধের বচন।
জ্ঞানহীনতায় নয় অর্থহীন যেই জন॥
কিন্তু জ্ঞানী যারা অর্থ হয় তৃণ তুল্য।
যারা এর জ্ঞানী হয় জ্ঞানধনামূল্য॥
অতঃপর রাজার কহিব কিছু তত্ত্ব।
কাম সিদ্ধে কর্ম্ম যে ধর্ম্মের হয় মূল॥
দেব যজ্ঞ, পিতৃ যজ্ঞ, আর ব্রত দান।
এই সব বিধি কর্ম্মে হয় ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।
তাহাতে প্রভেদ দুই সকাম নিষ্কাম।
জ্ঞান বিজ্ঞানে করি পূর্ণ করে কাম॥
আর অপর কর্ম্ম কেবল জীবিকা।
অপর লোকেতে করে তাহার সূচিকা॥
বিষয় বাসনা পাশে মুক্ত নিরন্তর।
শমাদি সাধনা সদা সত্যে সচেতন॥
করে নিত্য নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার।
নিষ্কাম নিস্পৃহ সদা সংসার বিকার॥
জিতেন্দ্রিয় রূপে করে রিপু পরাজয়।
দর্শন নয়নে হেরে বিশ্ব ব্রহ্মময়॥
জ্ঞানের অধীন মোক্ষ পরম নির্ব্বাণ।
সেই লোক [illegible] বাক্যে [illegible] নির্ব্বাণ॥
ইতি মধ্যে পুরুষ পদার্থ ত্রিপ্রকার।
উত্তম মধ্যম অধম করহ বিচার।
নিষ্কামী নিস্পৃহ জ্ঞানী [illegible]।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সেই সে প্রধান।
সুকামী সংসারী শুদ্ধাচারী যেইজন।
ইষ্টনিষ্ঠ সুশিক্ষিত মধ্যম লক্ষণ॥

কার্য্যেতে রহিতে হয় [illegible]
আত্ম মাঝে বিলীন পরম [illegible]
পাত্রাপাত্র বিচার না করে [illegible]
এই তিনে শ্রেষ্ঠ করি সুজন বিধান
অধম পুরুষ হয় বত্রিশ প্রকার।
যথাক্রমে নাম শুন শুনহ কুমার।
অধম পুরুষ শুদ্ধ [illegible]
গুণহীন [illegible]
প্রাপ্ত হইল যত পুরুষের [illegible]
যে জন পুরুষ করে পুরুষের কর্ম্ম।
নরেন্দ্র নন্দন তুমি নাহি [illegible]
পুরুষ নামেতে খ্যাত হও প্রেমবন্ধু।
এতেক বচন শুনি নৃপতি তনয়
বিনতি করিয়া [illegible] প্রতি কয়
অধম পুরুষ যেবা কিরূপ আচার।
কিবা কর্ম্ম কিবা ধর্ম্ম কিবা ব্যবহার
বিশেষ কহিতে গুরু কহিল তৎপর
রচিল পুস্তক দীন জ্ঞান রত্নাকর।

---

৩১ প্রকার অধম পুরুষের মধ্যে লোভী পুরুষ লক্ষণ।

লোভের প্রাধান্যে যেই হয় [illegible]
সর্ব্ব শুভ কর্ম্ম ধর্ম্মে যেমন [illegible]
ধনী সন্নিধানে লোভী নিয়ত [illegible]
চিন্তিত ধনাদি কিসে হইবে [illegible]
নগর সাগর কিবা [illegible]
আশা বায়ু ভরে করে অনর্থ [illegible]
প্রাণের নাহিক ভয় [illegible]

দিবানিশি মনে জ্বলে সাধ অনিবার।
কি করিব কোথা যাব কিসে পাব ধন।
বস্ত্র অলঙ্কার রাজ্য রমণী রতন॥
যদি ভাগ্যে সসাগরা পৃথ্বী পায় দান।
তথাপি লোভাগ্নি তার না হয় নির্ব্বাণ॥
অতএব লোভ না করিবা কদাচন।
লোভে ক্ষোভ পাপে মুক্তি না হয় খণ্ডন।
যেজন আপন মনে সতত সন্তোষ।
নানা রত্নে পরিপূর্ণ তার হৃদি কোষ॥
যেকেহ লোভের দাস জগতের দাস।
সন্তোষ না হয় কভু একি সর্ব্বনাশ॥
শুনহ সন্ধান ধন পাইবা প্রচুর।
চিন্তামণি চিন্ত অন্য চিন্তা থাকু দূর॥
(১)

মায়িকপুরুষ লক্ষণ।

মায়িকমনুষ্য ভবার্ণবে যেন মীন।
মহামায়া জালে বদ্ধ হয় চির দিন॥
সংসার সলিলে ভাসে সহ পরিবার।
স্নেহ সুখে মুখে মুখে যোগায় আহার॥
মমতা হিল্লোলে খেলে করি নানা রঙ্গ।
অনিত্য আনন্দে মত্ত নহে তাল ভঙ্গ॥
ক্রোধ কুম্ভীর তথা ভ্রমে ক্ষুধান্বিত।
নিরখি না দেখে অন্ধ লোভেতে মোহিত॥
মোহ কলত্রাদি ধরি করে সে ভক্ষণ।
পলাইতে নারে জাল করি নিরীক্ষণ॥
সাক্ষাতে দেখিতে হয় স্বজন বিচ্ছেদ।
শোক অসি আঘাতে করয়ে মর্ম্মচ্ছেদ॥
কোন্দলে বলহীন দিনে দিনে ক্ষীণ।
প্রকাশ করে মাত্র মন বুদ্ধি হীন॥
কাটিতে কঠিন জাল নাহি দেখি উপায়।
জলেতে ভ্রমণ করে কান্দে উভরায়॥
সাবধান মায়া জালে না পড়িও কেহ।
অনিত্য সংসারে কেন মিথ্যা কর স্নেহ॥
অতএব গুরু মন্ত্র করিয়া স্মরণ।
বিবেক কৃপাণে জাল করহ ছেদন॥
(২)

ক্রোধী পুরুষ লক্ষণ।

অতি দয়া মায়া হীন ক্রোধী যেই জন।
কুটিল স্বভাব তার সুকঠিন মন।
নিজ অনুরাগে রাগী নির্ব্বোধ চঞ্চল।
সদা আত্মবিস্মৃত প্রকাশে বাহুবল॥
ছল গ্রাহী কটুভাষী মিথ্যা অভিমানী।
গর্জ্জন তর্জ্জন করে কারণ না জানি॥
যখন ক্রোধাগ্নি তার হয় বলবান।
সান্ত্বনা সলিলে কভু না হয় নির্ব্বাণ॥
হেন মনে নষ্ট করে জগৎ সংসার।
অমান্য হি কথনে বিনয় পরিহার॥
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ হেরে অন্ধকার।
লঘুগুরু আত্ম পর না রহে বিচার॥
না জানে পরের ক্লেশ পরের বেদনা।
অনাহূত দেয় নরে বিশেষ যাতনা॥
কিবা পর প্রাণে স্নেহ আত্ম প্রাণে দণ্ড।
ব্রহ্মাণ্ডে তাহার তুল্য কে আছে পাষণ্ড॥
ক্রোধে ব্যস্ত ত্রস্ত হৈতে সমস্ত বিনাশে।
ধৈর্য্য তায় সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ অনায়াসে॥

অতএব কোথা নাকে না হও তাপিত।
অম্লাদি চন্দনে চিত্ত করহ চর্চিত॥
(৩)

কামী পুরুষ লক্ষণ।

রতি সুখে সুখী যার কামাতুর অঙ্গ।
সদা স্বীয় পরকীয় কামিনীর সঙ্গ॥
মদন মাদনে মত্ত উন্মত্ত মাতঙ্গ।
প্রিয়া প্রেমাবেশে করে সদা রতিরঙ্গ॥
প্রথমতঃ যুবতী করিয়া বিলোকন।
ছলে বলে কৌশলে করয়ে সম্ভাষণ॥
প্রেমালাপে প্রেয়সীর যদি পায় মন।
যতনে ভুলায় দিয়া বস্ত্র অভরণ॥
অনঙ্গে পীড়িত অঙ্গ রঙ্গে পরিহাস।
কেলি ছলে উঠে কত উল্লাসে উল্লাস
ললনা লাবণ্য নহে কাম হুতাশন।
দৃশ্যমাত্র দহে গাত্র মন উচ্চাটন॥
নির্ব্বাণ করিতে জ্বালা পতঙ্গ যেমন।
সুখে প্রজ্বলিত দীপে করে আলিঙ্গন॥
বিষের ঔষধি বিধি জানিয়া পদ্ধতি।
নানা রঙ্গে নানা বন্দে ভুঞ্জে সুখরতি।
নারী রূপ ধ্যান জ্ঞান নারীরূপ জপ।
নারী ভাব হাব হেলা লীলা আদি তপ॥
রমণ ব্যতীত কর্ম্ম নাহিক তাহার।
নারী সুখে সুখী বস্তু না করে বিচার॥
অতএব কর বস্তু বিচার বিহিত।
পরমা প্রেয়সী সহ সদা রাখ প্রীত॥
(৪)

মত্ত পুরুষ লক্ষণ।

বিষয় মদেতে মত্ত হয় যেই জন।
পরমার্থ জ্ঞানতত্ত্ব সদা বিস্মরণ॥
অসার সংসার সুখে সর্ব্বদা মোহিত।
হতবুদ্ধি নহে সুবিজ্ঞ নাদি রহিত॥
ক্ষণেক ক্ষণেক মনে দেখয়ে প্রলাপ।
কখন উল্লাস চিত্ত কভু পরিতাপ॥
বিষয়ানুশীলন ব্যতীত নাহি অন্য।
মনে মনে আপনারে করে ধন্য॥
পরদ্রোহী পরশ্রী কাতর সর্ব্বক্ষণ।
নিয়ত স্তম্ভিত বুদ্ধি কুটিলতা মন॥
প্রার্থনা সূচক বাক্য যদি কেহ কহে।
উত্তর না দেয় তারে মৌনভাবে রহে॥
যদ্যপি করিতে চাহে আপনার হিত।
মদের প্রভাবে তাহে হয় বিপরীত॥
বিষয় বিষমমদ না করিবা পান।
মদে মত্ত হইলে বিদ্বান হতজ্ঞান॥
জ্ঞান নষ্ট হৈলে ভ্রষ্ট জানিবা সকল।
তবে কেন সাধে পান কর হলাহল।
অতএব পরোপকার ভাবনা করহ।
সদা আত্মা তত্ত্ব সুধা পানে মত্ত রহ॥
(৫)

অহংকৃত পুরুষ লক্ষণ।

আশ্চর্য্য আৎসর্য্য পুষ্পে বক্ষে যেই জন।
তৃণ তুল্য ত্রিসংসার করে নিরীক্ষণ॥
করাল বদন কিবা বিকট আকার।

তাঁহার [illegible] মুখ অন্তর অসার ॥
রূপে গুণে কুলে শীলে ধনে [illegible] নে ধনা ।
[illegible] আপনা করে প্রশংসা অগণ্য ॥
অন্যের ভুষ্ট নহে রুষ্ট কহে কুবচন ।
অরুণ লোচনে চাহে করিতে তাড়ন ॥
আপনা বৈভব হেরি সদা মনে গর্ব্ব ।
[illegible] ভুলে ক্ষিতি তলে নহে কভু খর্ব্ব ॥
[illegible] নাহিক লয় পরের মন্ত্রণা ।
[illegible] আপনি পায় বিশেষ যন্ত্রণা ॥
[illegible] অধ্যয়নে হয় পাণ্ডিত্যাভিমানী ।
[illegible] কহে আপনারে শ্রেষ্ঠজানি ।
[illegible] কেহ তার না রহে নিকটে ।
হয়রহে সে [illegible] শুদ্ধ বিপদ সঙ্কটে ॥
[illegible] মনের বশ কর্ম্ম ধর্ম্ম পণ্ড ।
[illegible] কালে কালেকরে সমুচিত দণ্ড ।
অতএব গর্ব্বিত না হইবা কুমার ।
[illegible] সহকারে নাশ অহঙ্কার ॥

(৬)

[illegible] সুখি পুরুষ লক্ষণ ।

[illegible] সুখে সুখী যেই সেই নহে সুখী ।
[illegible] জন সুখী যেই পরদুঃখে দুঃখি ।
[illegible] বিভব চিন্তা সুখ অভিলাষ ।
[illegible] নিকে পরি সদা বাস ॥
[illegible] ভোজন নিত্য যানবানে গতি ।
[illegible] কুসুমোদ্যান নগরে বসতি ॥
[illegible] দিবা শয্যাতে শয়ন ।
[illegible] কামিনী সহ প্রেম আলাপন ॥
নৃত্যগীত [illegible] পরিহাস ।
ইত্যাদি [illegible] করে প্রয়াস ॥
স্বকীয় [illegible] সদা আকিঞ্চন ।
অপরের সুখ দুঃখে নাহি দেয় মন ॥
আত্মভক্ত [illegible] আত্মসুখে অতি সাধী ।
সংসারে জানিয়া [illegible] হয় অপরাধী ॥
দেশান্তরে থাকি সুখ ভুঞ্জে যেই জন ।
নিদারুণ নির্দ্দয়ী সে কহে বুধগণ ॥
সেই সর্ব্ব সুখে সুখী এই জ্ঞানবান ।
আপামর সাধারণে করে আত্ম জ্ঞান ॥
অতএব সমভাবে সকলে মানিবা ।
যথাশক্তি দয়াদানে সন্তোষে রাখিবা ॥

(৭)

স্ত্রৈণ পুরুষ লক্ষণ ।

বিশেষ আশ্চর্য্য শুন স্বরূপ লক্ষণ ।
অত্যন্ত রমণী বশীভূত যেই জন ॥
প্রেমময়ী প্রতিমা করিয়া [illegible] ।
হৃদি সিংহাসনে রাখে করিয়া যতন ॥
রত্ন অলঙ্কার বস্ত্র কুসুমের হার ।
অঞ্জলি করিয়া পূজে করে পরিহার ॥
মনেমনে প্রাণেশ্বরী নয়নের তারা ।
নয়নে নয়নে রাখে পাছে হয় হারা ।
নারী আজ্ঞাকারী নারী নাম সদা জপ ।
নারী ধ্যান নারী জ্ঞান নারীরূপ তপ ।
নারী বিনা ত্রিসংসার হেরে অন্ধকার ॥
নারীর কটাক্ষ [illegible] প্রাণের আধার ।
[illegible] যোড় থাকে সদা প্রেয়সীরকাছে ॥

সশঙ্কিত ইষ্টদেবী কষ্টা হন পাছে।
কামযুদ্ধে মত্ত, বস্তু না করে বিচারে॥
দ্বিপদ বাঘিনী সেই মায়াবী আকার।
অতএব ত্যজ নারী বশীভূত তন্ত্র।
কামিনী জানিবা শুদ্ধ কামকেলি যন্ত্র॥
যখন হইবা যন্ত্রী বাজাইবা তান।
গাইবা প্রেমের গীত মানে সাবধান॥
সঙ্কেতে বুঝিবা মর্ম্ম কি কব অধিক।
যেরাগে মানের মান সেইসে প্রেমিক॥
(৮)

বিস্মৃত পুরুষ লক্ষণ।

যেজনার সতত বিস্মৃত হয় মন।
বিদ্যা উপার্জ্জন তার না হয় কখন॥
যদ্যপি আয়াসে বিদ্যা করয়ে অভ্যাস।
স্মরণ মন্দিরে তার নাহি করে বাস॥
দরিদ্র আলয় সম বিস্মৃত হৃদয়।
সঞ্চিত যে অর্থ তাহা ক্ষণকাল রয়॥
বিদ্যা বিহঙ্গমে ধরি স্মরণ পিঞ্জরে।
সাবধানে যতনে পালয়ে বুধবরে॥
যদি কভু পায় বিস্মরণ মুক্ত দ্বার।
চকিতে পলায় পক্ষী ধরে সাধ্য কার॥
বিস্মৃত স্বভাব যার বৃথা অধ্যয়ন।
গ্রন্থগত বিদ্যা তার শ্রম অকারণ॥
বিস্মৃত জনের গণ্য মান্য নাহি হয়।
কখন করিতে নারে বিদ্যাদি সঞ্চয়॥
তাবৎ কার্য্যের বিঘ্নকারী যে বিস্মৃত।
বিস্মৃতে বিস্মৃতে করা উপযুক্ত হয়॥
যে আত্ম বিস্মৃত সদা সেই অভাজন।
অজ্ঞান প্রবীণ হয়, ...
অতএব সেই বুদ্ধিমান ... ...
আত্মতত্ত্বে বিস্মরণ নহে কদাচন।

অলস পুরুষ লক্ষণ।

অতঃপর অলসের শুনহ লক্ষণ।
অকৃতি পুরুষ সেই কহে ... ...
... বিহীন অ... ... ...
দবপর ভাগ্য মানে অ... ...
হেন জনে সম্পত্তি না করে আক্রমণ
চির... হয় সে ... দুঃখের ভাজন॥
... ...
সদা অনভ্যোগ মন আলস্য কল্পতা॥
মনুষ্যের প্রতিবন্ধী এ... নিশ্চয়।
অতএব বুদ্ধিমন্ত ত্যাজ্য ... হয়॥
বিশেষ আলস্য ভব শুনহ কুমার।
অকৃতি মনুষ্য যাহা করে ব্যবহার॥
কার্য্যের উদ্যোগ হেলা ... ...
হইতেছে হইবে কর্ম্ম সর্ব্বদা ...
যদ্যপি তাহাতে দেখে কর্ম্ম অপচয়
মুখে না প্রকাশে মনে সঙ্কুচিত হয়
কোন কার্য্য উদ্ধারিতে না ... ...
উৎসাহ বিহীন যেই জানিহ অলস
আলস্য অবশ্য ক্রমে করে সর্ব্বনাশ।
অতএব কর পুত্র সাহসে আশ্রয়।

ভীরুপুরুষ লক্ষণ ।

শৌর্য্যবীর্য্য হীন হৈলে না থাকে ভরসা।
সদা ভীত শ্রেয় কর্ম্মে না হয় সহসা ॥
বিপদ না হৈতে করে আপদের ভয় ।
ভীরুতাতে বুদ্ধিবল পরাক্রম ক্ষয় ॥
আত্মপ্রাণ বিষয়ে কাতর সর্ব্বক্ষণ ।
নিজগুণে কষ্ট পায় ভীরুতা কারণ ॥
স্তব্ধব্যক্তি যেই তার যশ হয় নষ্ট ।
অশিষ্টের মিত্রতা বিনষ্ট কহে স্পষ্ট ॥
জিতেন্দ্রিয় নহে যেই তার কুলক্ষয় ।
অস্থির ব্যক্তির ধর্ম্মাদি ভ্রষ্ট হয় ॥
ব্যসনী লোকের বিদ্যা নষ্ট সুনিশ্চিত ।
ভীরুর কোথায় সুখ সদা সশঙ্কিত ॥
ভীরু, খল, অলস, কৃপণ, মিথ্যা ভাষী ।
অনবধানস্থ, মূঢ় কলহ প্রয়াসী ॥
শত্রুগণে অবজ্ঞা করয়ে যেইজন ।
আপন গুণেতে পায় বিশেষ যাতনা ॥
উৎসাহ বিশিষ্ট যেই প্রশংসা তাহারে ।
দুঃসাহ হইলে কর্ম্ম অবশ্য উদ্ধারে ॥
অতএব সাহসী হইবা সর্ব্বক্ষণ ।
সাহসে ভজতে লক্ষ্মী প্রমাণ বচন ।

(১১)

নির্লজ্জপুরুষ লক্ষণ ।

লজ্জাহীন লোকের কোথায় আছে মান ।
অনাদৃত হইলে আপনি অপমান ॥
অপমান হৈতে হয় নষ্ট সম্ভ্রম ।
সম্ভ্রম বিহীনে নষ্ট হয় পরাক্রম ॥
পরাক্রম বিনাশে বিনষ্ট স্থির বুদ্ধি ।
বুদ্ধিনাশে সর্ব্বনাশ নাহি রহে সুদ্ধি ॥
সুদ্ধি না থাকিলে কর্ম্মে হয় অপযশ ।
অপযশ হৈলে বন্ধু নাহি রহে বশ ॥
দশেন্দ্রিয় মধ্যে মুখ্য ইন্দ্রিয় যেমন ।
মন হয় ভদ্রাভদ্র কার্য্যের কারণ ॥
কারণ ব্যতীত কোথা হয় কোন কর্ম্ম ।
কর্ম্ম বিনা কে কোথায় করিয়াছে ধর্ম্ম ॥
ধর্ম্ম হৈতে আপনি উদয় হয় জ্ঞান ।
জ্ঞান হৈতে পায় লোক পরম নির্ব্বাণ ॥
যশ, জ্ঞান দুই মাত্র লজ্জার অধীন ।
লজ্জা হৈতে ভদ্রাভদ্র জানিবা প্রবীণ ॥
লজ্জা যার অগ্রসর সেইসে ধীমান ।
সত্য, নিষ্ঠা, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, আছে তার স্থান ॥
অতএব লজ্জা হয় সর্ব্ব মূলাধার ।
হেন লজ্জা হীন যেই সেই দুরাচার ॥

(১২)

পরাধীনপুরুষ লক্ষণ ।

ঈর্ষা, ঘৃণা, যুক্ত অসন্তুষ্ট, যেইজন ।
সদা সশঙ্কিত, ক্রোধী, বিচলিত মন ॥
পরভাগ্য উপজীবী, পর ঘরে বাস ।
এঅষ্ট দুঃখের ভাগী জানিবা নির্দাস ।
পরাধীন লোক যদি মৌনভাবে থাকে ।
সম্ভাজন ব্যঙ্গ ছলে মূর্খ বলে তাকে ।
বাক্‌পটু হইলে বাতুল বলি হাসে ।
ক্ষমাযুক্ত হইলে ভীরুতা নাম ঘোষে

সহস্রাব্ধ করিলে সেই বিক্রীত বস্তুর।
সমীপে বসিলে হয় অন্তরা নিশ্চয়॥
দুরেতে থাকিলে মূঢ় বলে সর্ব্বজন।
পরাধীন লোকে এই সম্মান লক্ষণ॥
রাজকর্ম্ম উপজীবী সেই পরাধীন।
প্রভুভয়ে সশঙ্কিত রহে চির দিন॥
প্রভু মৌনভাবে তারে না জানি কি হয়।
প্রভু প্রসন্নতা হেরি সৌভাগ্য সঞ্চয়॥
তারে কীর্ত্তিমান কহে যেরহে স্বাধীন।
নিজ বৃত্তি উপজীবী থাকে চিরদিন।
দূর্ণানলে কর দগ্ধ করা শ্রেয় হয়।
মনুষ্য সদনে কৃতাঞ্জলি ভাল নয়।
শাস্ত্র অনুসারে সুখী হয় সেই জন।
স্বাধীন রূপেতে করে দিনান্তে ভোজন॥

(১৩)

চাটুবক্তাপুরুষ লক্ষণ।

নর হয়্যা যেবা করে নর উপাসনা।
সামান্য সুখের জন্য মানের লাঞ্ছনা॥
মানব হইয়া হয় মানবের দাস।
জগতের মান, সেই জানিবা নিরাশ॥
সত্যকে হেলন করি অসত্য গ্রহণ।
পথ্য [illegible] ত্যজি কাচেতে যতন॥
[illegible] সদা রহে কৃতাঞ্জলি।
[illegible] মানে দিয়া জলাঞ্জলি॥
প্রভুভক্ত প্রভুবাক্য সব সত্য জ্ঞান।
[illegible] তাহা কহে দপ্রমাণ॥
প্রভু যদি কাকে বক কহে ব্যাজছলে।
সত্য সত্য সেই সত্য স্তাবকের বলে॥
এমতি আশার দাস রহিত সাহস।
সদা ভীত পাছে প্রভু হয়েন বিরস॥
প্রভুর প্রসাদে বাস প্রশাদ ভোজন।
নিতান্ত জানিবা সেই নরাধম জন॥
সেইসে মনুষ্য যেই যথার্থ বাদিনু।
প্রাণ সত্ত্বে মিথ্যা বাক্য না কহে প্রবীণ॥
সত্য বুদ্ধি সত্য বা [illegible] সত্যতে প্রয়াস।
তোষামোদি নাহি করে হইলে সর্ব্বনাশ॥

(১৪)

দরিদ্র পুরুষ লক্ষণ।

অতঃপর দরিদ্রের শুনহ লক্ষণ।
দরিদ্রের সুখ নাহি দুঃখি কোন জন॥
ধন, মান, দয়া, জ্ঞান, আরোগ্যতা সুখ।
সংসারে জানিব। মাত্র দরিদ্রতা দুঃখ॥
দরিদ্রতা হইতে বিনষ্ট লজ্জা হয়।
লজ্জা নষ্ট হইলে আপনি বলক্ষয়॥
বল হত হৈলে হত হয় পরাক্রম।
পরাক্রমাভাবে ভ্রষ্ট অমূল্য সম্ভ্রম॥
সম্ভ্রম বিনাশে শোক শোকে হতবুদ্ধি।
বুদ্ধিনাশে লোক নষ্ট নাহি রহে শুদ্ধি॥
অতএব দরিদ্রতা সর্ব্ব মূলাধার।
অলঙ্কার রূপে শোভে যাচঞা যাহার॥
দরিদ্র যদ্যপি যায় বান্ধব নিকটে।
মনে মনে ভাবে বন্ধু পড়িনু সঙ্কটে॥
না করিতে প্রার্থনা সে হয় সাবধান

আপনি বিরক্ত হয়ে দেখায় প্রমাণ॥
নিত্যকে দরিদ্র যদি মঙ্গল জিজ্ঞাসে।
শুনিয়া না শুনে কর্ণে প্রার্থনা রক্ষার্থে॥
দরিদ্রের তুল্য নাহি দুঃখভাগী নর।
সর্ব্ব দুঃখ দরিদ্রতা কহে বুধবর॥
(১[illegible])

পেটার্ত্ত পুরুষলক্ষণ।

পেটুক পদার্থ কিছু করহ শ্রবণ।
উদর পোষণে ব্যগ্র হয় যেই জন॥
জঠর করে অগ্নিতাপে উত্তাপিত।
নির্ব্বাণ করিতে অন্ন সদা লালায়িত॥
লোভ নীরে সে অনল শীতল কি হয়।
আশা বায়ু সহকারে দ্বিগুণ জ্বলয়॥
জাতি কুল মান শীলধর্ম্ম সকলে ফেলে।
দেখিয়া না দেখে অন্ধ ফিরে মন ভ্রমে॥
দারা সুত পরিবার ত্যজে অবশেষে।
ভিক্ষায় কাটায় কাল স্বদেশে বিদেশে॥
মহাপাপাত্মা সেই আত্ম সুখ ভোগী।
মহারোগী মধ্যেতে পেটার্থি মহারোগী॥
ঈশ্বর সাধনা হেতু জীবন ধারণ।
জীবন কারণ হয় শরীর রক্ষণ॥
শরীর রক্ষার্থেতে শ্রেয়ঃ করিতে আহার।
আহারের জন্য দেহ নাকর বিচার॥
উদর ভরণ কর্ম্ম জানে যেইজন।
পুচ্ছহীন পশু সেই কহে বুধগণ॥
দেহ রক্ষা হেতু যেই করে ভোজন।
সেইজন ধরে মুক্ত মনুষ্য লক্ষণ॥
অতএব অন্যান্য ত্যেজিবে কিবা ফল।
জ্ঞানামৃত পান কর সকল মঙ্গল॥
(১৬)

নিন্দক পুরুষ লক্ষণ।

অতঃপর কহি শুন নিন্দক লক্ষণ।
নিন্দকের তুল্য নাই হতপাপ জন॥
দিবানিশি পরছিদ্র করে অন্বেষণ।
আপনার ছিদ্র নাহি করে নিরীক্ষণ॥
যদ্যপি আপনি হয় শত দোষে দোষী।
তথাপি পরের কুৎসা সতত সন্তোষী॥
পরনিন্দা, তর্ক, অপমান, ধননাশ,।
কুল কুৎসা, মনস্তাপ, করয়ে প্রকাশ॥
প্রভুকে ভুলায় কয়্যা নানা আরোপিত।
তদন্ত করিতে ঘটে হিতে বিপরীত॥
অপরের মানি লয়্যা আপনার মান।
অলীক সূচনা করে বালীক প্রধান॥
হেন নিন্দকের মুখ কভু না হেরিবে॥
ক্ষণকাল নিন্দকের সঙ্গ না করিবে॥
অনায়াসে পরকুৎসা তোমাকে যে কয়।
অন্যকে তোমার কুৎসা কহিতে কি ভয়॥
প্রশংসা সহিতে নারে নিন্দক বঞ্চক।
তপন কিরণ যথা না সহে পেচক॥
নিন্দার ভাবনা ভাবে জগৎ সংসার।
পরনিন্দা জীবী তুল্য পাপী কেবা আর॥
অতএব পরনিন্দা করা অনুচিত॥
আপন নিন্দারে নিন্দা করা সমুচিত॥
(১৭)

মিথ্যাবাদী পুরুষ লক্ষণ।

যেজনার জিহ্বা মিথ্যা বোলেতে প্রবল।
তাহার মনের দীপ না হয় উজ্জ্বল॥
কুচিৎ মিথ্যার বশে যদি কোন জন।
অপকর্ম্ম করিয়া করয়ে সংগোপন॥
কিন্তু মিথ্যা প্রকাশিলে ঘটয়ে প্রমাদ।
দ্বিগুণ হইয়া উঠে বিষম বিবাদ॥
মিথ্যায় মানব ক্রমে সম্মান রহিত।
অনাদৃত হয় সেই দোষে সদা সলজ্জিত॥
যদি ক্ষেত্রে মিথ্যা দ্বারা হন বলবান।
কার্য্যকালে ফলে তিক্ত ফল অপমান॥
সাবধান কখন না হও মিথ্যাভাষী।
মিথ্যাবাদী যেজন সর্ব্বদে অবিশ্বাসী॥
মিথ্যাভাষী হইতে দূর থাকে সাধুগণ।
মিথ্যাবাদী জনে কেহ না করে গণন॥
বহুগুণে গুণান্বিত হয় যেই জন।
এক মিথ্যা দোষে তার সর্ব্ব বিনাশন॥
পুরাণে প্রমাণ দেখ ধর্ম্মের নন্দন।
ছলে মিথ্যা বলি কৈল রৌরব দর্শন॥
অতএব মিথ্যা বাক্য কভু না কহিবে।
যাহে রসনা তব শোধন করিবে॥

(১৮)

কৃপণ পুরুষ লক্ষণ।

কৃপণ যেজন ধন নাহি করে ব্যয়।
কিরূপে হইবে বৃদ্ধি সদা মনে ধ্যায়॥
কুবেরের সদৃশ যদি পায় নানা ধন।
কপর্দ্দক প্রার্থনে নাহি করে বিতরণ॥
গোময় শর্করা সম প্রত্যহেতে সেই।
তারা যত মাত্র দান না করে কখন॥
যদ্যপি কৃপণ হয় ধনবান অতি।
তথাপি মনেতে তার দীনতার গতি॥
নিজ বাসে উদর পূরিবে কিছু মন্দ।
সোর্পণা আপন মন্দ না করে অনুসন্ধ॥
ধন হইতে যত ভোগী হয় নানাজন।
ধন দুঃখ-সুখ ভোগ করয়ে কৃপণ॥
কৃপণের আত্মাকারি ধন যদি রহে।
তথাপি তাহার নাম স্মরণীয় নহে॥
কৃপণ জনেরে কভু দয়া না করিবা।
কৃপণের কর্ম্মে সাহায্য না হইবা॥
কৃপণ বদন নাহি হেরে সাধুজন।
স্বপনে কৃপণ গুণ না করে স্মরণ॥
কৃপণ যদ্যপি কর্ম্ম ধর্ম্মাচারী হয়।
শাস্ত্রমতে তার স্বর্গ জানিবা সংশয়॥
অতএব যে পর্য্যন্ত থাকিবে ক্ষমতা।
ধনাদি দানেতে নাশ দীনের দীনতা॥

(১৯)

যাচক পুরুষ লক্ষণ।

লোভের কিঙ্কর হয় যেজন যাচক।
বাক্যে পটু নহে, কটু বিনয়ী যাচক।
ঘৃণা লজ্জা অভিমানে দিয়া জলাঞ্জলি।
ধনী অগ্রে ধনাশায় থাকে কৃতাঞ্জলি।
আশায় নৈরাশ হইলে হয় ম্রিয়মাণ।

মনান্তরে স্থানান্তরে হয় পারমাম ॥
অস্থি মালিন কামিনী দাতা,পরিণামে।
দেখি দোষ পুনঃ পুনঃ কহে হৃষ্টজনে॥
বুঝিয়ে না বুঝে যদি লোভেতে ব্যাকুল।
তিরস্কারে পুরস্কার জানে সে বাতুল ॥
সমিলা ধনের লোভে,দিবানিশি লুব্ধ।
নিধন পর্য্যন্ত ধনে অনাছত্তা শুদ্ধ ॥
রাজার সেবক যেই সেহ নহে সুখী ।
গদা নিজ কর্ম যোগে প্রাণভয়ে দুঃখী॥
ধনীর দ্বিগুণ ভয় ধন হেতু প্রাণে ।
বিষয়ীর বিশেষ দীনতা জন্ম মানে ॥
নারীর সৌন্দর্য্য কোথা হইলে অসতী।
কখন না হয় শুদ্ধ যে স্ত্রী দুর্ম্মতি ॥
ওজা প্রাণ বিয়োগে কি করে পঞ্চভূত।
যাচকের দান কোথা হৈলে গুণযুত ॥
অতএব যাচক্রার মত নাহি দোষ।
সন্তোষে সন্তোষী হও পূর্ণ হবে কোষ:

(২০)

মূর্খ পুরুষ লক্ষণ ।

ক্ষুধা,নিদ্রা,কাম,ক্রোধ,লোভ,ভয়,ছয়।
পশু,পতঙ্গ পক্ষী প্রত্যেকে সমভাবে রয় ॥
মনুষ্যে বিশেষ জ্ঞান শেষে বিধিদিলা।
সেকারণে জীব শ্রেষ্ঠ মানব হইলা ॥
সেই জ্ঞানে বঞ্চিত জানিবা যেই নর।
মানব আকার মাত্র সে মর্ত্ত বর্ব্বর ॥
মূর্খ বাল্যকালে,নাহি করে অধ্যয়ন।
সৎসঙ্গ সদালাপে নহে কদাচন ॥
নৃত্যগীত খালি কারী সুখ অভিলাষী।
মাদক পানেতে মত্ত কলহ প্রয়াসী॥
উদর পোষণ কর্ম্ম অনর্থ ভ্রমণ।
বিজ্ঞান সহিত সদা শত্রু আচরণ ॥
বিবেচনা রাহিত্য সকলে বিপরীত।
নিন্দনীয় কর্ম্ম করি না হয় লজ্জিত ॥
নৃপতির মন্ত্রীবল দিগ্দেশ সন্ধান।
দুর্গবাসী দুর্গ মধ্যে সদা বলবান ॥
জলে জল জন্তুবলী শুনেছে যোগ্য।
নির্বোধের অহংবল জানিবা নিশ্চয় ॥
মহারোগ মধ্যেতে সর্ব্বদা ভয়ঙ্কর।
মূর্খের ঔষধ নাহি শাস্ত্র শঙ্কর ॥
অতএব মূর্খ সঙ্গ কভু না করিবা।
সন্ন হৈতে শরমম সুদূর রহিবা ॥

(২১)

বঞ্চক পুরুষ লক্ষণ ।

কুকর্ম্মে নৈপুণ্য কিন্তু গূঢ়ভাব অতি।
পর চিত্ত দুঃখ করে সেই দুষ্ট মতি॥
মুখেতে মধুর বাক্য হৃদে হলাহল।
কুকর্ম্ম সাধনে করে মিথ্যা ছলাছল।
পরধন হরণ যার নিত্য আকিঞ্চন।
বঞ্চক নামেতে খ্যাত হয় সেই জন ॥
সর্প মুখে দুগ্ধ দিলে সে হয় গরল।
দুর্জ্জনে বিনয় বাক্য না হয় মঙ্গল ॥
মূর্খকে কহিলে হিত হয় বিপরীত।
বঞ্চকে বিশ্বাস করা মরণ নিশ্চিত ॥
ধন লোভে বেশ ভূষা করি বেশ্যাগণ।

নির্লজ্জ পুরুষে অন্ন করে সমর্পণ ॥
তেমনি ধনের লোভে প্রবঞ্চক জন।
আয়ু বৃদ্ধ কাল হস্তে করে বিতরণ ॥
রোগ, শোক, মৃত্যু জেনে সতত চিন্তিবা।
কখন কি হয় পূর্বে বুঝিতে নারিবা ॥
নদী, দন্তী, শৃঙ্গী, নখী, অস্ত্রধারী, শত্রুগণ।
নারী, নৃপ, বঞ্চকে সতর্ক সর্বক্ষণ ॥
প্রবঞ্চক মুখেতে যদি আগে মধুর ছিল।
কদাচ নরকভোগ্যে সগুণা বিহিত ॥
অতএব বঞ্চকের সঙ্গ না করিবা।
স্বপনেও বঞ্চকের মুখ না হেরিবা।

(২২)

দুর্জন পুরুষ লক্ষণ।

দুর্দান্ত দুর্জয় দুষ্ট কঠিন দুর্জন।
পর অপকারী দুষ্ট চতুর সে জন ॥
স্বপনে দুর্জন সঙ্গ কভু না করিবা।
সতত পরিহার করি দূরেতে থাকিবা ॥
দুষ্ট যদি রুষ্ট হয় কিম্বা তুষ্ট হয়।
দ্বিগুণে দ্বিগুণ দুঃখ জানিবা নিশ্চয় ॥
যথা করে অঙ্গার অলন্ত কি শীতল।
স্পর্শমাত্র দগ্ধ কি মলিন করতল ॥
দুর্জন সহিতে যেই করয়ে প্রণয়।
কালের স্বভাবে যায় কালের আশ্রয় ॥
বিশেষতঃ অনুগুণ মণ্ডিত যে হয়।
সেজন দুর্জন তুল্য নাহিক সংশয় ॥
দুর্জনে কুকর্ম করে ভোগে সাধুজন।
রাবণের [illegible] অতিকা নিধন ॥

সরল জাতিতে কভু মিলন না হয়।
অসজ্জনে খর কণ্টকাল তুল।
মার্জার, মহিষ, মেষ, কাপুরুষ, কাক।
বশীভূত হয় মাত্র বিধির বিপাক ॥
দুষ্ট লোক যদ্যপিতে শোভিত যদি হয়।
তথাপি করিতে ত্যাগ নীতিশাস্ত্রে কয়।
দুষ্টের জানিবে গুণ মহত্ত্ব নাশন।
মণিতে ভূষিত ফণী হয় ভয়ানক ॥
অতএব দুর্জনে না করিবা প্রত্যয়।
দুর্জনে বর্জন করা উপযুক্ত হয় ॥

(২৩)

নিষ্ঠুর পুরুষ লক্ষণ।

নরাধম মধ্যে গণ্য জানিবা নিষ্ঠুর।
কঠিন শরীর তার মন অতি ক্রূর ॥
দয়া মায়া ধর্মহীন কুটিল অন্তর।
পাষাণ সমান কায়া ধরে সে পামর ॥
পরের অনিষ্ট চিন্তে দুষ্ট সদা মন।
অনায়াসে সজ্জনে কহয়ে কুবচন ॥
ধর্মের নাহিক ভয় কুকর্মে আরত।
সাধু সন্নিধানে সদা হয় তিরস্কৃত ॥
বিনা অপরাধে দণ্ড করে সুজনেরে।
কৃপা নাহি করে কৃতাঞ্জলি যদি করে ॥
একেত কুটিল মন দ্বিতীয় কৃপণ।
তৃতীয় কঠিন বাক্য কহে অকারণ।
বিধাতা মানব দেহ যখন সৃজিল।
কোমলতা হেতু জিহ্বে অস্থি না দিল ॥
কোমল রসনা পেয়ে কহ সুকোমল।

কামলে নিঃসরে কটু একি অমঙ্গল।
অতএব প্রিয়বাক্য সকলে কহিবা।
তবে সে সর্ব্বত্রে পুত্রপ্রতিষ্ঠা পাইবা॥
সরল স্বভাবে দীনে দয়া কর দান।
দয়ার অধিক ধর্ম্ম নাহি মতিমান॥

(২৪)

পরস্ত্রী কাতর পুরুষ লক্ষণ।

অন্নাহুত্য মহাপাপী পরস্ত্রী কাতর।
পরমন্দ ভাবনায় দুঃখি নিরন্তর॥
পরের বিভব হেরি হয় হতজ্ঞান।
পরের উৎসাহে হয় বিদরিত প্রাণ।
পরের আনন্দে নিরানন্দ সর্ব্বক্ষণ।
পরহিতে অহিত বিচারে মনে মন॥
পরের মঙ্গলে অমঙ্গল আপনার।
পরহর্ষে বিমর্ষ থাকয়ে অনিবার।
পরের ঐশ্বর্য্য যদি দেখে আচম্বিত।
বজ্রাগ্নি সদৃশ মানি সে হয় মূর্চ্ছিত।
পর গৃহে যদি হয় যাগ যজ্ঞ দান।
দেখিয়া শুনিয়া পোড়ে আপন নিদান॥
যেন লজ্জাগ্নিতে দগ্ধ নিরবধি হয়।
মনোবাঞ্ছা পরস্ত্রী বিনষ্ট কিসে হয়॥
ভাবিতে পরের মন্দ শীর্ণ কলেবর।
সদা মৌনভাবে থাকে তাপিত অন্তর॥
পরে যমদণ্ড তার না হয় অধিক।
যেহেতু জানিবা তার নরক ঐহিক॥
অতএব পরোৎকর্ষ ভাবনা করিবা।
স্বপনেও পরস্ত্রী কাতর না হইবা॥

(২৫)

হিংস্র পুরুষ লক্ষণ।

হিংসার অধিক পাপ নাহিক সংসারে।
হিংসা হেতু বন্দ নর পাপ কারাগারে।
কিমাশ্চর্য্য পোষে এই অনিত্য শরীর।
অহং, গর্ব্ব করি কহে আমি মহাবীর॥
সর্ব্বদা কালের বশ কালে হয় হত।
তথাচ কুকর্ম্ম হৈতে না হয় বিরত॥
আপন অঙ্গেতে যদি দেয় পরে আঘাত।
নরকে পাইয়া ব্যথা করে অশ্রুপাত॥
আপন জীবনে যদি এতেক যতন।
তবে কেন নষ্ট কর পরের জীবন॥
যদি পরকৃত মন্দে মন্দ আপনার।
তবে কেন পর মন্দ কর অনিবার॥
যদি বলো পরকৃত হিংসা পাপ কর্ম্ম।
সে করে পরের হিংসা যেন কোন ধর্ম্ম॥
অতএব হিংসার সদৃশ নাহি পাপ।
পুঞ্জ পুঞ্জ নরকে ভুঞ্জয়ে পরিতাপ॥
অহিংসা পরমধর্ম্ম গীতায় প্রকাশ।
পাপ মাত্র প্রপীড়ন জানিবা নির্য্যাস॥
হিংসারে যে হিংসা করে দয়া অভিমানী।
সেই বীর মধ্যে বীর্য্যবন্ত বীর জ্ঞানী॥
সকল গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্ষমাগুণ।
ক্ষমা যার নাহি তার সকলি বিগুণ॥

(২৬)

পিশুন পুরুষ লক্ষণ।

আত্ম উপকারী প্রতি যেবা করে দ্বেষ।
নির্দ্দোষীকে দোষীকরি দেয় নানা ক্লেশ॥
সতত প্রকাশে আপনার ভব্য সভ্যতা।
প্রার্থনা কিরূপে হয় পরহিত কৃতা॥
সাপরাধী হইয়া লজ্জিত নাহি হয়।
হেন জনে পিশুন পুরুষ শাস্ত্রে কয়॥
অশ্রেয় কর্ম্মেতে যত্ন অসত্য বচন।
সজ্জন সহিত দ্বন্দ্ব করে অকারণ॥
সর্ব্বদা আপনা স্পর্দ্ধা নিজে অবিশ্বাস।
এচারি পিশুন গুণ জানিবা নির্য্যাস॥
পিশুন বিনয় বাক্য কহিতে নিপুণ।
কিন্তু সে বিনয় গুণ জানিবা বিগুণ॥
অন্তর কুটিল তার মৌখিক সরল।
বিষকুম্ভ মুখে যথা পয় নিরমল॥
চতুর চঞ্চল অতি স্বকর্ম্মে তৎপর।
আত্ম সুখ অভিলাষী হয় নিরন্তর॥
পরদুঃখে নহে দুঃখি সুখী পরসুখে।
বাহ্যেতে বন্ধুর রূপ করে হাস্যমুখে॥
চাহে যাহা অন্যে করে সহিত তাহার।
না করে অন্যের সঙ্গে সেই দুরাচার॥
অতএব যাহা চাহ অন্যের আচার।
করিবা অন্যের সঙ্গে সেই ব্যবহার॥

(২৭)

কৃতঘ্নাদি পুরুষ লক্ষণ।

কৃতঘ্ন মিত্রদ্রোহী বিশ্বাস ঘাতক।
এই তিন তুল্য পাপী ভুঞ্জয়ে নরক॥
এতিনের ভেদ কর্ম্ম একমাত্র হয়।
একারণে এক বর্গে কহিব সকল।
যেমন পিশুন কৃতঘ্ন সেই মত।
উপকারে অপকার করে বিশেষতঃ॥
স্বকর্ম্ম সাধনে হয় সর্ব্বদা চেষ্টিত।
বান্ধব নিকটে কত যে লালায়িত॥
বান্ধব সহায় কর্ম্ম করিয়া উদ্ধার
পুরস্কারে তিরস্কার করে দুরাচার॥
বিশেষ করিয়া কর্ম্ম আপনা বাখানে।
মম সম ক্রিয়ান্বিত কে আছে এখানে॥
মিত্রদ্রোহী জনের জানিবা এই গুণ।
মিত্র অনিষ্ট কর্ম্মে অত্যন্ত নিপুণ॥
সদা অতিশয় লোকে নিন্দে করি খর্ব্ব।
আপনা প্রশংসা করে নানা মত গর্ব্ব॥
বিশ্বাসঘাতকে কভু না হিক বিশ্বাস।
যাহার কুহকে লোক করে সর্ব্বনাশ।
শান্ত শিষ্ট নিষ্ঠাচার মৌখিকে প্রচার।
কপট কপাটে রুদ্ধ রাখে মনাগার॥
পরে, ধন, বাক্য রাখে করিয়া প্রত্যয়॥
হলে অপচয় করে সেই দুরাশয়॥
অতএব সাবধান হও বিচক্ষণ।
যাহাতে না করে লোক নিন্দার ভাজন॥

(২৮)

খল পুরুষ লক্ষণ।

খলের সমান নাহি অভাজন নর।
পরহিংসা পরদ্রোহী কুটিল অন্তর॥

অনুগ্রহ বিনা যে করে ভেদাভেদ।
অঙ্গের চন্দন তার মিথ্যা পাপ ক্লেদ॥
যদ্যপি হইতে প্রাণ ত্যাগ করে ধর্ম হয়।
কারণ ইচ্ছা হৈতে, ভিক্ষা ভাল কয়॥
বেশ ব্রত ভাল, মিথ্যা বাক্য না কহিবা।
বাহুরূপ তাও পরনারী না হরিবা॥
অবিনয়ী ভার্য্যা হৈতে ভাল বেশ্যা নারী।
মূর্খ হইতে অন্ধ সে ভাল বিচারি॥
অধর্ম রাজা হৈতে ভাল বনবাস॥
অসৎ সঙ্গ হৈতে ভাল সর্বনাশ॥
অধর্মী জাতি, সর্প ক্রুর ব্রাহ্মণ,।
অবলা রমণী, খল, নষ্টমতি জন,॥
চতা-যন্তাব মিত্র, চৌর্য্য জীবী দাস,।
হৃদয়ে এ অষ্টে না করিবা বিশ্বাস॥
উন্মত্ত মাতঙ্গ জীবে স্পর্শে করে নাশ।
কালকূট বিষে দিয়া বিষাক্ত নাশ॥
...গ্রামে দুর্জনে দেয় কষ্ট।
... হাসিতে খল সভেকরে নষ্ট॥

(২৯)

রোগী পুরুষ লক্ষণ।

... পরিষ্ঠ কট ভোগে মহারোগী।
যেহেতু সর্বদা থাকে সুখাদি বিয়োগী॥
রোগ কারাগারে বন্দি বুদ্ধি সুদ্ধি হত।
... পরিত্যাক্ত অশুচ নিযুক্ত॥
... বেশ বিকৃতি আকৃতি।
... কুলাঙ্গার অধৈর্য্য অকৃতী॥
... পড়িয়া সকষ্টে।
তথাপি নিষ্কৃতি নাই কৃতান্ত নিকটে।
কুকর্ম্মে প্রকাশ পাপ পাপে হয় রোগ।
রোগেনানাবিধক্লেশরোগীকরেভোগ।
রোগেতে শরীর নাশ জানিবা নিরোগ।
অস্থির জীবনে কভু না কর বিশ্বাস॥
ভেক সম আছে প্রাণ কাল ফণী মুখে।
লোকে ... বলে আছিতাল সুখে।
বিষয়ানুশীলনে মোহিত সর্বক্ষণ।
দিনে দিনে আয়ু গত আগত শমন॥
যদি মনে করে, কর ঈশ্বর সাধন।
আছে দিন কর যাবে এই বিবেচনা।
কিন্তু না করিহ আশা কল্যকার জন্য।
অদ্যকার দিন কর শেষ দিন গণ্য॥

(৩০)

চৌর পুরুষ লক্ষণ।

কাম মদে মত্ত ঈর্ষা যুক্ত যেই জন।
ভবিষ্যতে ভদ্রাভদ্র না করে স্মরণ॥
অসন্তোষ, লালসী, নিতান্ত আত্মসুখী।
দরিদ্র, কঠিন, নহে পরদুঃখে দুঃখি॥
বিবেক সন্তোষ দয়া যে জন রহিত।
সেই লোক চৌর হয় শাস্ত্রে প্রকটিত॥
পরের সম্পত্তি আর রূপসী যুবতী।
সাদরে হেরিয়া সবে হয় হর্ষমতী॥
সুবুদ্ধি যদ্যপি তাহা করে নিরীক্ষণ।
পরদ্রব্য প্রতি লোভ না করে কখন॥
দয়া, মায়া, মমতা, বিবেক, লজ্জা, ভয়।
এই ছয় হইতে শূন্য চোরের হৃদয়॥

চতুর্থ তস্কর শব্দে হইয়া তৎপর।
কিরূপে হরিবে ধন ভাবে নিরন্তর॥
রাজদণ্ড যমদণ্ড করি বিস্মরণ।
নানা বলে ছলে চুরি করে পরধন॥
একবার চৌর্য্যবৃত্তি করে যেই জন।
কভুনা ত্যজিতে পারে থাকিতে জীবন॥
যথা নারী উপপতি করে একবার।
যাবজ্জীবন নহে বিস্মৃতি তাহার॥
নৃপতি স্বপতি তাবধরে শাসিত।
তথাপি নিবৃত্ত নহে একি বিপরীত॥
বিশেষ তাহে পাপ তার অতিশয়।
বিজ্ঞান তপন তাপে ভ্রম অন্ধকার।
চকিতে হইবে নষ্ট নিঃশঙ্ক প্রকার॥
শুনি স্বপ্নকেতু দীন পতিত আত্মজ।
কিরূপে পাইব ত্রাণ না দেখি উপায়।

ইতি স্বপ্নরত্নাকরের চতুর্থরত্ন সমাপ্ত।

অভাজন পুরুষ লক্ষণ।

অবশেষ কহি শুন পুরুষ লক্ষণ।
ভজন বিহীন জনে কহে অভাজন॥
বিষয় মদিরা পানে মত্ত হত জ্ঞান।
পায়েসাক্ত [illegible] করে পান॥
যাগযজ্ঞ ব্রত দানে সদা বিমুখ।
দিবানিশি সংসারের ভাবে সুখাসুখ॥
যেজন না করে দান ধনে কিবা ফল।
রিপুদ প্রবল যে করে সদা মিথ্যাবল॥
জিতেন্দ্রিয় ভিন্ন হয় আমর্ষ শরীর।
ক্ষমা শূন্য প্রশংসিত কভু নহে বীর॥
জ্ঞান হীন জনের বিফল অধ্যয়ন।
আত্মতত্ত্ব বিনা আত্মা নিষ্ফল ধারণ॥
অতএব আত্মতত্ত্বে হও যত্নবান।
অনায়াসে পাবে যাহে পরম নির্ব্বাণ॥
ইত্যাদি কহিনু যত পুরুষ লক্ষণ।

পঞ্চম রত্নারম্ভ।

নারীর লক্ষণালক্ষণ।

এত শুনি কুমারের প্রফুল্ল অন্তর।
হাস্য মুখে মৃদুভাষে করিলা উত্তর॥
পূর্ব্বে যে পুরুষ তত্ত্ব কহিলা যতেক।
উত্তম মধ্যমাধম পৃথক পৃথক॥
অতএব গুরুদেব এই নিবেদন।
শুনিতে বাসনা নারী লক্ষণালক্ষণ॥
হাসিয়া সিদ্ধান্ত কন শুনহ কুমার।
নারীর চরিত্র বুঝা সে বিষম ভার॥
যে ভাবে যে ভাবী সেই রসের রসিক।
রতিশাস্ত্র মতে হয় পরম প্রেমিক॥
পুনরপি জিজ্ঞাসিলা রাজার নন্দন।
কাহাকে বলয়ে রস রসিক কেমন॥
সিদ্ধান্ত কহেন শুন নৃপতি তনয়।
নবরস যে জানে রসিক তারে কয়॥
কারে বলে নবরস কিবা তার নাম।
যথাক্রমে শ্রবণ করহ গুণধাম॥
শৃঙ্গার, বীভৎস, হাস্য, রৌদ্র, বীর, ভয়।

করুণা অদ্ভুত শান্তি এই রস নয়॥
আদ্যরস সকল রসের মধ্যে সার।
নায়ক নায়িকা যাব রসের আধার॥
সেরস সামান্য নহে কহে প্রেমিগণ।
যাহাতে পরম রস হয় আস্বাদন॥
মহাকবি শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায়।
গুণাকর খ্যাতি যাঁর নৃপতি সভায়॥
হেন কবি যেরূপে বর্ণিলা আদ্যরস।
শুনিলে সে ভাব গীত চিত্ত হয় বশ॥
যদি ইচ্ছা করে কেহ শুনিবারে।
সে রস মাধুর্য্য ভবে নিন্দে আপনারে।
অতএব যেরূপ রচিলা কবিবর।
অবিকল কহে দীন শুন প্রিয়বর॥
কৃপা করি গুণিগণ না করিবা রোষ।
গুরুর উচ্ছিষ্ট লৈতে নাহি কোন দোষ॥

প্রথমতঃ নায়িকানুভেদে
স্বীয়াদি ভেদ লক্ষণ।

স্বীয়া আর পরকীয়া সামান্য বনিতা।
আছে এই তিন ভেদ পণ্ডিত বাখিতা॥
কেবল আপন নাথে অনুরাগ যার॥
স্বকীয়া তাহার নাম নায়িকার সার।

যথা উদাহরণ।

যেমন অমৃত নদী, সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
সিন্ধুপতি বিনা কভু অন্যজনে চায়না॥
হাস্য অমৃতের সিন্ধু, মুখ নিন্দে ইন্দু,
কদাচ অধর বিনা অন্যদিকে ধায়না॥
অমৃতের ধারা ভাষা, পতির শ্রবণে আশা,
প্রিয়সখী বিনা কভু অন্যকাণে যায়না॥
নিতির ও স্মৃতি, কেবল পতির প্রতি,
ক্রোধ হৈলে মৌনভাব কভু চৈয়পায়না॥

মুগ্ধাদি ভেদ।

মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা এ তিন ভেদ ভিন।
জানিবে এ তিন ভেদ ক্রমে নবীন॥
মুগ্ধাবলি তার হয় অঙ্কুর যেমন।
বয়ঃসন্ধি সেই কালে নাজানে মদন॥

যথা।

দেখিলাম নারী, রূপের সাগরী,
বয়স সন্ধি সময়।
শৈশব গেলে, যৌবন আইলে,
হৃদয়ে কিঞ্চিৎ ভয়॥
হংস খঞ্জনীটে, দেখি পাদে দিঠে
করে রৈল বিনিময়।
পূজিতে মনোজ, হৃদয় সরোজ,
পণ্ডিতে হয় সংশয়॥

নবোঢ়া লক্ষণ।

এমনি রমণে লাজে ভয়ে, কয় বাণী।
নবোঢ়া তাহাকে বলি প্রজ্ঞায় বিজ্ঞানী॥

তাহার বিশেষ এবে করহ শ্রবণ।
অনুভাবে বুঝ পাবে রসজ্ঞ সজ্জন॥

যথা।

স্বকীয়া নবোঢ়া।

হ...ত ধরিয়া, শয্যায় আনিয়া,
যদ্যপি কোলে বসায়।
নানা বাক্য ছলে যত্ন করে বলে,
বাহিরে যাইতে চায়॥
নবোঢাকে বশ, করহ কর্কশ,
যেরূপ জানিবে কায়।
যেই পারে কাজে, স্থির করে রাখে,
সেজন বাঞ্ছিত পায়

পরকীয়া নবোঢ়া

আপনার পতি সাথে, ভয়েতে না শুই রাতে, গায়ে হাত দেয় পাছে, তবে এই ভরেছে প্রীতির বিষয় তায়, সে ভয়ে পড়িল বাজ, লাজে পালাইল সাথ, আশাবাসা হয়েছে॥ সুখের বাড়াও প্রীতি, হৃদয়ের হত ভীতি, তার পরে যেবা রীতি রাখ মনে করে হে। যৌবন কমলাঙ্কুর, লোভে না করিও চুর, হয়া কাঁপে দুরদুর, পাছে যাই মরে হে॥

সামান্যা নবোঢ়া।

কিছুর ধনের আশে, আইনু যে ... যার পাশে, আগে জানিতাম না-হি ... দায় হয়েছে। মুখ দেখি শোষে মুখ, ... দেখি কাঁপে বুক, ... উঠিতে বসে পড়ে ... প্রাণ ... হে। কেবা ইহা মানবেক, আমা ... ন হবেক, ... নিজনে ফিরে লবে হে। যেই তাঁতে ... ছিলাম, তারি মূল্য পা... ... অন্তরের কথা দেহ আমারে ... হে।

বিশ্রব্ধ নবোঢ়া।

... নখ ছুটিকরে তাতে, উরু টানি ভুজে বাঁধে
লাজে ভরে মুদিয়ে নয়ন।
...পথে ...নিরুত্তর, না, না, না, তাহার ...
টানটোনে এখন তখন॥
যদি খেয়ে লাজ ভয়, কিঞ্চিৎ ...
তবে আর না যায় ...।
নবীন ভূষণ নাম, নবসুধা ...
নব ... কে করে গণন॥

মুগ্ধার ভে

... ... দুই ক...

অজ্ঞাত যৌবনা আর বিজ্ঞাত যৌবনা॥
হয়েছে যৌবন যার অনুভব নয়।
অজ্ঞাত যৌবনা সেই জানিবা নিশ্চয়॥
নিজ নবযৌবন যে ব্যক্ত করে ছলে।
বিজ্ঞাত যৌবনা তাকে কবিবরে বলে॥

যথা অজ্ঞাত যৌবনা লক্ষণ।

সখী সই [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]॥
[illegible] হৃদয় [illegible]
[illegible] পড়ে জোর।
[illegible]
[illegible] যাতনার জোর।

যথা বিজ্ঞাত যৌবনা লক্ষণ।

[illegible] সকলে [illegible]
[illegible] উড়নী।
[illegible] হলে [illegible],
[illegible] হইল [illegible]॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]॥

মধ্যাদির ভেদ।

লজ্জা আর রতি আশা সমান যাহার।
রসিক পণ্ডিতে কহে মধ্যা নাম তার॥
[illegible] রতিরসে পূর্ণ আশা যার।
রতি [illegible] আনন্দেতে মোহ হয় তার॥

যথা মধ্যা লক্ষণ।

[illegible] কুল [illegible] মোরে [illegible]
[illegible]
[illegible] নাহি [illegible]
[illegible] সুখ [illegible]
[illegible]
সখী [illegible] কর্ণে [illegible]
[illegible]
[illegible] শরীর হইল [illegible]

[illegible] লক্ষণ।

[illegible] কৌতুক কত,
[illegible]॥
প্রকৃত কর্মের বেলা, [illegible]
[illegible] কর্মেতে [illegible]
[illegible]
[illegible] কোন [illegible] ঘুমিতে নারিনু
[illegible], আবেশে [illegible] হাত দিয়া
নাকে।

উঠিয়া পরিনু বাস, বাঁধিলাম কেশপাশ। ভোর দিবা যদি আর কিছু মনে থাকে লো।।

মধ্যা প্রগল্ভা ভারধীরাদি ভেদ।

মান হলে মধ্যা প্রগল্ভা তার তিন ভেদ। ধীরা অধীরা ধীরাধীরা পরিচ্ছেদ॥
মুগ্ধার এ ভেদ নাই অবস্থার মূল। [illegible] হলে একভাব [illegible] আকুল॥
প্রকারে প্রকাশে ক্রোধ যেজন সে ধীরা। [illegible] মুক্ত যার ক্রোধ সে জন অধীরা।
কিছু গোপ্তা কিছু ব্যাক্ত যাহার ক্রোধ। ধীরাধীরা বলে তারে পণ্ডিত সুবোধ॥

যথা মধ্যাধীরা লক্ষণ।

আজি প্রভু [illegible], [illegible] বানায়েছ [illegible], [illegible] বুকচন্দন [illegible] ভালে ধরেছ। [illegible] দেখিতে [illegible] নয়ন [illegible], বুঝি কোন দোষ দেখি মোরে রোষ করেছ। তোমা বিনা প্রভু নাই, যাইবার নাহি [illegible] কুমুদের [illegible] যেন তেন মন [illegible] করেছ। [illegible] [illegible], [illegible] চন্দন [illegible], [illegible] নব মালা বাসি-[illegible] পরেছ॥

যথা মধ্যা অধীরা লক্ষণ।

সোহাগ করিয়া নিত, বলিত [illegible] ভুক্তা [illegible] আজি দেখি একি কুজা, দর্পণেতে চাওহে। অধরে কজ্জল দাগ, নয়নে তাম্বুল রাগ, অলক্ত [illegible] কারকাছে পাওহে॥ [illegible] বলে ডাক, অন্যের নিকটে [illegible], [illegible] মনসুখে, মনকথা কওহে। তোমাদের হয় ভীতি, কহিব [illegible] রীতি, বুঝিনু তোমার প্রীতি, [illegible] যাও যাওহে॥

যথা মধ্যাধীরাধীরা লক্ষণ।

তুমি মোর প্রাণপতি কথন করিলা [illegible] বুঝি সুখে [illegible] ছিন্ন তাই নাই মনে হে। বুকে দেখি নখ [illegible], অধর দশনে ছিন্ন, [illegible] দাগ রঙ্গিনা। নয়নে হে [illegible] ঘুম [illegible] মুখ ধোও, ক্ষণেক শয্যায় [illegible] ছুঁয়ে সুদ্ধ কর না না, [illegible] কত জান [illegible] দেখি [illegible] খিতে চুরি, পরিহার [illegible] থাকেন জানহে॥

যথা প্রগল্ভা ধীরা লক্ষণ।

—

রসের সময়, যত কথা হয়,
এবে কোথা রয়, মনে না থাকে।
কেমন ধরম, কেমন করম,
কেমন মরম, কহিব কাকে॥
ধিক বিধাতায়, এহেন আমায়,
দিয়াছে তোমায় ইহারি পাকে।
আঁখি যে চঞ্চল, ছোবে কি অঞ্চল,
একাবে কিঙ্কর, কে তোমা ডাকে॥

—

যথা প্রগল্ভা অধীরা লক্ষণ।

—

কোন ফুলে [illegible] পানকরে মধু,
হয়ে এলে [illegible] মেরে।
অলকা [illegible] সিন্দুর উজ্জ্বল
জাগিয়া নিশি, নয়ন ঘোরে।
[illegible] বলিয়া, [illegible]
[illegible] কমল [illegible] জোরে।
[illegible] নাগর, গুণের সাগর,
[illegible] থাকয়ে চোরে॥

—

যথা প্রগল্ভা ধীরাধীরা লক্ষণ।

—

[illegible] আমার যেমন,
[illegible] বটে।
কিসে আমি কম, বুঝিলে ঘটে।
বিধি কৈল নারী, লাজদিল ভারী,
তাই নাহিপারি, তোমার হটে।
বৃক্ষমূলে হানি, শিরে ঢালে পানি,
চরণ দুখানি, নৌকায় তটে॥

—

জ্যেষ্ঠাদি ভেদ।

—

এই ধীরা এঅধীরা এই ধীরাধীরা।
জ্যেষ্ঠা আর কনিষ্ঠা দ্বিভেদ [illegible]।
পতির অধিক স্নেহ যারে সেই জ্যেষ্ঠা
অল্প স্নেহ যারে তারে বলয়ে কনিষ্ঠা॥

—

যথা ধীরা জ্যেষ্ঠা লক্ষণ।

—

ধীর বুঝি ধীর ক্রোধ, দূরে গেল শোধ বোধ, শক্ত করে উপরোধ, ধীরে ধীরে কহিছে। যদি পেয়ে থাক দোষ, তবু যুক্ত নহে রোষ, অশোকের পরিতোষ, কামানলে দহিছে। রক্তপদ্ম ছুঁইলায়, ভ্রমর নুপুরতায়, নিত্য [illegible] খায়, আজি তাই রহিছে। আকুল আমার প্রাণ, তবু নহে সমাধান, কঠিন তোমার মান, পরিণাম নহিছে।

যথা ধীরা কনিষ্ঠা লক্ষণ।

ধীর দেখি স্থির মান, করিবারে সমাধান, বন্ধু করে অনুমান, ক্রোধে ক্রোধ হরিব। কিসে মোর পেয়ে দোষ, কেন কর এত রোষ, কিসে হবে পরিতোষ, বল তাই করিব॥ কেহ বুঝি কহিয়াছে, গিয়াছিনু কারো কাছে, অঙ্গে বুঝি চিহ্ন আছে, তবে কিসে তরিব। আরম্ভিয়া মিছা ক্রোধ, না করিলা উপরোধ, এত দূরে শোধ বোধ, কত শোকে মরিব॥

যথা অধীরা কনিষ্ঠা লক্ষণ।

বিনা দোষে দেও গালি, [illegible] লজ্জের ডালি, মুখে যেন চুনকালি, কিসে মুখ ঢাকিব। হয়েছি তোমার প্রভু, কভু দোষ [illegible], গালি নাহি দিও কভু, কত [illegible] খাইব॥ [illegible] যদি নাহি ছাড় ক্রোধ [illegible] শোধ বোধ, দেশ ছাড়ে যাইব। তোমার যেমন মর্ম্ম, আমার তেমন কর্ম্ম, ইহাতে [illegible] ধর্ম্ম, কাহা [illegible] পাইব॥

যথা অধীরা জ্যেষ্ঠা লক্ষণ।

যদ্যপি অধীরা হয়ে, গালি দিলা কটু কয়ে, তবু থাকিলাম সয়ে, না সয়ে কি করিব। তুমি প্রাণ তুমি ধন, তোমাবিনা অন্যজন, যদি জানে মোর মন, পরীক্ষায় তরিব॥ রুষ্ট হলে কটু কও, তুষ্ট হলে কোলে লও, আমাবিনা কারো নও, এই গুণে ঝুরিব। ছল ছুতা মিছা সাঁচা, না জানি বিস্তর পাঁচা, প্রাণেশ্বরী প্রাণবাঁচা, নহে আজি মরিব॥

যথা ধীরা ধীরা-জ্যেষ্ঠা লক্ষণ।

এক বাক্যে বুঝি রাগ, [illegible] অনুরাগ, হৃদয়ে [illegible], বুঝিতে না পারিলা। কি করিলে হও তুষ্ট, কি করিলে হও রুষ্ট, [illegible] হইল দুষ্ট, কিসে যাবে সারিলা। যদি অপরাধী হই, নিতান্ত [illegible] কই, তোমাবিনা কারো নই, দুঃখে লও তরিয়া। তুমি প্রাণ তুমি জ্ঞান, তুমি মান অপমান, তোমাবিনা নাহি আন, দেখিনু বিচারিয়া॥

অথ ধীরা কনিষ্ঠা লক্ষণ।

এক বাক্যে দেখি রোষ, আর বাক্যে বুঝি তোষ, না বুঝিনু গুণদোষ, বড় দায় পড়িল। কি করিলে ভাল হবে, বল তাই করি তবে, নহে যার যাহা হবে, আমার কি রহিল॥ পদ্মিনী ভ্রমর প্রিয়া, ভ্রমরে বেদনা দিয়া, কমলিনী বিদরে হিয়া, বুঝি তাই ফলিল। বুঝির সময় লউক, আমার যে হয় হউক, সোখী তোমার গুণ মধ্যে হইল॥

পরকীয়া নায়িকার ভেদ।

অন্যকালে যার রতি পরপতি সনে।
পরকীয়া তারে বলয়ে কবিগণে॥
উঢ়া আর অনূঢ়া দ্বিভেদ হয় তার।
উঢ়া সেই বিবাহ হইয়া থাকে যার॥
অনূঢ়া সেজন যার হয় নাহি বিয়া।
পিত্রাদি অধীন হেতু সেও পরকীয়া॥

অথ উঢ়া লক্ষণ।

আপনার পতি আছে, সদা তারে পাইতেছে, তথাপি দারুণ মন পরপতি মজেরে। সঙ্কেত তরুর মূলে, সঙ্কেত নদীর কূলে, মাঠে ঘাটে ভাঙ্গা মঠে, অন্ধকার ঘরে গো॥ কিঙ্কিণী কঙ্কণ বোল, পুলকায়ে চুম্বন কোল, রমণে নায়িক সুখ কোটীদের ভাব গো। পরপতি রতি আশ, ঘরজাতি পরবাস, সুখ যদি নহে লোক তবে কেন করে গো।

অথ অনূঢ়া লক্ষণ।

শুন শুন প্রাণবঁধু পীয়াইয়া মুখমধু, এমত করিলা বল কতগুণ কর হে। অন্য সঙ্গে যদি পিতা, করে মোরে বিবাহিত, কেমনে তাহার সঙ্গে তোমা ছাড়া রবে হে॥ এমত করিব কর্ম, রহে লেন শরীর শর্ম, বুকে মুখে হইবে দাগ কলঙ্কিনী হবে হে॥ যাবৎ না বিয়া হয়, তাবৎ এমন ভয়, তারপর এখনি পোড়া দুজনাতে মন হে।

পরকীয়ার আর অন্য ভেদ।

বিদগ্ধা, লক্ষিতা, গুপ্তা, কুলটা, মুদিতা॥
পরকীয়া নানা ভেদ প্রাচীন লিখিত॥
বিদগ্ধা দ্বিমত হয় বাক্য আর কাযে।
কথা শুনি কার্য দেখি, বুঝিবা অবাজে॥

বাগ্বিদগ্ধা লক্ষণ।

চির পরবাসী স্বামী, বিরহে [illegible] আমি, বসন্তে [illegible] কেমনে [illegible] রা থাকিব। [illegible] মুকুল [illegible], নব মনোহর [illegible], নহে সেই [illegible]॥ [illegible] পিক অলিকুল, [illegible] ফুল, [illegible] পোহাইব। কবিতা [illegible] [illegible] দেখা সেই [illegible]॥

[illegible] লক্ষণ।

[illegible] কহিল, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমাপ্ত। [illegible] [illegible] [illegible] হই॥ [illegible] [illegible] হইল॥

ক্রিয়াবিদগ্ধা লক্ষণ।

সুখে শুয়া পতি আছে, রাধা নিয়ে তার কাছে, ঈশারায় উপপতি পিক ডাকে ডাকিল। রাধা পড়ে হলো দায়, পাছে পতি টের পায়, না দেখি উপায় ভেবে স্তব্ধ হয়ে রহিল॥ কোকিল ডাকিছে হেথা, কাম ভয়ে পাছে ঘোর, শ্রান্ত আছ নিদ্রা যাও বলি চক্ষু ঢাকিল। জা-গত আমার প্রিয়, কেন ডাক নব প্রিয়, আর কি তোমারে ভয় বলি ছুট রাখিল॥

[illegible] তা লক্ষণ।

[illegible] প্রভু দেশে [illegible] [illegible] কিনে পেলো, [illegible] [illegible] [illegible]। তুমি এ-[illegible] পাগো, দেখিছে আইনু [illegible], আচ্ছাদ [illegible] পথে সে [illegible] না করিলে। মুখে [illegible] চিহ্ন, বুকে নখ দাগ ভিন্ন, [illegible] থান্ বেশ দেখে বুঝি [illegible] বিলে। নষ্ট হইল দুইকূল, তোমা [illegible] কা-রোনই. কলঙ্ক এড়াবে না [illegible] না মরিলে॥

যথা গুপ্তা লক্ষণ।

মুখে বুকে দেখি দাগ, শাশুড়ী করুন রাগ, একেত বিরহে মরি আর এই জ্বালে। কাঁদিয়া পো- হাই নিশা, আবেশে হারাই দিশা, কেমন কেমন করে অধর হৃদয়লো॥ তুমি নিজ নখাঘাতে, অধর পীড়ি- য়াছিতে, কোন মতে নিবারণ ক- রি এমনয় লো। এইরূপে দিবা রাতি, রাখিয়াছি কুলজাতি, স্বতঃ খেয়ে তবু লোকে কত কথা কয়লো॥

যথা কুলটা লক্ষণ।

ওরে বিধি নিদারুণ, কিতোর স্ম- রিব গুণ, কুলটার আশাপূর্ণ করি- তে না পারিলে। হস্ত পদ চক্ষুঃ কাণ, দিলা দুই দুইখান, উভি- বার দুই খানি পাখা দিতে নারি- লে॥ চৌদ্দ ভুবনেতে যত, পুরুষ বিবিধ মত, সবার বুঝিতে বল তাই বুঝি নারিলে। এদুঃখ বা কত সব, অন্যের কি কথা কব, চতু- র্ম্মুখ ব্রজেশ্বর হয়ে তবু নারিলে॥

যথা মুদিতা লক্ষণ।

প্রবাসে রয়েছে পতি, ননদী প্র- সূতবতী, বিধবা শাশুড়ী অই দৃষ্টিহীন রয় লো। দেবর বিদেশে রায়, শ্বশুর ভবনে যায়, মলয় মারুত বহে বিদরে হৃদয় লো॥ অস্তগত দিনমণি, যতেক রসিকা ধনী, ঐ শুন বাঁশির স্বর করয় ল- লিত লো। রোমাঞ্চ হতেছে মোর, খসিছে কাচলি ডোর, কেন সই ওষ্ঠাধর হতেছে কম্পিত লো॥ পরকীয় সুখ যত, পরে পরে শুনি কত, অভাগীর ধর্ম্ম ভয় এত করি নারি লো। পর পুরুষের মুখ, দে- খিলে সে হয় সুখ, একি জ্বালা কিসে কাল হরি লো॥

যথা সামান্যাবনিতা লক্ষণ।

স্বকীয়া ধর্ম্মের রসে, পরকীয়া প্রী- তি রসে, অমূল্য যৌবন ধন পুরু- ষেরে দেই লো। আমার যৌবন ধন, ভোগ করে সেই জন, মন বুঝি মূল্য করে দিতে পারে যেই লো॥ যখন যে ধন চাই, সেই- ক্ষণে যদি পাই, আমার মনের মত বন্ধু হবে সেই লো॥ ধনী রসি-

ক জানি, নাগর মিলাবে আনি,
আপনার মর্ম্ম কথা কয়ো দিনু
এই লো ॥

যথা সামান্য বনিতার ভেদ।

অন্যসম্ভোগদুঃখিতাআরবক্রোক্তিগর্ব্বিতা
মানবতী আদি ভেদ সামান্যবনিতা॥
গর্ব্বিতা দ্বিমত হয় রূপে আর প্রেমে।
দুইটী একত্র হৈলে হীরা যেন হেমে ॥

রূপগর্ব্বিতা লক্ষণ।

মুখ দেখি যদি আরশি ধরো।
বড় বল্যে ছায়া সে কেন হরো ॥
মদনে জানিত অধিক করো।
দেখিতাম কিন্তু গিয়াছে মরো ॥

প্রেম গর্ব্বিতা লক্ষণ।

অনিমিষ আঁখি স্থির চরিত্র।
আপনার বধূ করিয়া চিত্র॥
আমারে দেখয়ে একি বিচিত্র।
কহ বঁধু সখি শত্রু কি মিত্র॥

অন্য সম্ভোগ দুঃখিতা লক্ষণ।

কহ দূতি গিয়াছিলে কোন বনে।
বড় শোভিত অঙ্গ কুঙ্কুমে
নিজ বেশ করে যত আইলে।
কই গেলি নরাধম সন্নিধি কে
ভুলিয়া ছিলি আর ভুলাইলে
মধু খুঁজ বনে কত পাইলি রে।

মানবতী লক্ষণ।

এসো প্রাণ পুত্তলি এস, মরে যাই
দেখি কিনা বেশ, আলোতে আইস
রূপ ভাল করে হেরি হে। আলতা
কজ্জল দাগ ভালে, অরুণ প্রকাশ
বাহুগালে. তবে আচ্ছাদন কেন
তারি ভরি হেরি হেরি

অথ নায়িকাদিগের অবস্থা ভেদ।

এসব নায়িকা পুনঃ অষ্টমত হয়।
বিপ্রলব্ধ সম্ভোগ ভেদেতে পরিচয়।
বাস সজ্জা উৎকণ্ঠিতা অভিসারিকা
বিপ্রলব্ধা তার পর স্বাধীন ভর্তৃকা ॥
খণ্ডিতা তাহার পর কলহান্তরিতা।
প্রোষিত ভর্তৃকা এই অষ্ট পরিমিত

পতি হেতু বাস ঘরে যেই করে সাজ।
বাসসজ্জা বলে তারে পণ্ডিত সমাজ॥
স্বামীর বিলম্বে যেই ভাবে অনুক্ষণ।
উৎকণ্ঠিতা সেই নারী বুঝ বিচক্ষণ॥
পতির সঙ্কেত স্থলে যে করে গমন।
তারে অভিসারিকা বলয়ে কবিগণ॥
সঙ্কেত স্থানেতে গিয়া নাহি পায় পতি।
সেই হয় বিপ্রলব্ধা কামিনী যুবতী॥
কোলে বসে যার পতি আজ্ঞার অধীন।
স্বাধীন ভর্ত্তৃকা সেই সুখী চির দিন॥
অন্য ভোগ চিহ্ন অঙ্গে এসে যার পতি।
খণ্ডিতা রমণী সেই অতি মানবতী॥
কলহে খেদ যে পতি পশ্চাৎ তাপিতা।
নায়িকার মধ্যে সেই কলহান্তরিতা॥
প্রবাসেতে পতি যার মলিনা বিরহে।
প্রোষিত ভর্ত্তৃকা তারে কবিগণ কহে॥

যথা বাসক সজ্জা লক্ষণ।

আঁচড়িয়া কেশ পাশ, পরিয়া উত্তম বাস, সখীসঙ্গে পরিহাস, গীত-বাদ্য রটনা। চামর চন্দন চুয়া, ফুলমালা পান গুয়া, হাতে দর্পণ সারী সুয়া, কাম রস পাঠনা॥ কিঙ্কিণী কঙ্কণ হার, বাজুবন্ধ [illegible] আর, নূপুরাদি অলঙ্কার, [illegible] নব পরাণা। যোগি যেন যোগাসনে, বসিয়া ভাবয়ে মনে, কত-ক্ষণে বন্ধু সনে, হইবেক ঘটনা॥

যথা উৎকণ্ঠিতা লক্ষণ।

হইল বহু নিশি, প্রকাশ হয় দিশি,
আইল কেন নাহি কাঁদিয়া।
পিকের কলরব, ডাকিছে [illegible],
অনল দেয় দেহ জ্বালিয়া॥
[illegible] মনোভবে, সভয় মন [illegible],
ফিরয়ে কিবা পথ ভাবিয়ে।
অপরে [illegible], [illegible] [illegible]
মদনে মোরে দিল জ্বালিয়া॥

যথা অভিসারিকা লক্ষণ।

নিশাতে সঙ্কেত সময় আইল, [illegible] বাজিয়া মুরলী গাইল, [illegible] মদন [illegible], চলে নাগর [illegible] কামিনী। [illegible] কল কলি [illegible], [illegible] নবফুল ভ্রমর [illegible], তাহা-তে মলিতে নূপুর রুণঝুনী, শীঘ্র চলে [illegible] কামিনী॥ [illegible] পরিধান [illegible] অম্বর, বদন হেম [illegible] আড়ম্বর, [illegible] জন ভয় করিতে নয়, [illegible] তাহে তনু দামিনী। বদন [illegible] গন্ধযুক্ত মন, [illegible] [illegible] ভ্রমর [illegible], তাথে মলয়া-চলাচল মন্দ পবন, বায়লে ক্রান্ত-গতী যামিনী॥

যথা বিপ্রলব্ধা লক্ষণ।

দ্বিজ পরিমাণ মান, সদা করি অ-
নুমান, শুক ভয় লঘু ভয় গেলা।
গৃহ ছাড়ি ঘন বন, করি নাম আরোহণ,
সাগর তরিনু ধরি ভেলা॥
হরি হরি মরি মরি, উচ্চ উচ্চ হরি হরি,
তবু নাহি হরি সনে মেলা।
পরদুঃখ পরশ্রম, পর জনে অনুক্রম,
অপরূপ খল জন খেলা।

যথা স্বাধীন ভর্ত্তৃকা লক্ষণ।

শুন শুন প্রাণনাথ, নিবেদি হে যোড়হাত, পুরিল সকল সাধ, কিছু শেষ রয় হে। বান্ধে দেহ মুক্ত কেশ, বিনাইয়া দেহ বেশ, তুমি মোরে ভালবাস, লোকে যেন কয় হে॥ দেখিয়া তোমার মুখ, অতুল হইল সুখ, পাসরিনু যত দুঃখ, আছিল যে ভয় হে। যতকাল জীয়ে রই, তোমাছাড়া যেন নই, নিতান্ত করিয়া কই, মনে যেন রয় হে॥

যথা খণ্ডিতা লক্ষণ।

এস বঁধু ক্লান্ত হয়ো, কেন এস রয়ে রয়ো, মরিরে বালাই [illegible] শোভা হয়েছে। কপালে সিন্দুর বিন্দু, মলিন বদন ইন্দু, [illegible] ক্কের সিন্দু, মোর দিগে [illegible] অধরে কজ্জল দাগ, নয়নে [illegible] রাগ, বুঝি কেবা পায়ে [illegible] রমণী খায়েছে। [illegible] দোষ দিব, বাপ [illegible] হরি হরি শিব শিব, [illegible] মোরে ভুলেছে॥

যথা কলহান্তরিতা লক্ষণ।

ক্রোধে হয়ে হতজ্ঞান, কৈনু তারে অপমান, এখন আকুল প্রাণ, দেখিতে না পাইয়া। ফুটিছে বিবিধ ফুল, ডাকে ভৃঙ্গ অলিকুল, সামালিব এই শূল, কার পানে চাহিয়া॥ কাতর হইয়া অতি, বিস্তর করিয়া নতি, চরণে ধরিল পতি, নাচাহিনু ফিরিয়া। করায় যেমন কর্ম্ম, ফলিল তাহার ধর্ম্ম, [illegible] এমন মর্ম্ম, দুঃখে যাই মরিয়া॥

যথা প্রোষিত ভর্ত্তৃকা লক্ষণ।

অনল চন্দন চুয়া, [illegible] সুধা, কোকিল নিকর [illegible]

বিধবার মত বেশ, অস্থিচর্ম্ম অবশেষ, আপেকাম পোড়ায় বসতি ॥ মনোজ ভুজঙ্গ মত, কোদণ্ড করিয়া হত, হাতে ল্যয়া পিণ্ডের পদ্ধতি। সখী মুখে গান শুনি, পতি এলো হেন গণি, দেখিতে শ্বাসের গতাগতি ॥

—

অথ প্রোষ্যৎ ভর্ত্তৃকা।

—

যার কাছে আছে পতি প্রবাস গমন।
প্রোষিত ভর্ত্তৃকা মধ্যে তাহারো গণন॥
এআট লক্ষণে তার না মিলে লক্ষণ।
নবমী নায়িকা হৈতে পারে কেহ কন॥
কিন্তু অষ্ট নায়িকা সকল শাস্ত্রে কয়।
নবমী কহিতে গেলে গণ্ডগোল হয়॥
অতএব দ্বিধা বলি প্রোষিত ভর্ত্তৃকা।
প্রোষিত ভর্ত্তৃকা আর প্রোষ্যৎপতিকা॥

—

যথা প্রোষ্যৎপতিকা লক্ষণ।

—

শুন শুন ওহে প্রাণ, পতি প্রবাসেতে যান, তুমি কি করিবে এবে সত্য করি কহিবে। এবে জানিলাম বড়, তোমা হৈতে পতি বড়, নহে কেন আগে যান তুমি পাছে রহিবে॥ যদি বড় হৈতে চাও, তবে আগে আগে যাও, নহে তুমি লঘু হবে আমার কি রহিবে। এবে সুখ দেয় যারা, পিছে দুঃখ দিবে তারা, কয়ে অবসর আমি কত জ্বালা সহিবে ॥

নায়িকা উত্তমাদি ভেদ।

—

উত্তমা মধ্যমা আর অধমা নিয়মে।
এসব নায়িকা তিন মত হয় ক্রমে॥
অহিত করিলে পতি যেবা করে হিত।
উত্তমা তাহার নাম বলয়ে পণ্ডিত।
হিত কৈলে হিত করে অহিতে অহিত।
মধ্যমা তাহার নাম মধ্যম রচিত॥
হিত কৈলে অহিত করয়ে যেই জন।
অধমা তাহার নাম অধম লক্ষণ॥
পতি প্রতি করে যেই ক্রোধ অকারণ।
চণ্ডী তার নাম হয় কলহ কারণ॥

—

সহচরী প্রকরণ।

—

বেশ ভূষা করে দেয় কয়ে পরিহাস।
কথা কৈতে খেতে শুতে শিখায় বিলাস॥
যার কাছে বিশ্রাম বিশ্বাস কথা কয়।
সহচরী সখী সেই পঞ্চমত হয়॥
সখী, নিত্য সখী, প্রিয়সখী, প্রাণসখী।
অতি প্রিয়সখী এই পঞ্চমত সখী॥

—

যথা সখী লক্ষণ।

আমার নিকটে রইও, মরম আমারে কইও, এমন শিখাব কথা সুধাবৃষ্টি করিবে। আচঁড়িয়া দিব কেশ, বানাইয়া দিব বেশ, থাকুক পতির মন মুনি মন ভুলিবে। হাবভাব লীলা হেলা, শিখাইব নানা খেলা, আসিতে আমার কাছে কাহারে না ডরিবে। দোষ যত লুকাইব, গুণ যত প্রকাশিব, বড়দায়ে ঠেক যদি আমা হৈতে তরিবে॥

দূতী ভেদ কথন।

নায়ক নায়িকা যেই করয়ে ঘটন।
বিরহ যাপন করে দূতী সেইজন॥
স্বয়ং দূতী আদ্য দূতী এই সে প্রকার।
আদ্য দূতী তিন মত শুন ভেদ তার॥
অমিতার্থ নিশ্চয়ার্থ আর পত্রহারী।
বিশেষ বিশেষ গুণ বুঝিবা বিচারি॥
ইঙ্গিতে যে কর্ম্ম করে অমিতার্থ সেই।
নিশ্চয়ার্থ আজ্ঞা পেয়ে কর্ম্ম করে যেই॥
পত্র লয়ে কার্য্য করে পত্র হারী সেই।
বিশেষিয়া বুঝ বৎস কহিলাম এই॥

যথা স্বয়ং দূতী লক্ষণ।

পথিকহে পিপাসিত কেন মহহে যাতন।
আমিএব্রতচারিণীপ্রপাতৃষ্ণানিবারণ।
আহা ক্লেশকি এমন হইয়াছে বদনায়।
এথায় আসিয়াওহে পীয়বারি করিতপ॥

যথা আদ্য দূতী লক্ষণ।

সিন্দূর চন্দন চূয়া, ফুলমালা পান গুয়া, পড়ে দিতে পারি যদি ভুলে চন্দ্র বদনী। কুমন্ত্র এমত জানি, বিষ দেখে রাজারাণী, বিচ্ছেদ ঘটাতে পারি কাম আর কামিনী॥ যে নারী না নর মানে, যেনর না নারী মানে, তাহারে মিলাতে পারি দিনে করি যামিনী। নাগর নাগরী যত, হও মোর অনুগত, সিদ্ধ করে মনোরথ যাই দ্রুত গামিনী॥

অথ নায়ক প্রকরণ।

নায়ক নায়িকা দুই শৃঙ্গার প্রধান
নায়িকা বর্ণিনু শুন নায়ক সন্ধান॥
পতি উপপতি আর বৈশিক নাগর।
স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্যে নাগর॥
বেদ মত বিভা করে যেজন সে পতি।

উপপতি সেই যার পিরিতে বসতি ॥
কোন রূপে মন মো[illegible]হয় সত্যতা।
বৈষয়িক বৈশিক নাগর সেই জন ॥

পতি ভেদ বিবরণ।

অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্টতে লয়ে তিন।
শঠ লয়ে চারি পতি বুঝিবা প্রবীণ ॥
একে অনুরাগ যার সেই অনুকূল।
দক্ষিণ যে দুজনারে ভাবে সমতুল ॥
ধৃষ্ট সেই দোষ করে পুনঃ করে হট।
কপট বচনে পটু সেই জন শঠ ॥

যথা অনুকূল লক্ষণ।

ওলো ধনি প্রাণ ধন, শুন মোর নিবেদন, সরোবর স্নান হেতু যাইও নালো যাইও না। যদ্যপি যাবাও ভুলে, অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে, কমল কানন পানে চাইও নালো চাইও না ॥ মরাল মৃণাল লোভে, ভ্রমর কমল ক্ষোভে, নিকটে আইলে ভয় পাইও নালো পাইও না। তোমাবিনা নাহি কেহ, ঘামে পাছে গলে দেহ, বাজে পাছে ভাঙ্গে কটি ধাইও নালো ধাইও না ॥

যথা দক্ষিণ লক্ষণ।

তোমার নিকটে যত, মিথ্যা কয়ে কহি কত, নারির হইবা মাত্র পর দেখি ভুলিনো। তোমার যেমন প্রীতি, পর সঙ্গে সেই রীতি, করিলাম আপনারে দোষ গুণ তুলিলো ॥ কি কয়ে পর্বের সঙ্গ, লোক মাঝে ফিনা রঙ্গ, দেখিতে পারে মুখ ফিরি গেলি বুঝিলো। তুমি যদি কও রুষ্ট, অনো করিবে তুষ্ট, ইহা বুঝে মোর সঙ্গে ছাড়ে দেহ তুলিলো ॥

যথা ধৃষ্ট লক্ষণ।

দোষ দেখি একবার, ঠেকলা নানা তিরস্কার, লাজ খায়ে আস্তু ফিরে তবু দমা হলোনা। ভুজপাশে বান্ধেছ, নিতম্বে প্রহার কর, দশনেতে কর কত অভিমানে গলোনা ॥ দূর ঠেকলে দূর নব, গালি দিলে সুখে রব, আমারে সহিল সব তোমারি কেতো সেলোনা। দুরন্ত পরশ মণি, বাদে ছোঁএ সেই ধনী, ইহা বুঝি অনুমানে দূর দূর বলোনা ॥

যথা শঠ লক্ষণ ।

দিব কয়েছিনু, আনিতে ভুলিনু, ক্ষম সেই অপরাধ । যা বল, করিব, যাহা চাহ দিব, পুরাও মনের সাধ ॥ অঙ্গেতে যে দাগ, তোমারি সোহাগ, মিথ্যা দেহ অপবাদ । আমার পরাণ, হরিণী সমান, তোমার চক্ষু নিশাদ ॥

যথা উপপতি লক্ষণ ।

নিজ নারী আছে ঘরে, যাহা বলি তাহা করে, নানা রূপ গুণ ধরে, তাহে মন রয় না । করিতে অন্যের সঙ্গ, সদাই সরস অঙ্গ, এবড় অপূর্ব্ব রঙ্গ, ধর্ম্ম ভয় হয় না ॥ যাইতে সঙ্কেত স্থান, সতত আকুল প্রাণ, জ্ঞান মান অপমান, কিছু মনে লয় না । ব্যক্ত হলে কালামুখ, শয়নে নাহিক সুখ, রমণেতে নানা দুঃখ, তবু ক্ষমা হয় না ॥

যথা বৈশিক নাগর লক্ষণ ।

গিয়াছিনু সরোবরে স্নান করিবার তরে, দেখিলাম এক জন অপরূপ কামিনী । চক্ষু মুখ [illegible] কিবা ছন্দ কিবা বন্ধ, [illegible] ঝাপে তনু মেঘে যেন দামিনী ॥ ঈশ্বর সদয় হন, দূতী মিলে এক জন, এইক্ষণে তার কাছে [illegible] মত্ত-গামিনী । সত চাহে দিব ধন, দিব নানা আভরণ, কোনমতে মোর সঙ্গে রঙ্গে এক যামিনী ॥

অথ নায়ক দিগের উত্তমাদি ভেদ ।

উত্তম মধ্যম আর অধম নিয়মে ।
নায়িকার যেই ক্রম নায়ক সে ক্রমে ॥
বাস সজ্জা আদি নায়িকার ভেদ যত ।
নায়কে সে ভেদ হয় লক্ষণ সম্মত ॥
উপপতি বৈশিকেতে সকলি বিদিত ।
পতি প্রতি রসাভাস কেবল খণ্ডিত ॥
স্বকীয়ার রসাভাস জান অভিসার ।
পতির খণ্ডিত ভাব তেমতি প্রকার ॥
সর্ব্ব জন সুসম্মত আর ভাব সব ।
উদাহরণেতে দেখ করি অনুভব ॥

যথা বাসকসজ্জা নায়ক লক্ষণ ।

শয়ন সময়, বন্ধু রসময়, করে রমণীয় মোহন সাজ । অন্য কার্য্যে ছল

শয্যা করে চলে, সাজিতে আপন গোপন কাজ, হাতে লয়্যা বস্ত্র, গান ক'য় জস্ত্র, করে পায়্যা লাজ খুলায় লাজ। ভাবে খাটে বসি, প্রাণের প্রেয়সী, আজিকে না জানি কতেক ব্যাজ॥

যথা উৎকণ্ঠিত নায়ক লক্ষণ।

কেন নাহি এলো প্রিয়া, বিরহে বিদরে হিয়া, স্থির হবাকি করিয়া, ধৈর্য্য আর রহেনা। কিবা কোন কার্য্য পাকে, ভীতা কিবা দেখি কাকে, নহে এতক্ষণ থাকে, কামে কি সে দহেনা॥ পান গুয়া গন্ধ মালা, আলিঙ্গন দেয় জ্বালা, কত রসিক বালা, তনুপ্রাণ রহে না। আসিবেক কতক্ষণে, তবে সুখ পাব মনে, বিনা তার দরশনে, আর তাপ সহেনা॥

যথা অভিসারিক নায়কলক্ষণ।

দ্বিতীয় প্রহর রাতে, মোরে কহিয়াছে যাতে, সময় হইল প্রায় স্থির মন টলিল। সুখের কেজানে লেখা, গেলে মাত্র পাব দেখা, অনেক দিনের পর আজি আশা ফলিল॥ অন্ধকারে দেখি আলো, গৌর লোক দেখি কালো, শত্রু জনে মিত্র ভাব জনে শূন্য হইল। রজনীতে দিবা মত, তিমির হইল হত, কুপথে সুপথ জ্ঞান তাহে মন মোহিল॥

যথা বিপ্রলব্ধ নায়ক লক্ষণ।

সুখের শয়ন ঘরে, বীণানানা রস করে, তাহা ছাড়ি আইলাম পর আশা করিয়া। গুরুভয় লঘু করে, অন্ধকারে নাহি ডরে, ছাড়িয়া আপন বেশ পরবেশ ধরিয়া॥ সঙ্কেত মনন করো, আসি ছিল মোর তরে, আমার বিলম্বে বুঝি ঘরে গেল ফিরিয়া। এ দিয়া সঙ্কেত ঠাঁই, দেখিতে পাইলে নাই, আহামরি অন্য কেবা লয়ে গেল হরিয়া॥

যথা স্বাধীন ভার্য্যা নায়ক লক্ষণ।

তুমি প্রাণ তুমি ধন, তুমি মন তুমি পণ, হৃদয়ে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভাল হে॥ যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে, ত্রিভুবনে তুমি আলো আর সব কালো॥ তোমার বদন চাঁদা আঁখি চঞ্চল

ছাঁদ, আমার মোহন ফাঁদ অন্ধকারে আলোলো॥ করেছি কি স্তব সেবা, সে রূপ বুঝিবে কেবা, আমার আশারি কিম্বা যদি মোরে টালোলো॥

যথা খণ্ডিত নায়ক লক্ষণ।

আসিব বলিয়া গেলা, অন্য সঙ্গে হৈল মেলা, শরীরেতে চিহ্ন আছে লুকাবে কি বলিয়া। মোর সঙ্গে কথা কয়্যা, বঞ্চিলা অন্যেরে লয়্যা, কতেক করিলা ভাব এ কান্তেরে ছলিয়া॥ ছিন্ন ভিন্ন দেখি বেশ, আলুথালু হেরি কেশ, দেখিয়া তোমার ভাব দেহ যায় জ্বলিয়া। কে সাধিলে মনোরথ, খণ্ডিলা পিরীতি পথ, নিজ স্থানে যাও তুমি আমি যাই চলিয়া॥

যথা কলহান্তরিত নায়ক লক্ষণ।

অল্প অপরাধ পেয়ে, কেন দিনু খেদাইয়ে, এবে কার মুখ চেয়ে, কামজ্বালা সারিব। বিবেচনা নাহি করি, এখন বুঝিয়া মরি, অনুমানে হেন বুঝি রহিতে না পারিব॥ পুনর্দূতী পাঠাইব, প্রীতি করি আনাইব, সবে এক দোষ আমি পতি হয়ে হারিব। হারি মানি হৃদে রাখিব, তার অভিমান থাউক, তাহা বিনা এ সঙ্কটে তরিবারে নারিব॥

যথা প্রোষিতভার্য্য নায়ক লক্ষণ।

কোথায় রহিল রামা, বিরহে দহিয়া আমা, নিরন্তর কাম জ্বালা কত আর সহিব। পিক ডাকে কুহু কুহু ভ্রমর গুঞ্জরে মুহু, শাপেখেকো বায়ু জ্বালা কত আর সহিব॥ চন্দন কমলদল, পোড়ে যেন দাবানল, সুধাকর বিষধর কত সে রহিব। আলো দেখি অন্ধকার, পুরুষার্থ তিরস্কার, হেন বুঝি অবশেষে উদাসীন হইব॥

যথা প্রোষ্যৎপত্নীক নায়ক লক্ষণ।

যদি যাবে আমা ছাড়্যে, প্রাণ কেন লও কাড়্যে, আপন উদ্বেগ দিয়্যে, অখিলরে যাবে লো। কোথা ...

[illegible] পাপ, [illegible] পা- [illegible] তায়, [illegible] ব্যক্ত যদ্যপি [illegible] টেকয়ে দিনু শেষ মর্ম্ম, বুঝিয়া করহ কর্ম্ম, পদে পদে পাবে জ্বালা কপদ এ- ড়াবে না ॥

অথ নায়কাদি ভেদ বিবরণ।

ইত্যাদি বুঝিবা নায়কের অষ্টমত।
উদাহরণেতে অনুভবে পাবে যত ॥
পীঠ মর্দ্দ, বিটাদি, চেটক, বিদূষক।
এইসব ভেদ হয় বিস্তর নায়ক ॥
রমণী করিলে ক্রোধ যে করে সান্ত্বনা।
মন্ত্রাদি সচিব পীঠ মর্দ্দ সেই জনা ॥
কামশাস্ত্রে যেই জন পরম নিপুণ।
বিট বলি তার নাম ধরে নানা গুণ ॥
[illegible] চতুর যেই [illegible] ঘটক।
সেই জন হয় মাত্র নায়ক চেটক ॥
[illegible] রোষে কিবা তোষে যার পরিহাস।
বিদূষক তার নাম হাস্যের বিলাস ॥

যথা পীঠমর্দ্দনায়ক লক্ষণ।

রমণী রত্ন [illegible] আছ, টুটয়ে অগি পরাণে [illegible] করিতে মান [illegible] বে [illegible], দিবে না স্থান। কি করে কোতু [illegible] রামার, অবলা জাতি মৃদু আকার, জ্বলয়ে অগ্নি নহে সে মান, নহে সে মান ॥ [illegible] তাপেহি বিনাশে পায়, তপনে আপ সুকায়ে যায়, রুসিয়ে মান রবে কোথায়, রবে কোথায়। এমন্দা বন্ধন সংসারিরি, এমদ আকার আহ্লাদেরি, সতত রাখহ যযত্নে তায়, যযত্নে তায় ॥

যথা বিটনায়ক লক্ষণ।

চুম্ব আলিঙ্গন, কামেরোদ্দীপন, তন্ত্র মন্ত্র আদি যত। যাহে নারী বশ, যাহে বাড়ে রস, এমত জানিবা কত ॥ বেশ ভূষা বাস, সন্দেশ সম্ভাষ, নৃত্যগীত নানা মত। ফিরি নানা ঠাঁই, আর কর্ম্ম নাই, আমার এই সতত ॥

যথা চেটক নায়ক লক্ষণ।

যখন বিরলে পাব, তখনি নিকটে যাব, যদি ক্রোধে গালি দেয় তবু সয়ে রহিব। [illegible] ভক্তি করি, ফল কিম্বা ফুল ধরি, চারি চক্ষে এক হেলে ইসারায় কহিব। [illegible] যখন যায় [illegible] বসন্ত তায়,

কৌতুকে কুম্ভীর হয়ে, জলে ডুবে র-হিব। দুঃখ বিনা নহে সুখ, দে-খিতে সে চাঁদ মুখ, গ্রীষ্ম হিম বৃষ্টি বাতে পরাংমুখ রহিব॥

যথা বিদূষকনায়ক লক্ষণ।

চন্দন কজ্জল রাগ, বদনে যে দে-খ দাগ, অপমান এই দেখ মুখে কালী চূণ লো॥ দেখ দেখ শো-ভা কিবা, চাঁদে আলো যেন দিবা, দোহাই২ তোর কামে করে খুন লো॥ করিবা পরীক্ষা যদি, রসের তরঙ্গ নদী, দুই জনে ডুবি এস কে হয় নিপুণ লো। আপনি দোষের ঘর, পরীক্ষা করিতে ডর, আমার ক-পাল দোষ এতবড় গুণ লো॥

অথ শৃঙ্গার নিরূপণ।

শৃঙ্গারের দুই ভেদ শুনহ প্রয়োগ।
প্রথমতঃ বিপ্রলম্ভ দ্বিতীয় সম্ভোগ॥
বিপ্রলম্ভ চারি মত বুঝিবা আভাস।
পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেম বৈচিত্র, প্রবাস॥

যথা পূর্ব্বরাগ লক্ষণ।

অঙ্গসঙ্গ হওনের পূর্ব্বে যে লালস।
তাহা বলি পূর্ব্বরাগ তাহে দশা দশ॥
লালস, উদ্বেগ, জড়, কৃশ, জাগরণ,।
ব্যগ্র, রোগ, বায়ু, মোহ, নিদানে মরণ
প্রত্যেক বর্ণিতে হয় বর্ণনা বিস্তর।
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী নাগর॥

যথা মান লক্ষণ।

যেই ক্রোধ দম্পতির রসের বিচ্ছেদ।
সেই মান অহেতু সহেতু দুই ভেদ॥
অহেতু যে মান সেই অনায়াসে বধ্য।
সহেতুর তিন ভেদ গুরু লঘু মধ্য॥
অন্যের সহিত পতি যদি কথা কয়।
তাহে জন্মে লঘুমান বাক্যে দূর হয়॥
অন্য রূপ গুণ, পতি যদি কাছে কয়।
তাহে জন্মে মধ্যমান পরীক্ষায় ক্ষয়॥
অন্য ভোগ চিহ্ন যদি দেখে পতিগায়।
তাহে জন্মে গুরু মান প্রণামেতে যায়॥
সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি, ত্যাগরোষ
এই সাতে মান ভাঙ্গে হয় পরিতোষ
প্রিয় বাক্যে স্তব করে তারে বলে সাম।
আত্মগুণ তার দোষ ভেদ তার নাম॥
সখী দ্বারা তত্ত্ব প্রদর্শন সেই ক্রিয়া।
দান যাহা বস্ত্র মালা ভূষণাদি দিয়া॥
নতি সেই যাহে পায় ধরে নমস্কার।

[illegible]দাসা প্রকাশ সেই তাপ নাম তায়॥
রোষ সেই যাহে হয় কষ্টের বিস্তার।
মান শান্তিচিহ্ন অশ্রু রোমাঞ্চ শীৎকার॥
অবশ্য এসব রূপে মানের বিনাশ।
অসাধ্য হইলে তারে বলে রসাভাস॥
প্রত্যেক বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর।
অনুভবে বুঝে লবা নাগরী নাগর॥

যথা প্রেম বৈচিত্র্য লক্ষণ।

নিকটে শয়ন অনুরাগের নিমিত্ত।
ছলায় বিরহ হয় সে প্রেম বৈচিত্ত॥

প্রবাস প্রকরণ।

প্রবাস বিরতি হয় নিকট ও দূর।
দশ দশা হয় তাহে বিষাদ প্রচুর॥
প্রথমেতে চিন্তা দ্বিতীয়াতে জাগরণ।
তৃতীয়াতে উদ্বেগ চতুর্থে ক্ষীণ মত॥
পঞ্চমে মলিন [illegible] প্রলাপ বিষাদ।
সপ্তমেতে ব্যাধি হয় অষ্টমে উন্মাদ॥
নবমেতে মোহ হয় দশমে মরণ।
অনুভবে বুঝে লব দোষিয় লক্ষণ॥

সম্ভোগ প্রকরণ।

সম্ভোগের চারি ভেদ কহিব ব্যক্ত[illegible]
সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ, সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধিমান,॥
পূর্ব্বরাগ পরে অল্প চুম্ব আল্প কোল।
সংক্ষিপ্ত যে রতি তাহে চিত্ত হয় লোল॥
মান ভঙ্গে মিলন পুরুষ সঙ্গে হয়।
সঙ্কীর্ণ তাহার নাম প্রেমিগণে কয়॥
কিঞ্চিৎ প্রবাস পরে হয় যে মিলন।
সংপূর্ণ তাহার নাম বুঝ বিচক্ষণ॥
সুদূর প্রবাস পরে মিলন যে রস।
সে রস সমৃদ্ধিমান দম্পতী অবশ॥

সম্ভোগের প্রকার ও দর্শন।

দর্শন স্পর্শন কথা পথ রোধ বাস।
বন খেলা জল খেলা গীত বাদ্য হাস॥
লুকায়ন মধুপান আদি নানা মত।
অনন্ত অনন্ত ভাব বিরচিব কত॥
দরশন তিন মত নাগরী নাগরে।
সাক্ষাৎ স্বপন আর পটে চিত্র ধরে॥

যথা সাক্ষাৎ দর্শন লক্ষণ।

নয়নে নয়ন, বয়নে বদন, চরণে চরণ, আরসি রহ। হৃদয়ে হৃদয়, প্রাণ সমুদায়, পরাণে আ[illegible] ভাঙ্গিয়া লহ। [illegible] গমন, [illegible] রমণ, বচনে বচন, বিরহ [illegible] পেয়েছি মরণ, পরাণ [illegible], সকলে সরস, হইয়া [illegible]

যথা স্বপ্নদর্শন লক্ষণ।

নিদ্রার আবেশে, রজনীর শেষে, মনোহর বেশে, বন্ধু আসিয়া। প্রেম পারাবার, করিল বিস্তার, নাহি পাই পার, যাই ভাসিয়া॥ যে রস হইল, মনেতে রহিল, যে কথা কহিল, মৃদু হাসিয়া। ধরম করম, শরম ভরম, নরম গরম, গেল নাশিয়া॥

—

যথা চিত্র দর্শন লক্ষণ।

দেখিবারে মিত্র, করিলাম চিত্র, এবড় বিচিত্র, হইল তায়। দেখিতে বদন, মাতিল মদন, ছাড়িয়া সদন, চেতন যায়॥ নাপানু দেখিতে, নারিনু রাখিতে, লিখিতে লিখিতে, হইল দায়। চিত্রের পুতুল, করিল ব্যাকুল, হারানু দুকুল, চিত্রের পায়॥

—

আলম্বনাদি প্রকরণ।

—

আলম্বন, বিভাবন আর উদ্দীপন।
এই তিন ভাবের শুনহ বিবরণ॥
আলম্বন সেই যাহে রসের আশ্রয়।
নায়ক নায়িকা দুই তার বিনিময়॥
নানা বিধ অনুভবে বলি বিভাবন।
যাহে রস বাড়ে তাহে কহি উদ্দীপন॥

—

যথা বিভাবন লক্ষণ।

—

ভাব, হাব, হেলা, হাস, শোভা, দীপ্তি কান্তি
মধুরতা, উদারতা, প্রগল্ভতা, ক্রান্তি॥
ধৈর্য্য, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, মৌগ্ধ্যভ্রম।
কিলকিঞ্চিৎ, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, শ্রম॥
বিব্বোক, ললিতা, মদ, চকিত, বিকার।
নানামত অনুভব কত কব আর॥

—

যথা উদ্দীপন লক্ষণ।

—

গুণ স্মরা, নামলওয়া নিত্যরূপ দেখা।
গীত বাদা শুনা আর ধর্ম্মরেখা লেখা॥
সুগন্ধি ভূষণ মেঘ পিক ভৃঙ্গ রব।
চন্দ্র আদি নানামত উদ্দীপন সব॥

—

ভাব হাবাদির পরিচয়।

—

চিত্তের প্রথম যেই বিকার সে ভাব।
গলা চক্ষু ভুরু আদি বিকারেতে হাব॥
বক্ষঃ কাঁপে বস্ত্র খসে তারে বলে হেলা।
প্রিয়কৃত কর্ম্ম চেষ্টা তারে বলে লীলা॥
হাস সেই হাসা বলে বৃথা হয় যেই।
পরিচ্ছদ বিনা শোভা মধুরতা সেই॥

শোভা কান্তি দীপ্তি বিভ্রম ব্যক্ত আছে এই।
প্রেমে অঙ্গ রূপ যেই কান্তি হয় সেই॥
রতি বিপরীত আদি সেই প্রগলভতা।
ক্রোধেতে বিনয় বাক্য সেই উদারতা॥
ধৈর্য্য সেই দুঃখেতে প্রেমের নাহি হ্রাস।
সাক্ষাতে প্রফুল্ল অঙ্গ সেই সে বিলাস॥
অল্প অভরণে শোভা বিচ্ছিত্তি সে হয়।
বিভ্রম সে ব্যস্ত হলে বেশ বিপর্য্যয়॥
ক্রন্দনেতে হাস্য আর অভয়েতে ভয়।
অক্রোধেতে ক্রোধ কিলকিঞ্চিৎ সেই হয়।
প্রসঙ্গেতে অঙ্গ ভঙ্গ সেই মোট্টায়িত।
অঙ্গ ছুঁলে সুখে ক্রোধ সেই কুট্টমিত॥
বিব্বোক বাঞ্ছিত বস্তু পেলে অনাদর।
অঙ্গ ভঙ্গ ঝনৎকার ললিতে সুন্দর॥
লজ্জায় না কহি কার্য্য চেষ্টায় জানায়।
বিকার তাহারে বলে বুঝ অভিপ্রায়॥
জ্ঞাততে অজ্ঞান সম মোগ্ধ্য সেই হয়।
চকিত সে ভ্রমরাদি দর্শনেতে ভয়॥
যৌবনাদি অভিমান জন্য মদ হয়।
কোন তাপ আদি যত কবিগণ কয়॥
বেশবাস খসে অঙ্গ মোড়া হই উঠে।
রোমাঞ্চ প্রফুল্ল গদ্গদাদি ঘর্ম্ম ছুটে॥

সাত্ত্বিক ভাব বিবরণ।

স্তম্ভ স্বেদ ঘর্ম্ম বহ রোমাঞ্চ প্রকাশ।
বিবর্ণ কম্পন অশ্রু গদ গদ ত্রাস॥
প্রিয় বিনা সুখ যত দুঃখ ময় হয়।
প্রিয় পেলে দুঃখে সুখ রাগ তারে কয়॥

যৌবন কথন।

যৌবনের চারি ভেদ শুন বিবরণ।
আগে বয়ঃসন্ধি পরে নবীন যৌবন॥
সুব্যক্ত যৌবন আর সংপূর্ণ যৌবন।
তার পর বৃদ্ধ ভাব বুঝ বিচক্ষণ॥
যৌবনের সন্ধিকাল দ্বাদশ বৎসর।
দশম নিয়মে কন ব্যাস মুনিবর॥

অথ স্ত্রীজাতি ভেদ।

অতঃপর চারি জাতি বর্ণিব কামিনী।
পদ্মিনী চিত্রিনী আর শঙ্খিনী হস্তিনী॥
বিশেষ করিয়া তার রূপ গুণ যত।
উদাহরণেতে পাবে লক্ষণ সম্মত॥

যথা স্মরদীপিকাদি মতে পদ্মিনী লক্ষণ।

ললিত ত্রিপদী।

শ্যামা চন্দ্রাননী, কমল নয়নী, ঘন
পীনস্তনী, হংসগামিনী। সুশীলা
সুবেশা, সুকুটিল কেশা, ক্ষীণমধ্য
দেশা, অতি মানিনী॥ সুকুমার কলেবর,
বিম্ব ওষ্ঠাধর, কান্তিসরোবর, মৃদু-
ভাষিণী॥ ক্ষুদ্র বক্র নাসা, [illegible]
বাদ্যে আশা, কহে সত্যভাষা, [illegible]

ভাষিণী ॥ কদলির গুরু,সুগঠন উরু, শরাসন ভুরু, শুদ্ধাচারিণী। স্নিগ্ধ অঙ্গময়, পদ্মগন্ধ কয়, গাঢ় লজ্জা ভয়,কুলচারিণী ॥ পতি পদে রতি, মতি নতি গতি, গুণবতী সতী, পতি ভাবিনী। সদা সর্ব্বক্ষণ, দেব দ্বিজে মন, সর্ব্ব সুলক্ষণ, ধরে পদ্মিনী ॥

যথা চিত্রিণী লক্ষণ।

চৌপদী।

পরমাসুন্দরী, ধূর্ত্তা কৃশোদরী, গুণের সাগরী, নাগরী মণি। উত্তান শায়িনী, গুরু নিতম্বিনী, কুঞ্জর গামিনী, শ্রীফলস্তনী ॥ প্রমাণ শরীরা, নাভি সুগভীরা, সুশীলা সুধীরা, চন্দ্রবদনী। তিল ফুল নাসা, সুমধুর ভাষা, গাঢ় রতি আশা, মুক্ত রদনী ॥ দয়া লজ্জা ভয়, সদা অঙ্গময়, মীনগন্ধ কয়, পীত বরণী। কুটিল কুন্তল, নেত্র নীলোজ্জ্বল, ক্ষীণ মধ্যস্থল, ডমরু গণী ॥ অঙ্গ উষ্ণতর, সুরঙ্গ অধর, শিশু করীকর, উরু বলনী। স্থূল কলেবরা, কোকিল সুস্বরা, রমণে তৎপরা, চিত্রিণী ধনী ॥

যথা শঙ্খিনী লক্ষণ।

চৌপদী।

দীর্ঘ কলেবর, দীর্ঘ দুই কর, দীর্ঘ তম্ব অধর, দীর্ঘ গঠন। দীর্ঘ নাসিকা, শ্রবণ, অঙ্গুলী চরণ, নয়ন রদন, সুদীর্ঘ বদন ॥ দীর্ঘ কেশ কর, সুদীর্ঘ কপাল, সাহস সুস্তনাল, কণ্টক হীন। শরীর কোমল, স্থূল নাভিস্থল, বক্ষ মণ্ডল, ধেন নলীন ॥ রমণ পাণ্ডিতা, মদনে মণ্ডিতা, তনু সন্তাপিতা, অতি চঞ্চলা। বিশাল জঘনা, ত্বরিত গমন রঙ্গে বিচক্ষণা, স্বভাব খলা ॥ কুচযুগ পীন, মধ্য দেশ ক্ষীণ, কণ্ঠে রেখা তিন, ভালে অঙ্কিনী। কোপান্বিতা হয়, ক্ষারগন্ধ কয়, চপল হৃদয়, ধাতে শঙ্খিনী ॥

যথা হস্তিনী লক্ষণ।

স্থূল কলেবর, পীন পয়োধর, নিতম্ব পীবর, স্থূল চরণ। স্থূল অঙ্গুলী কর, মধ্য স্থূলতর, স্থূল ওষ্ঠাধর, স্থূল জঘন ॥ উষ্ণ গাত্র বর শীতল না হয়, অভাব অভয়, হস্ত গঠন। কেশ নরম, ভুরু সুগঠন, সুনত্ত বাবণ, মত্ত ...

লোভের সাগর, আহার বিস্তর,
নিদ্রা ঘোরতর, ঘোর নাদিনী।
দন্ত দুর্দশায়, কপট হৃদয়, নাহি
ধর্ম্ম ভয়, মিথ্যাবাদিনী॥ গাত্র
লোমময়, মদগন্ধ কয়, কাম অতি-
শয়, পরগামিনী। সুমুখী সুনয়ন,
সুকঠিন ভায়া, গাঢ় রতি আশা-
করে হস্তিনী॥

অথ পুরুষজাতি ভেদ।

চারি জাতি নায়িকার শুনহ নায়ক।
শশ, মৃগ, বৃষ, অশ্ব, সন্তোষ দায়ক॥
পদ্মিনীর শশ পতি, মৃগ চিত্রিণীর।
বৃষের শঙ্খিনী তুষ্টি, অশ্বে হস্তিনীর॥
রূপ গুণ দোষ সব নায়িকার যত।
চারিজাতি নায়কেতে লক্ষণ সম্মত॥
তবে নর নারীতে যে ভাবের ব্যত্যয়।
সঙ্গের তাহার মূল জানিবা নিশ্চয়॥

যৌবনকালে নায়ক নায়িকার ভাব।

শুন শুন রসরাজ, কহিতে প্রকা-
শে লাজ, যৌবন মরম কথা না
কহিলে হয় না। শৃঙ্গার রসের
মর্ম্ম, শুদ্ধ রতি সুখ কর্ম্ম, যৌবন
কালের ধর্ম্ম, অন্যকালে রয় না॥
যৌবন পরম ধন, স্ববশ ইন্দ্রিয়গণ,
শিশু বৃদ্ধ দেখি লোক রস কথা ক-
য়না। বালকের নাহি শুদ্ধি, বৃদ্ধ
হৈতে হত বুদ্ধি, যুবা বিনা রসজ্ঞার
অন্যে কেহ সয়না॥ যুবা সেই
মতিমান, যুবা সেই বলবান, যুবা
বিনা সংসারের দায় কেহ বয়না।
কিবা নর কিবা ধনী, যৌবনে স-
কলে ধন্য, যৌবন হইলে নষ্ট খে-
দে দেহ রয়না॥ জানিয়া যৌবন
নিধি, পীরিতি সৃজিল বিধি, পী-
রিতি বিহীনে কেহ ক্ষণকাল রয়না।
কি কব পীরিতি রস, জগৎ যাহা-
তে বশ, নামমাত্র অপরূপ নিরূপণ
হয়না॥ তথাচ পীরিতি লাগি,
সদামন অনুরাগী, নায়িকা নায়ক
বিনা মরমে বর্ত্তয় না। অতএব
শুন সার, নায়িকা সে রসাধার, যে-
হেতু শৃঙ্গার রস অপরে সিঞ্চয় না॥
নায়িকা মদনাগার, নায়ক প্রহ-
রী তার, পুরুষ প্রকৃতি বিনা ক্লীবে
শোভা পায়না। ললনা রসিকা
যেই, রসের ভাণ্ডার সেই, রসিক
ব্যতীত রস অরসিকে চায় না॥
যারে হেরি কলেবর, কামে কাঁপে
থর থর, উড় উড় করে মন ধৈর্য্য
গুণ রয় না। ত্যজি কুলশীল লাজ,
অন্তরে না সহে ব্যাজ, অভিমান
স্বপনে চিন্তয় না॥ বিশেষ যুব-

তী রূপ, প্রচণ্ড অনল কুপ, অপরূপ সে আগুণ স্বগুণ জানায় না। আহা মরি কি আগুণ, আগুণের কি দ্বিগুণ, যেই ধরে সে আগুণ গুণ টের পায় না॥ নারীর উন্নত কুচ, যেন অগ্নি শিখা উচ, দরশনে দহে প্রাণে তা কহ না। পরশিলে প্রাণে ধর। শিহরয়ে কলেবর, পরাণ শীতল হয় কাম জ্বালা রয় না॥ যুবতীর কিবা ঠাট, যেন নাটুয়ার নাট, রঙ্গে সে সুখোদয় বিবরণ হয় না। রঙ্গ প্রসারিণী নারী, প্রকৃতেরে প্রতারিতা, পরস্পরা ধিকি কিনী অন্তরজনে লয় না॥ স্বভাব বাধিনী রামা, রূপ গুণে নিরুপমা, কেশ ফাঁদ পাতা ফাঁদ মৃগ টের পায় না। মৃগ সে প্রেমিক মন, ফাঁদে পড়ে অচেতন, থাকিতে উপায় পথ তথাপি পলায় না॥ ভুরু শরাসনে বাণ, কটাক্ষ করে সন্ধান, নাগর কুরঙ্গ রঙ্গ হেরি দূরে ধায় না॥ যেজন রাখয়ে প্রাণ, সেজনের গেযে প্রাণ, উভয় উভয়ে প্রাণ ভাব বুঝা যায় না॥ যদি প্রেমে পায় ক্লেশ, সে দুঃখ সুখ বিশেষ, পরাণে পরশিলে শেল মরমে জানায় না। কামার্ণবে হইতে পার, তরুণী তরণী তার, নায়ক নাবিক বিনা সে তরী খেয়ায় না। রমণী সুখ সাগর, রমণী রস আকর, রমণী ব্যতীত ঘর, কভু শোভা পায় না। [illegible] যার স্বতন্তরা, সেজন [illegible] নিকেতন কিকানন [illegible] না॥ প্রেয়সী প্রেমিকা যার, [illegible] সংসার ভার, সামান্য সুখের লোভে দেশান্তরে ধায় না। [illegible] প্রিয়া সহবাস, রসরঙ্গে [illegible] সেই স্বর্গ সুখ ভোগ [illegible] চায় না। [illegible] বসনে অলঙ্কার, সুগন্ধ কুসুম হার, [illegible] খেদ যায় না। নারী যদি [illegible] মান, জ্ঞানী হয় হতমান, ভাঙ্গিতে সে অভিমান, [illegible] মান চায় না। যদি গুরুমান করে, নাগর চরণে ধরে, বলে প্রিয়া ক্ষমাকর আর প্রাণে সয় না। এমতে প্রেমের রঙ্গ, হইলে সে মান ভঙ্গ, অনঙ্গে অবশ অঙ্গ কিছু মনে রয় না॥ প্রেয়সী প্রাণের প্রাণ, মানিনী মানের মান, [illegible] নির্দ্ধনের ধন দেখিও হারায়না। নারী বিনা এসংসার, দিবসেতে অন্ধকার, [illegible] থাকিতে কার তথাচ মানায় [illegible] পুণ্যবান নর, নারীসঙ্গ [illegible] সুখে রস কেলী করে [illegible] পায় না। প্রিয়া ধ্যান [illegible] প্রিয়া যাগ যজ্ঞ জপ, [illegible] অন্য মনে [illegible] প্রকৃতী সৃষ্টির মূল, প্রকৃতি [illegible] ন স্থূল, প্রকৃতি পুরুষ বিনে [illegible]

সার রয় না। সংসারী কি ব্রহ্মচারী, বাণ প্রস্থ জ্যোতিচারী, সবার প্রসূতী নারী অন্য হেতু হয় না॥ সেকারণে নারী ধন্যা, গৃহ সুখে অগ্রগণ্যা, মরমে পরম সুখ নারী বিনে দেয় না। অতএব, আছে নীতি, নারী প্রতি রাখ প্রীতি, না হলে পরম প্রীতি, একেবারে হয় না॥ কহে দীন শুন ভাই, নারীকে বিশ্বাস নাই, নারীবার নিচগামী উচ্চপানে যায় না। নারী গুণ জানে যেই, কিছু বা বুঝেছে সেই, সঙ্কেতে কারণ্ড এটে কামা টের পায় না।

ইতি জ্ঞান রত্নাকরের পঞ্চমরত্নসমাপ্ত।

ষষ্ঠ রত্নারম্ভ।

অথ হিতোপদেশ প্রকরণ॥

সিদ্ধান্ত কহেন শুন রাজার নন্দন।
অতঃপর নীতি শাস্ত্র করহ শ্রবণ॥
নীতিশাস্ত্র জ্ঞান নেত্র যে জন বিহীন।
সেই জন্ম কর্ম্ম অন্ধ অতি অর্থহীন॥
হেন জ্ঞান চক্ষে দেহ শ্রবণ করুন।
স্মরণ দিদলে পদ্ম হইবে উজ্জ্বল॥
যেই নীতি শাস্ত্রমর্ম্ম না করে বিচার।
সেই মূর্খ দুরাচার হত বুদ্ধি ছার॥
ভদ্রাভদ্র কর্ম্ম ধর্ম্ম দেখিতে না পায়।
সতত ব্যাকুল চিত্ত উদরের দায়॥
শাস্ত্র শস্ত্র অশ্ব যন্ত্র বাক্য নারী নর।
মনুষ্য বিশেষে শোভে নহে ভাবান্তর॥
অতএব মনুষ্যের শুন বিবরণ।
অনুভবে বুঝ পুত্র লক্ষণেলক্ষণ॥
সেই সে মনুষ্য মনুষ্যত্ব জন্মে যার।
নতুবা বর্ব্বর মাত্র মানব আকার॥
তার সাক্ষ্য অগুরু সৌরভে মান্য হয়।
নতুবা সামান্য কাষ্ঠ গৌরবে কেবা কয়॥
একারণ মনুষ্যত্ব সৌরভ সমান।
সৌরভে সৌরভী যেই সেই সে প্রধান।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ক্ষমাযুক্ত শুচি।
আত্মতত্ত্ব শাস্ত্রালাপ দয়া দানে রুচি॥
বিদ্যাধন উপার্জ্জনে বহু করে শ্রম।
মিত্রে অনুকূল শত্রুপক্ষে পরাক্রম॥
ইত্যাদি গুণেতে গণ্য মনুষ্য উত্তম।
উদর পোষণে মান্য যেই নরাধম॥
বিফল জীবন তার মরণ বিহিত।
চর্ম্মাবৃত বায়ু যন্ত্র যেমত জীবিত॥
উভয়ের নিশ্বাস প্রশ্বাস বর্ত্তমান।
তবে কেন প্রভেদ জানিবা মতিমান॥
মনুষ্য শরীরে বসে নানা বিধ গুণ।
গুণের প্রভাবে হয় কর্ম্মেতে নিপুণ॥
কিন্তু সর্ব্ব গুণোপরি অতিক্রম করি।
সত্যবল মস্তকে থাকে সদ সৎ ধরি॥
যথা শশী অতিক্রম করি তারাগণে।
শীতাশীত দুই পক্ষে উদয় গগনে॥
সভাব শশীর শীত পক্ষ যেই সৎ।
অশীত যে পক্ষ সেই জানিবা অসৎ॥
সতেতে সুকর্ম্ম হয় অসতে কুকর্ম্ম।
সুকর্ম্মে প্রকাশে ধর্ম্ম কুকর্ম্মে অধর্ম্ম॥

ধর্ম্মেতে পরম ধন ধার্ম্মিকে সঞ্চয়।
পরিণামে স্বর্গভোগ করয়ে নিশ্চয়॥
অধর্ম্মে নিধন প্রাপ্ত অধার্ম্মিক নর।
পরকালে রৌরবে রৌরব ভয়ঙ্কর॥
অতএব স্বভাব সকল সুলক্ষণে।
তাদেরে গোপন করে হেন শক্তি কার॥
সন্তের স্বভাব সে সহজে বুঝা যায়।
অসন্তের স্বভাব বুঝিতে বড় দায়॥
যেহেতু লক্ষণে সম, সত্যবাদী হয়।
[illegible] তার সদভাবে রয়।
দুর্জ্জন স্বপনে কভু সত্য নাহি কহে।
অন্তরে গরল তার মুখে সুধা বহে॥
একারণে প্রথমে স্বভাব নিরীক্ষিবা।
কার্য্য কঠিন পাষাণে সুপরীক্ষা লইবা॥
কিবা সৎ কি অসৎ স্বভাব আপন।
কেহন লোক [illegible] কতে জীবন॥
যে জনার স্বভাব বিশেষ না জানিবা।
নিজ মনোবাসে বসে কখন না দিবা॥
স্বভাবতঃ শত্রু মিত্র কেহ কার নয়।
ব্যবহারে প্রকাশে বিশেষ পরিচয়॥
তাহার লক্ষণ কহি শুন মহোদয়।
যাহাতে জানিবা সদসৎ ব্যবহার॥
বিপদেতে শত্রু মিত্র পুরগণে রণে।
স্ত্রীকে বুঝিব। কুলোনারীকে নির্জনে॥
সারিবে বাসনে ভূলোককর্ম্মের নিয়োগে।
সম্প্রদায় মন্ত্রিগণে যোগিগণে যোগে॥
বুদ্ধিবল পরাক্রম বিপত্তি সময়।
পরীক্ষা লইলে পাবে সূক্ষ্ম পরিচয়॥
অতএব নীতিশাস্ত্র কর অধ্যয়ন।
অনায়াসে জ্ঞানচক্ষু যাহে উন্মীলন॥
মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, সুসন্ধি সংগ্রহ
রাজ নীতি হিতোপদেশ মর্ম্ম [illegible]।
নানা শাস্ত্র অনুসারে কহিব ক্রমায়।
বিনা কর্ম্ম করা ঠেকিবার [illegible]।
শ্রবণ করহ দুই নৃপতি নন্দন
কহে ছিলি শুন মিত্রলাভ বিবরণ॥

মিত্রলাভ বিবরণ।

সংসার বিষম বিষ বৃক্ষে চমৎকার
রসাল দ্বিফল ফলে সুস্বাদের সার।
প্রথমতঃ প্রিয় বাক্যসুধা আস্বাদন।
দ্বিতীয় বান্ধব সঙ্গ প্রেম উদ্দীপন॥
বিশেষ শুনহ দুই ফলের মহিমা।
প্রেমিক মহিমা তাহাকে করিবে সীমা॥
প্রেম বাক্যে যেমন অন্তর স্নিগ্ধ হয়।
সুশীতল জলে কভু সে প্রকার নয়॥
মুক্তাহার পরিধান চন্দন লেপনে।
শীতল না হয় অঙ্গ যেমন বচনে॥
অতএব প্রিয় বাক্য পীযূষ সমান
অগ্রে পান করি পরে, পরে কর দান॥
দ্বিতীয় বান্ধব সঙ্গে যে সুখ উদয়।
বুঝিতে সে পারে যার প্রেমের হৃদয়॥
যেমন ক্ষুধাগ্নি নষ্ট করিবে ভক্ষণ
তেমত তিমিরে নাশে তপন কিরণ॥
যেমত অনলে ক্ষয় হিমের বিনাশ
তেমত বান্ধব সঙ্গ শোক করে নাশ॥
ক্ষিতি তলে কেহ নাহি বান্ধব সমান
সম্পদে বিপদে সখা এই সে প্রমাণ।

অতএব সেই [illegible] চতুর্থ প্রকার।
একাদি [illegible] কুমার॥
প্রথমে ঔরস [illegible] গণন।
মরমে [illegible] হইতে সজ্জন॥
দ্বিতীয় [illegible] এই [illegible] লক্ষণ।
[illegible] প্রেম [illegible]॥
তৃতীয় সখ্যতা, ভাব করিবা [illegible]।
পরকৃত [illegible] প্রণয় [illegible]॥
চতুর্থ [illegible]।
[illegible] সখ্য [illegible] সেই [illegible]।
পিতা [illegible]।
অপারে [illegible] তাহারি [illegible]
অতএব এই চারি মিত্র ব্যবহার।
ক্রমেতে [illegible] মনে করিয়া বিচার॥
শীলতা [illegible]।
অনুরক্ত সদা সুখ দুঃখে [illegible]॥
সর্ব্ব কর্ম্মে নিপুণতা [illegible]।
মিত্রে না [illegible]।
এসব লক্ষণ [illegible] বান্ধব [illegible]।
অপর বিশেষ [illegible]॥
নির্জ্জনে অভেদ [illegible] ব্যবহার।
নিষ্ঠুরতা [illegible]॥
ক্রোধ মিথ্যা [illegible]।
অকস্মাৎ [illegible] কৌশলে॥
অতঃপর এই চারি [illegible]।
যেরূপে করিবে ব্যবহার শুন [illegible]॥
প্রথমতঃ ঔরস [illegible]।
পুত্র প্রতি পিতার যেরূপ ব্যবহার॥
পঞ্চম বৎসর পুত্রে করিবা [illegible]।
দশম বৎসরাবধি বিদ্যাতে [illegible]॥

ষোড়শে সজ্জন পুত্রে মিত্রতা উচিত।
দুর্জ্জন হইলে ত্বরা বর্জ্জন বিহিত॥
বিদ্বান্ সুশীল ধীর ধার্ম্মিক সজ্জন।
কর্ম্মে বিচক্ষণ পুত্রে হেরিবা যখন।
[illegible] কোন কর্ম্ম না করিবা।
[illegible] সখ্যতা রাখিবা॥
[illegible] উত্তম।
[illegible] প্রকাশে [illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]।
[illegible] বিশেষ।
[illegible]॥
[illegible] সখ্যাচার।
[illegible] করিবা বিচার॥
[illegible] না করিবা [illegible]।
[illegible] মন॥
[illegible] থাকে বিপদে দুঃখিত।
[illegible] কর্ম্ম করে যথোচিত॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible] সর্ব্বক্ষণ [illegible]।
[illegible] রাখে মান॥
[illegible] নিজন।
[illegible] প্রেমেতে কদাচিৎ বিঘটন॥
[illegible] সখ্যতা পরকৃত প্রেম হয়।
[illegible] লক্ষণ তাহে করিবা নির্ণয়॥
ক্রীড়া কাল, অধ্যয়ন, প্রার্থনা, প্রবাস,।
কর্ম্মালাপ, পরিতাপ, হাস্য পরিহাস॥

আদান প্রদান, ভয় এই নয় কালে।
মন মীন বদ্ধ হয় দৃঢ় প্রেম জালে॥
উভয় মনের যোগে সখ্যতা সঞ্চার।
কারণ বিশেষে হয় প্রণয় প্রচার॥
উত্তম মধ্যম আর প্রাকৃত নিয়মে।
পরস্পর সখ্যাচার করে মনোরমে॥
প্রথমে শুনহ তার উত্তম [illegible]।
[illegible] উত্তম [illegible] কার অন্বেষণ॥
উত্তম প্রেমিক হয় কারণ [illegible]।
ভাবান্তর হইলে না হয় মন [illegible]॥
দেশকালে [illegible] কিছু না [illegible]
প্রেমের [illegible] প্রিয় সদা [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
সুখে [illegible] সমভাগী হয় সেই [illegible]॥
[illegible] [illegible] নাহি [illegible] নাহি [illegible]।
[illegible] [illegible] মঙ্গল [illegible]॥
[illegible] [illegible] অভিমান করি বিসর্জন।
[illegible] উৎ[illegible] করে [illegible]॥
[illegible] বুঝি কর্ম্ম করে [illegible] আনন্দ।
সখা সঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible]॥
অহিত করিলে [illegible] হিত করি মানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥
দিবা নিশি হয় যত মনে অভিলাষ।
অকপট মিত্র স্থানে করে সে প্রকাশ॥
ধন জন জীবনাদি বান্ধবে প্রভায়।
যেহেতু আকার ভেদ একাত্মা বর্ত্তয়॥
আগমন, ভ্রমণ, কেলী, ভোজন, শয়ন।
মন্ত্রণা, যন্ত্রণা, সুখ, ভাষণ, ভজন॥
এই দশকালে, যার বিচ্ছেদ না হয়।
সেই সে উত্তম ভাব প্রেমিকেরা কয়॥

পরেতে মধ্যম ভাব [illegible] [illegible]
[illegible] মধ্যম ভাব [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
বান্ধব সহিতে [illegible] তুলা [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] করি [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
আর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] মত [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমান।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] আচারে আপনারে শ্রেষ্ঠ [illegible]
[illegible] [illegible] হইবে নিশ্চিত।
[illegible] [illegible] [illegible] সর্ব্বদা চেষ্টিত।
[illegible] [illegible] করে আপন মঙ্গল।
না করে সখার কর্ম্ম হইলে [illegible]॥
[illegible] [illegible] হিতে হিতাহিত ব্যবহার।
[illegible] [illegible] তিরস্কার চমৎকার।
সর্ব্বদা প্রকাশে প্রেম কপট [illegible]।
বিচ্ছেদ হইলে পুনঃ না হয় মিলন॥
এই তিন ভাবে হয় প্রেম [illegible]
[illegible] বুঝিবা [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] বিনা [illegible] [illegible] [illegible]
তাহার বিশেষ কহি বুঝ অভিপ্রায়
দূরে সখা হেরি হয় সহাস্য বদন।
কিম্বা [illegible] কর্ম্মে [illegible]॥
কিবা অসাক্ষাতে [illegible] কীর্ত্তন।
দিবাদ্রব্য দেখি মনে করয়ে [illegible]

সেবাভাবে সর্ব্বদা হইয়া অনুকূল।
প্রিয় বাক্য দান আর নহে প্রতিকূল॥
দোষেতে গুণের ব্যাখ্যা করে যেইজন।
তাহাতে প্রকাশে আনুরক্তির লক্ষণ॥
এসকল ভাব কভু না হয় মৌখিক।
সে বুঝে বিশেষ মর্ম্ম যে হয় প্রেমিক॥
আকার প্রকার বর্ণ গমন বচন।
চক্ষু মুখ বিকারেতে পাইবা লক্ষণ॥
সদসৎ মনুষ্য ইহাতে পরিচয়।
অবশ্য প্রকাশে ভাব নাহিক সংশয়॥
আনুরক্তি দশা ভাব ক্রমেতে বুঝিব।
পরেতে পরের সঙ্গে প্রণয় করিবা॥
অবশেষে মনোবেশ করহ কুমার।
চতুর্থ পরম বন্ধু শুন কি প্রকার॥
শান্ত দান্ত ধর্ম্মশীল দয়াবান্ যেই।
নিস্বার্থ বিপদী জনে রক্ষা করে সেই॥
উৎসবে বিপদে রণে দুর্ভিক্ষ শ্মশানে।
উপদ্রব রাজদ্বার এই সপ্ত স্থানে॥
না করিতে প্রার্থনা প্রকাশে উপকার।
কালাকাল পাত্রাপাত্র না করে বিচার॥
যথা সাধ্য করে কর্ম্ম বান্ধব বাঞ্ছিত।
উৎসবে উৎসবী হয় সন্তাপে তাপিত॥
অতএব তাহার তুলনা দিব কায়।
প্রমাণ পায়েছে দীন গোবিন্দ কৃপায়॥
পরেতে খলের প্রেম জানিবা পৃথক।
বিশেষ প্রপঞ্চ তার কহিব কতেক॥
খলতা চাতুর্য্য তঙ্ক যাহার আধার।
অর্ব্বাচীন অপ্রেমিকে করে ব্যবহার॥
সন্তের খলের প্রীতি বিস্তর অন্তর।
তাহার প্রমাণ কহি শুন প্রিয়বর॥
সুবর্ণ কলস সম সন্তের প্রণয়।
যাহাতে নাহিক ভগ্ন বিচ্ছেদের ভয়॥
খলের পীরিতি প্রায় মৃত্তিকা নির্ম্মিত।
পদে পদে ভগ্ন পুনঃ না হয় মিলিত॥
কুচিৎ সন্তের প্রেম ভঙ্গ যদি হয়।
ভঙ্গহেতু স্বগুণে বিকার প্রাপ্ত নয়॥
মৃনাল ভঙ্গেতে তার আছয়ে প্রমাণ।
উভয় খণ্ডেতে গুণ যথা বর্ত্তমান॥
আত্মতত্ত্ব নিরূপণে হইয়া তৎপর
রচিলা পুস্তক দীন জ্ঞানরত্নাকর॥

পুত্রাদি নির্ণয় করণ।

মিত্রলাভ উপাখ্যান করিয়া শ্রবণ।
পরপক্ষ রূপে কহে নৃপতি নন্দন॥
প্রথমে ঔরস পুত্র নিত্য বিবরণে।
কহিলা ঔরস শব্দ পুত্রে কি কারণে।
ইহে বোধ ঔরস ব্যতীত পুত্র হয়।
বিশেষ পুত্রের অর্থ কহ মহাশয়॥
সিদ্ধান্ত কহেন শুন নৃপতি কুমার।
শাস্ত্রমত পুত্র সংজ্ঞা দ্বাদশ প্রকার॥
যথাক্রমে শুন নাম স্বরূপ লক্ষণ।
যেরূপ কহিলা স্মৃতি শাস্ত্রে মুনিগণ॥
ঔরস, পুত্রিকা পুত্র, ক্ষেত্রজ, গূঢ়জ।
পৌনর্ভব, কানীন, দত্তক, সহোঢ়জ,
দত্তাত্মা, কৃত্রিম, ক্রীত পুত্র, উপবিদ্ধ।
ইত্যাদি দ্বাদশ পুত্র জানিবা প্রসিদ্ধ॥
ধর্ম্ম বিবাহিতা নারী হৈতে যে সন্তান।
ঔরস তাহার নাম বুঝ মতিমান॥

অপুত্রক কন্যাদান কারো করিবে [illegible]।
যদি বরে পুত্রিকার হয় [illegible]॥
সেই কন্যা গর্ভে যদি জন্মে সুসন্তান।
[illegible] হইবে পুত্র প্রতিজ্ঞা প্রমাণ॥
[illegible] যদি সেই পুত্র পায়।
তবে সে পুত্রিকা পুত্র [illegible]॥

২

পুত্রহীন [illegible] অপুত্রক [illegible]।
দেবর সহিত [illegible] পুত্র উৎপাদন।
[illegible] যদি পুত্র [illegible]।
দেবর [illegible] উদরে॥
তাহার ক্ষেত্রজ নাম জানিবা [illegible]।
কলিকালে কোন স্থানে নাহি ব্যবহার।

৩

[illegible] যদি নারী করিয়া গোপন।
[illegible] পুরুষে দেয় রতি আলিঙ্গন।
তাহাতে যে পুত্র হয় গূঢ়জ নামক।
গূঢ়জ প্রভেদ [illegible] দ্বিতীয় [illegible]॥
সধবা গর্ভেতে যেই [illegible] জন্মায়।
বিধবা হইতে জন্ম গোলক [illegible]॥

৪

বিবাহিতা নারী যদি থাকে ভর্ত্তৃবাসে।
সবর্ণ সহিত সঙ্গ করে রতি আশে॥
পুনর্ভূ নামিনী হয় সেই রসবতী।
যে কাল পর্য্যন্ত ধর্ম্ম নাহি জানে [illegible]॥
এবং কলিযুগার্থ পরাশর বাক্যং।
যথা।

নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যোবিধীয়তে॥

[illegible]

[illegible]

কিম্বা [illegible]

অথবা [illegible]

[illegible]

[illegible]

৫ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তাহাতে যে পুত্র [illegible]

[illegible] খ্যাতি [illegible]

৬

অনুঢ়া কামিনী যদি পিতৃবাসে থাকে।
সবর্ণ সহিত সঙ্গ হয় দৈব পাকে॥
তাহাতে যে পুত্র হয় সেই যে কানীন।
[illegible] ব্যবহার ছিল নহে একালীন॥

৬

[illegible] পুত্রের [illegible]।
[illegible] যাহা করে ব্যবহার।
[illegible] নারীর [illegible]
[illegible] পুত্র করে [illegible]।
সব হইতে দেখি [illegible]
[illegible] সংস্কার [illegible]
[illegible] পিতৃ স্থানে করিয়া [illegible]
[illegible] সংস্কারে [illegible]।
কিম্বা নারী প্রতি যদি দেয় [illegible]
মম [illegible] পুত্র [illegible]
পতির [illegible] দেশে নারী [illegible]
দত্তক তাহার [illegible] যাহার॥

দত্তক পুত্রিকা পুত্র একই সমান।
ঔরস ক্ষেত্রজ দোঁহে কেবল সুসন্তান॥

৭

কন্যার বিবাহ পূর্ব্বে গর্ভস্থিত যেই।
বিবাহের পরে জন্মে সহোঢ়জ সেই॥
জননীর ভর্ত্তা যেই সেই হয় পিতা।
জনকে না পায় পুত্র স্মৃতির বর্ণিতা॥

৮

মাতা পিতা হইতে পরিত্যক্ত সন্তান।
সবর্ণ সদনে আসি পুত্র করে প্রাণ॥
অদ্যাবধি পুত্র আমি হইব তোমার।
এই নম্র বাক্য যদি কহে শতবার।
উভয় পক্ষেতে যদি হবে অঙ্গীকার।
তাহাতে দত্তাত্মা পুত্র কহে স্মৃতিকার॥

৯

পিতা মাতা দীন পুত্রে দেখিয়া যেজন।
পালনার্থে তুষায় দিয়া নানা বিধ ধন॥
যদ্যপি সে শিশু করে পুত্রত্ব স্বীকার।
তাহার কৃত্রিম নাম জানিবা কুমার॥

১০

ধন আশে পিতা মাতা আপন নন্দন।
সবর্ণে বিক্রয় করে পাইয়া কিছু ধন॥
সে ধনী বালকে যদি করে সুপালন।
ক্রীত পুত্র নাম তার হয় সে কারণ॥

১১

মাতা পিতা যে সন্তানে করে পরিত্যাগ।
পুত্রে যদি কিঞ্চিৎ না দেয় দায়ভাগ॥
যদ্যপি সবর্ণ স্থানে সে লয় শরণে।
স্নেহতা ক্রমেতে কেহ করয়ে পালন॥
কিম্বা দাসী পুত্র যদি রক্ষে নিকেতনে।
গৃহপতি সে সন্তানে পালয় যতনে॥
উভয়ের হয় মাত্র উপবিদ্ধ নাম।
ইত্যাদি দ্বাদশ পুত্র বুঝ গুণ ধাম॥

১২

ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে পুত্রাদি লক্ষণ।
ভাষায় রচিলা দীন সুনক্ত কারণ॥

সুহৃদ্ভেদ প্রকাশ।

দ্বিতীয় সুহৃদ্ভেদ করহ শ্রবণ।
ক্রমেতে বুঝিবা পুত্র লক্ষণে কুলক্ষণ।
অসার সংসারে সুধা সুজন সংযোগ।
বিশেষ বিষম বিষ সুজন বিয়োগ॥
প্রেমরত্ন উপার্জ্জন নহে সাধারণ।
প্রেমিক নহিলে কেবা পায় অন্বেষণ॥
হৃদি কোষে যতনে সে রতন রাখিবা।
সরল স্বভাব মনে অধ্যক্ষ করিবা॥
কপট কপাট তাহে নাহি প্রয়োজন।
জাগ্রত প্রহরী যথা বিজ্ঞান নয়ন॥
তথাচ বিচ্ছেদ চোরে সদা সাবধান।
চক্ষে চক্ষে চুরি করে প্রকাশিয়া মান॥
বিচ্ছেদের সহকারী হয় পঞ্চজন।
কুকর্ম্মী অধর্ম্মী তারা দারুণ দুর্জ্জন॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মান এই পঞ্চ।
বিচ্ছেদ ঘটায় প্রেমে করিয়া প্রপঞ্চ॥
তাহার বিশেষ কহি, শুনহ কুমার।
কেবা কোনরূপে করে ভেদি ব্যবহার॥

কামিনী লইয়া কাম কামনা পুরায়।
ক্রোধ হিংসাকারী তুচ্ছ অপরাধ পায়॥
পরধনে লোভী লোভ ছয়েতে প্রধান।
বিষয়ানুরাগে মদমত্ত হত জ্ঞান॥
আপন বৈভব হেরি ক্ষিপ্ত সদা মান।
অতএব এ পক্ষে সতত সাবধান।
দমন উপায় এতি শুন অতঃপর
যেরূপে করিবে বন্দি কামাদি তস্কর॥
রূপবতী পর নারী করি বিলোকন।
লাভ হবে কতক্ষণ ভাবি দিবা মন॥
যদি মনে মত্ত করে কাম দুরাচার।
সাক্ষাতে করিবা বস্তু কি বস্তু বিচার॥
বান্ধবের পরিজন আপনা অধিক।
যেই করে ভেদ জ্ঞান তার মনে ধিক॥
যথায় প্রেয়সী যদি পাইয়া নির্জ্জনে।
প্রেমালাপ করে ধনী সহাস্য বদনে॥
বাক্যে প্রত্যুত্তরে সুখী না হবা সতত।
অন্তরে মানিবা বন্ধু প্রিয়া মাতৃবৎ॥
তাহাতে যদ্যপি হয় মন বিচলিত।
অবশ্য সুহৃদভেদ হইবে ত্বরিত॥
অতএব মনেরে করিবা পরিচ্ছেদ।
কামে কি করিতে পারে বান্ধব বিচ্ছেদ॥
দ্বিতীয় বান্ধবে করে ক্রোধে অপচয়।
কিম্বা ক্রোধান্বিত হৈয়া কটুকথা কয়॥
সুহৃদের তিরস্কার পুরস্কার মানি।
হাস্যমুখে কাল করে সেই মিতজ্ঞানী॥
যদ্যপি ক্রোধাগ্নি তাকে হয় বলবান।
প্রেমানলে দগ্ধ হয় জানিবা ধীমান॥
ক্ষম অনুনয় মতে নিযুক্ত করিবা।
বহু ক্ষমা সহিত ক্রোধ দূরে পলাইবা॥

তৃতীয় বান্ধব পরে [illegible]
লোভে জন্য নষ্ট কষ্ট মনে [illegible]
লোভ খল অলস কৃপণ [illegible]
অকারণে মুচ [illegible]
শক্তপদে অবজ্ঞা করয়ে [illegible]
আপন ভণ্ডেতে পায় অশেষ [illegible]
অতএব লোভী না হইবা [illegible]
জ্ঞানহ দৈবকর্ম্ম [illegible]
যদি মিত্র মন [illegible]
ভরিতে পারিতে [illegible]
সন্তোষ প্রদানে [illegible]
সে লোভ [illegible] কভু না রহিল
চতুর্থ বিষয় মদ না করিবা পান
দেখ মদে পদে পদে আছে অপমান
বিষম বিষ্ণু মদেমত্ত যেই জন
অনুনয় প্রেমালাপ করে বিস্মরণ।
সদা অনুরাগে থাকে আপনার ধনে
বিষয়ানুশীলনে ব্যতীত নহে মন
বান্ধবের সমাগমে হয় বিপরীত
সমাদরে অনাদর করে অনুচিত।
তাহাতে উপজে মান দুঃখে মনে।
পরে প্রেম নষ্ট হয় এই সে কারণে॥
এহেতু বিষয় মদ পান না করিবা।
সদা মনে সন্তোষকর্ত্তা ভাবনা ভাবিবা
[illegible]
ভুল ভ্রান্তি পেয়েছে কার [illegible]
রূপে গুণে ধনে জনে [illegible]
সংসর্গ এক [illegible]
বিকট বদনে [illegible]
ভাবে মনে [illegible]

প্রেমিক পণ্ডিত [illegible] তাহার স্থানেযায় ।
[illegible] সেথায় শুদ্ধ উদরের [illegible] ।
অ[illegible] [illegible] কেবল [illegible] [illegible]রা ।
ম[illegible] সকল ভ্রষ্ট শাস্ত্র অনুসারে ॥
[illegible] মনেতে মজিলে মতিমান ।
সুহৃদ [illegible] দূরে লয়া নিজ মান ॥
অতএব অনসুয়া করিবে সহায়
[illegible] কি [illegible] প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটায় ॥
এ [illegible] প্রেম[illegible] বঞ্চিত যেই জন ।
[illegible] প্রেমে বিচ্ছেদ না [illegible] কদাচন ॥
একা [illegible] [illegible] [illegible]ডুবিব ।
যথা [illegible] সুখ [illegible] সলিলে ভাসিব ॥
কামাদির বশ, [illegible], [illegible], [illegible]ভাবী,
অধার্মিক, প্রবঞ্চক, কলহ প্রয়াসী, ॥
আত্মসুখেসুখী, খল, নিন্দক, কৃপণ, ।
দয়া মায়া হীন, মূর্খ, অশুচি, দুর্জ্জন ॥
চতুর্দ্দশ জনে নাহি প্রেমে অধিকার ।
না হইতে প্রণয় হয় বিচ্ছেদ ব্যাপার ॥
ইত্যাদি সুহৃদ্ভেদ লক্ষণ যতেক ।
মরমে বুঝিবা শিশু কহিব কতেক ॥
কহে দীন কামাদি সুহৃদভেদ করি ।
বিবেক সহিত প্রেম রাখ হৃদে ধরি ॥

সন্ধি প্রকরণ ।

অতঃপর সন্ধির [illegible] প্রকরণ ।
বাদী প্রতিবাদী যথা [illegible] ॥
বি[illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] করে ।
অন[illegible] [illegible] সেই [illegible] ॥
সন্ধির হইলে সন্ধি সংগ্রামে কি ফল ।
যেহেতু সন্ধিতে হয় উভয়ে মঙ্গল ॥
এমত সন্ধির সদা সম্মান করিবা ।
অপায়ে উপায় যাহা হইতে পাইবা ॥
সন্ধি পাত্রাপাত্র এক বিংশতি প্রকার ।
কেবা করে অধিকারী কেবা অধিকার ।
[illegible], সত্যবাদী, ধার্ম্মিক, সজ্জন ।
কীর্ত্তিমান, গুণী, ভদ্রলোক [illegible] ॥
এই সপ্তজনে সন্ধি হয় পরস্পার ।
অসাধ্য [illegible] [illegible] [illegible]পর ॥
[illegible], প্রাচীন, [illegible], [illegible] ।
[illegible] [illegible], [illegible], [illegible] ॥
মথুক, বিষয়াসক্ত, চঞ্চল অস্থির,
দরিদ্র, বিদেশী, সত্যধর্ম্মচ্যুত নর ॥
চতুর্দ্দশ জনে সন্ধি না হয় কখন ।
পরস্পরা যেহেতু ব্যাকুল সর্ব্বক্ষণ ॥
অতএব [illegible] সন্ধি ষোড়শ প্রকার ।
যথা [illegible] [illegible] করিয়া বিচার ।
[illegible] [illegible] উপ[illegible] [illegible] ।
[illegible], সং[illegible] [illegible] ॥
[illegible], [illegible], [illegible], উপ[illegible], ।
[illegible], [illegible], [illegible] ॥
[illegible], পর ভূষণ, ষোড়শ ।
[illegible] কর্ম্ম কহি কেবা [illegible] ॥
সকলেতে যে মিলন [illegible] হয় ।
[illegible] দাসী দানেতে সন্তান সন্ধি কয় ॥
[illegible] কার্য্য, উপার্জ্জনে যে মিলন ।
উপন্যাস সন্ধি সেই [illegible] ।
[illegible] দানেতে সন্ধি সেই উপহার ।
[illegible] মিলন হইলে [illegible] [illegible] ।

কার্য্য আশে অন্যসঙ্গে যে করে গমন।
তাহাতে মিলন যেই সংযোগ, লক্ষণ॥
উভয় বলেতে পণ কার্য্যের কারণ।
পুরুষান্তর, সন্ধি তারে বলে বলিগণ॥
উপকার বাঞ্ছা করি করে উপকার।
তাহাতে যে হয় সন্ধি সেই প্রতীকার॥
অন্যের কর্ত্তৃক অর্থ সুসত্য হইবে।
এমত স্থানেতে শত্রু যে পণ করিবে॥
তাহাতে মিলন হৈলে অদৃষ্ট, লক্ষণ।
পরেতে আদিষ্ট মর্ম্ম শুন বিচক্ষণ॥
রিপুর সৈন্যেতে ক্ষুব্ধ হয়্যা রাজা করিপণ।
ভূমি অংশেতে করে আদিষ্টমিলন॥
সসৈন্যে শত্রুর সঙ্গে যেহয় মিলন।
আত্মা দৃষ্টি, সেই প্রাণ রক্ষার কারণ॥
সর্ব্বস্ব করিয়া দান যে করে প্রণয়।
উপগ্রহ সন্ধি সেই জানিবা নিশ্চয়॥
আত্মপ্রাণ সর্ব্বদা রক্ষাতে যেই জন।
সমস্ত কোষস্থ ধন করে বিতরণ॥
শক্তি হৈলে তাহারে [illegible] দিয়া করে প্রীতি।
তাহাকে জানিবা সন্ধি পরিক্রয় নীতি॥
ভদ্রাসন দান সঙ্গে যেই সন্ধি হয়।
উচ্ছিন্ন তাহার নাম করিল নির্ণয়॥
ভূম্যুৎপন্ন শস্য সেই করিয়া হরণ।
শস্য স্বামী হতে দেয় করিয়া যতন॥
উপকার হেতু [illegible] সে [illegible] সংশয়।
স্কন্ধ উপানেয় সন্ধি নীতি শাস্ত্রে কয়॥
ভূরি ভূরি ভূরি শস্য দান করে [illegible]।
তাই তার সঙ্গে প্রেম ক্রমের [illegible] সেই॥
তাহে পর [illegible] সন্ধির অনুষ্ঠান।
ইত্যাদি ষোড়শ সন্ধি জানিবা ধীমান॥
কহে নীল ষোড়শ [illegible] ক্ষণ।
আত্মা সহ সন্ধি কর [illegible]।

বিগ্রহ প্রকরণ।

বন্ধু স্বার্থে বিগ্রহ [illegible] আচরণ।
বন্ধু হইতে বিগ্রহ জানিবা [illegible]॥
বন্ধুভূমি কিঞ্চিৎ স্থান করে [illegible]।
বিগ্রহ অনলে [illegible] সর্ব্বত্র [illegible]॥
নৃপতির দুষ্কর্ম্ম শাস্ত্রের [illegible]।
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন॥
উভয় কর্ম্মেতে [illegible] কহে সুরগণ।
বিগ্রহে বিমুখ হৈলে ভিক্ষুকে গণন॥
বীরের বিগ্রহ মর্ম্ম শুনহ [illegible]।
অনায়াসে হয় যাহে সংগ্রামে বিজয়॥
শত্রু সঙ্গে সংগ্রামে হইলে উপস্থিত।
মন্ত্রী সহ মন্ত্রণা করিয়া যথোচিত।
অতএব মন্ত্রীর শুনহ [illegible]
সংকর্ম্মে বিচক্ষণ বুদ্ধিতে [illegible]॥
উপস্থিত বক্তা [illegible]
দয়াদানশীল [illegible]
মন্ত্রণায় ধন [illegible]
নৃপতিরে [illegible]
এ সকল [illegible]
অবশেষে [illegible]
নৃপ মন সংগ্রাম, [illegible]
উপযোগ [illegible]
স্থূলবুদ্ধি, [illegible]
মিথ্যা [illegible]

অতএব মন্ত্রির সদা লইবা মন্ত্রণা।
মন্ত্রণা পাইলে কেহ না পায় যন্ত্রণা॥
শুভক্ষণে জিজ্ঞাসিলা নৃপতি নন্দন।
মন্ত্রণা কাহাকে বলে কহ তপোধন॥
ভাল ভাল বলি গুরু করিল উত্তর।
মন্ত্রণার অর্থ শুন পুত্র গুণাকর॥
উৎসাহ, মন্ত্রণা, আর প্রভাব, এ তিন।
কর্ম্মের কারণ মাত্র বুদ্ধির অধীন॥
এ তিন করিতে স্থির চতুর্থ লক্ষণ।
সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, কহে বুধগণ॥
ইত্যাদি নির্ঘণ্ট রূপে যাহা হয় স্থূল।
মন্ত্রণা তাহার নাম কর্ম্মাদির মূল॥
সেই যে মন্ত্রণা হয় পঞ্চম প্রকার।
বিশেষ কারণ কহি শুনহ কুমার॥
প্রথমতঃ দেশ কাল পাত্র নিরূপণ।
দ্বিতীয় যাহাতে হয় বৈরীর দমন॥
পরে পুরুষার্থ আর যাতে কর্ম্ম সিদ্ধ।
সম্পত্তি লক্ষণ পঞ্চ জানিবা প্রসিদ্ধ॥
শুভাশুভ বিচারক একাগ্রজ্ঞ মন।
কর্ম্ম সিদ্ধ তর্কদণ্ডে যে করে মন্থন॥
সুমন্ত্রণা হৈতে সুধা উঠে অবিকল।
কুমন্ত্রণা হইতে উপজয়ে হলাহল॥
এ পঞ্চ মন্ত্রণা মাত্র কর্ম্মের উদ্যোগ।
কর্ম্মারম্ভে হয় ছয় গুণের প্রয়োগ॥
সুসন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয়,।
দ্বৈধীভাব আদি ছয় করিলা নির্ণয়॥
পরস্পর মিলন হইলে সন্ধি কয়।
বিগ্রহ রিপুর স্থানে জয় পরাজয়॥
তাহাকে বলয়ে যান, সংগ্রামে গমন।
যুদ্ধের নিবৃত্তি কাল সেই সে আসন॥
স্বপক্ষ রূপেতে পর পক্ষেতে প্রত্যয়।
ইহাকে সংশ্রয়, শুন বীরবর্গ কয়॥
একের সহিত সন্ধি অন্য সঙ্গে রণ।
দ্বৈধীভাব, সেই হয় বুঝ বিচক্ষণ॥
ইত্যাদি গুণাদি ভাব মন্ত্রণা বিহিত।
ক্রমেতে পাইবা মর্ম্ম নহে বিপরীত॥
ধনে মানে সন্তুষ্টে তুষিবা মিত্রগণে।
আপন সদৃশ করি রাখিবা সদনে॥
নরপতি, দ্বিজ মন্ত্রী, পুরনারী, বেশ্যা,
অলস পুরুষ, আর দন্ত, নখ, কেশ,।
এই নয় যদি হয় স্থানে স্থানচ্যুত।
অনাদরে পায় কষ্ট সম্মান বিনষ্ট।
রাজ্যভ্রষ্ট হৈলে পুনঃ রাজ্য লাভ হয়।
মন্ত্রী ভ্রষ্ট হৈলে মন্ত্রী লাভ সে সংশয়॥
অতএব মন্ত্রির মন্ত্রণা বুঝি মনে।
ইঙ্গিতে লিখিবা যুদ্ধ বার্ত্তা সন্দীপনে
অগ্রে বৈতালিক দিয়া বুঝিবা কারণ।
একারণ কহি বৈতালিকের লক্ষণ॥
গুণে গণ্য আনুরক্তি নির্ভয় অন্তর।
সুশীল রঞ্জিত বক্তা চতুর সুন্দর॥
জানে মর্ম্ম বক্তা অনুমানে করে কর্ম্ম।
স্পষ্ট মিষ্টভাষী শিষ্টনিষ্ঠতাদি ধর্ম্ম॥
হেন বৈতালিক হস্তে পত্র পাঠাইবে।
যে বিপক্ষ পক্ষে নিরপেক্ষতা করিবে॥
সন্ধি না করিয়া শত্রু যদি চাহে রণ।
সৈন্য যত সুসজ্জ হইবা ততক্ষণ॥
ভয়েরে করিবা ভয় মন্ত্রণা বিহিত।
যে কাল পর্য্যন্ত ভয় নহে উপস্থিত॥
আগত হইলে ভয় নির্ভয় হইবা।
সঙ্কল্প দেখে প্রাণ শক্তি প্রকাশিবা॥

প্রথমতঃ দুর্গ রক্ষা করিবা যতনে।
ধনদানে সন্তোষ রাখিবা সৈন্যগণে॥
ধনেতে মনের স্ফূর্ত্তি সাহস বিস্তর।
সেই লোভ হেতু সৈন্য করয়ে সমর॥
মনুষ্যের দাস কভু মনুষ্য না হয়।
সকলে ধনের দাস ধনে প্রভু কয়।
অতএব সে ধন সৈন্যকে করা দান।
ধন পরিবর্ত্তে যেই রণে দেয় প্রাণ।
দৈব, মন্ত্রী, সৈন্য বক্র হয় যে রাজার
তাহার রাজত্ব নষ্ট জানিবা কুমার॥
রথী, গজী, অশ্বী, আর পদাতিক যত।
সকলেরে প্রিয় বাক্যে তুষিবা নিয়ত॥
সৈন্য যূথে যথোরথি ব্যূহ স্থানে স্থান।
দূত পাঠাইয়া লবে রিপুর সন্ধান।
যদ্যপি বিপক্ষ করে রণে আগুসার।
অগ্রবীর পাত্রাপাত্র করিবে বিচার॥
উত্তম উত্তম সঙ্গে করা আক্রমণ।
অধম সহিতে কভু নাহি করা রণ॥
মেঘের গর্জ্জনে হয় সিংহের গর্জ্জন।
শৃগালশব্দেতে শব্দ না করে কখন॥
মহা বায়ু মহা বৃক্ষ করে উৎপাটন।
ক্ষুদ্র তৃণ পত্র কভু না হয় ছেদন॥
যে জন পরের আপনার বলাবল।
বিশেষ না জানি করে পর সঙ্গে বল॥
শত্রু হৈতে তিরস্কৃত হয় অনায়াসে।
অজ্ঞান প্রযুক্ত সেই সর্ব্বস্ব বিনাশে॥
সদৃশ বীরের সঙ্গে সংগ্রাম করিবা।
রিপুভয়ে পরাভব স্বপ্নে না করিবা॥
যদ্যপি সংগ্রামে হয় সন্ধি আচরণ।
তাহাতে বিগ্রহ মাত্র নিগ্রহ আপন॥

কিম্বা রিপু রণস্থলে [illegible]
তাহার সহিত যুদ্ধ [illegible]
সৈন্য অস্ত্র বলহীন শূন্য [illegible]
জীবন সংশয় জানি যে করে বিনয়॥
গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, বালক, [illegible]
আত্ম পাপ খণ্ডনের হেতু [illegible]
মদেমত্ত, মোহ রোগী, জড়, [illegible]
এই একাদশ জনে ক্ষমা [illegible]
অতএব রণ ত্যাজি যে করে [illegible]
কৃপায় মাধবে তারে দিবা আলিঙ্গন।
সন্ধি রূপে কর লয়া সম্মানেরা রহে।
দুর্জ্জন বঞ্চক হৈলে ক্ষমা না করিবা।
নিপাত হইলে শান্ত না করা আহ্লাদ।
সতত ঈশ্বর প্রতি দিবা ধন্য বাদ॥
সসৈন্য রিপুর দুর্গে করিয়া প্রবেশ।
সমস্ত কোষস্থ ধন লইবা বিশেষ॥
বিধিমতে সৈন্য গণে করি পুরস্কার।
অবশিষ্ট যা থাকিবে সেই সে রাজ্যের [illegible]
রিপু পুরবাসি লইবা সমাদর।
যথোচিত সকলেরে করা পরিহার॥
সম্মানে যতনে সবে করিবা রক্ষণ।
প্রজার পালন আর রাজ্যের শাসন।
প্রজা ধন জনে লোভ কভু না করিবা।
পুত্রবৎ প্রজাপালি প্রতিষ্ঠা লইবা॥
কিঞ্চিৎ কহিনু এই বিগ্রহের মর্ম্ম।
নিশ্চয় জানিবা বীর পুরুষের ধর্ম্ম॥
কহে দীন বীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই জন।
দেহবাসী রিপুগণে যে করে দমন॥

অথ রাজনীতি বিবরণ।

এক্ষণেতে বলি শুন [illegible] বর্ণন।
রাজনীতি [illegible] সর্ব্ব লক্ষণ॥
নৃপতির কর্ম্ম রাজ্যশাসন [illegible]।
বিগ্রহ বর্গেতে [illegible]॥
এক্ষণে সংক্ষেপে কহি আচার বিচার।
যে সকল কার্য্য হয় [illegible]॥
সিংহাসনে যখন নৃপতি দেব। [illegible]।
দুই পার্শ্বে দুই মন্ত্রী [illegible]।
সভার দক্ষিণ ভাগে [illegible] পণ্ডিত।
স্বজন সজ্জন বামে হইবে শোভিত॥
সম্মুখে সামন্ত গণে করিবে আসন।
পশ্চাতে দণ্ডায় মান রবে ভৃত্য গণ॥
অমাত্য সুহৃদ, মন্ত্রী, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ,
সৈন্য ভৃত্য প্রজা যদি হইবে নির্দ্দোষ॥
পরস্পর উপকারী হয় এ সকল।
যতনে রাখিলে হয় [illegible] মঙ্গল॥
সুসেবিত রাজা আর [illegible]।
জীর্ণাম্বর পণ্ডিত পুত্র বন্ধু [illegible] নারী॥
এ পাঁচ বিকার প্রাপ্ত না হয় কখন।
যেহেতু ভাবতে বর্ত্তে উত্তম লক্ষণ॥
সত্য শৌর্য্য দয়াবান রাজার ভূষণ।
কৃপণতা ভীরু [illegible] নির্দয় দূষণ॥
বাক্যেতে পটুতা আর পরাক্রম রণে।
যশে অতিরুচি ভক্তি শাস্ত্র দিশ্রবণে॥
দীন প্রতি দয়াবান সভাতে যতন।
আচার বিচার অষ্ট নৃপের লক্ষণ॥
নিদ্রা তন্দ্রা ভয় ক্রোধহেলা শ্রেয়ঃকর্ম্মে।

শাস্ত্রালাপে অনাবৃত অলস স্বধর্ম্মে।
কৃপণতা অসত্যতা রিপু পরাধীন।
আত্ম প্রাণে কাতর কাতরে দয়াহীন।
নারী পারী মদিরা মৃগয়া [illegible]।
পরদ্রোহী, পরধন [illegible]।
বিনা অপরাধে দণ্ড নিষ্ঠুর বচন।
ইত্যাদি নিন্দনীয় [illegible]।
[illegible]।
তারবক্তৃ [illegible] শাস্ত্রে [illegible] কথা।
কিন্তু যদি একা [illegible]।
[illegible] রাজা [illegible]।
নির্দোষী [illegible] শত্রু বিপক্ষ [illegible]।
এই [illegible]॥
পুত্রবৎ প্রজাগণে, সজ্জনে [illegible]।
প্রজার বৈভবে ঈর্ষা, লোভ না করিবা।
জীবন যৌবন রূপ, ধনাদি [illegible]।
ঐশ্বর্য্য রাজত্ব রাজ্য [illegible]॥
অতএব এই সপ্ত অস্থির জানিবে।
সত্য নিত্য ধনে সদা যতন করিবে॥
সভাসদে সর্ব্বদা তুষিবা নানা দানে।
পুরস্কার ব্যবহার বিনয় বচনে॥
বন্দির [illegible] বিদেশেসুদূর।
বিদ্বানে বিদেশে নাই সম্মান প্রচুর॥
প্রিয়ভাষী জনের না হক কেহ পর।
অতএব প্রিয় বাক্য বলা নিরন্তর॥
যেরূপে বার্দ্ধক্য কাল রূপ করে নষ্ট।
অবিনয় সেরূপে সম্পত্তি করে ভ্রষ্ট॥
প্রিয়বাক্য সহিত করিবা সদা দান।
অহংকার রাহিত্যে রাখিবা পরমান॥
ক্ষমাযুক্ত শূরত্ব সতত প্রকাশিবা।

দানে যুক্ত বৃদ্ধি ধন সঞ্চয় করিবা॥
দান বিনা কভু ধন বৃদ্ধি নাহি পায়।
দানে ধন বৃদ্ধি হয় নহে অপব্যয়॥
ব্যয়ে কোষ শূন্য ভয় কভু না করিবা।
যথা ব্যয় তথা আয় নিতান্ত জানিবা॥
বদরি বৃক্ষের শাখা করিলে ছেদন।
তবে সে বদরি ফল ফলে অগণন॥
কিন্তু অবর্দ্ধিত ধন ব্যয় না করিবে।
অন্যায্য ব্যয়েতে সব বিনষ্ট হইবে॥
যথা মধু অল্প অল্প ব্যয়ে মধ্বাধার।
সেই রূপে পূর্ণ হয় প্রচুর ভাণ্ডার॥
অতএব নিত্য কর পরিমিত দান।
দানে কর্ম্ম কর্ম্মে ধর্ম্ম ধর্ম্মে জন্মে জ্ঞান॥
নৃপতির শ্রেয়ঃ কর্ম্ম সদা সুবিচার।
যেহেতু বিচার হয় রাজ্য অলঙ্কার॥
নর হয়ে তুমি যদি হও নরপতি।
বিচার দানেতে তুষ্ট কর বসুমতী॥
যদ্যপি বিচার তব থাকয়ে বলদা।
রাজত্ব ঐশ্বর্য্য স্থির থাকিবে সর্ব্বদা॥
আচার বিচারে রাজ্য কর সুশাসিত।
বিচারাকাঙ্ক্ষিত জনে রাখ আনন্দিত॥
বিচার আছয়ে যথা সুখী সেই দেশ।
অতএব সুবিচারে কর মনোনিবেশ॥
ইহা হৈতে অন্য কিবা সৌভাগ্য উদয়।
বিচারক রাজা বলি প্রজাগণ কয়॥
শুভাদৃষ্ট চিহ্ন যদি চাহ আপনার।
প্রজাপক্ষে মুক্ত কর সুবিচার দ্বার॥
প্রজার বিচারে কভু ক্রটি না করিবে।
সিদ্ধ কর বাসনা যে বিচার চাহিবে॥

কোন জনে অন্যায়েতে [illegible]।
তবে তব জ্ঞাত তাহা না হইলে [illegible]॥
দুর্ব্বল দুঃখিরে যেবা করে নিষ্পীড়ন।
নিতান্ত নারকী নরাধম সেই জন॥
যদ্যপি অত্যাচারিত অপরাধ করে [illegible]।
আশ্চর্য্যিত [illegible] হয় [illegible]।
দিন হীন ক্ষীণ জনে [illegible]।
শাসন সদনে [illegible]॥
নির্দ্দয় অন্যায় কর্ম্ম যে জন [illegible]।
দেশ কোণে একদিন [illegible] নির্দ্দিষ্ট॥
অতঃপর বিচারের শুনহ লক্ষণ।
যাহে অনায়াসে হয় বিবাদ ভঞ্জন॥
বাদী প্রতিবাদী পক্ষে করিবা আহ্বান।
প্রথমতঃ প্রার্থনার করিবা নির্ণয়॥
উভয়ের প্রশ্নোত্তর করিয়া শ্রবণ।
বিবেচনা করিবে সহিত মন্ত্রিগণ॥
নিদর্শন পত্র আদি যাহা দর্শাইবে।
কৃত্রিমাকৃত্রিম তাহে পরীক্ষা লইবে॥
সাক্ষ্য বাক্য মতে যদি হয় সপ্রমাণ।
তবে সে পত্রিকা গ্রাহ্য বিচার বিধান॥
ক্রমেতে লইয়া বাদে প্রমাণ প্রয়োগ।
যথার্থ-পক্ষেতে মন করিবে নিয়োগ॥
সাবধান দয়া, পক্ষপাত না করিবে।
দণ্ডনীয় প্রতি সমুচিত দণ্ড দিবে॥
স্ত্রী, বালক, ব্রাহ্মণ, যদ্যপি [illegible]।
শাস্ত্রমতে শারীরিক দণ্ডনীয় নয়॥
যদ্যপি কদাচিৎ করে [illegible]।
যাবজ্জীবন দিবা কারাগারে বাস।
কপট, লম্পট, ভণ্ড, মিথ্যুক, বঞ্চক [illegible]।

অধর্ম্মী, তস্কর, নষ্ট, প্রাণ-হন্তা, রুক ॥
এই নবজনে ক্ষমা না করা উচিত।
কর্ম্ম অনুসারে দণ্ড করা সে বিহিত ॥
জ্ঞাতি সহ প্রজার বিরোধ সর্ব্বক্ষণ।
বিবাদ করয়ে সদা স্থাবরাদি ধন ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র বিনা তার না হয় বিচার।
কেবা কার অধিকারী কিবা ব্যবহার ॥
অতএব তাহার কিঞ্চিৎ কহি সার।
শ্রবণে বিনষ্ট হবে ভ্রম অন্ধকার ॥
দায়ভাগ দায়তত্ত্ব স্মৃতি মিতাক্ষরা।
বিবাদ অর্ণব সেতু মনু পরস্পরা ॥
ইত্যাদি গ্রন্থেতে যাহা করিল নির্ণয়।
বিভাগ ব্যবস্থা ক্রমে শুনহ তনয়।
সেরূপ কহিলা গুরু ব্যবস্থা বচন।
তাহায় রচিল দীন সুলভ কারণ ॥

দায়ভাগ ব্যবস্থা।

পিতৃকৃত।

পৈতৃক ধনের ভাগ নাম দায়ভাগ।
প্রথমে শুনহ পিতৃকৃতের বিভাগ ॥
পৈতৃক হইলে ধন পুত্রাদি সহিত।
তুল্যাংশ লইবে পিতা স্মৃতির বিহিতা
স্বোপার্জ্জিত হইলে ধন অধিক লইবে
পুত্রাদিকে অল্প অল্প সমভাগে দিবে ॥
যদ্যপি পিতার ধন ক্রমে হয় নষ্ট।
সংসারী রূপেতে পায় শারীরিক কষ্ট।
পুত্রাদি নিকটে পুনঃ হইয়া বাঞ্ছিত।
প্রণয়ে লইবে ধন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ॥
যদ্যপি বিভাগ পরে জন্মে সন্তান আরো।
কিরূপে সে পাবে অংশ শুন সর্ব্বভাবে ॥
পিতার ধনেতে এক অধিকারী সেই।
ভ্রাতৃ ধনে অংশ নাহি মনুর বচন এই ॥
পিতামহ অস্থাবর স্থাবরাদি ধনে।
দ্বিঅংশ পিতার এক অংশ পুত্রগণে ॥
স্থাবর হইলে পিতা পুত্রেতে সমান।
ন্যানাধিক নাহি হয় শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
পিতামহ ধন অন্যে কারণে লয়।
পিতা যদি উদ্ধার না করে সেই ধন ॥
যদি পুত্রগণে তাহা করয়ে উদ্ধার ॥
স্থাবরাস্থাবর তাতে নাহিক বিচার।
স্বোপার্জ্জিত মধ্যে তাহা হইবে গণন।
তুল্যাংশ লইবে মনু বিষ্ণুর বচন।
কিম্বা একাকী যদি করয়ে উদ্ধার।
বিভাগ কালেতে পায় চতুর্থাংশ তার।
পরে ভ্রাতৃগণ সহ বিভাগ করিবে।
অর্দ্ধেক কারণে অংশ অধিক পাইবে ॥
যদ্যপি অপুত্র পত্নী পৌত্রাদির স্থানে।
স্ত্রীধন না পায় থাকে স্বামী বর্ত্তমানে ॥
পুত্রের অর্দ্ধাংশ ধন লবে সেই নারী।
স্ত্রীধন পাইলে পায় যথা সেচ্ছাচারী ॥
পিতামহ ধনে পৌত্রকৃত ভাগ হয়।
পিতামহী মাতৃতুল্য অংশ করি লয় ॥
যদিচ শূদ্রের দাসী পুত্র হয় সৎ।
শাস্ত্রমতে তার অংশ হয় পুত্রবৎ ॥
ভ্রাতৃকৃত বিভাগেতে অর্দ্ধেক পাইবে।
ঔরস কারণ পিতৃধন সে লইবে ॥
ইত্যাদি কহিনু পিতৃকৃত বিবরণ।

অতঃপর ভ্রাতৃকৃত করহ শ্রবণ॥

ভ্রাতৃকৃত ব্যবস্থা।

পিতা মরণান্তে যদি থাকে পিতৃঋণ।
[illegible]॥
অগ্রে ঋণ পরিশোধ শ্রাদ্ধাদি করিবে।
অবশিষ্ট যাহা থাকে বণ্টকে লইবে॥
যদ্যপিও ত্যক্ত ধন না থাকে পিতার।
উত্তমর্ণ স্থানে ঋণ করিবা স্বীকার॥
পুত্রে পিতৃ ঋণশোধ করিবে নিশ্চিত।
পিতৃত্যক্ত ধনাভাবে না হয় বাধিত।
পর্য্যাবধি মাতা যদি স্ত্রীধন না পায়।
ভ্রাতৃতুল্য অংশ এক দিবেক তাহায়॥
স্ত্রীধন পাইলে অর্দ্ধ অংশ নিরূপণ।
ইহার ব্যবস্থা যাজ্ঞবল্ক্যের বচন॥
বিভাগ কালেতে যদি থাকয়ে বালক।
কিম্বা প্রবাসস্থ জন আপত্তি কারক॥
উভয়ের অংশ রাখি বান্ধবের স্থানে।
কৃতাংশ করিয়া [illegible] সন্নিধানে॥
ভ্রাতা কি ভগিনীর নাহি হয় সংস্কার।
পিতৃ ধনে সংস্কার হইবে তাহার॥
ইহার প্রমাণ মাত্র নারদ বচন।
ভাগানধিকারির শুনহ বিবরণ॥
ক্লীব, কুষ্ঠী, জড় [illegible], জন্ম অন্ধ [illegible]।
বধির, উন্মত্ত, সপ্ত পাপী দুরাচার॥
অধার্ম্মিক, পতিত, কপট বেশধারী।
এই দশ পিতৃধনে নহে অধিকারী॥
পতিত ব্যতীত পায় গ্রাস আচ্ছাদন।
পিতৃবাদে করে যারা [illegible]॥
যদ্যপি পতিত [illegible] সন্তান।
নির্দ্দোষী হইলে পায় অংশ [illegible]॥
অতঃপর বিভক্তাবিভক্ত বিবরণ।
একাদি ক্রমেতে [illegible] করহ শ্রবণ॥

বিভক্তাবিভক্ত ব্যবস্থা।

পিতৃধন আশ্রয় না করি যেই জন।
স্বোপার্জ্জিত রূপে করে অর্থ উপার্জ্জন॥
গো, উষ্ট্র, বেশ, শয্যা, পরিধেয় বস্ত্র।
পিতৃদত্ত কন্যা, পুষ্প, অলঙ্কার অস্ত্র॥
বিদ্যা, শৌর্য্য, [illegible] যেই ধন।
পিতার প্রসাদে যাহা পায় পুত্রগণ॥
[illegible]॥
[illegible] যাবদীয়॥
[illegible] যেই [illegible]।
[illegible] একাদশীর, বিভাগ নাহি হয়।
বণ্টন করিয়া পুনঃ একাধি [illegible]।
নিয়মে করিবে ভাগী সকলের [illegible]॥
ইত্যাদি বিষয় ভাগ না হয় নির্ণয়।
[illegible] বিদ্যাজন্য ধনে বিভাগ বর্জ্জয়॥
বিদ্যাভ্যাস কালে যদি গৃহে পরিবার।
[illegible] নির্ব্বাহ করয়ে ভ্রাতা আর।
ধনদ্বারা কিম্বা শরীরে [illegible]।
মূর্খ হৈলে পায় অংশ না হইলে [illegible]॥
পিতৃধন সহকারে বিদ্যা উপার্জ্জিত [illegible]।
যথাক্রমে অংশী হয় পিতা, ভ্রাতা [illegible]।

অৰ্দ্ধকের দুই অংশ পিতার অৰ্দ্ধেক।
ভ্রাতৃগণ পক্ষে অংশ অর্শে এক এক॥
পিতা ভাবে দুই অংশ অৰ্দ্ধক লইবে।
এক এক অংশ পরে ভ্রাতৃগণে দিবে॥
যদ্যপি পিতার ধন না করে আশ্রয়।
তথাপি পিতার অৰ্দ্ধ অংশ শাস্ত্রে কয়।
অন্যান্য ভ্রাতার অংশ নহে কদাচন।
ভ্রাতৃদ্রব্যাশ্রিত হৈলে বিশেষ বর্ত্তন॥
ভ্রাতৃদ্রব্য আশ্রয়ে অৰ্জ্জিত যেই ধন।
দুই অংশ পিতৃপক্ষে হয় সংঘটন॥
যে জনার দ্রব্য তার এক অংশ হয়।
অৰ্দ্ধকের দুই অংশ করিলা নির্ণয়।
কিম্বা অৰ্দ্ধকের দুই অংশ পিতা ভাবে।
অর্থাৎ যাহার দ্রব্য এক অংশ পাবে॥
ইতরের অংশ নাই নারদ বচন।
পরেতে বিভাজ্য তত্ত্ব শুন বিচক্ষণ॥

বিভাজ্যব্যবস্থা।

পিতা পিতামহ দ্রব্য ব্যতীত স্থাবর।
যদি কেহ বল করে হইয়া অপর॥
অন্যান্য অংশের অনুমতিতে যেজন।
উদ্ধার করিয়া লয় অপনষ্ট ধন॥
অন্যের সহিত অংশ না হয় তাহার।
অৰ্দ্ধক পাইবে ধন এহে ব্যবহার॥
স্থাবর হইলে চতুর্থাংশ অগ্রে লবে।
পরে ভ্রাতৃ সহ সমভাগে অংশ হবে॥
অবিভক্ত স্থাবরাদি একের ইচ্ছায়।
দানাদির সত্ত্ব কভু নাহিক কাহায়॥

বিভক্ত স্থাবর যদি পিতা করে দান।
অথবা বিক্রয় করে পুত্র বর্ত্তমান॥
তাহে পুত্র অনুমতি লওন উচিত।
যদ্যপি পুত্রাদি মত না হয় কদাচিৎ॥
তথাপি দানাদি সিদ্ধ হইবে নিশ্চয়।
কিন্তু দাতা প্রতি তাতে প্রত্যবায় হয়॥
আপদ কালেতে কিম্বা কুটুম্ব ভরণে।
পিতৃশ্রাদ্ধ কর্ম্ম আর জীবন ধারণে॥
ইত্যাদি কর্ম্মেতে যদি হইবেক ব্যয়।
অবশ্য করিবে পিতৃধনাদি বিক্রয়॥
ভ্রাতৃ অনুমতি তাহে নাহি আবশ্যক।
এক ভ্রাতা অধিকারী কে হয় বারক॥
এমত বিষয়ে দানকৃত সিদ্ধ হয়।
ইহার প্রমাণ দায়তত্ত্বে স্পষ্ট কয়॥
বিভাগ অন্তরে পিতৃ ভ্রাতৃ পরিবার।
ক্রমে একালয়ে বাস করে পুনর্ব্বার॥
সংসৃষ্ট তাহার নাম শাস্ত্রের বিধান।
ইতি মধ্যে কেহ করে অর্থ উপার্জ্জন॥
সংসৃষ্ট বর্গের পুনঃ হইলে বিভাগ।
প্রথম অৰ্দ্ধক তাহে লবে দুই ভাগ॥
অন্যে অন্যে এক এক অংশ নিরূপণ।
পরন্তু স্ত্রীধন মর্ম্ম করহ শ্রবণ॥

স্ত্রীধন নিরূপণ ব্যবস্থা।

পতির জীবন কালে শিল্প লব্ধ ধন।
পিতা মাতা ভ্রাতা ভিন্ন যেধন গ্রহণ॥
সে সব স্ত্রীধন কভু নারীর না হয়।
অতঃপর স্ত্রীধনের শুনহ নির্ণয়॥

স্বামী বর্ত্তমানে পরে বস্ত্র অলঙ্কার।
পিতা মাতা ভ্রাতা ভর্ত্তা দত্তধন আর॥
বিবাহ কালীন যাহা যৌতুক পাইবে।
দায়তত্ত্বসেতু মতে স্ত্রীধন হইবে॥
স্থাবরাদি হৈলে তাহা স্ত্রীধন বর্ত্তয়।
ইচ্ছামত নারী পারে দান কি বিক্রয়॥
ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবরে নাহিক অধিকার।
স্ত্রীধনে স্বামির সত্ত্ববর্ত্তে পুনর্ব্বার॥
দুর্ভিক্ষাদি নিমিত্ত স্ত্রীধন পাত লয়।
কুটুম্ব ভরণে যদি করয়ে বিক্রয়॥
পুনঃপরিশোধনের নাই প্রয়োজন
ইহার প্রমাণ কাত্যায়নের বচন॥
অতঃপর স্ত্রীধনাধিকারির নির্ণয়।
সংক্ষেপে কহিব তার শুনহ তনয়॥
মাতা মরণান্তে পুত্র অধিকারী হয়।
কিম্বা অধিকারিণী অদত্তা কন্যা রয়॥
উভয় অভাবে হয় কন্যা পুত্রবতী।
কিম্বা পুত্রসম্ভাবিতা থাকয়ে সন্ততি॥
একদা স্ত্রীধনে সত্ত্ব হয় দুহাকার।
একের অভাবে অন্যে করে অধিকার॥
দৌহিত্র অভাবে বন্ধ্যা বিধবা কন্যার॥
তদভাবে স্বামির স্ত্রীধনে অধিকার।
এদুই অভাবে দৌহিত্রের অধিকার।
পিতা মাতা দত্ত ধনে ভ্রাতা আপনার॥
তদভাবে দেবরের অধিকার হয়।
তাহার অভাবে পায় দেবরে তনয়॥
তদভাবে ভগিনীর পুত্রকে অর্পে ধন।
তাহার অভাবে ভর্ত্তৃভাগিনেয় গণ।
তৎপর ভ্রাতৃপুত্র জামাতা অপর।
শ্বশুর সাপিণ্ড বর্গে পায় পরস্পর॥
ইহার প্রমাণ স্পষ্ট মন্বাদি বচন।
অবীরা ধনাধিকার শুনহ এখন॥

অবীরা ধনাধিকারিণী ব্যবস্থা।

পতি পুত্র পৌত্রাদি যাহার নাহি থাকে।
ধর্ম্মশাস্ত্র প্রমাণে অবীরা বলে তাকে॥
স্বামীত্যক্ত ধনে পত্নী হয় অধিকারী।
কেহ কহে দানাদির শক্তি নাহি তারি॥
পতির স্বর্গার্থ, আত্ম জীবিকার জন্য।
কিঞ্চিৎ করিবে ব্যয় নহে হেতু অন্য॥
ইত্যাদি ব্যবস্থা মাত্র কহিলেন স্থূল।
বিশেষ ব্যবস্থা যাহা শুন তার মূল॥
অবীরা যদ্যপি পায় স্বামি ত্যক্তধন।
যেরূপে করিবে ব্যয় ব্যাসের বচন॥
পাত শ্রাদ্ধে পতি স্বর্গে কুটুম্ব ভরণে।
স্বামী ঋণ পরিশোধ জীবন ধারণে॥
ক্রীতবস্তু পরিশোধে বন্ধক কি দানে।
বিক্রয় করিতে পারে সম্ভব প্রমাণে॥
উত্তরাধিকারির মত যদ্যপি না হয়।
তাহাতে দানাদি কর্ম্মে না হয় ব্যত্যয়॥
যদ্যপি পতির ঋণ থাকয়ে নিশ্চয়।
পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা তাহে কি প্রকারে হয়॥
মৃত্যু পূর্ব্বে পতি স্ত্রীকে কহে হেনকথা।
মম ঋণ শোধ দিবা না হয় অন্যথা॥
যদি নারী পতি আজ্ঞা করয়ে স্বীকার।
স্থাবর ব্যতীত ধন নাহি থাকে আর।
ঋণ পরিমাণে তাহা বিক্রয় করিবে
ঋণ কারাগার হৈতে পতি উদ্ধারিবে

স্ত্রী যদি পতির আজ্ঞা না করে স্বীকার।
কিম্বা পতি নানাপ্রতি নাস্তিকেয় ভার॥
কিম্বা স্বামী ধন যদি নাহি পায় নারী।
তথাপি শোধিতে ঋণ হয় অধিকারী॥
পতি ঋণ সত্ত্বে যদি পতি ধন পায়।
ধন প্রাপ্তে ঋণ প্রাপ্তা মিতাক্ষরা কয়॥
অস্থাবর থাকিতে স্থাবর নষ্ট নয়।
ঋণ পরিমাণে বস্তু করিবে বিক্রয়॥
ঋণ হৈতে লঘু যদি থাকে পতি ধন।
সর্ব্বস্ব বিক্রয় শ্রেয়ঃ নারদ বচন॥
আত্ম ইচ্ছামতে নারে দানাদি করিতে।
এই মাত্র কহিলেন প্রাচীন স্মৃতিতে॥
অতঃপর শুন অধিকারির নির্ণয়।
উত্তরকালে মৃত ব্যক্তি ধন কেবা লয়॥

ধনাধিকারী নির্ণয় ব্যবস্থা।

১ ১
ধনী ব্যক্তি ধনে পুত্র কিম্বা পোষ্যপুত্র।
২
পুত্রাভাবে পৌত্র অধিক রাখি সূত্র॥
৩
পৌত্রাভাবে প্রপৌত্র যে মতে অধিকারী।
৪
তিনের অভাবে পত্নী হৈবে নিষ্ঠাচারী॥
৫
পত্নী হীনে বাগ্দত্তা অনূঢ়া কন্যার।
প্রথমে অদত্তা পরে বন্ধ্যা বিধবার॥
৬ ৭
তদভাবে দৌহিত্রের পরেতে পিতার।
৮ ৯
তদভাবে মাতা পরে হইবে ভ্রাতার।
সহোদর বৈমাত্রেয় একই গণন।
অগ্রেতে সোদর পরে বৈমাত্রেয় গণ॥
১০
তার পরে ভ্রাতুষ্পুত্র হয় অধিকারী।
১১
পরে ভ্রাতুষ্পৌত্রে অংশ পূর্ব্বোক্ত বিচারি।
১২
তদভাবে অধিকারী ভাগিনেয় হয়।
১৩
তদভাবে ভ্রাতার দৌহিত্র আদি কয়॥
১৪
পরে উক্ত পিতামহে হয় অধিকার।
১৫
তদভাবে পিতামহী স্মৃতির বিচার।
১৬
পরেতে পিতৃব্য অধিকারী হয় ধনে।
১৭ ১৮ ১৯
পরে তস্য পুত্র পৌত্র, পরে দৌহিত্রাদিগণে॥
২০
পরে পিতামহের দৌহিত্র পায় ধন
২১
পরে উক্ত প্রপিতামহেতে সংবর্ত্তন।
তদভাবে প্রপিতামহীতে অধিকার।
২২ ২৩
পরে প্রপিতামহের সোদর প্রকার॥
২৪ ২৫ ২৬
অতঃ, তস্য পুত্র পৌত্র প্র.পৌত্রাদি গণ
ক্রমে অধিকারী হয় ধর্ম্মশাস্ত্র মত।

২৭

তস্য পর তস্য দৌহিত্রের অধিকার।
এইরূপে পিতৃ তিন পুরুষ বিচার॥

২৮

পিতৃকুলাভাবে মাতামহে অর্পণ।

২৯

পরেতে মাতুল অধিকারি নিরূপণ॥

৩০ ৩১

তদভাবে মাতুলের পুত্র পৌত্রগণ।
পরে যেবা পায় ধন শুন সে কারণ॥

৩২

মাতামহ অন্য কন্যাজাত যে সন্তান।
অবশ্য পাইবে সেই ব্যবস্থা প্রমাণ॥

৩৩

তদভাবে প্রমাতামহেতে উর্দ্ধ হবে।

৩৪

পরে মাতামহের সোদর ধন লবে॥

৩৫ ৩৬

তদভাবে তস্য পুত্র পৌত্র যে থাকিবে।

৩৭

পরে প্রমাতামহের দৌহিত্র পাইবে॥

৩৮

তদভাবে উর্দ্ধ বৃদ্ধ প্রমাতামহেতে।

৩৯

তদভাবে তস্য ভ্রাতা পায় শাস্ত্রমতে॥

৪০ ৪১

পরে তস্য পুত্র পৌত্র আদি পরস্পর।

৪২

বৃদ্ধ প্রমাতামহের দৌহিত্র অপর॥

[illegible]
ইত্যাদি [illegible]

পরে [illegible]

৪৫

[illegible]

[illegible]

[illegible]

৪৮

তদভাবে সহাধ্যায়ী অধিকার করে।

৪৯

তদভা[illegible] [illegible] ধন।

৫০

তস্যপরে সমকুলোদ্ভব যেই জন॥

৫১

তস্যপরে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে অধিকার।

৫২

তদভাবে রাজা [illegible] হইবে রাজার॥
কিন্তু ব্রাহ্মণের ধনে স্বত্ব না রহিবে।
ব্রাহ্মণের ত্যক্ত ধন ব্রাহ্মণ পাইবে॥
অবশেষে মন দিয়া করহ [illegible]
সন্ন্যাসী ধনাধিকারী হয় সেই জন।
দীক্ষা গুরু কিম্বা শিষ্য [illegible]
শিষ্য ভিন্ন অধিকারী নহে অন্যজনে।
তদভাবে পরমার্থ ভ্রাতার [illegible]
শিষ্য ধনে গুরু অধিকারী [illegible]
ইত্যাদি কহিনু অধিকারির নির্ণয়।
বিষ্ণুধাংপরামর্শ [illegible]

অথ সংসারী জনের হিতা-হিত কথন।

লঘু ত্রিপদী।

শুন অতঃপর, পুত্র গুণাকর,
মানবের হিতাহিত।
যথা শাস্ত্র মর্ম্ম, সাংসারিক কর্ম্ম,
বুঝিহ যেই উচিত॥
শৈশবের পর, ষোড়শ বৎসর,
না করি অনিত্য খেলা।
বিদ্যা উপার্জ্জন, কর সর্ব্বক্ষণ,
আত্ম সুখে করি হেলা॥
আশ্রয় বিহীন, বিদ্বান অর্ব্বাচীন,
না হয় কভু বালক।
নাহি বর্ত্তে গুণ, স্বগুণে বিগুণ,
নহে সে কর্ম্ম কারক॥
তাহার প্রমাণ, দেখ বর্ত্তমান,
স্বাতি নক্ষত্রের জল।
শুক্তির আশ্রয়, মুক্তাদীপ্তি ময়,
নহে সে জল কেবল॥
অতএব সার, সঙ্গ মূলাধার,
সঙ্গগুণে সদসৎ॥
বুধগণে কয়, নাহিক সংশয়,
প্রমাণ তার দ্বিমত॥
উত্তম আশ্রয়, অধমেতে লয়,
উত্তমতা পায় তথা।
মলিন কজ্জল, সে হয় উজ্জ্বল,
ললনা নয়নে যথা॥
অধমের স্থানে, উত্তমধীমানে,
যদ্যাপি করে আসন।
রূপ গুণ যত, সঙ্গদোষে হত,
অধম নামে গণন॥
রত্নাকর স্থিত, লোহের নির্ম্মিত,
আয়ত্ত ভূষণ স্থানে।
কাঞ্চন রচিত হীরে মুক্তা জড়িত,
লৌহ নামে তারে জানে॥
শুন মতিমান, হইলে বিদ্বান,
জীবিকা কর সন্ধান॥
ত্যজিয়া নিবাস, করিলে প্রবাস,
বুদ্ধি হয় বলবান॥
প্রবাসে প্রকাশ, মনের উল্লাস,
নানা স্থান পর্য্যটন।
নানাশ্চর্য্য তায়, দেখিবারে পায়,
নানাধন উপার্জ্জন॥
করি সুখ আশ, সদা গৃহে বাস,
প্রবাসে নাহি প্রয়াস।
অকৃতি সেজন, মনুষ্য লক্ষণ,
না হয় তার নির্য্যাস॥
যদি ধন হীন, অভাগা সুদীন,
সদা জন্ম স্থানে থাকে।
নাহি সুখ লেশ, ভুঞ্জে কতক্লেশ,
কেহ না চিনে তাহাকে॥
পুরুষে উচিত, মন্ত্রণা বিহিত,
প্রথমে হয় প্রবাসী।
হেন স্বরান্বিত, যাবৎ বাধিত,
না হয় শমন আসি॥
এই সে নির্ব্বাস, কিন্তু এপ্রবাস,
পঞ্চজনের উচিত।
নতুবা দুষ্কর, অতি ভয়ঙ্কর,

হিতে হয় বিপরীত ।
শুন গুণমণ, আদ্য যেই ধনী,
সদা সেবে যারে দাসে ।
সদা সে বঞ্চয়, নিত্যসুখোদয়,
নিবাসে কিম্বা প্রবাসে ॥
নগর সাগর, কিবা দ্বীপান্তর,
কানন পর্ব্বতে সুখী ।
ভাগ্যাদিত্য তারে, সদা দিবা তারে,
কেমনে দুঃখে নহে দুঃখী ॥
নবীনা ললনা, রূপসী অঙ্গনা,
প্রেয়সী যাহার সঙ্গে ।
সদা সেই সুখী কভু নহে দুঃখী,
খেলয়ে প্রেম তরঙ্গে ॥
অতএব সার, জানিবা কুমার,
ধনির প্রবাস শ্রেয় ।
এসুখ সংসার, সকলি তাহার,
ধনেতে করয়ে জয় ।
দ্বিতীয় বিদ্বান, পণ্ডিত বিজ্ঞান,
কিম্বা বাক্য কর্ম্মান্বিত ।
যথা তথা যায়, সমাদর পায়,
সর্ব্বত্রে হয় পূজিত ।
কহিলেন ধীর, বিদ্বান শরীর,
সুবর্ণে সৃজিলা বিধি ।
মূল্য মান্যমান, হয় সর্ব্বস্থান,
বিদ্বান পরম নিধি ॥
বিশিষ্ট সন্তান, সুখ হতমান,
সস্থানে যে করে বাস ।
হায় একিদায়, মূর্খবলি তায়,
লোকে করে উপহাস ॥
অতএব সার, প্রবাস তাহার,
যে জন বিদ্বান হয় ।
নিজ বিদ্যাবলে, সুখী সর্ব্বস্থলে,
দুঃখ হইলে দুঃখ নয়
তৃতীয় সুন্দর, রূপ মনোহর,
প্রবাসে তার বিহিত ।
হেরি যার রূপ, প্রেম রূপ
সবার মন মোহিত ।
আহা মরি মরি, কিরূপ মাধুরী,
হেরি হরষিত লোক ।
রঙ্গে তার সঙ্গে, প্রণয় প্রসঙ্গে,
বিস্মরণ করে শোক ॥
রূপ মনোহর, করে সুশীতল,
দেখে নাহিক ওর ।
চন্দ্রমা বদন, করি নিরীক্ষণ,
মোহিত মন চকোর ॥
যদি মাতা পিতা, হয় রোগান্বিত,
ত্যজয়ে নিজ সন্তান ॥
হইলে রূপবান, সর্ব্বত্রে সম্মান,
প্রত্যক্ষ দেখ প্রমাণ ।
শুক্তির বর্জ্জিত, মুকুতা রঞ্জিত,
যদি কেহ তারে পায় ।
করে আকুঞ্চন, বলিয়া রতন,
যতনে পরে গলায় ॥
দ্বিতীয় প্রমাণ, দেখ বর্ত্তমান,
ভ্রষ্টা নারী রূপবতী ।
যথা তথা রয়, সদা সুখোদয়,
প্রেমে তোষে উপপতি ॥
চতুর্থ গায়ক, সঙ্গীত নায়ক,
তাহার শ্রেয়ঃ প্রবাস ।
শুনি সুধাগান, সুমধুর তান,

শোকী জনে মনোল্লাস ॥
রাগ রসকূপ, কুরূপের রূপ,
কোকিল তার প্রমাণ।
মন পশু চয়, গানে মুগ্ধ হয়,
শ্রবণে করিলে পান ॥
সঙ্গীত যে জানে, সেই সর্ব্বস্থানে,
মানামান অনায়াসে।
কেহ শত্রু নাই, মিত্র সর্ব্বঠাঁই,
সদা বঞ্চে মনোল্লাসে ॥
পঞ্চম যে নর, স্বকর্ম্মে তৎপর,
নারকে মানের ভয়।
প্রবাসে সে সুখী, দুঃখেনহেদুঃখি,
উক্তবৃত্তি যার হয় ॥
এই পঞ্চজন, বারতি কথন,
প্রবাস না শোভা পায়।
যদি কেহ যায়, বহু কষ্টপায়,
ঘটে নানা বিধ দায় ॥
একপ প্রবাসী, আর গৃহবাসী,
উভয়ে গুণ পৃথেক।
সুপ্রবাসী যেই, বহু দর্শী সেই,
গৃহে বাসী কূপ ভেক ॥
ধন করি আশ, করিবা প্রবাস,
ধন উপার্জ্জন কর্ম।
ধন সঙ্গে সুখ, নাশ হয় দুঃখ
ধনে বর্দ্ধে নানা ধর্ম্ম ॥
সর্ব্বতি সহায়, চেষ্টা জীবিকায়,
অলস ত্যজি সর্ব্বদা।
আয়াস করিলে, গুণ প্রকাশিলে,
সৌভাগ্য হয় বশদা ॥
বিদ্যাগুণ যত, অপ্রকাশে হত,
প্রকাশে হয় সার্থক।
গুগ্‌গুলুর প্রায়, সৌরভ করায়,
যদি পরশে পাবক ॥
যেজন উদ্যোগী, সেই সুখভোগী
উৎসাহে করে আয়াস।
তার মনস্কাম, সিদ্ধ অবিশ্রাম,
নীতি শাস্ত্রের আভাস ॥
যদি বিশ্বপাতা, বিশ্বজন দাতা
প্রত্যহ দেন আহার।
তথাচ উচিত, সতত চেষ্টিত,
মনে দিগা উঁাদে ভাব।
সেই মূঢ় মতি, অলস অকৃতি,
ভাগ্যে থাকে পাও কহে।
সদা গৃহেবাস, ভাগ্যকে বিশ্বাস,
মাকড়সা সদৃশ রহে ॥
চেষ্টার অতীত, হিতেবিপরীত
হইলে কপাল মূল।
তাহার প্রমাণ, শুন মতিমান,
কিঞ্চিৎ কহিব স্থূল।
করিবাহু বল, ধনের অকল,
কেহ না পারে ধরিতে ॥
মিথ্যা পরিশ্রম, যথামন ভ্রম,
অঞ্জন অন্ধ আঁখিতে ॥
প্রতি লোমকূপে, গুণ অনুরূপে,
যদি থাকে শত শত।
এক গুণ তারি, নহে কর্ম্মকারী
যার ভাগ্য হয় হত ॥
সুর বলবান, তৃণের সমান,
যদি হয় ভাগ্যহীন ॥
ভাগ্যবলবান, কেশরী সমান,

কি করে বাহু কঠিন॥
অতএব আর, শুনহ কুমার,
ভাগ্যবানের লক্ষণ।
বাস যোগ্যস্থান, স্বাধীন ধীমান,
যা কহিলা বুধগণ॥
ব্রাহ্মণ বিদ্বান, বান্ধব ধীমান,
ধনী দাতা চিকিৎসক।
স্বরক্তি সম্মান, নদী বলবান,
নরপতি বিচারক॥
এই অষ্ট যথা, বাস যোগ্য তথা,
ভাগ্যবান সেই দেশ।
যে করে বসতি, সুখপায় অতি,
কখন নাথাকে ক্লেশ॥
সেইজন ধনী, জনক জননী,
পরম দেবতা জ্ঞানে।
ভক্তির সহিত, পুজয়ে বিহিত,
ভরণপোষণ দানে॥
সৌভাগ্য বিচারি, সদা আজ্ঞাকারী,
গুরুজন স্থানে রয়।
শক্তি অনুসারে, সেবয়ে সবারে,
যাহে সৌভাগ্য উদয়॥
জ্যেষ্ঠ সহোদর, পিতার সোসর,
জ্যেষ্ঠা ভগিনী মাতাসম।
কনিষ্ঠ যাহারা, স্নেহপাত্র তারা;
কেহ নহে তরতম॥
পুত্র কন্যাগণ, স্বরূপ জীবন,
অর্দ্ধাঙ্গ জানিয়া নারী।
সকলে পালয়, সতত তোষয়,
সেই সে হয় সংসারী॥
ধর্ম্ম অনুষ্ঠান, যাগ যজ্ঞদান,
অভ্যাগতাদি সেবন।
অপরাধি জনে, ক্ষমাদেন মনে,
দীনে দয়া বিতরণ॥
বিশেষ সন্তান, বিনয়ী বিদ্বান,
আর সুশীলা সন্ততি॥
নারী বশীভূতা, রূপগুণ যুতা,
পতিব্রতা সাধ্বীসতী।
অন্নদাপ্রবাসী, সত্যে অভিলাষী,
মিথ্যা না কহে কখন।
সদা মিষ্টভাষী, [illegible] তারি,
পরম সুখী সে জন॥
পর নারী জন, করি বিলোকন,
কভু না করে লালস॥
লোভে মহাপাপ, ঘটে পরিতাপ,
বটে তুচ্ছ অপযশ॥
প্রেয়সীর সঙ্গ, অনঙ্গ প্রসঙ্গ,
রসরঙ্গ প্রেমালাপ।
আদ্য রসোদ্ধার, অছয়ে বিস্তার,
কেবল কাম প্রলাপ॥
এক্ষণে শুনহ, শত্রু মিত্র সহ,
সদা থাকা সাবধানে।
বান্ধবে সদয়, বৈরীকে সংশয়,
মানিকে তুষিবা মানে॥
শত্রু উপকার, মিত্র অপকার,
দুই সমতুল্য হয়।
এই অনিবার, করিলা বিচার,
শত্রু কভু মিত্র নয়॥
বিষয়াদি মদ, আমোদ প্রমোদ,
সুধাসম করি জ্ঞান।
বঞ্চি সুখবাসে, মনের উল্লাসে,

নির্ম্মিত কর পান ॥
ঋষি মুনি যোগী, সংসারবিয়োগী,
বান প্রস্থ ব্রহ্মচারী।
দণ্ডী কি সন্ন্যাসী, এবে তীর্থবাসী,
পূর্ব্বে সকলে সংসারী ॥
যেজন সংসারী, ধর্ম্ম কর্ম্মকারী,
ঐহিক স্বর্গ তাহার।
মোহাদি যে চরে, বিবেকঅন্তরে,
আত্মতত্ত্বে মতি যার ॥
পুত্র কন্যা জায়া, মানিদেহছায়া,
ভ্রমে না কহে আপন ॥
অসার সংসার, সুসার তাহার,
যাহার সত্যে শরণ ॥
নৃত্যকী যেমন, নাচে সর্ব্বক্ষণ,
মস্তকে কলস ধরি।
করে নানা রঙ্গ, তাল নহে ভঙ্গ,
সতর্ক কলসোপরি ॥
তেমতি প্রকার, নির্ব্বাহ সংসার,
শমনে সতর্ক হও।
কামাদি দুর্জ্জন, করহ ছেদন,
গুরুমন্ত্র অসি লও ॥
এতেক আখ্যান, শুনিমতিমান,
মরমে পুলক কায়।
পূর্ব্বের বচন, করিয়া স্মরণ,
নিবেদয়ে গুরু পায় ॥
কহিলা আপনে, সৃষ্টি প্রকরণে,
কারণের কার্য্য যথা।
বুঝিতে কারণ, কহিলা বারণ,
বালক জানিয়া তথা ॥
এবে কহ সার, ব্রহ্ম কি প্রকার,
কার্য্যের যেই কারণ।
সেই পরাৎপর, পরম ঈশ্বর,
কিরূপ তাঁর সাধন ॥
এতেক ভারতি, শুনি শুদ্ধমতি,
শিষ্যে দিয়া সাধুবাদ।
যে তত্ত্ব কহিলা, ভাষায় রচিলা
দীন করি অনুবাদ ॥

ইতি জ্ঞানরত্নাকরে ষষ্ঠরত্ন সমাপ্ত।

সপ্তম রত্নারম্ভ

পরব্রহ্মের স্তব।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শ্রুতি স্মৃতি দরশন, ব্রহ্মেকয় নিরঞ্জন, ভূতগুণাতীত নিরাকার।
নয়ত পুমান শক্তি, সর্ব্বভূতে অনুরক্তি, কামাদি রহিত নির্ব্বিকার।
অ দাস্থ দুষ্টাস্তহীন, নহেস্থূল নহে ক্ষীণ,
কর্ম্ম জ্ঞানেন্দ্রিয় অগোচর ॥
অপ্রমিত শক্তিমান, সুনাস্তেসকল স্থান,
কার্য্যরূপে ব্যাপ্ত চরাচর ॥
সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল কর্ত্তা, সশুদ্ধনিশ্চলহর্ত্তা,
স্বয়ং পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ।
অচিন্ত্য অসীমা উক্ত, অনন্তমহিমাযুক্ত,
সর্ব্ব সাক্ষী মান অবিনাশ ॥
সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনা শূন্য, নিরাশ্রয়ে সকলি আশ্রয় ॥
জগৎ প্রত্যক্ষ হয়, আত্মরূপ বিশ্বময়,
নির্গুণে বর্ত্তয়ে গুণত্রয় ॥

যাঁরে ভয় করে ভয়, সর্ব্বজীবে দয়াময়,
জীবনের জীবন কারণ।
নেত্র বিনা আকর্ষণ, অদর্শনে দরশন,
কর্ণ হীনে করেন শ্রবণ॥
অপদে সর্ব্বত্র গতি, নিয়ন্তা ত্রিলোক
পতি, অদন বদন বিনা হয়।
নিরাধার বিশ্বাধার, অখণ্ড মণ্ডলাকার,
ব্যাপ্ত নিত্য বিন্দু জ্যোতির্ম্ময়॥
ক্ষিতি স্থাপি শূন্যোপরি, অম্বু বিশ্ব শি-
ল্পকরি, ভূতেন্দ্রিয় করিলা প্রচার।
সৃজন পালন লয়, কটাক্ষে সহস্র ভয়,
চিদানন্দময় চমৎকার॥
কারণের ইচ্ছামত, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহযত,
অহ রহ করেন ভ্রমণ।
সুরাসুর রক্ষ যক্ষ, নর পশু লক্ষলক্ষ,
পক্ষী কূর্ম্ম কীট অগণন॥
জীবের জীবন দাতা, পালনহেতু বিশ্ব-
পাতা, রসবক্তে ক্ষীর কবিস্তনে।
অজ্ঞানে সন্ধান কন, শিশু পান করে-
স্তন, পরে বাক্য বলয়ে বদনে॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যায়, ধ্যানে ধরি না-
হিপায়, অথচ প্রকাশ সর্ব্বকায়।
পুষ্প গন্ধ পরিমাণ, নির্দ্দিষ্ট না হয়
স্থান, কার্য্যরূপে আত্মা অভিপ্রায়॥
ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল, যাঁহার নাপায়
স্থল, বেদান্তে নাহিক অন্ত হয়।
মীমাংসা সংশয়াপন্ন, বেদাদি করিয়া
জ্ঞান, নাম মাত্র করিলা নিশ্চয়॥
করিতে যাঁহার স্তুতি, অবসন্ন হয় শ্রু-
তি, পুরাণে সাকার করি কয়।
রূপ কল্পে উপাসক, [illegible]
[illegible] প্রকৃতি পুরুষ [illegible]
তবে ভ্রান্ত বদ্ধজীব, না জানি [illegible]
[illegible] শিব, ভ্রম পথে ভ্রমে [illegible]
পাইলে পদার্থ জ্ঞান [illegible]
[illegible] অনায়াসে [illegible]
অতএব সাবধান, [illegible]
নাহি ভুল অনিত্য মায়ায়।
ইন্দ্রিয় শাসন করি অহঙ্কারে [illegible]
হরি, সদাসনে তার পাবে তাঁয়।
ভক্তো অনুরাগ ধরি, [illegible]
তার, অবিলম্বে তবে হয় পার।
কহে দীন দ্বারিকা, বিজ্ঞান তরঙ্গে ভাস,
যাহাতে বিবেক কর্ণধার॥

অথ গুরু শিষ্যের বিচার।

এতেক শুনিয়, শিষ্য সন্দেহ [illegible]
পুনরায় [illegible] কহে প্রত্যুত্তরে।
সর্ব্ব শাস্ত্র যুক্তি সিদ্ধ ব্রহ্ম নিরাকার
ভূতগুণ উপাধি বিহীন নির্ব্বিকার॥
ইন্দ্রিয় গোচরাতীত যে হয় নির্ণয়।
তবে কি পদার্থে [illegible]
জ্যোতিঃ হইতে দর্শনের [illegible] কেমন
অতএব কহ গুরু [illegible] কারণ॥
এত শুনি দ্বিজবর [illegible]
নির্ণয় না হয় সেই বস্তু [illegible]
যে কালে পরমব্রহ্ম [illegible]
আশ্চর্য্য অচিন্ত্য [illegible]

হেরিয়া অমরগণ হইলা বিস্ময়।
কহিলা কল্পনা করি শুদ্ধজ্যোতির্ম্ময়॥
জ্যোতির্ব্বাচিক জ্যোতি দেখিবারে তায়।
জ্যোতির সে জ্যোতিঃ হয় এই অভিপ্রায়॥
তাকে না হইল ধার্য্য মীমাংসা সংশয়।
একমাত্র অদ্বিতীয় বেদান্তে বর্ণয়॥
তবে জ্ঞান চক্ষু যার হয় উন্মীলন।
বুঝি সে বর্ণিতে পারে ব্রহ্ম সে কেমন॥
কিন্তু কটাক্ষেতে মোক্ষ যেজনার হয়।
যাহে হেরিল সে হেরিল অন্যে কেবা কয়॥
অতএব কার্য্য হেরি কর্ত্তা চিন্ত মনে।
আত্মার সম্বন্ধে যথা ভূতেন্দ্রিয় গণে॥
পরমাত্মা ঈশ্বর যাঁহার কীর্ত্তি সৃষ্টি।
মানসে ভজহ সদা সে পরম ইষ্টি॥
গুরুর বচনে শিষ্য হরষিত মন।
পুনরপি তর্ক ছলে করে নিবেদন॥
জ্যোতিঃ পরে কেবা সে হইলা তারারূপ।
মহেশ মোহিত হৈলা হেরি অপরূপ॥
ঈশ্বর স্থাপিত কৈলা প্রণব কহিয়া।
আপনি কোথায় গেলা শিবে জ্ঞান দিয়া॥
সিদ্ধান্ত কহেন সেই সত্য সনাতন।
প্রকাশিতে নিজ তত্ত্ব করিলা মনন॥
ইচ্ছায় হইল তারারূপ পরাৎপরা।
ঈশ্বর প্রেরিতা মাত্র নহে স্বতন্তরা॥
কার্য্যের কারণ হেতু পরম কারণ।
ক্ষণে নানা মতরূপ করেন সৃজন॥
যাহা হৈতে প্রকট তাহাতে অপ্রকট।
জল বিম্ব প্রায় সেই কহিলেন কঠ॥
কুমার কহিলা গুরু বুঝিনু কারণ।
এবে বুঝি বুঝাইবা ইহার কারণ॥
নাম মাত্র জ্যোতির্ম্ময় তুল্য নাহি যার।
তবে কেন ভজে তাঁরে বলিয়া সাকার॥
শিবশক্তি বিষ্ণু সূর্য্যগণেশাদি পঞ্চ।
পঞ্চে বলয়ে ব্রহ্ম এ বড় প্রপঞ্চ॥
এতেক বচন যদি সিদ্ধান্ত শুনিল।
সিদ্ধান্ত করিয়া পুনঃ কহিতে লাগিল॥
সাবধান মতে পুত্র কর অবধান।
ঈশ্বর সাকার তত্ত্ব পুরাণ প্রমাণ॥
ঈশ্বর ইচ্ছায় হৈলা নানা অবতার।
কেহবা পুরুষ কেহ প্রকৃতি আকার॥
সাধকের কার্য্যহেতু স্বরূপ কল্পনা।
ইহার কারণ মাত্র ব্যাসের মন্ত্রণা॥
ভগবান বেদব্যাস সূত্রের কারণ।
ঈশ্বর সাকার বলি করিলা স্থাপন॥
ব্রহ্ম উপাসক হৈতে যে হয় অশক্ত।
রূপকল্পি চিত্ত শুদ্ধি করিবেক ভক্ত॥

যথা যমদগ্নি স্মৃতিঃ।

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যা-
শরীরিণঃ উপাসকানাং কার্য্যা-
র্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

অদ্বিতীয় শরীর রহিত জ্ঞান ময়।
নিরঞ্জন নিরাকার পরব্রহ্ম হয়॥
উপাসক জনের কার্য্যের হেতু রূপ।
কল্পনা হইল মাত্র জানিবা স্বরূপ॥
জ্ঞানিগণে ভাবে মনে ব্রহ্ম নিরঞ্জন।
অবশ্য তাহার মোক্ষ বেদের বচন॥
হেন পদ আরাধিতে যে হয় অশক্ত।
স্বরূপ সাধনা করিবেক সেই ভক্ত॥
নিষ্কামে করয়ে কর্ম্ম সদালয় নাম।

অনায়াসে পূর্ণ তার হয় মনস্কাম॥
ইহাতে সংশয় চিত্ত কভু না করিব।
জ্ঞান ভিন্ন মোক্ষপদ কেহ না পাইব॥
ভক্তজ্ঞানী নহে ভাক্তজ্ঞানী যেইজন।
ভেদাভেদ করে মাত্র নিষ্ফল সাধন॥
দেবদেবী যত সব ঈশ্বরের শক্তি।
শক্তিরূপা মহামায়া হইলেন শক্তি॥
রজগুণে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন সৃজন।
সত্ত্বগুণে বিষ্ণু বিশ্ব করেন পালন॥
তম গুণে সদা শিব করেন সংহার।
পরস্পর ত্রিগুণ বর্দ্ধয়ে সবাকার॥
ঈশ্বরের দুই চক্ষু চন্দ্রমা অরুণ।
রূপেতে অনল জিনি দয়ার বরুণ॥
গতিতে পবন আর বিনয়ে শমন।
ব্রহ্মাণ্ড শরীর ধাম যোগিজন মন॥
বাক্যেতে হইল বেদ জ্ঞানেতে গণেশ।
শিবতন্ত্রে মহামন্ত্র কহিল বিশেষ॥
আদ্যাশক্তি নানামূর্ত্তি অসুর নাশিতে।
দশ মহাবিদ্যা হৈলা শিবেরে ছলিতে॥
প্রথমে হইলা কালী করাল বদনা।
দ্বিতীয়ে ধরিলা তারারূপ বিভূষণা॥
তৃতীয়েতে ত্রিনয়না রাজরাজেশ্বরী।
চতুর্থে ভুবনেশ্বরী হৈলা মায়া করি॥
পঞ্চমে ভৈরবী ষষ্ঠে ছিন্নমস্তা বেশ।
হেরি রূপ অপরূপ সভয় মহেশ॥
সপ্তমে বিধবা বৃদ্ধারূপা ধূমাবতী।
অষ্টমে বগলামুখি হইলেন সতী॥
নবমে মাতঙ্গী ভঙ্গী শ্যামাঙ্গ ধারিণী।
দশমেতে মহালক্ষ্মী মহেশ মোহিনী॥
কভু নারায়ণী লক্ষ্মী কখন কালিকা।
কভু সতী কভু সীতা কখন [illegible]॥
দুর্গতি নাশিনী দুর্গা অন্নপূর্ণা [illegible]।
সর্ব্বরূপে সর্ব্ববেশে সর্ব্ব [illegible]॥
এতাবতা রূপমাত্র কল্পনা [illegible]।
অতঃপর শুন বিষ্ণুরূপ [illegible]॥
পরম পুরুষ বিষ্ণু [illegible]।
যুগে যুগে নানারূপ করিল [illegible]॥
মীনাদি করিয়া হৈলা দশ অবতার।
মৎস্যলীলা কৈলা তাহা [illegible]॥
মৎস্য রূপে করিলেন বেদের উদ্ধার।
কূর্ম্ম পৃষ্ঠে ধরিলেন ধরণীর ভার॥
হইয়া বরাহ দন্তে ক্ষিতি কৈল [illegible]।
পরে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যে করিলেন হত॥
ধরিয়া নৃসিংহ রূপ প্রহ্লাদে তারিলা।
হিরণ্যকশিপু বক্ষ বিদীর্ণ করিলা॥
বলিকে ছলিতে হৈলা বামন আকার।
ভৃগুরাম রূপে কৈলা ক্ষত্রিয় সংহার॥
তাহাতে ক্ষত্রিয় কুলে বীর নাহি ছিল।
এক বিংশতীয় বার বিজয়ী হইল॥
শ্রীরামরূপেতে কৈলা রাবণাদি নাশ।
শ্রীকৃষ্ণ রূপেতে পার্থে হইলা প্রকাশ॥
কংস বংশধ্বংস করি পুরাইতে কাম।
পূর্ণরূপে অবতীর্ণ নবঘন শ্যাম॥
দাস্য, সখ্য, শান্ত, আর বাৎসল্য মধুর।
ব্রজে পঞ্চভাবে লীলা প্রেমের প্রচুর॥
বুদ্ধ অবতার হৈলা [illegible]।
কল্কি অবতার [illegible]॥
আর আর অবতার আছে [illegible]।
বিস্তার দুস্তর মাত্র পুরাণ [illegible]॥
কেহ অংশ [illegible]।

আবির্ভাব লীলা-ভেদে ভেদ মাত্র হয়॥
যথা ব্রহ্মবস্তু এক নানা রূপ লীলা।
একবর্ণ অগ্নি যথা নানা বর্ণে শিলা॥
শিলা ভেদে অগ্নিবর্ণ ভেদ নাহি হয়।
সেকারণে পঞ্চ দেবে ব্রহ্ম করি কয়॥
শিবভক্ত শৈব আর শাক্ত ভজে শক্তি।
সূর্য্যের সাধক সৌর তন্ত্রে হয় ব্যক্ত॥
গণেশ সাধনা করে গাণপত্য সেই।
বিষ্ণু ভক্ত বৈষ্ণব রাধাদি শুন যেই॥
অতঃপর সাধনার কহিব বিশেষ।
কেবা কি আচার করে কিবা কার বেশ॥
ভাবে দীন হেন চক্ষু কোথায় পাইব।
বহুরূপে একরূপ কিরূপে হেরিব॥

চতুর্থ আশ্রম বিবরণ।

স্বীয় স্বীয় ইষ্টদেবতার যে সাধন।
চতুর্থ আশ্রম এই তন্ত্রের লিখন॥
প্রথম গৃহস্থ, পরে ব্রহ্মচারী, হয়।
বান প্রস্থ, যতি চারী করিলা নির্ণয়॥
গৃহস্থ করয়ে পূজা সর্ব্ব দেবতার।
ব্রহ্মচারী সেবা করে কেবল ব্রহ্মার॥
সূর্য্যের সাধনা করে বান প্রস্থ যেই।
ব্রহ্মোপাসনা করে শুদ্ধ যতি সেই॥
সন্ন্যাসীর চারি মত অবধূত অংশ।
কুটীচক, বহূদক, হংস, পরম হংস,॥
কুটীচক, বহূক, হংস, এই তিন।
শিবের সাধক শৈব সন্ন্যাসী প্রবীণ॥
কেবল পরমহংস ব্রহ্মউপাসক।
সেই সে পরম জ্ঞানী পরম সাধক॥
সকল আধার হৈতে প্রকট মূল।
আর যত দেখ শাখা সমতুল॥
শাখাতে পরাগ ফল মূলে না বর্ত্তয়।
একারণ শাখা ধরা সাধকেরা কয়॥
অতঃপর এসবার রীতি ব্যবহার।
সূত সংহিতার মতে শুনহ কুমার॥
বান প্রস্থ যতির পাইবা পরে তত্ত্ব।
এক্ষণে কহিব ব্রহ্মচারির মাহাত্ম্য॥
ব্রহ্মচারী গৈরিক বসন পরে অঙ্গে।
ত্রিশিখা ত্রিশূল করে ফিরে নানারঙ্গে॥
ফলমূল হব্য করে নিয়মে আহার।
নখলোম পরিত্যাগ না হয় তাহার॥
তাম্রযুক্ত রুদ্রাক্ষ কর্ণেতে সুশোভন।
সদা করে যুক্ত করে অগ্নির সাধন॥
ব্রহ্মচারী দ্বিমত গৃহস্থ উদাসীন।
সত্য শুদ্ধাচারী প্রত্যাহারী চির দিন॥
বিশেষ গৃহস্থ ব্রহ্মচারী যেই জন।
ঋতুকালে স্বীয় স্ত্রীতে করয়ে রমণ॥
অতঃপর শৈবের শুনহ সবিশেষ।
কহে দীন শিব নামে খণ্ডে ভব ক্লেশ॥

অথ শিবনামাবলী।

কম্পক ছন্দ।

জয় শিবেশ শঙ্কর মহেশ্বর।
জয় চন্দ্রমা শেখর ভালে ধর॥
জয় রজত নিন্দিত কলেবর।
জয় বিভূতি ভূষিত দিগম্বর॥
জয় বৃষভ বাহন মহত্তর।
জয় ভুজঙ্গ ভূষণ জটাধর॥

জয় শ্মশান নাটক শূলকর।
জয় ডমরু বাদক যোগিবর॥
জয় ত্রিনেত্র ধারক কৃত্ত ম্বর।
জয় বিষাক্ত কণ্টক কাল হর॥
জয় পিনাক পণ্ডিত চতুষ্কর।
জয় পিশাচ মণ্ডিত ভূতেশ্বর॥
জয় ভৈরবী যোগিনী প্রিয়ঙ্কর।
জয় ত্রিলোক মোহিনী মনোহর॥
জয় তরঙ্গ ভঙ্গিত গঙ্গাধর।
জয় ভুজঙ্গ রঞ্জিত বাঘাম্বর॥
জয় কৃত্তান্ত কেশব পুরন্দর।
জয় কুবের বান্ধব শুভঙ্কর॥
জয় ত্রিলোক কারক নাশকর।
জয় ত্রিতাপ মোচন যোগেশ্বর॥
জয় তীব্রক ভীষণ ভস্মাম্বর।
জয় অমর ব্যাপক চরাচর॥
জয় হর হর ভব ভয় হর।
দীন কাতরে পামরে কৃপা কর॥

শৈবদিগের নাম ও সাধন বিবরণ।

পয়ার।

পুরাকালে শৈবের সম্প্রদা ছিল ছয়।
একাদি করিয়া নাম শুনহ তনয়॥
শৈব, রৌদ্র, উগ্র, ভাক্ত, জঙ্গম পঞ্চম।
পাশুপত, আদি লয়্যা জানিবা ষষ্ঠম॥
বাহুমূলে শিবলিঙ্গ চিহ্ন যেই করে।
সম্প্রদায় মধ্যে সেই শৈব [illegible]
কপালে ত্রিশূল চিহ্ন যে করে [illegible]
রৌদ্র সম্প্রদায়ি [illegible] কহিলে [illegible]
বাহুদ্বয়ে ডমরু [illegible]
উগ্র সম্প্রদায়ী সেই [illegible]
ললাটে শিবের লিঙ্গ [illegible]
সেই ভাক্ত সম্প্রদায়ী [illegible]
শিরোদেশে লিঙ্গ [illegible]
পরম জঙ্গম সম্প্রদায়ী [illegible]
বাহু বক্ষ নাভি আর ললাট উপরে।
পাশুপত যেই সেই লিঙ্গ চিহ্ন ধরে।
এই সব চিহ্ন ভিন্ন অন্যান্য লক্ষণ
কুটীচক আদি করি করহ শ্রবণ।
কুটীচক সন্ন্যাস গ্রহণ যেই করে।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিত ভস্ম যজ্ঞ সূত্র ধরে॥
করে কমণ্ডলু আর ত্রিদণ্ড ধারণ।
শিরে শিখা ললাটে ত্রিপুণ্ড্র বিভূষণ॥
রক্তবস্ত্র পরিধানে ভিক্ষায় ভোজন।
নিজ কিম্বা বন্ধু গেহে করয়ে অশন॥
প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা কালেতে করে ধ্যান।
শিব লিঙ্গ পূজা বিনা [illegible]
বহূদক, সন্ন্যাসীর শুনহ লক্ষণ।
নারী পুত্র বন্ধু বর্গে করয়ে বর্জ্জন॥
গোপুচ্ছ লোমের রজ্জু বাঁধিয়া [illegible]
শিক্য জল পাত্র কমণ্ডলু [illegible]
গাত্র আচ্ছাদন কন্থা [illegible]
কৌপীন কৃপাণ শিখা যোগপট্ট [illegible]
চরণে পাদুকা গলে রুদ্রাক্ষের [illegible]
পঙ্কিনী খনিত্র হস্তে [illegible]
সর্ব্বাঙ্গে লেপন ভস্ম ত্রিপুণ্ড্র [illegible]

শুদ্ধ শিব আরাধনা যোগের বিহিত॥
মৌনব্রতেতে থাকে সদা ধ্যানেতে তৎপর।
সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী [illegible] যোগিবর॥
সপ্ত গৃহে ভিক্ষা করি [illegible] একাহারি।
সেই বহূদক শৈব জানিবা বিচারি॥
অতঃপর হংসের, শুনহ সবিশেষ।
কিবা তার ব্যবহার কিবা তার বেশ॥
কমণ্ডলু শিক্যা ভিক্ষাপাত্র কন্থা আর।
আচ্ছাদন বহির্ব্বাস কৌপীনাদি সার॥
এক খণ্ড বংশদণ্ড সাদরে ধারণ।
ত্রিপুণ্ড্র অঙ্গেতে ভস্মবিভূতি লেপন॥
সমুদয় শিখা কেশ করিয়া মুণ্ডন।
দিবসেতে অষ্ট গ্রাস করয়ে ভোজন॥
সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী অধ্যাত্ম আরাধনা।
অহ রহ করে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা॥
কুটীচক, বহূদক, হংস পরস্পর।
ষড়রিপু বর্জ্জিত বিশুদ্ধ কলেবর॥
দেহান্তে সবার শব জলে নিক্ষেপণ।
নতুবা রাখয়ে ভূমি করিয়া খনন॥
যতি, সে পরমহংস পরম ভাজন।
কোন দ্রব্যে আকাঙ্ক্ষিক না রহে কখন॥
চিদানন্দে প্রণব সাধনা নিত্য করে।
সেই সে পরম যোগী কহে যোগিবরে॥
ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাহিক থাকে তার।
যেহেতু সকলি ব্রহ্ম হেরে অনিবার॥
অন্য কোন কর্ম্মের নাহিক প্রয়োজন।
মরিলেই মুক্তি সার বেদান্ত বচন॥
পরমহংসের শব করিয়া যতন।
রাখয়ে অবনী মধ্যে করিয়া গোপন॥
কহে দীন আত্মতত্ত্বে সদা যার মন।
জীবনেতে মুক্তি তার অধিক মরণ॥

—

অন্যান্য শৈবাদি তত্ত্ব বিবরণ।

অতঃপর অন্যান্য শৈবের বিবরণ।
সংক্ষেপে শুনহ সার করিয়া গ্রহণ॥
ঊর্দ্ধবাহু, ঊর্দ্ধমুখ, সুখার, রুখার,।
ঊখার, গুদাব, কড়ালিঙ্গ, নখী আর॥
অঘোরি, নাগাদি, লয়্যা দশ সম্প্রদায়।
বিচরণ করি কাল কাটয়ে ভিক্ষায়॥
এক কিম্বা দুই বাহু ঊর্দ্ধেতে স্থাপিত।
সবস্ত্র বিবস্ত্র অঙ্গ ভস্মাদি লেপিত॥
জটা শ্মশ্রু অন্য অন্য শৈব চিহ্ন রহে।
ঊর্দ্ধবাহু হেতু ঊর্দ্ধবাহু তারে কহে॥
ঊর্দ্ধদৃষ্টে যাহার আকাশ মুখি সেই।
নখী যেই নখরাখে ভেদমাত্র এই॥
সুখারে বিশেষ চিহ্ন যষ্টি ধরে করে।
কর্ণেতে রুদ্রাক্ষ মালা রক্তবস্ত্র পরে॥
রুখারে প্রভেদ এই জানিবা কারণ।
যষ্টি কি রুদ্রাক্ষ মালা না করে ধারণ॥
ইতি মধ্যে মদ্য মাংস যে করে আহার।
শৈব সমাজেতে গণ্য নামেতে ঊখার॥
অতঃপর গুদারের শুনহ লক্ষণ।
দীর্ঘরক্ত বস্ত্র, অঙ্গে রক্ষিণী ধারণ॥
কনফট যোগির সদৃশ ধরে বেশ।
কটাহ লইয়া সঙ্গে ভ্রমে নানা দেশ॥
যখন গৃহস্থ গৃহে হয় উপস্থিত।
কটাহের মধ্যে অগ্নি করয় স্থাপিত॥

কর্ণ ছিদ্র কুণ্ডলে কি কাষ্ঠে রুদ্ধ করে।
তাহাকে খেচরী মুদ্রা বলে পরম্পারে॥
কড়ালিঙ্গী সম্প্রদায়ী হয় যেই জন।
উলঙ্গ বেশেতে সদা করয়ে ভ্রমণ॥
আপনাকে জিতেন্দ্রিয় প্রকাশের তরে।
লোহের কুণ্ডল এক লিঙ্গ দেশে ধরে॥
অন্য অন্য দ্রব্যের নাহিক প্রয়োজন।
শিব উপাসনা যার পরম সাধন॥
অঘোর অঘোরপন্থি পূর্ব্বকালাবধি।
শিব শক্তি অর্চ্চনা করয়ে নিরবধি॥
অস্থি নৃকপাল যুক্ত কমণ্ডলু দণ্ড।
গৈরিক বসনধারী আকৃতি পাষণ্ড॥
মদ্য মাংস ব্যবহার পরস্ত্রী গমন।
নর বলি আদি ছিল বিকট সাধন॥
নাগার বিশেষ কহি শুন অতঃপর।
কেহবা কৌপীন পরে কেহ দিগম্বর॥
সর্ব্বদা অঙ্গেতে করে ভস্মাদি লেপন।
মুখে শাস্ত্র শিরে জটাভার বিভূষণ॥
নানাবিধ অস্ত্রধারী হয় সর্ব্ব জন।
দল বদ্ধ হয়্যা দ্বন্দ্ব করে অকারণ॥
অত্যন্ত কলহ শীল রিপু অনুগত।
শিবের অর্চ্চনা মাত্র করে শৈব মত॥
এইরূপে পুরাকালে ব্যাসের আদেশে।
শিবের সাধনা আরম্ভিল দেশে দেশে॥
শাক্ত কি বৈষ্ণব সৌর গাণপত্য যত।
ক্রমেতে হইল বৃদ্ধি তা কহিব কত॥
ব্রহ্মপদ আরাধিতে শক্ত ছিল যারা।
সুখলাভ জানি পৌত্তলিক হৈল তারা॥
যাগ যজ্ঞ ব্রত দান পূজা নানা মত।
আমোদ প্রমোদ তাহে বাড়ে অবিরত॥
ইহকাল পরকাল সুখ জানি মনে।
অনেকে প্রবৃত্ত হৈলা সাকার সাধনে॥
এতেক দেখিয়া ভগবান বেদব্যাস।
হিতে বিপরীত দেখি হইলা নিরাশ॥
এতভাবি মৈনাক পর্ব্বতোপরি বসি।
আমি বেদব্যাস শুন আমার বচন।
অবোধ মূঢ়ের হেতু করিয়া যতন॥
ব্রহ্মকে সাকার রূপে করিনু বর্ণন॥
যদি তাকে দেখাইনু চতুর্ব্বর্গ ফল।
সে ফল জানিবা শুদ্ধ আকাশের জল॥
প্রবৃত্তি কারণ মাত্র জানিবা প্রমাণ।
বালকে ঔষধি দিতে পিষ্টক প্রদান॥
তোমা সবে বুদ্ধিমান শুন সার যুক্তি।
ব্রহ্ম উপাসনা করি লাভ কর মুক্তি॥
ইহাতে কখন চিত্তে না কর সংশয়।
জ্ঞান ভিন্ন মোক্ষ নাই সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
এতেক শুনিয়া সবে করে পরিহাস।
বুঝিলাম হত বুদ্ধি হইয়াছ ব্যাস॥
লোকে বলে বেদব্যাস বড় জ্ঞানবান।
আপন বচনে তাহা করিল প্রমাণ॥
এত শুনি দ্বৈপায়ন সভয় অন্তর।
ঈশ্বরে করিলা স্তুতি হইয়া কাতর॥

যথা।

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং।
স্তুত্যা নির্ব্বচনীয়তাখিল-
গুরো দূরীকৃতা যন্ময়া॥
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো
যত্তীর্থযাত্রাদিনা।

ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা-
দোষত্রয়ং মৎকৃতং।

অস্যার্থ।

রূপ বিবর্জ্জিত তুমি পরম কারণ
স্বরূপ করিয়া ধ্যানে করিনু বর্ণন ॥
বচনের মধ্যে মহ করিলাম স্তুতি।
তীর্থস্থান নিরূপিনু চরাচর গতি ॥
হতে বিপরীত সুধা ভ্রমে হৈল বিষ।
এই তিন দোষ মম ক্ষম জগদীশ ॥
তামি কহিনু ঈশ্বর মত বিবরণ।
বুঝিয়া ভাবনা কর যাহা লয় মন ॥
এতেক শুনিয়া শিশু করে নিবেদন।
কহ গুরু শুনি শাক্তমত সে কেমন ॥
কহে দীন সদা মুখে বল শিব শিব।
শিবের সেবক যেই তার কি অশিব ॥

অথ শাক্ত নামাবলী।

---

১ ললিত ত্রিপদী।

জয়শক্তি রূপিণী, শৈলনন্দিনী,
শিবমোহিনী, ভবানী।
জয় সৃষ্টি কারিণী, বিশ্বপালিনী,
সর্ব্বনাশিনী, সর্ব্বাণী ॥
জয় দক্ষ বালিকা, বিশ্বব্যাপিকা,
ভবভাবিকা, ভবানী।
জয় দৈত্যঘাতিনী, মুণ্ডমালিনী,
শূলধারিণী, ধূম্রানী ॥
জয় চণ্ডী চর্চ্চিকা, উমা অম্বিকা,
ধূমাকালিকা, ঈশানী
জয় কাম কামিনী, দুর্গা দর্পিনী,
মায়াযোজিনী, কল্যাণী ॥
জয় শিবসেবিনী, বিন্ধ্যবাসিনী,
ধর্ম্মধারিণী, ব্রহ্মাণী ॥
জয় ভদ্রাভৈরবী, বিদ্যাবৈষ্ণবী,
দেবকৌতুকী, কৃপাণী ॥
জয় রক্তদন্তিকা, সীতা মিশ্রিকা,
রামরাধিকা, রুদ্রাণী।
জয় শুম্ভানন্দিনী, মেধামালিনী,
সুরবন্দিনী, ইন্দ্রাণী ॥
জয় শক্তি সারদা, মুক্তি মোক্ষদা,
বিশ্ব অন্নদা, রূপিণী ॥
ইহ দীন কাতরে, পাপীসাগরে,
ত্রাহি দুস্তরে, তারিণী ॥

আদৌ শক্তি উপাসনা প্রকরণ।

শক্তি উপাসনার শুনহ কহি সার।
শ্রীআনন্দ গিরি যাহা করিলা বিস্তার ॥
শক্তির অর্চ্চনা আদৌ তৃতীয় মূরতী।
প্রথমে ভবানী, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী ॥
ভবানীর উপাসক এই চিহ্ন করে।
কুমকুম লেপিত অঙ্গ করে পুণ্ড্রধারে ॥
গলে বাহুদ্বয় শিরে সুবর্ণ পদাদি।
সাত্ত্বিক স্বভাব শক্তি পূজে মুক্তিবাদী ॥
তার মধ্যে বামাচার তৃতীয় প্রকার।
একাদি করিয়া নাম শুনহ কুমার ॥
যথা পূর্ণ অভিষিক্ত, আর অকৃতার্থ,

কৃত্যাকৃত্যাদয়, অত পরম পদার্থ ॥
পরেতে কহিব বামাচারের লক্ষণ।
এক্ষণে শুনহ মহালক্ষ্মী বিবরণ ॥
মহালক্ষ্মী উপাসক হয় যেই জন।
ললাটে কুমকুম সেই করয়ে লেপন ॥
ভুজদ্বয়ে পদ্ম চিহ্ন চন্দন ধারণ।
গলেতে পদ্মাক্ষ মালা পীতাদি বসন ॥
সরস্বতী উপাসক এই মাত্র করে।
শরীর বিশেষে পুস্তকের চিহ্ন ধরে ॥
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ শুভ্র বহির্ব্বাস।
রতি মতি গতি সরস্বতীতে বিশ্বাস ॥
একেক শুনিয়া কহে নরেন্দ্র কুমার।
কহ গুরু শাক্তের কিরূপ বামাচার ॥

বামাচারাদি শাক্তের লক্ষণ।

তন্ত্র অনুসারে কহি শাক্ত বিবরণ।
পশু, বীর, দিব্য, তিন ভাবের লক্ষণ ॥
পরস্পর সংযোগে সঙ্কীর্ণ ভাব হয়।
পঞ্চমত ভাব সেই নানা তন্ত্রে কয় ॥
পশু পশু, বীরপশু, দিব্যপশু, আর।
বীর বীর, দিব্যবীর, ভাব চমৎকার ॥
এই পঞ্চভাবে সপ্ত প্রকার আচার।
ভিন্ন ভিন্ন কহিলেন করিয়া বিচার ॥
যথা পশু পশু ভাবে বেদাচার, কয়।
বৈষ্ণব আচার, শৈবাচার, তিন হয় ॥
বীর পশুভাবেতে দক্ষিণাচার, মত।
দিব্য পশুভাবে বামাচার, বিধিমত ॥
বীরবীর ভাবে হয় সিদ্ধান্ত আচার,।
দিব্যবীর ভাবে কৌলাচার, চমৎকার।
একাদি ভাবেতে শ্রেষ্ঠ হয় পরস্পর।
কৌলের সমান নাহি কহিল, শঙ্কর
শিক্ষিল। তন্ত্রেতে নাত্র আছয়ে বিধান
বীরভাব, দিব্যভাব, উভয়ে সমান।
তবে যে কিঞ্চিৎ তাতে ভাবের প্রভেদ।
দিব্য হইতে বীর সে উদ্ধত স্বভাব ॥
অতঃপর শুন শিশু আচার লক্ষণ।
বেদাচার অধিকারী নিরূপণ কারণ ॥
প্রথমতঃ বেদাচার হয় যেই জন।
নিয়মানুযায়ী কর্ম্ম করে সর্ব্বক্ষণ ॥
হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা, মাৎসর্য্যাদি ত্যেজন
রাত্রে মালা, যন্ত্র, স্পর্শ না করে কখন।
মৈথুনে বর্জ্জিত, সদা শুদ্ধ সত্ত্ব রহে।
বেদাচারী হেতু তাহে বেদাচার কহে ॥
বৈষ্ণব, কি শৈব, দক্ষিণাচার, মত।
ইষ্ট সাধনাদি কর্ম্ম বেদাচার মত ॥
নিত্যাতন্ত্রে কহিলা বিশেষ বিশেষণ।
তাহার লক্ষণ কহি করহ শ্রবণ ॥
যথা। শৈবাচার পশুহত্যা জানে কর্ম্ম।
অহিংসা পরমধর্ম্ম বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ॥
বিশেষ দক্ষিণাচারী হয় যেই জন।
নিশিযোগে শক্তির করয়ে আরাধনা ॥
বিজয়া গ্রহণ করি আনন্দ মনে।
বীজমন্ত্র জপে সদা করিয়া গোপনে ॥
অতঃপর বামাচার লক্ষণালক্ষণ।
সাবধানে শুন শিশু স্থির করি মন ॥
পঞ্চতত্ত্ব খপুষ্পের করে ব্যবহার
কুলস্ত্রী করয়ে পূজা বিবিধ প্রকার।
পরমাশক্তির পূজা তাতে সিদ্ধ হয়।

ইত্যাদি আচার ভেদ তন্ত্রে স্পষ্ট কয়॥
সিদ্ধান্তাচারের এই জানিবা লক্ষণ।
শুদ্ধ কি অশুদ্ধ দ্রব্য করয়ে শোধন॥
শোধন মাত্রেতে দ্রব্য হয় সদা শুচি।
শোধনীয় দ্রব্য কভু নাহয় অশুচি॥
দিবাতে বৈষ্ণবাচার করয়ে যাজন।
নিশাকালে শক্তি পূজে করিয়া গোপন॥
সাধ্যমতে মদ্যমাংস করয়ে সেবন।
চতুর্বর্গ ফলভাগী হয় সেই জন॥
অবশেষ কৌলের কহিব যে আচার।
স্থানাস্থান কালাকাল ভেদ নাহি যার॥
কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করে।
মহামন্ত্র সাধনে নিয়ম নাহি ধরে।
কভু শিষ্ট কভু ভ্রষ্ট কভু কদাচার।
কভু ভূত পিশাচ সদৃশ ব্যবহার॥
নানা স্থানে নানারূপে করে বিচরণ।
সুরাপানে মদমত্ত সদানন্দ মন॥
সমভাব শত্রু মিত্রে কর্দ্দম চন্দনে।
সুখ দুঃখ তুল্যভাব ভেদ নাহি মনে॥
সেই সে সাধক কৌল পৃথিবী মণ্ডলে।
শিব উক্ত কুব্জিকাতন্ত্রে তৃতীয় পটলে॥
দিব্যভাব, বীরভাব, পশুতুল্য নয়।
যথা পশুভাবে পশুহত্যা নাহি হয়॥
মদ্যমাংস সেবন নাহিক করে তারা।
শুদ্ধ শাক্ত উপাসনা বৈষ্ণবের ধারা॥
বীর পশু মিশ্রিত দক্ষিণাচার যেই।
সুরাপান পশুহত্যা করিবেক সেই॥
বিনা বলিদানে পূজা সিদ্ধ নাহি হয়।
তান্ত্রিক শাক্তের ধর্ম্ম প্রমাণ নিশ্চয়॥
অতএব শুন পুত্র কতমত বলি।
কালিকা পুরাণ মত বিস্তারিয়া বলি॥
কচ্ছপ, কুম্ভীর, মৎস্য, পক্ষী, এই চারি।
নয়রূপ মৃগ, আর জানিবা বিচারি॥
গোধিকা, গো, ছাগ, খড়্গ, মহিষ, শূকর।
বভ্রু, কৃষ্ণসার, সর্প, সিংহ, ব্যাঘ্র, নর॥
স্বীয় শরীরের রক্ত বলি চণ্ডীকার।
বলিদানে মুক্তিলাভ কহে তন্ত্রসার।
কিন্তু পদ্মপুরাণে আছয়ে বিপরীত।
শিবেরে কহিলা শিবা করুণা বিহিত॥
যেজন তামস গুণে আমার কারণ।
বলিচ্ছলে জীবহত্যা করে অকারণ॥
কোটিকল্প সেজন নরকে করে বাস।
সত্য সত্য সত্য কহি শুন কীর্ত্তিবাস॥
বলি উপদেষ্টা, হন্তা, কর্ত্তা যারা হয়।
ধারণ, বিক্রয়, কিম্বা উৎসর্গ, করয়॥
তাবতের নরক জানিবা শূলপাণি।
তোমার সপথ আমি কিছুই না জানি॥
এতেক শুনিয়া কহে নৃপতি তনয়।
অতিশয় সংশয় হইল মহাশয়॥
পুরাণে কহিলা শিবা তন্ত্রে সদাশিব।
পদার্থ লইতে গেলে সকলি অশিব॥
যথা কহিলেন শিবা তমোগুণী যারা॥
আমার উদ্দেশে বলিদান করে তারা॥
তা সবার নরক হইবে অতিশয়।
শিব উক্তি বলিদানে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥
কার বাক্য সত্য করি জানিব এখন।
কৃপা করি কর প্রভু বিবাদ ভঞ্জন॥
সিদ্ধান্ত কহেন কিবা কহিব তনয়।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম নানা শাস্ত্রে কয়॥
কাহার শকতি আছে তত্ত্ব বুঝিবারে।

শিব বিনা শিব মর্ম্ম কে বুঝিতে পারে॥
[illegible] এর বা পারে কেন হৈলা চমৎকার
অতঃপর শুন পুত্র পূজার ব্যাপার।
দুইমত প্রকার আছয়ে এই ভাব।
প্রথমত বাহ্য পূজা পরে অন্তর্যাগ॥
গন্ধ পুষ্প বস্ত্র ভক্ষ্য পানীয় প্রদান।
ইহাতেই বাহ্য পূজা হয় মন্তিমান।
চিত্তরূপ পুষ্প আর প্রাণরূপ ধূপ।
বায়ুরূপ চামর প্রদীপ তেজরূপ॥
ইত্যাদি কল্পিত উপহার আদি দ্বারা।
মানসিক সাধনা করয়ে সিদ্ধ যারা॥
সেইসে সাধন অন্তর্যাগ তার নাম।
ষটচক্র ভেদেতে জানিবে গুণধাম॥
সংক্ষেপ কহিলা শুক তন্ত্রের বচন।
ভাষায় রচিলা দীন সুজন কারণ॥

যথা ষটচক্রভেদ প্রকরণ।

অতঃপর কহি শুন নৃপতির নন্দন।
ষটচক্র ভেদ মর্ম্ম যোগির জীবন॥
শরীর মধ্যেতে মেরুদণ্ড [illegible] কহে।
তার দুই পাশে দুই [illegible] স্থির রহে॥
ইড়া আর পিঙ্গলা নামেতে হয় উক্ত।
মধ্যেতে সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ড যুক্ত॥
[illegible] সুষুম্না আপনি সরস্বতী।
বামেতে জাহ্নবী ইড়া শোভাকর অতি॥
পিঙ্গলা জমুনা বামে ত্রিধারা বর্ত্তয়।
সূতাতন্তুবৎ সূক্ষ্ম জান অতিশয়॥
সুষুম্না সংযোগে আর দুই নাড়ী বর্ত্তে।

[illegible]খ্যা, চিত্রিণী, নামে [illegible]
সুষুম্না গ্রথিত মত্ত পদ্ম [illegible]।
একা দ করিয়া কহি শুন [illegible]।
পায়ুদেশ লিঙ্গমূল উদ্ধতে সুষুম্নায়।
আধারে নামেতে আধার [illegible]।
চতুর্দল চতুর্বর্ণ [illegible] সুশোভন
বং শং [illegible] তথা [illegible]।
পদ্ম মধ্যে [illegible] একক [illegible]
অষ্টদিকে অষ্টশূল [illegible]
ত্রিকোণ যন্ত্র কর্ণিকার মধ্যস্থলে।
লিঙ্গাকৃতি শিব স্থিতি শয়ন [illegible]।
লিঙ্গাবৃত লিঙ্গ স্থানেতে মুখপাতি।
সর্পরূপা কুলকুণ্ডলিনী অহরাতি॥
সার্দ্ধত্রিবলয়াকার লোহিত রূপিণী।
স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা শিব সীমন্তিনী॥
তন্নিকটে লংবীজ বর্ণ মূলাধারে।
অজপা রোধেতে যারে করয় উদ্ধারে॥
কমল কোমল অতি সুবর্ণ বরণ।
অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা তথা মরাল বাহন॥

১

দ্বিতীয় পদ্মের কথা শুন [illegible]।
অনায়াসে যাহাতে উপজে দিব্যজ্ঞান।
লিঙ্গ মূলে স্বাধিষ্ঠান নামে পদ্ম রহে।
বংভংমংযড় বর্ণ শোভে ছয় দলে।
তার মধ্যে [illegible] কৃতি বরুণ [illegible]
তার মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র অতি [illegible]
তাহার মধ্যেতে বং বর্ণের প্রকাশ
পদ্ম মধ্যে রাকিণী শক্তির হয় বাস
কিবা শোভা কণ্ঠপ্রভা [illegible]

অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু তথা বাহন মকর ॥

২

তৃতীয় পদ্মের মর্ম্ম কহি অতঃপর।
মনান্তর হইলে হইবে ভাবান্তর ॥
নাভি মূলে মণিপুর নামেতে কমল।
ক্রমে দশ দিকে তার শোভে দশদল ॥
ডং ঢং আদি দশবর্ণে দশী দল।
মধ্যেতে ত্রিকোণ অগ্নি মণ্ডল কেবল ॥
ত্রিকোণের পার্শ্বে তিন স্বস্তিক আকার।
তৃতীয় ভূপুর আছে মধ্যস্থানে তার ॥
তাহার মধ্যেতে রংবর্ণ মাত্র রয়।
পদ্মোপরি লাকিনী শক্তির বাস হয় ॥
নীলবর্ণ পদ্ম সেই কিবা শোভা তার।
অধিষ্ঠাতা রুদ্র, মেষ বাহন যাঁহার ॥

৩

চতুর্থ পদ্মের মর্ম্ম কহিব নির্যাস।
যাহার শ্রবণে হয় কৈতব বিনাশ ॥
হৃদয়ে দ্বাদশ দলপদ্ম প্রকাশিত।
অনাহত নাম তার অতি সুশোভিত ॥
তাহার দ্বাদশ দলে কং ঠং আদি।
দ্বাদশ বীজেতে শোভে কহে তন্ত্রবাদী ॥
মধ্যে ষটকোণ বায়ু মণ্ডল আকার।
তার মধ্যে যংবীজ বর্ণ সারাৎসার ॥
পদ্মে শিব কাকিনী শক্তির হয় বাস।
পুরুষ প্রকৃতি দুই পরম বিলাস ॥
প্রবাল বরণ পদ্ম অতি সুশোভন।
অধিষ্ঠাতা ঈশ যাঁর মৃগ বাহন ॥

৪

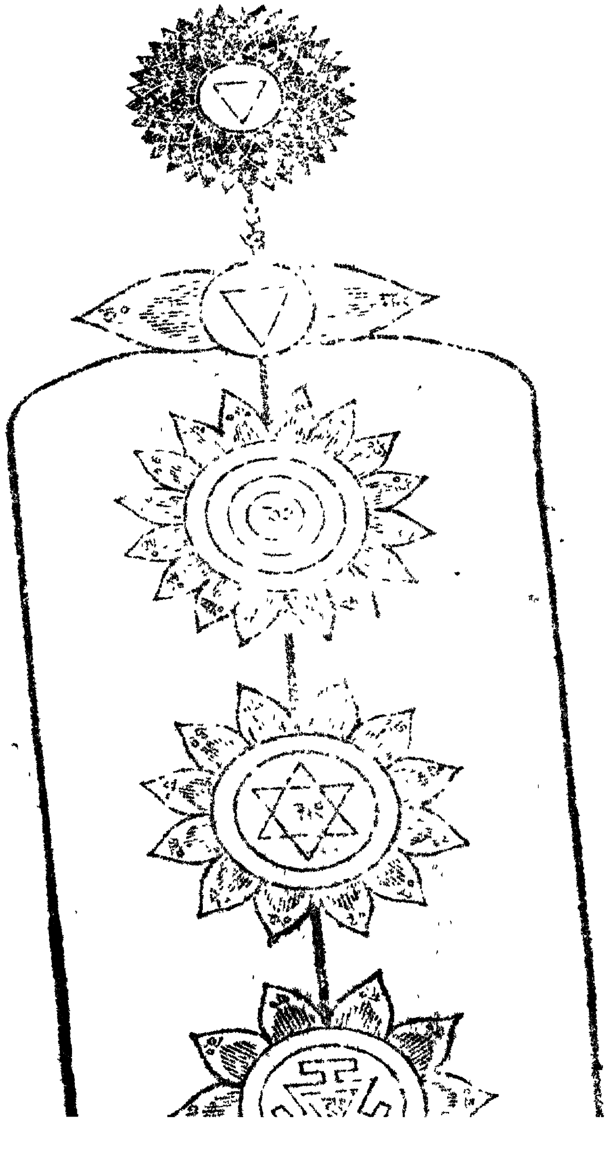
পঞ্চম পদ্মের কথা কহি সবিশেষ।
যাহার সাধনে নাহি থাকে ভব ক্লেশ ॥
কণ্ঠদেশে ষোড়শ দলেতে যে কমল।
বিশুদ্ধ তাহার নাম শুদ্ধ নিরমল।
অকারাদি ষোলস্বরে শোভে ষোলদল।
তার মধ্যে গোলাকার চন্দ্রমা মণ্ডল ॥
তার মধ্যে যে নভোমণ্ডল গোলাকার।
তার মধ্যে হংবীজ জীবন আধার ॥
পদ্ম মধ্যে শাকিনী শক্তির হয় বাস।
কেবা তার অধিষ্ঠাতা শুনহ নির্যাস ॥
ধূম্রবর্ণ পদ্ম সেই অতি চমৎকার।
সদাশিব ভৈরব, বাহন কৃষ্ণসার ॥

৫

ষষ্ঠ পদ্মের মর্ম্ম কহি অতঃপর।
যাহা ভেদ করি যোগ সাধে যোগীবর ॥
ভ্রূ মধ্যে দ্বিদল পদ্ম আজ্ঞা নাম তার।
দুই দলে হং ক্ষং বীজ বর্ণাকার ॥
তার মধ্যস্থলেতে ত্রিকোণাকৃতি শক্তি।
তার মধ্যে স্থিত মন শিব তন্ত্র উক্তি ॥
হাকিনী শক্তির বাস পদ্মের উপরে।
এই ষট্চক্র পদ্ম শরীর ভিতরে ॥
দ্বিদল কমল শুভ্রবর্ণ শোভাকর।
অধিষ্ঠাতা শিব তথা বাহন কুঞ্জর ॥

৬

আজ্ঞা পদ্ম কিঞ্চিৎ উপরিভাগ যথা।
পরমাত্মা প্রণব আকৃতি বাস তথা ॥
তার ঊর্দ্ধে চন্দ্র বিন্দু অতি শোভাকর।
তার ঊর্দ্ধে শঙ্খিনী যে নাড়ী সূক্ষ্মতর ॥
তদূর্দ্ধে সহস্রদল পদ্ম সুললিত।
শুক্লবর্ণ পঞ্চাশত দল সুশোভিত ॥
অকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণ যত।
পঞ্চাশত দলেতে সবিন্দু আছে তত ॥



পদ্ম মধ্যে গোলাকৃতি চন্দ্রমা মণ্ডল।
তন্মধ্যে ত্রিকোণ যন্ত্র অতি নিরমল॥
তার মধ্যে রত্নবেদি পরে উপবিষ্ট।
বিরাজয়ে শ্রীনাথ ভক্তাভিলাষী ইষ্ট॥
পরে ষটচক্রভেদ করা কি প্রকার।
সংক্ষেপ রূপেতে কহি শুন সারোদ্ধার॥
সাধক গুরুর উপদেশ অনুসারে।
যোগী যোগাসনে ধ্যান করি মূলাধারে॥
দেহস্থ বায়ুর বলে জ্বালিয়া অনল।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তি করয়ে চঞ্চল॥
পরে হুঁ বীজে তারে করিয়া চেতন।
স্বরূপা যোগেতে করে উর্দ্ধে আকর্ষণ॥
চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যগত পথ দিয়া।
আনিবেক কুণ্ডলিনী শক্তি দেখাইয়া॥
সাধকের সাধনা সিদ্ধার্থে কুণ্ডলিনী।
সরলা রূপেতে গতি ত্রিলোক তারিণী॥
চারি, ছয়, দশ, বার, ষোড়শ, দ্বিদল।
ক্রমে ছয় পদ্ম ভেদি উর্দ্ধে যেন [illegible]
মূলাধার, অনাহত, আজ্ঞা, পদ্মস্থিত।
শিবজ্যোতি সঙ্গে রঙ্গে বর্ণ [illegible]॥
পরে নাদ বিন্দু ভেদী সহস্রারে যায়।
পরম উল্লাসে যে পরম [illegible] পায়॥
প্রেমাবেশে উভয় সঙ্গমে সুখ [illegible]।
[illegible] আরক্তা নিবেতার [illegible]॥
তাহাতে পরমামৃত যে হয় উদয়।
তাহা পানে সাধকের সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥
কি কব অধিক ফল আছে শিবউক্তি।
ধর্ম্ম অর্থ কাম কিবা করতলে মুক্তি॥
পুনরায় কুণ্ডলিনী পূর্ব্ব অনুসারে।
আনিবেক ক্রমে চক্রভেদি মূলাধারে।
এইরূপে অনুরাগী সাধক [illegible]।
ষটচক্র ভেদ রূপে করয়ে সাধন।
মানসোপচারে তাঁর করয়ে অর্চনা।
সাধকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় সেই জনা॥
যেরূপ শুনিলা ষটচক্রের ব্যাপার।
পটে প্রতিরূপ তার দেখহ কুমার।

শ্রীচক্রের বিবরণ।

অতঃপর শ্রীচক্রের [illegible] বিশেষ।
বীরভাব সাধকের সাধনার শেষ॥
চক্রে [illegible] কিম্বা [illegible] পূর্ব্বক বসিয়া [illegible]
[illegible] বামেতে রাখিয়া॥
আপনি ভৈরব নারী ভৈরবী করিয়া।
পরম শক্তির সেবা করে এ প্রকার॥
উভয় ললাটে করি চন্দন লেপন।
স্রক্ পুষ্প নানা গন্ধে [illegible] হনন॥
[illegible] কলে তবে [illegible] মহাবীর।
কালী কালী উচ্চারণ করয়ে গম্ভীর
মধ্যাস্থিত কুলস্ত্রীকে করি কারণে [illegible]
মদ্য মাংস দিয়া পূজেন হি কোন [illegible]
অতএব কহি কুলনারী কি প্রকার।
বেদ ভিন্ন মতে যাহা করিলা বিচার।
ব্রাহ্মণী, রজকী, নটী, বেশ্যা, কাপালিনী
আর নাপিতিনী, শূদ্রা, গোপিনী, মালিনী
এই নব কুলনারী কহিলা [illegible]
পরে শুন কুলনারী যে প্রকারে হয়
উপপতি গামিনী বিদগ্ধা নারী যেই
কুলস্ত্রী সমাজে খ্যাতা হইবেক সেই

…পবতী যুবতী সুশীলা ভাগ্যবতী।
…মনে করয়ে পূজা প্রকৃতি মুরতি॥
তৎপর কহি শুন নরেন্দ্র কুমার।
…মধ্যে কুলস্ত্রী যে করে ব্যবহার॥
…কাল ভিন্ন অন্য পুরুষে মনন।
…পি না করিবেক কুলনারী গণ॥
…কালে…সহ ত্যজি কুললাজ।
…পতি লইয়া সাধয়ে নিজকাজ॥
…গত যে পুরুষ সে পুরুষ শক্তি
…হিত…পতি প…নকে এই মতি।
…হতু পুরুষ মাত্র ভৈরব আকার।
…রবী ভাবেতে নারী করিবে বিহার।
…ষ্টি ত্যজিতে…শিব…পুরুষ।
…পতি শিব তুল্য…তায়।
…ত কুল…বিচার না…করে।
…শক্তি শিব-জ্ঞানে…চক্র…॥
…জানিবে কালীরূপা কুলনারী।
…মাংস দিয়া পূজা করিবেক…॥
…বাটে সিন্দুর…বাপ…দিয়া।
…তার ধ্যান করিবে বসিয়া।
…ধন পূর্ব্বক সুর বন্দন করিবে।
…গত পঞ্চপাত্র পান…হইবে॥
…তে প্রসাদ পাত্র করিবে গ্রহণ।
…পান করিবেক যত…মন॥
…ইন্দ্রিয় সব না হয় চঞ্চল।
…করিবে পান হয়ে কুতুহল॥
…হইবে দৃষ্টি মন বিচলিত।
…পান করিবেক কারণ বিহিত॥
…র মঙ্গল আর বিঘ্নের বিনাশে।
…স্তোত্র পড়িবেক…

আনন্দ উল্লাস পরে হইবে যখন।
এইরূপে কুলকার্য্য করিবে তখন॥
লজ্জা ভয় ঘৃণা মানে দিয়া বিসর্জ্জন।
উন্মত্ত হইয়া…করিবে নর্ত্তন॥
…পুনঃ পুনঃ পা…ধরায়।
চঞ্চল ইন্দ্রিয়…স্থির না পায়॥
জাতি কি সম্বন্ধ কিছু না থাকে বিচার।
প্রবৃত্তি…করে ব্যভিচার॥
চক্র মধ্যে…কুল…দেখিয়া।
নিন্দা…নাহি করিবেক…॥
কভু…কথা…না করিয়া।
…করিবে সবে একত্র বসিয়া॥
…আচার হইতে…
…শক্তি রক্ষা করিবেক যথোচিত।
ভৈরবী চক্রের এই কহিনু বাখান।
পরে শবসাধনের শুনহ আখ্যান॥

—

শবসাধন বিবরণ।

…মধ্যে যত আছে প্রকরণ
শব সাধনীয় কর্ম্ম পরম সাধন॥
…কিছু তাহার লক্ষণ।
যেইরূপে শব লয়্যা সাধে বীরগণ॥
অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথি কৃষ্ণপক্ষ।
অথবা মঙ্গলবার…করি লক্ষ্য॥
…নদীতীরে গিরি গুপ্তস্থানে।
…বৃক্ষ মূলে আর কানন শ্মশানে॥
…প্রহর নিশি হইবে যখন।
…সহায় করি করিবে গমন॥

মদ্য আদি উপচার লইয়া যতনে।
শ্রীগুরু গণেশ পুজিবেক এক মনে॥
যোগিনী প্রভৃতি পুজি দিয়া বলিদান।
শব আহরণ পূর্ব্বে করে সুরাপান॥
অতএব শুন সেই শবের লক্ষণ।
প্রশস্ত জানিয়া যাহা লয় বীরগণ॥
গর্ভজ, কি প্রথম বয়স যে বালক।
দ্বিবর্ষ অতীত, পঞ্চ বর্ষীয় যুবক॥
বিশেষ চাণ্ডাল শব জানিয় প্রশস্ত।
অনিবেক শব এক না জানে গৃহস্থ॥
পূজা করি সেই শব তার পদতলে।
চন্দন লেপন করিবেক মনোদেশে॥
তদুপরি মৃগচর্ম্ম কম্বল পাতিয়া।
ডাকিনী যোগিনী পূজা বিশেষ করিয়া॥
দূরে রাখি একজন উত্তর সাধক।
যাতে যাতে বলি যেই হয় রক্ষক॥
পরেতে শবের পৃষ্ঠে করিয়া আসন।
মদ্য মাংস দিয়া দেবী করয়ে অর্চ্চন।
নয়ন মুদিয়া জপ করে কালিকার।
কত মত ভয় দেখে কি কহিব তার॥
যেজন না হয় ভীত যোগে রহে স্থির।
সর্ব্বসিদ্ধি হয় তার সেই মহাবীর॥
সাক্ষাৎ হইয়া কালী দেন বরদান।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ তার হয় বর্ত্তমান॥
ইত্যাদি কহিনু নীল-তন্ত্র সারোদ্ধার।
পরে শ্যামারহস্যের মত শুন আর॥
অষ্টমী নবমীর সন্ধিকালে যেই।
পুরের বাহিরে যাগ করিবেক এই॥
সংস্থিত ছাগ, মেষ, মহিষের শব।
পদাশ্রিত কবন্ধক মুণ্ডপাল সব॥
আসনের চতুর্দিকে করিয়া যোজনা।
মধ্যেতে কবন্ধ এক করিবে স্থাপনা।
আপনি গন্ধর্ব্ব রূপ করিয়া ধারণ।
নিঃশঙ্ক হইয়া তাহে করিবে আসন।
গলে মুণ্ডমালা রক্তে করিয়া তিলক।
অঙ্গেতে মাখিয়া ভস্ম সুখেতে সাধক।
মুখেতে তাম্বূল পূর্ণ নয়নে অঞ্জন।
জপিবেক মহামন্ত্র হয়্যা এক মন।
আপনি সাক্ষাৎ কালী হইবেন তথা।
সাধকের সর্ব্বসিদ্ধি না হয় অন্যথা।
আর আর ভয়ঙ্কর প্রকরণ যত।
তন্ত্রের লিখন মাত্র বিস্তারিব কত॥
ইত্যাদি কহিনু শক্তি সাধনার মর্ম্ম।
নিশ্চিত জানিয়া কর আপনার কর্ম্ম॥
এতেক শুনিয়া কহে নৃপতি কুমার।
কহ শুরু সৌরের সাধনা কি প্রকার॥
যেরূপ কহিলা গুরু তন্ত্র অনুসারে।
তাহায় রচিলা দীন ভাবি নিরাকারে॥

অথ সূর্য্য নামাবলি।

নম ব্রহ্ম স্বরূপায়, শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়,
দিন কর নিকর হে॥
নম দুষ্টজনার্দ্দন, অখিল কারণ,
জগৎপতি ঈশ্বর হে॥
নম ত্রিলোক লোচন, তিমিরমোচন,
তেজোগুণ আকর হে।
নম ত্রিলোক কারক, ত্রিগুণধারক,
ব্যাপক পরাৎপর হে॥

নম কিরণ কুণ্ডল, পাবক মণ্ডল,
তেজোময় ভাস্কর হে।
নম বিশ্বের জীবন, ভুবনমোহন,
তপন তাপ হর হে ॥
নম অরুণ উজ্জ্বল, গতি চলাচল,
পরাৎপর গোচর হে।
নম ত্রিনেত্র তিলক, কামাঙ্গ দাহক,
পতঙ্গ প্রভাকর হে ॥
নম ধরণী ধারক, বিনষ্ট কারক,
দিনেশ দিনকর হে।
নম বিশ্বের রক্ষিতা, বিশ্বের সবিতা,
সবিতা নাম ধর হে ॥
নম কমল রঞ্জক, সাগর শোষক,
একি গুণ আগর হে।
প্রভু কে জানে তোমায়, সংসারত ছায়া,
ছায়াপতি সুন্দর হে ॥
ভব ভয় শমনে, ঘোরাংশে দমনে,
যেই তব কিঙ্কর হে।
দীন প্রণামে শ্রীপদে, নিস্তার বিপদে,
ভাস্করে কৃপা কর হে ॥

সৌরদিগের সাধন লক্ষণ।

পূর্ব্বাবধি সৌরগণ সূর্য্যের সাধক।
ছয় সম্প্রদায়ে গণ্য পৃথক পৃথক ॥
সম্প্রদায় বিশেষ নাহিক কিছু নাম।
একাদি করিয়া কহি শুন গুণধাম ॥
কপালে ধরয়ে তারা শুক্ল ব্যবহার।
রক্ত চন্দনের সূর্য্য মণ্ডল আকার ॥
আদ্য সম্প্রদায় উপাসক যত জন।
উদয় কালের সূর্য্য করি দরশন ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা রূপে করয়ে অর্চ্চন।
ইচ্ছাধীন দেশভ্রমণ যজন যাজন ॥
দ্বিতীয় সাধক যেই তার এই ধ্যান।
মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যে করে শিবজ্ঞান ॥
তমোগুণে শিব সূর্য্য গগনে প্রচার।
কাল সহকারে সব করেন সংহার ॥
তৃতীয় সাধক অস্তকালের তপন।
বিষ্ণুরূপ জানি করে বিবিধ অর্চ্চন ॥
সত্ত্ব গুণে রবি বিষ্ণু ত্রিলোক পালক।
দিনকর জ্যোতির্ম্ময় ধরণী ধারক ॥
চতুর্থ সাধক ভাবে ত্রিসন্ধ্যার রূপ।
বিধি বিষ্ণু শিব তিন সূর্য্যের স্বরূপ ॥
সত্ত্ব রজ তম গুণে বিশ্বের সবিতা।
পরাৎপর তেজোময় জগৎ রক্ষিতা ॥
পঞ্চম সাধক সূর্য্যে জানি পরাৎপর।
ত্রিলোক লোচন বিশ্বপাতা কৃপাকর ॥
সূর্য্য অদর্শনে নাহি করে জলপান।
দিবানিশি করে মাত্র সূর্য্যরূপ ধ্যান ॥
ষষ্ঠ সম্প্রদায়ি সূর্য্যমণ্ডল হেরিয়া।
পরমাত্মা ধ্যান করে নির্ম্মল হইয়া ॥
সেইসে পরম বস্তু পরম কারণ।
শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম বিশ্বের জীবন ॥
তেজোময় অনুমানি অন্যান্য সাধক
ঘৃত পুষ্প দিয়া নিত্য পূজয়ে পাবক ॥
প্রজ্বলিত অনলে করে শরীর দাহন।
এইরূপে সৌরগণ করে বিচরণ ॥
অতএব কহি শুন নরেন্দ্র কুমার।
বুঝিয়া সাধনা কর যে ইচ্ছা তোমার ॥

এতেক বচনে শিশু হরষিত মন।
পুনঃ কহে শুনি গাণপত্য বিবরণ॥

অথ গণেশ নামাবলি।

তোটক ছন্দ

নম শৈল সুতা সুত লম্বোদরে।
নম বিঘ্ন বিনাশন পাপ হরে॥
নম জ্ঞানস্বরূপায় যোগেশ্বরে।
নম দেব দেবী দেব পূজাবরে॥
কিবা গ্রীবা খর্ব্বকায় স্থূল গণ্ড গ্রীবা॥
ভানু উদয় রূপয় তুল্য কিবা॥
গজ মুখাম্বুজে কিবা শোভা করে।
শুণ্ড মৃণাল দোলিত নাভি পরে॥
মুণ্ড সিন্দূরে মণ্ডিত সুশোভিতং।
রক্ত পদ্মোপরি অলি বিরাজিতং॥
শঙ্খচক্র গদাম্বুজ চারি করে।
যজ্ঞসূত্র পবিত্র ত্রিদণ্ড ধরে॥
ত্রিয় লোচন ত্রিগুণ ধারক হে।
ত্রিয় ভুবন ত্রিতাপ নাশক হে॥
এক ব্রহ্মমণি এক দন্ত ধরে।
শিব নন্দন সুন্দর জ্ঞানেশ্বরে॥
নীলাম্বরে সম্বর নাভি দেশে।
বনমালা বিরাজিত রাজ বেশে॥
মহামায়া সুতং মহামায়া চ্যুতং।
গুণাতীত গুণং নানা গুণ যুতং॥
চতুর্বর্গ ফলে কল্প বৃক্ষ বরং।
সোহং বিধি হরিহর সুতঙ্করং॥
যেন হুঙ্কারে প্রলয় ত্রিজগত।
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে লয় সৃষ্টি পথ॥
মূষিক বাহনে গতি বিঘ্ন হরে।
মৃগরাজ যিনি যান আরুহরে।
আগমে নিগমে মহিমা বিশেষে।
দেবাগ্রে গণেশঃ কহিলা মহেশে॥
ভব পারাবারে প্রভু [illegible] করে।
দিন হীন জনে গতি দায়ক হে॥

গাণপত্যদিগের সাধন

লক্ষণ।

অতঃপর কহি গাণপত্য বিবরণ।
কেবা কার অধিকারী কিরূপ সাধন॥
ষট্ সম্প্রদায়ি তারা করে বিচরণ।
একাদি করিয়া নাম করহ শ্রবণ॥
প্রথমতঃ মহাগণপতি নাম ধরে।
দ্বিতীয় হরিদ্রগণপতি উক্ত করে॥
তৃতীয় উচ্ছিষ্ট গণপতি নাম হয়।
নবনীত গণপতি এই চতুষ্টয়॥
স্বর্ণ গণপতি সেই সেইজে পঞ্চম।
অপর সন্তান গণপতি যে হইল।
হস্তি তুণ্ড একদন্ত খর্ব্ব লম্বোদর।
শঙ্খচক্র গদাপদ্মে শোভে চারিকর॥
এইরূপে মহাগণপতি করে ধ্যান।
মরিলে নির্ব্বাণ মুক্তি কহিলা নির্ব্বাণ॥
দ্বিতীয় হরিদ্রাগণপতি যেই জন।
দিবানিশি গণেশের করয়ে অর্চ্চন॥
মুখে সবে বাহুদ্বয় তুণ্ড এক দন্ত
তপ্ত লৌহে চিহ্ন করে ভক্ত [illegible]॥

যে চিহ্ন ধারণে তার জন্মিবে বিশ্বাস।
অনায়াসে হবে মুক্তি কলুষ বিনাশ॥
বামাচারী যেমন উচ্ছিষ্ট গণপতি।
গণেশ পূজয়ে মাত্র কামাসক্ত অতি॥
ললাটে কুম্‌কুম্‌ নিত্য করয়ে লেপন।
ভক্ষাভক্ষ্য গম্যাগম্য নাহি নিরূপণ॥
স্বেচ্ছাধীন স্বীয়া পরকীয়া নারীভোগী।
ইন্দ্রিয় যে সুখ সেই জানে মহাযোগী॥
নবনীত স্বর্ণ কি সন্তান গণপতি।
বেদ মতে কর্ম্ম ধর্ম্ম শাস্ত্র শুদ্ধমতি॥
এই তিন গণপতি গণেশের ভক্ত।
সদা শুদ্ধাচার নহে কামাদি আসক্ত॥
বিশেষ জানিবা এই প্রভেদ লক্ষণ।
গণেশ মুরতি সবে করয়ে ধারণ॥
বাহুদ্বয়ে কেহ গলে কেহ ধরে শিরে।
লেপন করয়ে ভস্ম কেহবা শরীরে॥
কেহ বা কৌপীন পরে কেহ বহির্ব্বাস।
কেহ গৃহী কেহ করয়ে সন্ন্যাস॥
ইত্যাদি সংক্ষেপে মর্ম্ম করিনু প্রকাশ।
বুঝিয়া সাধক হও যাহাতে বিশ্বাস॥
[illegible] শুনিয়া তবে ভূপতিনন্দন।
[illegible] কহ গুরু বৈষ্ণব কেমন॥

অথ বিষ্ণু নামাবলি।

জয় শ্রীমধুসূদন, অখিলকারণ,
রূপ নারায়ণ, পরাৎপর।
নবজলদ বরণ, কৌস্তুভ ভূষণ,
কমল লোচন, চতুষ্কর॥
জয় মুকুন্দ মাধব, গোবিন্দ যাদব,
সুরেন্দ্র বান্ধব, পীতাম্বর।
জয় ক্ষীরোদ আসন, খগেন্দ্র বাহন,
কৈটভ ভঞ্জন, মুর হর॥
জয় ত্রিলোক কারক, ত্রিলোক পোষক
ত্রিলোক নাশক, গদাধর।
জয় শ্রীরাম রাঘব, শ্রীকৃষ্ণ কেশব,
কংসাদি দানব, ধ্বংস কর॥
জয় দেবকী তনয়, গোকুল আলয়
চঞ্চল চিন্ময়, চরাচর।
জয় গোপেন্দ্র বালক, গোধন পালক,
অচল ধারক, ব্রজেশ্বর॥
জয় গোপাল বল্লভ, সাধকসম্ভব,
দেবতা দুর্ল্লভ, যদুবর।
জয় মুরলী বাদক, নিকুঞ্জনাটক,
গোপিনী রঞ্জক, মনোহর॥
জয় শ্রীনন্দ নন্দন, যশোদা জীবন,
শ্রীরাধারমণ, নটবর।
জয় কিশোর নাগর, প্রেমের সাগর,
রসের সাগর, যোগিবর॥
জয় অহল্যা তারক, প্রহ্লাদেররক্ষক,
দ্রৌপদী সখাক, কৃপাকর।
ইহ সুদীন কাতরে, অজ্ঞান পামরে,
এভব সাগরে, ত্রাণ কর॥

বিষ্ণু উপাসক দিগের সাধন লক্ষণ।

অবশেষে মহাদেশ করহ কৃপায়।

পূর্ব্বাকালে ছিল এই বৈষ্ণব আচার॥
ক্রমে ছয় সম্প্রদায়ি বিষ্ণু ভক্ত গণ।
একাদি করিয়া কহি যার যে লক্ষণ॥
ভক্ত, ভাগবত, আর বৈষ্ণব, এ তিন।
পাঞ্চরাত্রিক, বৈখানস, কর্ম্ম হীন,॥
সম্প্রদায় মধ্যে ভক্ত বৈষ্ণব যেজন।
বৈষ্ণবের চিহ্ন গাত্রে না করে ধারণ॥
বাসুদেব রূপ ধ্যান বাসুদেব জপ।
শুদ্ধাচারে করে বাসুদেব নাম জপ॥১
ভাগবত সম্প্রদায়ি পূজে ভগবান।
সদা ভগবান রূপ নাম ধ্যান জ্ঞান॥
শঙ্খচক্র আদি চিহ্ন অঙ্গেতে ধারণ।
শালগ্রাম তুলসীর ভক্ত সেই জন॥২
বৈষ্ণবের ইষ্টদেব হন নারায়ণ।
ভাগবত মত অঙ্গে চিহ্নাদি ধারণ॥৩
পরে পাঞ্চরাত্রিক সম্প্রদা ভুক্ত যারা।
বৈষ্ণবী শক্তির উপাসনা করে তারা॥
পঞ্চরাত্র তন্ত্রোক্ত নিগম অনুসারে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করয় সংসারে॥৪
বৈখানস সম্প্রদায়ি বৈষ্ণবের মত।
নারায়ণ উপাসনা করয়ে নিয়ত॥
বৈষ্ণবের চিহ্ন অঙ্গে করয়ে ধারণ।
প্রভেদ নাহিক কিছু লক্ষণালক্ষণ॥৫
কর্ম্ম হীন সম্প্রদায় দিগের চরিত্র।
শম দম সহকারে পরম পবিত্র॥
কোন মতে কর্ম্মের নাহিক অনুষ্ঠান।
বিষ্ণু যাগ যজ্ঞ আর বিষ্ণু ব্রতদান॥
বিষ্ণুময় জগৎ বিশ্বাস এই মনে।
সমভাবে চরাচর নিরখে নয়নে॥৬॥
কুমার কহিল। গুরু কহিবা কারণ।
বৈষ্ণবের শক্তির সাধনা কি কারণ॥
বিষ্ণুরে ভাবিলে হয় বৈষ্ণব পদ্ধতি
শক্তির সাধন শাক্ত [illegible] প্রকৃতি।
কি হেতু বৈষ্ণব মধ্যে শাক্তের গণন।
যথা পাঞ্চরাত্রিকের কহিলা লক্ষণ।
সিদ্ধান্ত কহেন শুন কুমার চতুর।
তাহাদের গ্রহণ কর ভ্রম হবে দূর
পরমা বৈষ্ণবী আদ্যাশক্তি মহামায়া
[illegible] বিষ্ণু সহ [illegible] যথা [illegible] ছায়া।
পুরুষ প্রকৃতি দুই একত্রে মিলন।
কিছু অঙ্গ সঙ্গ রঙ্গে না হয় কখন।
যেই পরমাত্মা বিষ্ণু সে মায়া বৈষ্ণবী।
অভেদ জানিয়া তন্ত্রে কহিল ভৈরবী।
বৈষ্ণবী সাধনা হেতু হইল বৈষ্ণব।
যেই বিষ্ণু সে বৈষ্ণবী কহে কুলার্ণব॥
এতেক শ্রবণে তুষ্ট নৃপতি তনয়।
পুন কহে অবধান কর মহাশয়॥
পূর্ব্বকালে ছিল যত বৈষ্ণব লক্ষণ।
একালে ভারতবর্ষে না দেখি তেমন।
নব নব সম্প্রদায়ি নব নব মত।
নব নব সাধনা ধ্যানোক্ত রূপ কত।
বেদব্যাস পরে কেবা মত প্রকাশিল।
তাহার বিশেষ কোন্ গ্রন্থে তা লিখিল॥
সিদ্ধান্ত কহেন শুন পুত্র বিবরণ।
রচিলা পুস্তক দীন জ্ঞান রত্নাকর।

অথ শঙ্করাচার্য্যের কৃত সাধন এবং দণ্ডিদিগের বিশেষ বৃত্তান্ত।

রাজ তরঙ্গিনী আর শঙ্কর বিজয়।
ভক্তমাল আদি গ্রন্থে করিল নির্ণয়॥
সপ্ত শত সপ্তরী শকের অনুনয়।
শঙ্করাচার্য্যের জন্ম জানিবা তনয়॥
পশ্চিমে মলয়বর দেশে দ্বিজবংশে।
জন্মিলা শঙ্করাচার্য্য ঈশ্বরের অংশে॥
অষ্টম বৎসরে উপনয়ন হইল।
পরে তাঁর বেদাভ্যাসে প্রবৃত্তি জন্মিল॥
শ্রুতি স্মৃতি দরশন পুরাণ যতেক।
আগম নিগম তন্ত্র জানিল কতেক॥
পড়িয়া তাবৎশাস্ত্র এই কৈলা সার।
জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই ভক্তি মুক্তিদ্বার॥
প্রকাশিতে সনাতন ধর্ম্ম কুতূহলে।
দিগ্বিদিক বিজয়ী হইলা জ্ঞানবলে॥
ভ্রম অন্ধকারে বহু আছিল নাস্তিক।
পরাজয় মানি পরে হইলা আস্তিক॥
শৈব আদি বহু পৌত্তলিক পায়্যা জ্ঞান।
ব্রহ্ম উপাসনা করি হইলা নির্ব্বাণ॥
জ্ঞানামৃত পানে সবে হরিষ অন্তর।
জানিলা শঙ্করাচার্য্য সাক্ষাৎ শঙ্কর॥
এইরূপে নানাদেশে জ্ঞান প্রকাশিল।
পরেতে মঠের হেতু চিন্তিত হইলা।
ব্রহ্মজ্ঞান সাধনে যে হইবে অশক্ত।
স্বরূপ কল্পনা করিবেক সেই ভক্ত॥
একদিনে শিষ্যগণে করিলা আরতি।
উপদেশ দেহ সবে দেখি রতি গতি॥
অতএব শিষ্যের শুনহ পর তত্ত্ব।
নানা সম্প্রদায়ি দণ্ডি পরম মহত্ত্ব॥
প্রথমত চারি শিষ্য ব্রহ্ম উপাসক।
পদ্ম পাদ, হস্তামলক, মণ্ডন, তোটক॥
এই চারি হৈতে হৈল শিষ্য দশমত।
তীর্থাশ্রম, বনারণ্য, গিরি, পর্ব্বত॥
সরস্বতী, সাগর, ভারতী, পুরী, দশ।
উপদেশ প্রদানে জগৎ কৈল বশ॥
অতএব এসবার বিশেষ লক্ষণ।
একাদি করিয়া কহি করহ শ্রবণ॥
বহির্ব্বাস কৌপীন বিভূতি বিভূষণ।
শৈব চিহ্ন অঙ্গেতে ধরয়ে সর্ব্বক্ষণ॥
তত্ত্বমসী প্রভৃতি লক্ষণ যুক্ত যেই।
নানা তীর্থ পর্য্যটন করে তীর্থ সেই।
এতেক শুনিয়া কহে নৃপতি নন্দন।
কহ গুরু শুনি এবে তীর্থ সে কেমন॥
সিদ্ধান্ত কহেন শুন পুত্র মতিমান।
তৃতীয় প্রকার তীর্থ এই সে প্রমাণ॥
জঙ্গম, মানস, আর স্থাবর এ তিন।
যাহা পর্য্যটনে সাধু ভ্রমে চির দিন॥
নির্ম্মল অন্তর, ধর্ম্ম কর্ম্মেতে তৎপর।
সর্ব্ব হিতকারী সত্যবাদী জ্ঞানবর॥
ব্রাহ্মণ লক্ষণাক্রান্ত যার বাক্য-নীরে।
পাপ ক্লেদ ধৌত হয় পাপির শরীরে॥
সেই সে জঙ্গম তীর্থ শিবের বচন।
মানসতীর্থের মর্ম্ম করহ শ্রবণ॥
ধৃত, সত্য, ক্ষমা, দম, দয়াদি সন্তোষ।
সর্ব্ব ভূতে দয়াদান সরল নির্দোষ॥
ব্রহ্মচর্য্য, মিষ্ট বাক্য, পুণ্য, আরজ্ঞান,
চিত্ত শুদ্ধি লয়্যা সর্বতীর্থের ব্যাখ্যান॥

চিত্তশুদ্ধি হয় সর্ব্ব তীর্থের প্রধান।
অতএব চিত্ত শুদ্ধি করা মতিমান॥
যেই স্থানে ঐশ্বরিক কার্য্য অসম্ভব।
আশ্চর্য্য দর্শনে হয় চিত্তে মহোৎসব॥
তাহাকে স্থাবর তীর্থ বলে কাশীখণ্ডে।
যাহে স্নান দান কৈলে সর্ব্বপাপ খণ্ডে॥
অতঃপর সন্ন্যাবেশ করহ কুমার।
আর আর দণ্ডীর কহিব ব্যবহার॥
আশ্রম গ্রহণে পারদর্শী যেই জন।
কামনা বর্জ্জিত সদা শুদ্ধসত্ত্ব মন॥
জন্ম মৃত্যু হইতে মুক্ত বাঞ্ছা করে যেই।
আশ্রমের লক্ষণ জানিবা মাত্র এই॥
সুরম্য নির্ঝর দেশে কিম্বা বনে বাস।
লাভালাভ সুখাসুখে না রাখে প্রয়াস॥
ইষ্টদেব সাধন শিবাকে মন্ত্র দান।
কামনা রহিত হৈলে বনের ব্যাখ্যান॥
মুক্তকেশ জটাযুক্ত বাউলের মত।
অন্তর্য্যামী কামনা রহিত সত্যে রত॥
আনন্দে তাবৎ বস্ত্র করিয়া বর্জ্জন।
অরণ্যে করিলে বাস অরণ্য সেজন॥
গিরিবাসী গীতাভ্যাসে মগ্ন নিরন্তর।
সুশীল গম্ভীর জ্ঞানী বিমল অন্তর॥
অচল বিশিষ্ট বুদ্ধি কামনা বর্জ্জিত।
সেই জন গিরি নামে হয় প্রতিষ্ঠিত॥
নির্জ্জনে পর্ব্বত মূলে যেবা করে বাস।
কল্পনা কামনা শূন্য সত্যকে বিশ্বাস॥
পরাৎপর ব্রহ্মকে নিয়ত ধ্যান করে।
পর্ব্বত তাহার নাম কহে যোগীবরে॥
স্বর জ্ঞানে যুক্ত স্বরবাদী কবীশ্বর।
সংসার সাগর মধ্যে জ্ঞানরত্নাকর॥

দিবানিশি ব্রহ্মতে আসক্ত যার মতি।
পরম পণ্ডিত যেই সেই সরস্বতী॥
সাগর সদৃশ বুদ্ধি গম্ভীর যাহার।
বনস্থ ফল মূল নিয়মে আহার॥
আপন মর্য্যাদা কভু লঙ্ঘন না করে।
জ্ঞানী লোকে সেজন সাগর নাম ধরে॥
নানা কর্ম্মে দক্ষ নানা শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
মহাজ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় [illegible] বর্জ্জিত॥
নারী মাত্রে ইষ্টদেবী ভাবনা যে করে।
ভবভার তারিলে ভারতী নাম ধরে॥
নানা দেশ নানা পীঠস্থান ক্ষেত্রস্থান।
পর্য্যটন করে আর নানা তীর্থে স্নান॥
পরব্রহ্মে রত সদা পুরি সেই জন।
বিদ্যারণ্যস্বামী গ্রন্থে করিল বর্ণন॥
এই সব দশ দণ্ডী নামে দশাশ্রম।
তদন্তরে প্রাপ্ত শিষ্য [illegible] বিনাশিতে ভ্রম॥
যাদিগে সংযুক্ত মত [illegible] কারণ।
বিশেষ চেষ্টিত ছিল আচার্য্যের মন॥
কিন্তু জ্ঞান তাদের কেবা অসমর্থ ছিল।
[illegible] বিশেষ চিন্তিল॥
অপর শিষ্যরে প্রতি দিল অনুমতি।
সাকার সাধনা আর পূজার পদ্ধতি।
সত্য যুগাবধি পূজ্য দেবদেবী গণ।
ব্রহ্মা ইন্দ্র যম চন্দ্র বরুণ পবন॥
কুবের ইত্যাদি ত্যজি শিবশক্তি সূর্য্য।
গণপতি বিষ্ণু এই পঞ্চদেব পূজ্য॥
আর যত দেবদেবী তোমার গোসাঁই।
আত্মতত্ত্ব বিনা মোক্ষ দাতা কেহ নাই।
এত বলি বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমে।
মোক্ষ হৈল শঙ্কর আচার্য্য মনোরমে।

আচার্য্য আদেশ পায়্যা উপশিষ্যগণ।
নানামত উপাসনা করিলা জ্ঞাপন॥
শ্রীবটুকনাথ হৈতে শৈব উপাসনা।
ত্রিপুর কুমার হৈলা শক্তির সাধনা॥
দিবাকর আচার্য্য হৈতে হৈল সৌরতত্ত্ব।
গিরিজা আচার্য্য করিলেন গাণপত্য॥
লক্ষ্মণ আচার্য্য হৈতে বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
নানা রূপ উপাসনা নানা মতকর্ম্ম॥
পুনঃঅভিনব মত হইল প্রচার।
শৈবের কিঞ্চিৎ কহি শুনরে কুমার॥
শিবের ভৈরব মূর্ত্তি অষ্টমত হয়।
অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ চতুষ্টয়॥
উন্মত্ত, কাপালী, আর ভীষণ সংহার।
এই অষ্টরূপ যথা কহে তন্ত্রসার॥
ভৈরব অর্চ্চনা করে কাপালিক যেই।
তার মধ্যে দুইমত প্রকাশিলা এই॥
[illegible] সম্প্রদায়ী ধরে স্ফাটিকের মালা।
[illegible] শিরে বহির্ব্বাস মৃগছালা॥
[illegible]মত বহু নারী করয়ে সম্ভোগ।
[illegible]হীন কেবল ভৈরব মাত্র যোগ॥
ভৈরব পরমব্রহ্ম পরম কারণ।
স্থিতি ভক্তি প্রলয় যাহাতে উৎপাদন॥
[illegible] দেবদেবী কিছু না করে ভাবনা।
ভৈরব পরম ব্রহ্ম এই সে ভজনা॥
অন্য সম্প্রদায়ী চিতা ভস্ম ধরে অঙ্গে।
কটিতে কৌপীন ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরে রঙ্গে।
কপালে কজ্জল রেখা শিরে জটাজাল।
রুদ্রাক্ষমালা গলে আর করে নরকপাল॥
[illegible] প্রদেশেতে [illegible] ভৈরবে করে ধ্যান।
[illegible]তত্ত্ব কৌমুদীতে আছয়ে প্রমাণ॥

পঞ্চম মকার লয়্যা যাহার সাধন।
বীর মধ্যে মহাবীর শ্রেষ্ঠ সেই জন॥
আর আর গুপ্তরূপ উপাসক যত।
অনেকার শৈবভাব পূর্ব্বকাল মত॥
যদ্যাপি তাহাতে কিছু তরতম হয়।
বিস্তার না করি শুদ্ধ বাহুল্যের ভয়॥
বিশেষ হইল এক কন্‌ফট যোগী।
ক্রোধাসক্ত মদেমত্ত সুখভুক্ত ভোগী॥
কটিতে কৌপীন বহির্ব্বাস আচ্ছাদন।
রুদ্রাক্ষ স্ফটিক ভস্ম অঙ্গের ভূষণ॥
প্রস্তর কুণ্ডল কর্ণে মস্তক মুণ্ডন।
পঞ্চম মকারে করে শিবের সাধন॥
বিশেষ বিষয়ী মত ধনের প্রয়াস।
রাজ ব্যবহারে এক স্থানে করে বাস॥
এইরূপে শৈব দল ক্রমে বৃদ্ধি হয়।
শাক্ত সৌর গাণপত্য পূর্ব্বাচারে কয়॥
বিষ্ণুর সাধনে তবে লক্ষ্মণ আচার্য্য।
নানা রূপ উপাসনা করিলেন ধার্য্য॥
সংক্ষেপে তাহার তত্ত্ব কহি অতঃপর।
রচিলা পুস্তক দীন জ্ঞান রত্নাকর॥

চতুর্থ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের বিবরণ।

চারি সম্প্রদায়ী হয় বৈষ্ণব গণন।
একাদি রূপেতে তাব করহ গ্রহণ॥
রামানুজ, নিমাওত, বিষ্ণুস্বামী আর।
মাধব আচার্য্য লয়্যা জানিবা কুমার।
রামানন্দ স্বামী হৈতে রামাওত তত্ত্ব

পরম পণ্ডিত জ্ঞানী পরম মহাত্মা ॥
রামসীতা যুগল রূপেতে উপাসক ।
রামানুজ পরে তিঁহো বিশুদ্ধ সাধক ॥
কপালে তিলক গোপীচন্দনের রেখা ।
এক্ষণে তিলক নানা মত যায় দেখা ॥
কটিতে কৌপীন শিরে জটাজূটভার ।
করেতে রঙ্গিণী অঙ্গ বিভূতি আকার ॥
ক্রমেতে তাহার শিষ্য হৈল বারজনা ।
যথাক্রমে নাম কহি, করিবা শ্রবণ ॥
পরমানন্দ, পীপা, ধন্না, সুরস্থরানন্দ, ।
আশানন্দ, রইদাস, সেন, সুখানন্দ ॥
শ্রীগ্যানন্দ, মহানন্দ, ভবানন্দ, আর ।
কবির লইয়া শিষ্য দ্বাদশ প্রকার ॥
কবিরাদি জন্ম কর্ম্ম শিষ্য নিরূপণ ।
বিস্তার না করি শুদ্ধ বাহুল্য কারণ ॥
নিমানন্দ হইতে হইল নিমাওত ।
তাসবার লক্ষণ যেমত রামাওত ॥
তিলকের মধ্যে কালবুত্তল আকার ।
রাধাকৃষ্ণ মুরতি ভাবনা মাত্র সার ॥
বিষ্ণু স্বামী বৈষ্ণব গোপাল উপাসক ।
বৈষ্ণবের মত বেশ বিশুদ্ধ সাধক ॥
মাধব আচার্য্য সম্প্রদায়ী যেই জন ।
বিষ্ণু স্বামী মত ভেক করয়ে ধারণ ॥
তিলকে প্রভেদ মাত্র সবে উদাসীন ।
করে শোভে জপমালা বৈষ্ণব প্রবীণ ॥
রাধাকৃষ্ণ যুগল রূপের উপাসনা ।
বৈষ্ণব সমাজে শুদ্ধসত্ত্ব সেই জনা ॥
পরমা বৈষ্ণবী মিরাবাই মধ্যাচারী ।
প্রধান বৈষ্ণব মত বল্লভ আচারী ॥
আর আর পন্থির লইব নাম কত ।
তুলসী, মলুক দাসী, দাদু, থাকি মত ॥
গোরক্ষ, নানক সাহি, কবির প্রভৃতি ।
তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিলা সাধনার রীতি ॥
নানাদেশে নানা বেশে বৈষ্ণবের দল ।
প্রার্থনা করিয়া ফিরে চতুর্ব্বর্গ ফল ॥
বহুদিন পরে তবে এই গৌড় দেশে ।
অভিনব বৈষ্ণব হইল নানাবেশে ॥
এক্ষণে শুনহ পুত্র প্রসঙ্গ তাহার ।
কহে দীন যাহাতে গৌরাঙ্গ অবতার ॥

অথ শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব লক্ষণ ।

বৃন্দাবন দাস কবিরাজ কৃষ্ণদাস ।
আপন আপন গ্রন্থেকরিলা প্রকাশ ॥
সেই মর্ম্ম কহি শুন নৃপতি নন্দন ।
চৈতন্য লীলার রস অপূর্ব্ব কথন ॥
চোদ্দশত সাত শকে নদিয়া নগরে ।
জন্মিলেন শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
জগন্নাথ মিশ্র পিতা মাতা সচীসতী ।
হেরিয়া গৌরাঙ্গ রূপ সুখী হৈলা অতি ॥
দিনে দিনেবাড়ে শিশু যেনচন্দ্রকলা ।
গৌরচন্দ্র রূপে দিক হইল উজ্জ্বলা ॥
শৈশব কালেতে হৈল পিতার বিয়োগ ।
পূর্ব্বে ভ্রাতা বিশ্বরূপ আরম্ভিলা যোগ ॥
সংসার তাজিয়া তিঁহো করিলা সন্ন্যাস ।
সচী ঠাকুরাণী হৈলা আশায় নৈরাশ ॥
গৌরাঙ্গের মুখ হেরি শোক পাসরিল ।
নিবৃত্তি প্রবৃত্তি রূপে সংসারে রহিল ॥

পরে শ্রীচৈতন্য বাল্যক্রীড়াতে তৎপর।
পৌগণ্ডে বিদ্যার হেতু হইলা সত্বর॥
মাতারে দেখিয়া ক্লেশ করিলা বিবাহ।
কীর্ত্তন করিয়া কাল করেন নির্ব্বাহ॥
পতি বিরহেতে লক্ষ্মী ত্যজিলা জীবন।
পুনঃ বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে হইল মিলন॥
সর্ব্বদা বৈষ্ণব সঙ্গে প্রভুর কীর্ত্তন।
হরি নামে ভুলাইলা অনেকের মন॥
ক্রমে পারিষদগণ আসিয়া মিলিল।
রাঢ় বঙ্গ আদি করি যে যেখানে ছিল॥
রাঢ়দেশ বাসী আইলা প্রভু নিত্যানন্দ।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু তিঁহো পূর্ণানন্দ॥
শান্তিপুরে বাস তাঁর হইতে ব্রাহ্মণ।
চৈতন্য দেবের অঙ্গ স্বরূপ লক্ষণ॥
এই তিন প্রভু হয়্যা একত্রে মিলন।
প্রেম ভক্তি প্রকাশিলা করিয়া কীর্ত্তন॥
আপনি নাচিয়া বহুজনেরে নাচায়।
প্রেমানন্দে হাসি কাঁদি ভুবন ভুলায়॥
অভিরাম গোস্বামী সুন্দরানন্দ রায়।
ধনঞ্জয় পণ্ডিত কমলাকর তায়॥
উদ্ধারণ দত্ত শ্রীপুরুষোত্তম আর।
গৌরীদাস পণ্ডিত অম্বিকা বাস যাঁর॥
ঠাকুর পরমেশ্বর কালাকৃষ্ণ দাস।
মহেশ পণ্ডিত তাঁর মালদহ বাস॥
এই সব দ্বাদশ মহন্ত নিরূপণ।
গোস্বামী বৈষ্ণব নাম করহ শ্রবণ॥
গদাধর গোস্বামী ঠাকুর হরিগোসাঁই।
প্রেমভক্তি রসেতে তুলনা দিতে নাই॥
ভক্তের মধ্যে গণ্য রায় রামানন্দ।
বসু রামানন্দ আর সেন শিবানন্দ॥

ঠাকুর গোবিন্দ ঘোষ বাসু ঘোষ আর।
প্রেমীক মাধব ঘোষ মহিমা অপার॥
ঠাকুর গোবিন্দানন্দ লয়্যা নয় জন।
গৌড়ীয় গোস্বামী আদ্য গুরু ছয় জন॥
রূপ সনাতন জীব, দাস রঘুনাথ,।
রঘুনাথ ভট্ট যে গোপাল ভট্ট নাথ॥
শিষ্য মধ্যে পরম ভাজন হরিদাস।
শ্রীস্বরূপ শ্রীমাধব আর শ্রীনিবাস॥
আর আর শিষ্যের লইব নাম [illegible]।
চৈতন্য চরিতামৃতে পাইবা [illegible]॥
পরে ভট্ট কবিরাজ চৌষট্টী মহন্ত।
ক্রমেতে বাড়িল দল কেবা করে অন্ত॥
করে দোলে জপমালা কটিতে কৌপীন।
তদুপরি বহির্ব্বাস সদা [illegible]॥
কেশ মুড়াইয়া করে শিখামাত্র [illegible]।
নামাবলি হিরাগলি আচ্ছাদন তাঁর॥
আর তার নেড়ানেড়ী আছে বহুতর।
বিশেষ লিখিতে [illegible] বিস্তর॥
জাতির বিচার নাহি করে গোরহরি।
পরে তারে কোল দেয় বলে বল হরি॥
যবন প্রভৃতি কত বৈষ্ণব হইল।
হরি হরি বলি তারা নিস্তার পাইল॥
একত্রে বসিয়া সবে করয়ে ভোজন।
অহরহ করে হরি নাম সংকীর্ত্তন॥
ইতি মধ্যে আছয়ে গৃহস্থ উদাসীন।
উদাসীনে আছে তার কর্ম্মকাণ্ড হীন॥
গৃহস্থ করয়ে দেব পিতৃ যজ্ঞ যত।
নানা দেবদেবী পূজা ব্রত আদি কত॥
এইরূপে তিন প্রভু লয়্যা ভক্ত গণ।
প্রেমভক্তি প্রকাশিলা করিয়া কীর্ত্তন॥

চব্বিশ বৎসর প্রভু গৃহে কৈলাবাস।
তারপর প্রেমাবেশে লইলা সন্ন্যাস॥
ক্রমাগত চব্বিশ বৎসর শ্রীচৈতন্য।
হরিনাম দিয়া জীবে করিলেন ধন্য॥
তার মধ্যে ছয় বর্ষ গমনাগমন।
নীলাচল, গৌড়, সেতুবন্ধ, বৃন্দাবন,॥
অষ্টাদশ বর্ষমাত্র নীলাচলে স্থিতি।
প্রকাশিলা প্রেমভক্তি বৈষ্ণবের রীতি॥
তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তগণ সঙ্গে।
হরিভক্তি বিস্তারিলা নৃত্যগীত রঙ্গে॥
চৌদশত সাত শকে প্রকট প্রমাণ।
পঞ্চান্ন শকেতে প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
অপ্রকট প্রমাণ নাহিক পাওয়া যায়।
অনুমান করি দীন রত্নাকরে গায়॥

বস্তুনির্দ্দেশ কথনং।

অতঃপর জিজ্ঞাসিলা নৃপতি নন্দন।
কহ গুরু এ সবার তত্ত্ব বিবরণ।
শ্রীচৈন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভৃতি।
কিরূপে কিভাবে ভবে করিলেন স্থিতি॥
ঈশ্বরের অংশ কিবা ভক্ত অবতার।
কিবা ভক্ত জ্ঞানী এবে কহ সারোদ্ধার॥
রত্নাকর কহেন শুন ভূপতি তনয়।
শাস্ত্র অনুসারে কিছু নির্ণয় না হয়॥
মহাপ্রভু সমকালবর্ত্তী ভক্তগণ।
তার মধ্যে মহাকবি রূপসনাতন॥
শ্রীজীব গোসাই আদি রঘুনাথ দাস।
সংস্কৃত গ্রন্থ বহু করিলা প্রকাশ॥
চৈতন্য চরিত তাহে হৈল প্রকটিত।
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য সম্বলিত॥
পরে বহু ভক্ত ভাষা গ্রন্থ প্রকাশিলা।
পূর্ণ অবতার করি প্রভুকে স্থাপিলা॥
যশোদানন্দন তিহঁ সচীর তনয়।
কলিকালে অবতার চিদানন্দ ময়॥
জীবের দুর্গতি দেখি করিতে নিস্তার।
গৌরাঙ্গ রূপেতে প্রভু হৈলা অবতার।
বিধি ভক্তি পরিবর্ত্তে প্রেমভক্তি দিয়া।
নিস্তারিলা জীবে হরি নাম প্রচারিয়া॥
ইহ তার বহিরঙ্গ ভাবের লক্ষণ।
অন্তরঙ্গ ভাব যাহা করহ শ্রবণ॥
একশত ত্রিশবর্ষ পরে কবিরাজ।
কৃষ্ণদাস জানাইলা বৈষ্ণব সমাজ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃ-
তে আদিখণ্ডে চতুর্থ পরি-
চ্ছেদে গ্রন্থকার উক্ত শ্রীকৃ-
ষ্ণ বাক্যং।

আমা হৈতে রাধাপায় যে জাতী-
য় সুখ। তাহা আস্বাদিতে আমি
সদাই উন্মুখ॥ নানা যত্ন করি
আমি নারি আস্বাদিতে। সে
সুখ মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে
চিত্তে॥ রস আস্বাদিতে আমি
কৈনু অবতার। প্রেমরস আ-
স্বাদিব বিবিধ প্রকার॥

ব্রজে পূর্ণ অবতার শ্রীনন্দ নন্দন।
শ্রীমতী লইয়া কৈলা প্রেম উদ্দীপন॥

কৃষ্ণ প্রেমাবেশে রাধা হৈলা সুপ্ত যেমন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য রস লৈতে তেমন॥
মরমে পাইয়া ব্যথা ভাবিতেন মনে।
রাধিকা সদৃশ সুখ পাইব কেমনে॥
পূর্ণাশক্তি স্বরূপা রাধিকা প্রেমেশ্বরী।
পূর্ণশক্তিমান আমি অনুমান করি॥
দুই অঙ্গ মিলিয়া, হইব এক অঙ্গ।
প্রেমসুখ আস্বাদিব করি নানা রঙ্গ॥
রাধারূপ ভাবি মনে হইলা গৌরাঙ্গ।
নবদ্বীপে অবতীর্ণ লয়া সাঙ্গোপাঙ্গ॥
জগন্নাথ মিশ্র, নন্দ ঘোষ ব্রজপতি।
যশোদা, হইলা শচী সতী ভাগ্যবতী॥
আপনি হইল কৃষ্ণ, চৈতন্য গোসাই।
বলরাম, নিত্যানন্দ এই দুই ভাই॥
শ্রীগোপেশ্বরের, অংশ অদ্বৈত আচার্য্য।
প্রতিজ্ঞা করিয়া যেবা সাধিলেন কার্য্য॥
শ্রীদাম, শ্রীঅভিরাম গোসাই প্রধান।
সুদাম, সুন্দরানন্দ জানিবা প্রমাণ॥
বসুদাম, ধনঞ্জয় পরম পণ্ডিত।
মহাবাহু, শ্রীকমলাকর প্রতিষ্ঠিত॥
সুবাহু, শ্রীউদ্ধারণ দত্ত মহাশয়।
স্তোক কৃষ্ণ, শ্রীপুরুষোত্তম দয়াময়॥
সুবল ঠাকুর, গৌরীদাস সুপণ্ডিত।
অর্জুন, পরমেশ্বর ঠাকুর বিদিত॥
লবঙ্গ ঠাকুর, হৈলা কালা কৃষ্ণদাস।
যাঁরে লয়্যা মহাপ্রভু কৈলা পরিহাস॥
শ্রীমধু মঙ্গল, তিনি মহেশ পণ্ডিত।
ইত্যাদি দ্বাদশ সখা মহন্ত নির্দ্দিষ্ট॥
গদাধর পণ্ডিত, শ্রীমতী রাজেশ্বরী।
জাহ্নব গোসাই, তিহঁ অনঙ্গ মঞ্জরী॥
বিশাখা, আপনি হৈলা রামানন্দ রায়।
নিত্য সেবা পায় যেই প্রভুর কৃপায়॥
বসু রামানন্দ, সে চম্পকলতা ধনী।
রঙ্গ দেবী, শ্রীগোবিন্দ ঘোষ গুণমণি॥
বাসু ঘোষ, সুদেবী, মাধব ঘোষ আর।
তুঙ্গ বিদ্যা সখী, তিহঁ নায়িকার সার॥
ইন্দুরেখা, আপনি গোবিন্দানন্দ রায়।
সুচিত্রা, সে শিবানন্দ সেন অভিপ্রায়॥
এই অষ্ট সখী লয়্যা রাধা ঠাকুরাণী।
গোস্বামী, বৈষ্ণব, হৈলা কৃষ্ণমর্ম্ম জানি॥
প্রেমভক্তি প্রকাশিতে হৈলা অবতার।
হরিনাম দিয়া ধন্য করিলা সংসার॥
কহে দীন প্রেমাবেশে বাড়ে কতসুখ।
বৃন্দাবনে বৃন্দা হৈলা এই বড় দুঃখ॥

সাধ্যসাধন ভাব বিবরণ।

অতঃপর কহি শুন সুসাধ্য সাধন।
যাহা হৈতে কৃষ্ণপ্রেম হয় উদ্দীপন॥
শান্ত, সখ্য, দাস্য, আর বাৎসল্য, মধুর।
ব্রজে পঞ্চভাবে লীলা করিলা প্রচুর॥
এবে শুদ্ধ মাধুর্য্য রসেতে হয়্যা মত্ত।
রাধাভাবে বিস্তারিলা কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্ব॥
আপনি প্রকৃতি কৃষ্ণ পুরুষ প্রধান।
শৃঙ্গার রসেতে সুখ করে অনুমান॥
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে হৈত প্রলাপ বিস্তর।
উন্মাদ হইয়া ভ্রমিতেন নিরন্তর॥
সে অবধি সখীভাব হইল প্রচার।
তার ব্যবহার কিছু শুনহ কুমার॥

শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ী যত ভক্ত গণ।
শুদ্ধ সখীভাবে কৃষ্ণ করেন ভজন॥
স্ত্রীবেশ হইয়া এক সখী নাম ধরে।
ভাব, হাব, হেলা, আদি কতভাবকরে॥
কৃষ্ণের বিরহে ক্রমে হয় কত দশা।
মরমে প্রকাশে প্রেম কৃষ্ণ পাব আশা॥
শ্রীকৃষ্ণ পরম স্বামী নায়িকা রঞ্জন।
রাধিকার প্রাণপ্রিয় মদনমোহন॥
নিকুঞ্জে যুগল রূপে হইবে বিহার।
সহচরী হয়া সেবা করিব দুহাঁর॥
প্রকৃতির ভাব কিবা সহজে প্রকৃতি।
সদাকৃষ্ণ পতি সেবা শ্রীমতী আকৃতি॥
পুরুষ হইয়া করে নারী ব্যবহার।
বেশ ভূষা পরিচ্ছদ ভাব চমৎকার॥
কৃষ্ণপতি, গতি, মতি, কৃষ্ণসোহাগিনী।
কৃষ্ণপ্রাণ, মন কৃষ্ণপ্রেম বিলাসিনী॥
মনে অনুমানে মাসে মাসে ফুলফুটে।
ভাবিলে ভাবুক জনে কত ভাব উঠে॥
অতি গুহ্য ভাব এই ভক্তের লক্ষণ।
বিপক্ষী না শুনে মাত্র আছয়ে বারণ॥
ইত্যাদি শ্রবণে যুবরাজ হরষিত।
রচিলা পুস্তক কৃষ্ণ চৈতন্য চরিত।

অবস্থান্তর প্রাপ্তি প্রকরণ।

অবশেষে ভক্তি যোগ করহ শ্রবণ।
পঞ্চবিধ রস ভক্ত করে আস্বাদন॥
শান্ত, দাস্য, সখ্য, আরবাৎসল্যমাধুর্য্য।
মাধুর্য্যাখ্যে রস সেই সবাকার পূজ্য॥
পূর্ব্বকালে সনকাদি যোগেন্দ্র যতেক।
শান্ত রসে উপাসনা করিলা কতেক॥
সাধারণ ভক্ত সবে দাস্যভাবে রত।
সখ্যভাবে শ্রীদামার্জ্জুন কৃষ্ণে অনুগত॥
নন্দ, যশোদার, ভাব বাৎসল্য যেরস।
শ্রীমতী মাধুর্য্য রসে কৃষ্ণে কৈলা বশ॥
সেই রস আস্বাদিয়া আপনি চৈতন্য।
প্রেম ভক্তি দিয়া জীবে করিলেন ধন্য॥
প্রেমভক্তি পরায়ণ ভক্তজন যেই।
চতুর্ব্বিধ মুক্তিবাঞ্ছা করে নাত্র সেই॥
সালোক্য, সামিপ্য, সাষ্টি, সারূপ্যএচারি।
সাযুজ্য, না লয় ভক্ত মনেতে বিচারি॥
সালোক্য, যে মুক্তিসেইলোককরেবাস।
সামিপ্য, সমীপে থাকা জানিবা নির্য্যাস॥
সাষ্টি, পরিচর্য্যা রূপে যেবে সেবা করে।
সারূপ্য, সে মুক্তি হয় স্বরূপ যে ধরে॥
সাযুজ্য, পরম ব্রহ্মে যেবা লয় হয়।
জ্ঞানিগণে বাঞ্ছাকরে ভক্তে নাহি লয়॥

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকারস্য বাক্যং।

সালোক্য, সামিপ্য, সাষ্টি, সারূপ্য প্রকার।
চারিমুক্তি দিয়া করেন জীবের নিস্তার। ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তির তাহা নাহি গতি। বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তাসবার স্থিতি॥ শু
নহ বৈষ্ণব গণ না কর সংশয়।
নরক বাঞ্ছয়েভক্ত সাযুজ্যনালয়॥
অদ্যাবধি নিত্যানন্দ অদ্বৈত সন্তান।

অন্যান্য মহন্ত বংশ আছে বর্ত্তমান ॥
কোন কোন যুবা গোস্বামির কিবাগুণ।
প্রেমভক্তি বিতরণে হয়েন নিপুণ ॥
অবিদ্যা বা সবিদাব। গুরু পরতত্ত্ব।
গুরু প্রতি ভক্তি যেই পরম মহত্ব ॥
নির্জ্জনে যুবতী শিষ্যে দেন উপদেশ।
গুরু ব্রহ্ম গুরু কৃষ্ণ জানিবা বিশেষ ॥
এই স্থান বৃন্দাবন কর অনুমান।
আপনি রাধিকা তুমি ভাবিও আন॥
তিনি কৃষ্ণ তিনি পতি, পতি পতিনন্ত॥
তিনি কৃষ্ণ তিনি গুরু নাহিক সংশয়॥
গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট হবেন তোমার।
অতএব মনে বুঝি করহ বিচার ॥
ইহার অধিক নাহি সুসাধ্য সাধন।
অচিরাতে পাবে সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
পুরুষ শিষ্যকে কন তুমি নারীরূপ।
পুরুষ প্রধান কৃষ্ণ জানিবা স্বরূপ ॥
অমুকী সখীর নামে তব সিদ্ধ নাম।
সখীভাবে কৃষ্ণ সঙ্গে পূর্ণ কর কাম ॥
প্রকৃতির সঙ্গ না করিবা কদাচন।
আপনি প্রকৃতি তুমি ভাব মনে মন॥

তথাহি চৈতন্য চরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু বাক্যং।

প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। প্রভু কহেন তারমুখ না হেরি কখন ॥ পরম পাতকী সেই তাহে কভু নয়। প্রকৃতির অঙ্গ যে জন করয় ॥

ইত্যাদি কহিনু যত বৈষ্ণব লক্ষণ।
বুঝিয়া সাধনা কর যাহা লয় মন ॥
এত শুনি নৃপাত্মজ অস্থির অন্তর।
কহে দীন কর্ত্তাভজা শুন অতঃপর॥

অথ কর্ত্তাভজা সাধন বিবরণ॥

ষোলশত ষোল শকে ফাল্গুন মাস।
তার আদ্য শুক্রবার জানিবা নির্য্যাস॥
উলাগ্রামী মহাদেব বারুই স্বনেত্রে।
অজ্ঞাত বালক দেখে স্বীয় পানক্ষেত্রে॥
অষ্টম বর্ষের শিশু লয়্যা গেলা ঘরে।
পুত্রবৎ বারবর্ষ সুপালন করে ॥
তথা হৈতে প্রস্থান করিয়া সে সন্তান।
গঙ্গাদিকের বাসে কৈলা অবস্থান ॥
দেড়বর্ষ থাকি তথা গেলা পূর্ব্বদেশে।
তথা দেড়বর্ষ রৈলা মনের উল্লাসে ॥
পরে নানা বিধস্থান করি অতিক্রম।
সাতাইস বৎসর হইল বয়ঃক্রম ॥
কটিতে কৌপীন গলে খিরকা ধারণ।
সোণার শরীরে শোভে কাঁথা আচ্ছাদন॥
বেজরা গ্রামেতে যবে কৈলা আগমন।
হটু ঘোষ প্রভৃতি মিলিলা বহুজন ॥
আউলে চাঁদ বলিনাম হইল প্রকাশ।
ইচ্ছামত কত দিন তথা কৈলা বাস ॥
ক্রমেতে বাইশ জন শিষ্য হৈল তাঁর।

একাদি করিয়া নাম শুনহ কুমার ॥
হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, রামশরণ পাল।
লক্ষ্মীকান্ত, নিত্যানন্দ, খেলারাম মাল ॥
কৃষ্ণদাস, হরিদাস, নয়ন, শঙ্কর।
বিষ্ণুদাস, ভীম রায়, কিনু, মনোহর ॥
নিধিরাম, শিশুরাম, আনন্দ, নিতাই।
শ্যামচাঁদ, পাঁচুমুচি, গোবিন্দ, কানাই ॥
ইত্যাদি ইতরজাতি শিষ্য নিরূপণ।
তার মধ্যে রামশরণ পাল বিচক্ষণ ॥
সদ্‌গোপ কুলেতে জন্ম কৃষক প্রধান।
আউলেচাঁদ বিনা যেই না জানে আন ॥
সকলে জানিল ইনি ঈশ্বর সাকার।
মানব দেহেতে আসি হৈলা অবতার ॥
নীলাচলে যে গৌরাঙ্গ হৈলা অন্তর্হিত।
সেই প্রভু রূপান্তরে হৈলা উপস্থিত ॥
কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র, আউলেচন্দ্র, তিন।
তিনে এক একে তিন প্রভেদ বিহীন ॥
শ্রীকৃষ্ণের যেমন সহস্র নাম হয়।
সেইরূপে আউলেচাঁদ নানা নামলয় ॥
কেহ কহে আউলেচাঁদ আউলে ব্রহ্মচারী।
আউলে কাঙ্গালী কেহ কহিলা বিচারি ॥
আউলে ঠাকুর সিদ্ধপুরুষ প্রধান।
কেহ কহে সাঁই গোঁসাই জানিবা প্রমাণ ॥
মহাদেব দিল তাঁর পূর্ণচন্দ্র নাম।
ঈশ্বর জানিয়া সেবা করে অবিশ্রাম ॥
হিন্দু কি যবন, আদি শিষ্য হৈল তাঁর।
অদ্ভুত লীলা কৈলা প্রভু অতি চমৎকার ॥
অন্ধেরে নয়ন দিলা বধিরে শ্রবণ।
পঙ্গুকে দিলেন পদ দরিদ্রকে ধন ॥
মৃৎপিণ্ড স্বর্ণ কৈলা মৃতকে সজীব।
পরম দয়ালু প্রভু আশুতোষ শিব ॥
অপুত্রকে পুত্রদান কুষ্ঠিকে সুঅঙ্গ।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু কৈলা নানারঙ্গ ॥
পঙ্ক্তে বসিয়া সবে একত্রে ভোজন।
শাক্তের শ্রীচক্র সম সবে এক মন ॥
প্রভেদ কেবল পঞ্চ মকার বর্জ্জিত।
আর আর ব্যবহার করে যথোচিত ॥
এইরূপে আউলেচাঁদ মত প্রকাশিল।
অভিনব ধর্ম্ম বলি অনেকে জানিল ॥
ষোলশত একানই শক পরিমাণ।
বোয়ালে গ্রামেতে প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
রামশরণ পাল আদি শিষ্য অষ্টজন।
প্রভুর বিরহানলে হইলা দাহন ॥
তথা তাঁর কলেবর সমাধি দিল।
পরে দেহ লৈয়া পরারি গ্রামে আইলা ॥
শব সমাধিস্থ করি ব্যাকুল অন্তর।
ক্রমে ক্রমে গেলা সবে যার যেই ঘর ॥
ঘোষপাড়া আইলেন রামশরণ পাল।
প্রকাশিলা সেই ধর্ম্ম নূতন রসাল ॥
লোকে বলে আউলেচাঁদ ত্যাজি দেহ বেশ।
পালজীর দেহে আসি করিলা প্রবেশ ॥
পরে তেঁহ হইলেন পরম ঠাকুর।
কর্ত্তা নামে বিখ্যাত হইলা দূরাদূর ॥
ক্রমে কত ভদ্রাভদ্র শূদ্র কি ব্রাহ্মণ।
ঠাকুরের শ্রীচরণে লইল শরণ।
প্রথম শিষ্যকে দেন সংক্ষেপেতে মন্ত্র।
গুরু সত্য এই বাক্য মিছা মিছি তন্ত্র ॥
যখন শিষ্যের মন শুদ্ধসত্ত্ব পান।
তবে এই ষোলআনা মন্ত্র দেন দান ॥

যথা ষোলআনা মন্ত্র।

কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার সুখে চলি ফিরি, তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু॥

এই মন্ত্র প্রকারান্তর হয়।

কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, তোমার সুখে চলি বলি, যা বলাও তাই বলি, যা খাওয়াও তাই খাই, তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ নই, গুরু সত্য বিপদ মিথ্যা, গুরুসত্য বিপদ মিথ্যা, গুরু সত্য বিপদ মিথ্যা।

পরে শিষ্যকে বলিয়া দিয়া থাকেন।

শুনা কোন মন্ত্রবলে করিমন। করিমন।
এই মন্ত্র কার কাছে বলিম না বলিমন
পরে শিষ্যগণ প্রতি দেন উপদেশ।
দশ কর্ম্ম নিষেধ জানিবা সবিশেষ॥
কায় কর্ম্ম তিন তার শুনহ লক্ষণ।
পরস্ত্রী গমন, পর দ্রব্যাদি হরণ।
পর হত্যা করণ, ইত্যাদি লক্ষ্য তিন।
সাবধান এ কর্ম্ম না কোরো কোন দিন।
তিন মন কর্ম্ম হয় কহি শুন সার।
একাদি করিয়া মনে করিবা বিচার॥
পরস্ত্রী গমনে পর দ্রব্যাদি হরণে।
ইচ্ছা না করিবা পরহত্যাদি করণে॥
অতঃপর কহি শুন চারি বাক্য কর্ম্ম।
বিশেষ রূপেতে তার মনে বুঝ মর্ম্ম॥
মিথ্যা, কটু, অনর্থক, প্রলাপ, ভাষণ।
কভু না কহিবা মুখে থাকিতে জীবন॥
যদ্যপি সে আদিষ্ট দশপ্রকার ধর্ম্ম।
বুদ্ধিতে উহাতে ছিল সবিশেষ মর্ম্ম॥
তদবধি সেই মত আছে প্রচলিত।
স্বধর্ম্ম ত্যজিয়া করে হিতে বিপরীত॥
অতঃপর অনেকের ব্যাভচার কর্ম্ম।
[illegible] সংকারে [illegible] সম্প্রতি
কর্ত্তা ভিন্ন যেই গুরু সেই মহাশয়।
বরাতি শিষ্যের নাম এই পরিচয়॥
গুরুকে সর্ব্বস্ব দান করে। [illegible]
গুরু [illegible] নিত্য সঙ্গের সহিত।
এইরূপে শিষ্যগণ দলবদ্ধ হয়।
কৌশল করয়ে কত [illegible]॥
[illegible] ইষ্টদেবের [illegible] আপদ।
[illegible] লোকে [illegible] সম্পদ
[illegible] লোকে লয় নানা মত
পরেতে কর্ত্তার পদে করে সমর্পণ॥
তাহাতে তাহার [illegible]
[illegible] কর্ত্তার [illegible] অশেষ
শিষ্যতাঃ [illegible] দান নির্দ্দিষ্ট।
প্রভৃতি [illegible]

যথা গীত

বড়বেশ [illegible]ধারী, প্রভু আম [illegible] প্রেমের অধিকারী। [illegible] বুকের নামটি বংশীধারী, নবদ্বী[illegible] গৌরহরি, এবে কত [illegible]

আউলে ডাক্সায় কর ফাকি। দরবেশ দরদি বটে, যখন যা চাও তাই ঘটে, তবে মিছা পূজা পাটে, দেখ সেরূপ ব্যবহার করি॥

একরূপ ভাবের গীত গায় বহুতর।
ভাবেতে আকারকে দশা লাগয়ে সত্বর॥
কেহ বা হইয়া জ্ঞান হয় অচেতন।
ভাবের আবেশে কত করয়ে রোদন॥
কেহ বা চিৎকার করে কেহ বা হুঙ্কার।
কেহ বা উন্মাদ হয় এরূপ বিকার॥
নর নারী সকলে সমান ভাবে করে।
জাতিকুল ভেদ নাহি তাদের [illegible]।
ইত্যাদি কর্ত্তাভজা প্রকরণ।
বুঝিয়া বিবেচনা কর যদি থাকে মন॥
শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ী কর্ত্তাভজা আর।
অতি অল্পকালে দুই হইল প্রচার।
কেহবা করয়ে মান্য কেহ নাহি করে।
রাঢ় বঙ্গ দেশে দুই লোক পরস্পরে॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ রামের তনয়।
অতিশয় সংশয় করিল মহাশয়॥
একে একে বুঝিলাম ভারতের মর্ম্ম।
এবে সাধ শুনি সেই সনাতন ধর্ম্ম॥
ইত্যাদি বচনে গুরু হরিষ অন্তর।
কহিল পুস্তকে দীন জ্ঞানরত্নাকর॥

অথ তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠান।

যাহা হইতে এই বিশ্ব জন্মে পরে পরে।
জন্মিয়া যাহার ইচ্ছামত স্থিতি করে॥
পরেতে যাহাতে বিশ্ব [illegible] লয়।
লয় হয় যাহে রহে চিদানন্দ ময়।
সেই সে পরম ব্রহ্ম পরম কারণ।
ত্রিলোক নিয়ন্তা নিজ জীবের জীবন॥
তেঁহ পরমাত্মা হন আনন্দ স্বরূপ।
পীযূষ সদৃশ সেই রস অপরূপ॥
যে সুধা পানেতে হন সদানন্দময়।
সেই সুধা কর পান সর্ব্বত্র তনয়॥
কেন এ শরীর চেষ্টা কখন করিত।
কেন এ শরীর দেহ জীবিত থাকিত॥
কেন এ অপরূপ রূপ দেখিত নয়নে।
কেবা সে মধুর স্বর শুনিত শ্রবণে॥
কেবা সে সুগন্ধ আণ লইত নাসায়।
কেবা সে সুরস রস পাইত জিহ্বায়॥
কেবা সে স্পর্শন মনে করিত গ্রহণ।
কোথায় থাকিত কামাদি রিপুগণ॥
কোথা চিত্ত মন বুদ্ধি আর অহঙ্কার।
কার সত্ত্ব হইতে এই জীবের সঞ্চার॥
কি কারণ পঞ্চভূত হইত চেতনা।
কি কারণ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইত যোজনা॥
কিবা হেতু জীব সুখ দুঃখ ভোগ করে।
পৃথক পৃথক রূপ নানা নাম ধরে॥
পরমাত্মা সত্ত্ব জন্য জগৎ প্রকাশ।
নতুবা জানিবা মিথ্যা সকলি আকাশ॥
অতএব পরমাত্মা সবাকার মূল।
যে না করে অন্য চিন্তা তার বড় ভুল॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কহিলা তিন পুর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি যত সুরাসুর॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর রক্ষ দানব মানব।
পশু পক্ষী সর্প মীন পতঙ্গাদি সব॥

জলচর ভূচর খেচর যত আছে।
একা পরমাত্মা দেখ সবাকার কাছে॥
পরমাত্মা সত্তায় সকলে সচেতন।
কালেতে হইবে নাশ সহ ত্রিভুবন॥
যেপর্য্যন্ত দেহেতে আত্মার হয় বাস।
পরমাত্মা চিন্তা করা নিশ্বাস প্রশ্বাস॥
এতেক শুনিয়া কহে নৃপতি নন্দন।
কৃপাকরি কর গুরু সন্দেহ ভঞ্জন॥
পরমাত্মা, আত্মা, এক কিম্বা দুই হয়।
জীবাত্মা লইয়া তিন কেহ কেহ কয়॥
তিনেতেই এক কিম্বা একেতেই তিন।
বিশেষ করিয়া মর্ম্ম কহিবা প্রবীণ॥
সাবধানে শুন পুত্র স্থির করি মন।
বেদান্তে করিল এই আত্মা নিরূপণ॥
সেই পরব্রহ্ম নিরঞ্জন নিরাকার।
সেই পরমাত্মা এক তুল্য নাহি যাঁর।
যে হয় জ্যোতিরজ্যোতিঃ অখিল কারণ।
সেই নিত্য অবিনাশী সত্য সনাতন॥
সেই পরমাত্মা প্রতিবিম্ব আত্মা হয়।
তাহার প্রমাণ এই জানিবা নিশ্চয়॥
এক রবি নিম্নে রাখি শত জলপাত্র।
পাত্রে পাত্রে রবিপ্রতিবিম্বপাবেমাত্র॥
জলপাত্র নাশে প্রতি বিম্ব হয় নাশ।
জ্যোতিতে মিসায় জ্যোতি জানিবা নির্যাস॥
পরমাত্মা প্রতি বিম্ব আত্মা জীবে বাস।
যাহার সত্তায় হয় চৈতন্য প্রকাশ॥
দেহ ভঙ্গ হইলে আত্মার নাহি লয়।
সুখ দুঃখভোগাভোগ আত্মাতে নাহয়॥
জীবাত্মা পৃথক কিন্তু আত্মা সহবাস।
পঞ্চভূত সহকারে দেহেতে প্রকাশ॥

মায়া অনুগত বড় রিপুর আধার।
যার সঙ্গে মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার॥
দেহ ভঙ্গে অন্য দেহে বাস করে সেই।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ফল ভোগী সেই॥
যুক্তি অনুসারে যারে জীবসংজ্ঞা কয়।
পাপ পুণ্য সুখ দুঃখভোগী সেই হয়॥
লোকান্তরে ভোগাভোগ আছয়ে যাহার।
তাহাকে জীবাত্মা বলি জানিবা কুমার॥
জীবের শরীর বৃক্ষ শাখোপরি তার।
নানা জাতি ফল ফলে সুস্বাদের সার।
সেই বৃক্ষে দুই পক্ষী বিহারে নিধরে।
কিন্তু অঙ্গ সঙ্গ কভু নহে পরস্পরে।
এক পক্ষী সুখে ফল করয়ে ভোজন।
আর পক্ষী সদানন্দে করে নিরীক্ষণ॥
যে পক্ষী না খায় সে অনন্ত সুখ পায়।
যে পক্ষী সে ফল খায় নানা ভোগ তায়॥
সঙ্কেতে কহিনু মাত্র তত্ত্ব দুরাকার।
মন মধ্যে বুঝ পুত্র করিয়া বিচার॥
এতেক শ্রবণে কহে নরেন্দ্র নন্দন।
বুঝিলে বুঝিতে নারি সঙ্কেত বচন॥
অতএব গুরু তব পদে পরিহার।
কহিবা নিগূঢ় তত্ত্ব করিয়া বিস্তার॥
কিরূপে হইবে সেই আত্মতত্ত্বে মতি।
কিরূপে খণ্ডিবে মম মনের দুর্ম্মতি॥
কেমনে হইবে নাশ ভ্রম অন্ধকার।
জ্ঞানইন্দু প্রকাশিবে হৃদয়ে আমার॥
মায়া পাশ কাটিয়া কেমনে মুক্তিপাই।
তুমি গুরু ভিন্ন অন্য জ্ঞানদাতা নাই॥
ইত্যাদি শ্রবণে গুরু পুলক অন্তর।
রচিল পুস্তক দীন জ্ঞানরত্নাকর।

ইতি জ্ঞানরত্নাকরে সপ্তমরত্ন সমাপ্ত ॥

অষ্টম রত্নারম্ভ।

অথ রাজপুত্রের বিদ্যা পরীক্ষার সভাবর্ণন।

রাজকুমার এবম্প্রকার অধ্যয়ন করতঃ যৌবন ভাবাভিষিক্ত হইয়া যুবরাজ নামে বিখ্যাত হইলেন। আচার্য্য সুদেব সিদ্ধান্ত ও সুপাত্র পাত্র এবং সুমিত্র মন্ত্রী, নৃপনন্দনের এবংবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা ও নিপুণতা বিশেষ বিবেচনা করিয়া, যুবরাজের প্রতি প্রীতি পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। বরং সুপাত্র চরিতার্থরূপে কোন সময়ানুসারে রাজাধিরাজ সন্নিধানে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক আবেদন করিলেন। ভো নৃপতি, সম্প্রতি আমারদিগের যুবরাজ, শাস্ত্র বিদ্যায় কৃত-বিদ্য হইয়াছেন, যদ্যপি অনুমতি করেন তবে আচার্য্য সহিত সভাগত হইয়া বিদ্যা পরীক্ষা প্রদানে কৃতকার্য্য হয়েন। নৃপতি এই ভারতী শ্রবণ করিয়া অতিহৃষ্ট মনে প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, হে প্রাণবল্লভ সুপাত্র তুমি অদ্য আমাকে কি সুমঙ্গল সমাচার শুনাইলে। আমি তৎকালীন আপন অবস্থা, এবং সন্তানের বিদ্যা ব্যবস্থা, বিবেচনা করিয়া অশেষ চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইয়া ছিলাম, তৎকালীন তুমি স্বীয় বুদ্ধি প্রবাহে অকূলে স্বকূলার্থ মন্ত্রণা রূপ যে পোত প্রদান করিয়াছিলা এইক্ষণে সে মন্ত্রণা সফল হইল। অতএব তোমার মন্ত্রণাকেই ধন্য, এবং আচার্য্য যিনি অত্যাল্প সময়ে স্পর্শ মণির ন্যায়, লৌহদণ্ডকে সুবর্ণ, অর্থাৎ অবোধ অজ্ঞান বালককে শাস্ত্র বিদ্যায় কৃত-বিদ্য করিয়াছেন, তাঁহাকেও ধন্য বাদ করি। মন্ত্রী কহিলেন মহারাজ! এ সকলি আপনকার পুণ্য প্রতাপ, এবং চন্দ্রবংশের গুণ মাত্র; যেহেতু পদ্মরাগ মণি আকরে কদাচ কাচের জন্ম হয় না। তদনন্তর ভূপতি সাতিশয় কৌতূহল চিত্তে স্বীয় প্রশংসা সূচক বাক্য কহিতে লাগিলেন। হে সভাগণ আমার আজি কি শুভদিন এবং শুভাদৃষ্ট, আমার হৃদিকোশে রত্নাহ্লাদ রাখিবার স্থানাভাব হইতেছে। যেহেতু পুরাকালে কুরুকুল তিলক নয়ন রত্ন বিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র, স্বীয়পুত্র দুর্য্যোধন প্রভৃতি শস্ত্র-বিদ্যা পরীক্ষা বিষয়ে বিনা অবলোকনে কেবল লোচন বিভূষিত পুরুষদিগের বাচনিক, পুত্রগণের কৃত-

বিদ্যা সুমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণ মাত্রই, আনন্দ সাগরে ভাসমানে হইয়াছিলেন। আমার অদৃষ্টে কবে স্বচক্ষে পুত্রমুখচন্দ্রাবলোকন পূর্ব্বক, তদ্বিগলিত সুধা আস্বাদনে তৃষিত নয়ন চকোরদ্বয় সংতৃপ্ত করিব, এবং অবিরত পুত্রমুখারবিন্দ নিঃসৃত বিমল মধুময় শাস্ত্রালাপ শ্রবণে মধুকর শ্রবণদ্বয় পরিতোষিত করিব। কিমধিকং।

ইত্যাদি বচনবিন্যাস মন্ত্রির প্রতি আদেশ করিলেন। সে যুবরাজের বিদ্যা পরীক্ষা জন্য সভাকর ভৃত্যেরা সত্বর হইয়া মনোহর শোভা বিশিষ্ট সভা বিরচিত করে। এবং অদ্যাবধি চতুরঙ্গিণী সৈন্য সামন্ত অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জীভূত হইয়া, শ্রেণী পূর্ব্বক দণ্ডায়মান ব্যূহ করত যুদ্ধ শিক্ষা প্রকাশ করে। গোলন্দাজ সকলে বানচন্দ্রবান কামান অবিরত শব্দায়মান করত, চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত লোকদিগকে শুভসংবাদ বিজ্ঞাত করে। বাদ্যকর সকলে নানা জাতীয় বাদ্যোদ্যম দ্বারা নগরবাসী লোক সকলের কোলাহল তরঙ্গকে নিবর্ত্তন করে। এবং অবিরত নর্ত্তক গুণান্বিত বাদ্যযন্ত্রে, রাজকুমারের যশঃকীর্ত্তন করিতে থাকে। বারি সেচক ভৃত্যেরা বারি বর্ষণ ধারামোচন করিয়া, নগরস্থ পথ সমূহের ধূলি নিবারণ করে। যামিনী যোগে প্রতি আলয়ে নানাবিধ আলোকাধার প্রদীপ্ত করত, প্রজাগণেরা সদাসর্ব্বদা রস রঙ্গে কেলি করে। ইন্দ্রজালিক গুণিগণেরা নানা প্রকার সুচারু আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া দর্শকদিগকে বিমোহিত করে। এবং নবীনা বেশ্যা বারাঙ্গনা নর্ত্তকী সকলে সুশোভিতা হইয়া, নৃত্যগীত তালানুসারে সভাস্থ সভ্যগণের মনোরঞ্জন করিতে থাকে। পসারিগণের দোকান আপন বিপণি মিষ্টান্নে পরিপূরিত রাখিয়া, আগমনাভিমুখ জনগণে বিনা বিনিময়ে ভক্ষ্যাদি প্রদানে প্রবৃত্ত করে। এবং ধনাঢ্য ভূস্বামীরা বিদেশস্থ সমাগত যাচকদিগের মনোভিলষিত ধনাদি প্রদানে কৃপণতা না করে। এবং বিবিধ অধ্যাপক ব্রাহ্মণ স্বজন সজ্জন, বন্ধুবান্ধব সকলে স্ত্রী মানী লোকবর্গে সভাস্থ হইয়া শোভা বৃদ্ধি করেন। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা শুভদিন লগ্ন নির্ণয় করিয়া, সময়োচিত মঙ্গলাচার করিতে থাকে। এবং পরিচারিকা দ্বারা অন্তঃপুরে সমাচার করায় তবে মহারাণী পাটেশ্বরী নগরস্থ পুরস্ত্রী ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া প্রভৃতি কুলকামিনী সহচরী সহিত সুসজ্জীভূতা হইয়া, সভায় সভোপরি উপবেশন পূর্ব্বক কৌতুকাভিলাষ পূর্ণ করেন। তদনন্তর

সভা বিরচিত হইলে জ্যোতির্বিৎ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য পঞ্জিকা হস্তে আস্তে ব্যস্তে সভাস্থ হইয়া মহারাজাধীরাজের জয় হউক, জয় হউক ধ্বনি করত নিবেদন করিল। হে ভূপতে সম্প্রতি পঞ্জিকা শ্রবণ করুন। অচিন্ত্যাব্যক্ত রূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে। সমস্ত জগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥ অদ্য শুভদিন, কল্য হইবেক কুম্ভরবির পঞ্চদশ দিবস রবিবার পূর্ণিমা তিথি, পুষ্যা নক্ষত্র সিদ্ধিযোগ বালব করণ, ইহারা দীপ্তমান ভোগবান্ আছেন, চন্দ্রতারা শুদ্ধ গুরুর দশা। অতি শুভদিন বিদ্যারম্ভ, বিদ্যা পরীক্ষা, রাজ্যাভিষিক্ত করুন, কামিনীযোগে রাজনীতি গান্ধর্ব্ব বিবাহ শুভ, স্নানদানে অক্ষয় স্বর্গভোগ, এমন দিন আর হয় না। নবগ্রহ সুপ্রসন্ন; অস্তু।

নৃপনন্দনের বিদ্যা পরীক্ষা এবং বিবাহের সূচনা।

তৎপরে রাজাধিরাজ সুপাত্র পাত্র সহিত পরামর্শালয়ে গমন পূর্ব্বক, মন্ত্রিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে সখে! অদ্যকার দিন অতি পবিত্র আমার মানস এই যে, এক যোগে কর্ম্মদ্বয় সমাধান করি. প্রথমতঃ যুবরাজের বিদ্যা পরীক্ষা গ্রহণ. দ্বিতীয়তঃ তোমার রূপবতী গুণবতী শ্রীমতী কামিনীর সহিত রাজকুমারের শুভ বিবাহ নির্ব্বাহ করুন। ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি? মন্ত্রী নৃপতির মুখারবিন্দ বিগলিত মকরন্দ সম সানুকুল বাক্য শ্রবণানুসারে অঙ্গ কদম্ব কুসুমের ন্যায় রোমাঞ্চিত হইয়া প্রফুল্ল চিত্তে গদগদ ভাবে ভাষমান হইলেন। হে সাম্রাজ্যাধিপতি, একি সৌভাগ্যের কথা আজ্ঞা করিতেছেন। আমার যশঃকীর্ত্তি পতাকা কি সম্রাটে স্পষ্টরূপে ব্যাপ্ত করিবার জন্য উড্ডীয়মান করিবেন। যথা মম কন্যা কামিনী রাজসিংহাসনোপরি, যুবরাজ চক্রবর্ত্তী বামে রাজ্ঞী রূপে সুশোভিতা হইবেক। আমি সেই মনোহর যুগল কান্তি, বিলোকন পুরঃসরে যুগল নয়নকে চরিতার্থ করিব। এবং তদগর্ভজাত নৃপনন্দনের নিকট কর নিঃসৃত তর্পণাদিক, মম তৃষিত পিতৃলোকেরা প্রাপ্তানুসারে সংতৃপ্ত হইবেন। হা! বিধাতঃ তোমার অলৌকিক নির্ব্বন্ধই সত্য, এবং মহারাজার অনুগ্রহই ধন্য॥ কিয়ৎক্ষণ পরে ইত্যাদি শুভ সংবাদ অন্তঃপুরে কি নগরে প্রতি ঘরে ঘরে জনরব হইয়া উঠিল। এমত প্রকরণে যুবরাজকুমার কামিনীযোগে নিজ

অন্তঃপুর বাসিনী সুধাভাষিণী প্রিয়া নাম্নী কোন সহচরীকে প্রেমাবেশে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রিয়সখী! তুমি কি স্বচক্ষে বিলোকন করিয়াছ, কিম্বা স্বকর্ণে কি শ্রবণ করিয়াছ, যে সুপাত্র মন্ত্রী তনয়া কামিনী কি রূপ অপরূপ রূপবতী এবং অসামান্য গুণবতী। তখন প্রিয়ভাষিণী সখী যুবরাজের মনোভাব অনুভব করিয়া গললগ্নী কৃতাঞ্জলা হইয়া বর্ণনা করিতে লাগিল।

কামিনীর রূপ বর্ণনা।

কি কব রূপের ছটা শুন অনুরূপে।
কামের কামিনী হারে কামিনীর রূপে॥
কি শোভা তিমির চন্দ্র একত্রে উদয়।
কেশ পাশ তিমির মুখেন্দু সুধাময়॥
ভালে [illegible] তিমুলে শিখগুক সুললিত।
তার কোলে সিথি দোলে মুকুতা রঞ্জিতা॥
যুগল শ্রবণ কান্তি কি তার তুলনা।
মকর কুণ্ডল ঢাকা বেণী, ফণী ফণা॥
লোকে বলে হর ধনুঃ ভগ্ন হয়া ছিল।
বুঝি বিধি তাহা আনি ভ্রূছলে রাখিল॥
ডুবিল কুরঙ্গ শিশু মুখেন্দু সুধায়।
দুগুণাক্ত তনুমাত্রে দেখা যায়॥
বদন মণ্ডল কিবা বাঁকা নিরমল।
নাসা পরকাশে কত করেছে উজ্জ্বল॥
কেহ কহে তিল ফুল নাসিকা বাখানী।
না পাই তুলনা তার চাহিয়া অবনি॥
বিম্ব ফল প্রবাল প্রমাণ ওষ্ঠাধর।
রূপের তুলনা বটে গুণে ভাবান্তর॥
ফল তিক্ত কদাচন কঠিন প্রবাল।
কামিনী লোহিত ওষ্ঠ কোমল রসাল॥
হীরকের হার যিনি দন্তপাতি তার।
মৃদুভাবে প্রকাশে বিনাশে অন্ধকার॥
তার মাঝে মাঝে শোভে মঞ্জনের রেখা।
বুঝি সেই কামিনীর পরিচয় লেখা॥
গ্রীবা গলদেশ কভু দেখা নাহি যায়।
মণিময় অভরণে ঢাকিয়াছে প্রায়॥
শিশু করী কর জিনি বাহু সুললিত।
যতনে ধরেছে কর কমল লোহিত॥
কুচের তুলনা নানা কবিগণে কয়।
কেহ কহে কদম্ব কুসুম সম হয়॥
কেহ কহে যুগল দাড়িম্ব সুশোভন।
কেহ কহে কনক কলস সুগঠন॥
কেহ কহে করী কুম্ভ তুল্য পয়োধর।
কেহ কহে কর্পূরের বিম্ব মনোহর॥
কমল কলিকা তুল্য দিলা নানা কবি।
সে তুল্য না হয় [illegible] রূপে গুণে ছবি॥
মম মনে হয় হেন তুলনা উচিত।
প্রফুল্ল কমল যথা নিশিতে মুদিত॥
চন্দ্রোদরী ক্ষীণ কটিদেশ হেরি হরি।
লুকাইল বনে লাজে কটি তুচ্ছ করি॥
দৃশ্য নহে নাভীপদ্ম অন্তরে প্রচার।
মৃণাল ছেদিত চিহ্ন নাভী মাত্র তার॥
মুখপদ্ম কুচপদ্ম নাভীপদ্ম আর।
করপদ্ম পদ্ম লয়্যা পদ্মিনী আকার॥
গুরু নিতম্বের তার ভরেতে অলস॥

মরাল চলন শিক্ষে না হয় সাহস ॥
মাতঙ্গিনী গণ্ড জিনি নিতম্ব বর্দ্ধন।
এক মুণ্ডে দুই শুণ্ড জানু সুশোভন ॥
কোকনদ বলিয়া চরণ ধরিয়াছে।
থমকে চমকে কিশলয় ভাঙ্গে পাছে।
মৃদু মন্দগতি অতি পীযূষ ভাষিণী।
সুশীলা সরলা অবলা প্রেম বিধায়িনী ॥
যদি কভু সাধে অঙ্গে পরে অলঙ্কার।
সুবর্ণ বিবর্ণ হয় লাবণ্যে তাহার ॥
রূপের তুলনা দিতে নাহি চাহে মন।
চপলা চঞ্চলা হৈল হেরি সে বরণ ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর হইল বয়ঃক্রম।
ষোড়শী সদৃশ ভাব লোকে লাগে ভ্রম॥
কেহ কহে যেন কামরতি বিরহিণী।
বুঝি ছলে ক্ষিতিতলে আইল কামিনী॥
কামের সদৃশ রূপ কুমারের জানি।
সাধিবে মনের সাধ হেন অনুমানি॥
গুণের কি কব কথা সকলেতে কয়।
শাস্ত্র শিল্প সঙ্গীতে পণ্ডিতা অতিশয়॥
যেমন কুমার তুমি কামিনী তেমন।
ঘটিবে আমার কথা ঘটিবে যখন ॥
এত শুনি কুমারের প্রফুল্ল অন্তর।
কহে, দীন দেখা যাবে আগামী বাসর ॥

যুবরাজের বিদ্যা পরীক্ষা।

পরদিন নিরূপিত সময়ে নরপতি সুসজ্জীভূত হইয়া, সভাজন সহিত সভা প্রবেশ পূর্ব্বক, সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন। [illegible] ও সুমিত্র মন্ত্রিদ্বয়ে পার্শ্ববর্ত্তী সুখাসনে আসীন হইলেন, সভাসদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বন্ধুবান্ধব, স্বজন সজ্জন ও নগরস্থ সভ্য নানা প্রজামণ্ডলী সভা মণ্ডলে উপবেশন করিলেন। ভাগ্যবতী রত্নাবতী রাজমহিষী পুরস্থ নগরস্থ কুলকামিনী সহচরী পরিচারিকা সুচারু বদনা বিচিত্র বসন রত্নে বিভূষণা সঙ্গে রঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্ট মঞ্চোপরি যথোপযুক্ত আসনে কুতাসনা হইয়া, রাজকুমারের সমাগত পথাভিমুখে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঋত্বিক ব্রাহ্মণেরা বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক ভূপতি প্রতি আশীর্ব্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন, ভট্ট বৈতালিক জয় পতাকা হস্তে সভাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, দেব দ্বিজের স্তুতি পাঠ করতঃ নৃপতি কুলের যশঃকীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সভাস্থ লোক সমূহের কৌতূহল ধ্বনিতে সভামণ্ডল তরঙ্গোত্থিত মহাসমুদ্র তুল্য আন্দোলায়মান হইতেছে এবং চতুঃপার্শ্ব হইতে নবীনা ললনা সুচারু বদনা কুরঙ্গনয়না বারাঙ্গনা মঙ্গলাচার উলুলু ধ্বনি পূর্ব্বক, অবিরত নানাবিধ গন্ধপুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। এমত সময়ে শুক্ল কেশ শুক্ল বেশ আচার্য্য সুদেব সিদ্ধান্ত, মদন-নিন্দিত কুমার [illegible]

কুমার ও তৎ সমবয়স্ক বালকগণ সঙ্গে সভা প্রবেশ করিলেন। যে-মন পূর্ব্বে অস্ত্রগুরু-দ্রোণাচার্য্য শস্ত্র বিদ্যা পরীক্ষার্থ, কুরুপাণ্ডব বালক-গণ সমভিব্যাহারে, রঙ্গ ভূমিতে স-মাগম করিয়াছিলেন। আচার্য্য সি-দ্ধান্ত শ্রুতি পাঠ করতঃ ভূপতি প্রভৃতি ভূয়ো ভূয় আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বীয় আ-সনে কৃতাসন হইলেন, রাজকুমার ও সভাস্থ ব্রাহ্মণ এবং পিতৃব্যগণে যথা সম্ভব সম্বোধন পূর্ব্বক আচার্য্য সন্নিধানে দ্বিতীয় সুধাসনে পূর্ণচ-ন্দ্রের ন্যায় উদিত হইলেন, বালক সকলে তারারূপে শোভিত হইল। তখন ভূপাল আচার্য্যকে প্রণাম ও পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করতঃ অভ্যর্থনা করিলেন, কুমার জননী রাজমহিষী মাতৃস্নেহে পুত্র মুখারবিন্দ বিলো-কন করিয়া অপাঙ্গে আনন্দাশ্রু বেলায় প্লাবিত করিলেন এবং গদ গদভাবে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন হে পুত্র! জীবনজননী কৃতবিদ্যা-রূপে চিরায়ু হও, ব্রাহ্মণসকলেও স্বস্তি স্বস্তি বলিলেন। তৎপরে আচার্য্যের ইঙ্গিতানুসারে রাজকুমার বিদ্যারম্ভাবধি সপ্তম বর্ষ পর্য্যন্ত যে সকল বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছি-লেন, ক্রমে ক্রমে বিস্তার রূপে প-রিচয় দিলেন॥ সভাস্থ বর্গে নৃপ-নন্দনের বিদ্যায় পারিকতা ও নি-পুণতা বিবেচনা করিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া নৃপতি প্রতি ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। ভূপতি আপনাকে চ-রিতার্থ জানিয়া অগণ্য রত্নাদি দানে আচার্য্যের পুরস্কার করিলেন। চ-তুর্দ্দিকস্থ জন সমূহের ধন্যবাদ ও কুতূহল ধ্বনিতে শ্রবণেন্দ্রিয় বধির প্রায় হইল। এবং সভার অত্যা-শ্চর্য্য শোভা সন্দর্শনে দর্শনেন্দ্রিয় স্পন্দ বিহীন হইয়া রহিল।

যুবরাজের শুভ বিবাহ।

এবম্প্রকার আনন্দোৎসব করতঃ দিবাবসান হইল। আহা! কিবা পরমেশ্বরের অলৌকিক আশ্চর্য্য কৌশল। যখন রাজা দিবাধিপতি প্রভাকর, নিজ ভার্য্যা ছায়া সহ দি-বারাজ্য ত্যাগ করিয়া, রজনী রাজ্য আক্রমণ করিলেন। যখন দেদী-প্য জম্বুদ্বীপস্থ সমস্ত প্রজাপক্ষে, নৃপ শূন্য রাজ্য অনিবার্য্য বিরহে একেবারে তিমিরাবৃত হইল। যখন গভীর নির্ম্মল সলিল নিবাসিনী, বিরহিণী কুলকামিনী পদ্মিনী প্রিয় বিরহানলে, উত্তাপিতা হইয়া ক্রমে প্রমুদিত হইল। যখন অনুকূল চ-ন্দ্রকে প্রতিকূল রূপে, একাকী প্রিয়া চক্রবাকী অকূল বিরহ নদী-কূলে, রাখিয়া এক, বিপরীত কূল

গমন করিল। তখন নিশাধিপতি সুধাকর নক্ষত্র সপ্তবিংশতি মহিষী সংহতি শূন্য সিংহাসনে সানন্দে উপবেশন করিলেন। গগন বিহারী কুজাদি গ্রহ সকলে নিয়োজিত স্থানে সভাসদ রূপে, সুশোভিত হইলেন। তখন অগণ্য তারাগণে অখণ্ড গগন মণ্ডলে, সৈন্য সামন্ত রূপে প্রমোদিত হইল। ধূমকেতু কৌতুহলে রাশিচক্র দুর্গম দুর্গোপরি, বিচিত্র বিজয়ী পতাকা স্বরূপ উড্ডীয়মান হইল। এবং সুধাকরের সুস্নিগ্ধ রূপ কিরণাবলি দেদীপ্যমান হইয়া, ভুবনস্থ সমস্ত তিমিররাশিকে বিনষ্ট করিল। কিবা রজনী। যথা স্বজন স্বজনী চন্দ্রকিরণোজ্জ্বলায় সম্মোহিত হইয়া, পরস্পরা প্রেমালাপ করিতেছে। ক্ষুধিত তৃষিত চকোর চকোরী উল্লাসে আকাশাভিমুখ উড্ডীয়মান হইয়া, সুধাকরের নিঃসৃত বিগলিত বিমল সুধাপানে পরিতোষিত হইতেছে। কিবা মনোহর সরোবর সলিলে কতশত কহ্লার কোকনদ কুমুদিনী, প্রিয়মুখাবলোকনে প্রফুল্ল বদনে, মন্দ মন্দ তরল তরঙ্গ হিল্লোলে হেলায় নৃত্য করিতেছে। কিবা ঘনপ্রিয় পপিহা বিরহানলে সন্তাপিত হইয়া, অত্যুচ্চ বৃক্ষোপরি প্রিয়সম্বোধনে, ক্রমাগত সকাতরে প্রিয় প্রিয় সুমধুর ধ্বনি করিতেছে। কিবা কোকিলকুল কলরব ভৃঙ্কার ঝঙ্কারবে, মুহুর্মুহুঃ কুহু কুহু সুললিত শব্দ করতঃ মদন মাদন হইতেছে। কিবা মাধবী লবঙ্গলতা নব মল্লিকার সৌরভামোদিত মৃদুমন্দ মলয় মারুত, প্রবাহে বিরহ বিরহিণী জনমন বিচলিত করিতেছে। কিবা সুখ শর্ব্বরী। যথা সারি সারি শুকশারী অশোক শাখোপরি, আসীন পুরঃসরে অপূর্ব্ব মধুস্বরে, ঋতুরাজ বসন্তের যশ গান করিতেছে। যথা ফুলধনুঃ প্রফুল্ল বদনে ফুলশরাসনে, মদন মাদন শোষণ স্তম্ভন মোহনাদি বাণ, অনুসন্ধান করতঃ প্রেম কুরঙ্গ কুরঙ্গীগণে বিদ্ধ করিতেছেন। এমত সময়ে নৃপতি সুপাত্র মন্ত্রী প্রতি প্রীতি পূর্ব্বক কহিলেন, হে সখে! আর কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই, অত্র সভায় যুবরাজের সহিত তব কন্যা কামিনীর গন্ধর্ব্ব ব্যবহারে উদ্বাহ নির্ব্বাহ হউক। মন্ত্রী নিবেদন করিলেন, মহারাজ সকলি প্রস্তুত। তদনন্তর মন্ত্রিপত্নী সুকেশী ও রাজমহিষী রত্নাবতী, কুলকন্যা কামিনীকে নৃপতির মনোভিলাষ প্রকাশ করিলেন। পাত্র তনয়া যদিচ বাহ্যে লজ্জিতা অন্তরে হর্ষিতা, স্বীয় সহচরী সঙ্গে অবিলম্বে সুচারু সুগন্ধ কুসুম হার হস্তে, মৃদুমন্দ গতিতে সভা মধ্যে উপস্থিতা

হইলেন। এবং যথাবিধি সুর্য্যার্ঘ দিয়া অপাঙ্গ ভঙ্গিক্রমে, যুবরাজের গলদেশে বরমালা প্রদান করিলেন। তখন সে মনোহর শোভা নিরীক্ষণ করিয়া সকলেরি এই উপলব্ধি হইল যে স্বর্গ হইতে শ্রীমান কাম কামিনী সহ, অত্র ভূতল সভামণ্ডলে সমাগত হইয়াছেন। মহারাণী মঞ্চস্থ সমস্ত স্ত্রীগণ সহিত সভামধ্যে বর কন্যাকে বেষ্টিত হইয়া, মঙ্গলাচার উলু লু ধ্বনি ও শংখ নাদাদি করিতে লাগিলেন। এবং বর কন্যাকে বরণ পুর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া, সাদরে অন্তঃপুর বাসরে রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। পরে কুলকামিনী সকলে সকৌতুকে যৌতুক প্রদান করিয়া, আনন্দোৎসবে বিমোহিত হইলেন। তথায় সভা-ভঙ্গ হইলে সভাস্থ লোক সকলে পা-রিতোষিক সহ রাজাধিরাজের ধন্য-বাদ অনুবাদ করতঃ স্বস্ব স্থানে প্র-ত্যাগমন করিলেন। নরপতি প্রেমে পুলকিত হইয়া রাজমহিষীকে কহি-লেন, হে প্রাণবল্লভা! তোমরা সকলে যৌতুকে কি দান করিয়াছ! এক্ষণে আমি বা কি ধন প্রদান করি। ইহা কহিয়া রাজমহিষীর সেবাকর রাম-চন্দ্রকে ধারণ পুর্ব্বক বর কন্যা সদনে অবতীর্ণ হইয়া কহিলেন। হে প্রি-য়তম পুত্র! হে মাত! তোমাদিগে কি রত্নযৌতুক প্রদানে পরিতোষ করিব, এক্ষণে আমার সম্রাট সিংহাসন স-মর্পণ করিলাম, বলিয়া রাজা রাণী যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া পরমা-নন্দে যামিনী যাপন করিলেন।

সিদ্ধান্তের সহিত সুপাত্র মন্ত্রির বিচার

প্রথম প্রশ্ন।

এই রূপে উৎসবে কতিপয় দিন বিগত হইল, পরে রাজাধিরাজ যুব-রাজের সহিত সিংহাসনে সুশোভিত হইয়া, রাজকার্য্য সমাধানন্তর আ-চার্য্যের সহিত ইষ্টালাপ হইতেছেন। এমত সময়ে সর্ব্ব ধর্ম্ম বিশারদ সু-পাত্র মন্ত্রী রাজাজ্ঞানুসারে, বিনতি পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন। হে গুরো! যদ্যপি আপনকার বিমল সুধা স্বরূপ জ্ঞানোপদেশ, যাহা শ্রবণ দ্বারা পা-নাশক্ত হইলে, সমল হৃদয় বিমল হয়। তথাপি ভ্রমরূপ ক্লেদ সহসান্তঃকর-ণে প্রবেশ করত, পুনঃ পুনঃ মনকে মলাবৃত করায়, যেমন প্রবল বায়ু নিকর নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইতে মুক্ত করিলেও, পুনরায় আহূত মেঘগণে আচ্ছন্ন করে। তদ্রূ-প মমবাঞ্ছিত ভ্রমের সিদ্ধান্ত করি-য়া আমার সমল মনকে বিমল করুন।

সর্ব্ব নিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান পর-মেশ্বর, যিনি পৃথিবীস্থ সমস্ত মনুষ্য জাতির, এক নিয়মানুসারে সৃজন

মরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ মানবজীবের জন্ম মরণ বিষয়ে, কোনক্রমে কোন অংশেই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না, ইহা সর্ব্ব সাধারণ লোকে স্বীকার করিয়া থাকেন। এবং অনেকেই কহিয়া থাকেন, দেহভগ্ন হইলে যেমন পরিণামে, পঞ্চভূতের বিনাশ হয় না। তেমন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে জীবাত্মারও নাশ হয় না। পরকালে জীবাত্মা যে শুভাশুভ কর্ম্ম ফল ভোগ করিয়া থাকেন, ইহা কিপ্রকারে প্রতীত হইতে পারে। যেহেতু পরকালে জীবাত্মার যে কিগতি হয়, ইহার নিগূঢ় সন্ধান কেহ করিতে না পারিয়া, নানা প্রকার মনুষ্য স্বীয় স্বীয় শাস্ত্র ও যুক্তি যুক্ত মতে, জীবাত্মার নানা প্রকার অবস্থা কল্পনা করিয়া আসিতেছেন। আমাদিগের বেদান্ত শাস্ত্রে এমত ব্যক্ত আছে, যে তত্ত্বজ্ঞানিলোকের দেহ ভঙ্গ হইবা মাত্র জীবাত্মা জ্ঞানঘন সঙ্কারে পরম নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপকে পায়। কোনং পুরাণে এরূপ প্রকটিত আছে, মরণানন্তর জীবাত্মা শুভাশুভ কর্ম্মাকর্ম্ম ফলাফলে, স্বর্গাদিতে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। কোনং পুরাণে কহেন জীবাত্মা এই কর্ম্মক্ষেত্র ভূমণ্ডলে, তৃণ জলৌকাবৎ এক শরীর গ্রহণ করতঃ অন্য শরীর পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে শুভাশুভ ভোগী হয়েন। বিশেষ পৌরাণিক ও তান্ত্রিক পণ্ডিতেরা অনভিজ্ঞ লোক সকলকে, এরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া আসিতেছেন। যে দক্ষিণ দিকে একটি যমপুরী নামে স্থান আছে, তথায় একজন মৃত্যুপতি যম নামে বাস করেন। তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী চিত্রগুপ্ত একজন, তাবৎ জীবের পরমায়ুর স্থিতি গতি নিরূপণ করে, চরমকাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্মাজ্ঞা প্রমাণে পুণ্যবান্ লোকের জীবাত্মা শিবদূত কিম্বা বিষ্ণুদূত, এবং পাপীদিগের জীবাত্মা নিজ যমদূত দ্বারা আনয়ন করে। ধর্ম্মরাজ যম বিচার পূর্ব্বক পুণ্যবান্ জনে স্বর্গে ও পাপীজনে নরকে বাস করান, তন্মধ্যে অনেকেই এমত বিধি দিয়া থাকেন, যে মরণান্তর জীবাত্মা চিরংকাল পিতৃলোকেও স্থিতি করে, আমারদিগের এক বৎসর পিতৃলোকের এক দিবস, একারণ তাঁহারদিগের নাম উল্লেখ বাৎসরিক শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিলে, তাঁহারা প্রতিদিন পিণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিশেষ গয়াদি তীর্থ স্থানে পিণ্ড প্রদানে পিতৃলোক মধ্যে যদি কেহ ভূত প্রেত হইয়াও থাকেন অবিলম্বে একেবারে উদ্ধার হয়েন।

ইত্যাদি প্রকরণ পর্য্যালোচনা করা উচিত। বর্ত্তমান পৃথিবী মধ্যে যতজাতি বাস করে, তাহার চতুর্থাংশের সার্দ্ধ তৃতীয়াংশ লোক মোসলমান ও ইঙ্গরাজাদি ম্লেচ্ছ প্রভৃতি প্রায় সমস্তবে, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় শাস্ত্রানুসারে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন, যে সৃষ্টির সৃষ্টি হইতে শেষ দিন অর্থাৎ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত যত জীব কালসহকারে কাল গ্রাসে পতিত হইবেক, তাহাদিগের তাবৎ জীবাত্মা এক স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থিতি করিবেক, প্রলয়ানন্তর যখন পরমেশ্বর বিচারাসনে উপবিষ্ট হইবেন, কোরাণ মতে তাঁহার পরম বন্ধু হজরত মহাম্মদ ও বাইবেল মতে তাঁহার প্রিয় পুত্র যীশুখ্রীষ্ট তখন তাঁহার সন্নিকটে থাকিবেন, এবং তাবৎ জীবাত্মা সাক্ষ্যদান পূর্ব্বক ঈশ্বর সমীপে আপনাপন কৃতকর্ম্ম আপনাপন মুখে ব্যক্ত করিবেক, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর পুনরায় পৃথিবী সৃজন করিয়া, শুভাশুভ ফলাফল সহকারে উক্ত পরম বন্ধু ও প্রিয় পুত্রের মতাবলম্বি লোকদিগকে সদ্গতি করাইবেন, এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য মতাবলম্বি লোকদিগকে অশেষ ক্লেশে রাখিবেন। এস্থলে এমত বিবেচনা করা উচিত কি না। যে অধিক লোকের শাস্ত্রে যাহা কহে সেই সত্য, না স্বল্প লোকের শাস্ত্রে যাহা কহে তাহাই সত্য। অপিচ নানাদেশীয় নাস্তিকেরা কহে মরণই মুক্তি, ঐহিকই স্বর্গ, ঐহিকই নরক, পরকালে যে ভোগাভোগ কল্পনা সে আকাশ তরুর ফল কল্পনা মাত্র। এইরূপ পূর্ব্বকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নানাজাতি মনুষ্য এক এক শ্রেণীবদ্ধ রূপে বিচরণ করিয়া আসিতেছে; অদ্যাবধি কাহারো মরণান্তর জীবাত্মার যে কি গতি হয়, ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব কেহই লইতে পারে নাই। সৃষ্টি প্রকরণে স্রষ্টা প্রথমতঃ কি প্রকারে সৃষ্টির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সৃষ্ট যে জীব সে তাহার তত্ত্ব জানিতে অশক্ত, মরণান্তর জীবাত্মার পরকালে ভোগাভোগ যে কি প্রকারে হইবেক, ইহার তদন্তকরা তেমন দুষ্কর। তবে মত মতান্তরে নানাবিধ সৃষ্টি প্রকরণ, ও পরলোকে জীবাত্মার স্থিতি গতি ও ভোগাভোগ বর্ণন আছে, এতাবৎ মতকে বিশ্বাস ও সত্য জ্ঞানকরা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, যে কারণ বিনা কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, এই হেতু সৃষ্টির কারণ এক পরমেশ্বর আছেন, এমত জ্ঞানকেই যদি ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায়, তবে এমত জ্ঞান নাস্তিক ব্যতীত মনুষ্য মাত্রেরই আছে। এবং তাবজ্জাতীয় শাস্ত্র মধ্যে সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বর যে এক বস্তু আছেন, এমত প্রমাণ হইতেছে। তথাপি ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি কেবল বেদের প্রতি নির্ভর করিবার প্রয়োজন কি? অতএব জীব মরণানন্তর জীবাত্মা কোথায় গমন করেন, এবং কি প্রকারেও কোথায় তাহার স্থিতি গতি হয়। দ্বিতীয়ত তাবজ্জাতীয় শাস্ত্র হইতে এক বেদশাস্ত্র যে শ্রেষ্ঠ, ইহার কারণ সিদ্ধান্ত পুরঃসর নিদারুণ সংশয়কে বিচ্ছেদ করুন।

প্রথম প্রশ্নোত্তর।

তদনন্তর আচার্য্য ঈষদ্ধাস্য বদনে কহিলেন, হে সুপাত্র পাত্র তোমাকে একদ্বিষয়ে যোগ্য পাত্র বিধায়ে সারতত্ত্ব কহিতেছি, পবিত্র চিত্তে ধারণ কর। যদিচ অন্য কোন জাতীয় শাস্ত্র অ[illegible]নের অধ্যয়নাতীত, তথাপি শ্রবণ গোচরের অতীত নহে। প্রথম প্রশ্নোত্তর এই যে, মনুষ্য মরণানন্তর জীবাত্মা কোথায় গমন করেন, এবং কোথায় কি প্রকারে স্থিতি করেন। যদ্যপি বেদ পুরাণ, বাইবেল কোরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রে, মরণানন্তর জীবাত্মার নানা প্রকার স্থিতি গতি নিরূপিত আছে। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে, এ বিষয়ের নির্দ্ধারিত কোনা অংশেই হওন দুষ্কর, যেহেতু প্রকৃতরূপ মীমাংসা হইলে তাবৎ শাস্ত্র এক বাক্যতায় ঐক্য হইত যেমন যাবৎ শাস্ত্র এক যে পরমেশ্বর আছেন, তিনি সত্য নিত্য নিরাকার নির্ব্বিকার একমেবাদ্বিতীয়ং। যাঁহার প্রশাসনে যথোপযুক্ত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। যাঁহার নিয়মানুসারে গ্রহাদির গমনাগমন দ্বারা প্রাতঃসন্ধ্যা, দিবা রাত্র, পক্ষ মাস, ঋতু বৎসর, প্রভৃতি সমভাবে পরিবর্ত্তন হইতেছে। যাঁহার ইচ্ছামতে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ উদ্ভিজ্জাদিকে যেই যেই নিয়মে সৃজন পালন মরণ করিয়াছেন, সেই সেই নিয়ম একাল পর্য্যন্ত অবাধে প্রচ

লিত আছে। প্রমাণ। এমত প্রকরণে শুদ্ধ মনুষ্য জাতির সেই ভয় হইলে পরকালে জীবাত্মার গতি, জাতি বিশেষে অর্থাৎ হিন্দু, মোসলমান, ইংরাজাদির পৃথক পৃথক শাস্ত্রানুসারে সেই পরম নিয়ন্তার নিয়ম পৃথক পৃথক রূপে প্রচলিত হওন, এই কি বিচার এবং যুক্তি যুক্তমতে গ্রাহ্য হইতে পারে?। যথা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্ট প্রকটিত ছিল, যে কোন নারী পতি বিয়োগান্তর সহমৃতা কিম্বা অনুমৃতা হইবেক, সে নারী সতী নামে পতিসহ অক্ষয় স্বর্গভোগ করিবেক। বহুকালাবধি হিন্দুদিগের উক্ত ধর্ম্ম ক্রমে প্রচলিত থাকিবায় বৎসর বৎসর সহস্র সহস্র অবলা জাতির শরীর প্রজ্বলিত চিতানলে আহুতি, কিম্বা অবনি মধ্যে কাষ্ঠ লোষ্টের ন্যায় নিহিত হইত। বর্ত্তমান, মহাত্মা পুরুষ কর্তৃক উক্ত নিদারুণ ধর্ম্মানল একেবারে নির্ব্বাণ হইয়াছে। এস্থলেও বিবেচনা করা উচিত। যে এমত ভয়ানক সতীধর্ম্ম পরমেশ্বরের নিয়মের মধ্যে ছিল কি না। অতএব কোন কোন শাস্ত্রে লিখিত আছে বলিয়া অযুক্ত কর্ম্মে বিশ্বাস করা কখন বুদ্ধি বৃত্তির কর্ম্ম নহে নিশ্চয় যখন এই জগতের নানাবিধ কার্য্য দেখিয়া জগতের কর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বনিয়ন্তা এক পরমেশ্বর আছেন, ইহা জ্ঞান বিশিষ্ট মনুষ্য মাত্রেই স্বীকার করিয়া তাঁহার নিয়ম পালনে যত্নশীল আছেন। অনভিজ্ঞ রিপুবশতঃ লোকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং নিয়ম পালনে অস্বীকৃত হয়েন। পরে উভয়েরি মরণানন্তর পরকালে কৃত কর্ম্মাকর্ম্মের ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বরের সদনে কি কিছুই হইবেক না, অবশ্যই হইবেক। তবে মত মতান্তরে পরকালে জীবাত্মার নানাবিধ গতি ও স্থিতির বিশেষ বিশেষণ যাহা করিয়াছেন, সে কেবল আনুমানিক ও কাল্পনিক মাত্র। যেহেতু পরকালে কাহার কি গতি হয় তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব দর্শক ব্যতীত, কে কি প্রকারে অত্র ভূমণ্ডলে ব্যক্ত, এবং জীবিত মনুষ্যের কি সাধ্য যে তৎপক্ষে মুখব্যাদান করে। তবে বিশেষ বিবেচনা এই যে সতের সদগতি অসতের দুর্গতি ইহকাল কি পরকালে অবশ্যই হইবেক।

দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তর।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে তাবজ্জাতীয় শাস্ত্র হইতে একা বেদশাস্ত্রকে কয়েক কারণে শ্রেষ্ঠ বলা যুক্তি সিদ্ধ হয়।

কারণ যাবজ্জাতীয় শাস্ত্রের জ্ঞানকাণ্ডে, এই জগতের সৃষ্টি পালন লয় কারণ এবং সকলের প্রতিষ্ঠাতা ভারতের অন্তরাত্মা যিনি পরব্রহ্ম তিনি জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, এইরূপ স্বরূপ লক্ষণ সকল হৃদয় মধ্যে আলোচনা করিয়া, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার অনুভব করা এবং আমারদিগের ব্যবহার জন্য যে সকল নিয়ম তিনি নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহা অতি প্রযত্নে প্রতিপালন করিয়া, পরিণামে পরম পদকে আশ্রয় করা অতি শ্রেয়। বরং নানা জাতীয় মনুষ্য মধ্যে বহুতর জ্ঞানী একই জ্ঞানে উক্ত পরমধর্ম্ম যাজন পূর্ব্বক পরকালে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডে দেশ ভারতবর্ত্তী বহুজাতীয় লোক, এক প্রণালীতে বিচরণ না করিয়া, অনেকেই নানা প্রকার আচার ব্যবহার, এবং অন্তোনত এক অদ্বিতীয় ভিন্ন নানা দেব দেবী ও মানব মানবীর উপাসনা করিতেছে। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে পুরাকালে যে সকল মহত্ত্বপন্ন পুরুষ এই অবনিমণ্ডলে স্বীয় স্বীয় মত প্রচার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া, ঈশ্বরের প্রেরিত কিম্বা অমুখাৎ বাক্য বলাইয়া, এক এক শাস্ত্রে জ্ঞান কাণ্ডে ও কর্ম্মকাণ্ডে, যেমন বিধি নিরূপিত করিয়াছেন তন্মধ্যে স্বীয় স্বীয় মাহাত্ম্য ব্যক্ত করণ নানা প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার বর্ণনা করিতেও ক্রটি করেন নাই। যথা আমারদিগের পুরাণাদি তন্ত্রে বিশেষ প্রমাণ আছে। এবং মহম্মদকৃত কোরাণে এমত লিখিত হইয়াছে, যে ঈশ্বর কহিয়াছেন হে মহম্মদ! তুমি আমার পরম বন্ধু, যদ্যপি আমি তোমাকে সৃষ্টি না করিতাম, তবে আমি সর্ব্বমর্ত্ত্য জগৎকে সৃষ্টি করিতাম না। আর লিখিত আছে, যেমন ঈশ্বর ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নাই, তেমন মহম্মদ তুল্য ঈশ্বর প্রেরিত আর কেহ নাই। এবং স্থানে স্থানে অতি ঘৃণিত নিষ্ঠুর নিদারুণ বাক্য ঐ ধর্ম্ম গ্রন্থের মধ্যে প্রকটিত আছে। যথা। যে কোন ব্যক্তি কোরাণোক্ত ধর্ম্মকে অবিশ্বাস করিবেক, তাহার প্রাণদণ্ড করণে কোন হানি নাই। আর যে সকল পশু পক্ষ বা যুদ্ধে পতিত হইবেক, তাহারা স্বর্গে ঈশ্বর সহিত স্বর্গভোগ অর্থাৎ মনোজ্ঞা অপ্সরাদি সম্ভোগ করিবেক; এবং তিনি যামিনীযোগে দুই তিন স্বগণ স্বজন গোচরে প্রভুত্ব প্রকাশ জন্য, হস্তাঙ্গুলির ইঙ্গিতে পূর্ণচন্দ্র মণ্ডলকে দ্বিখণ্ড করিয়াছিলেন। কিন্তু মহম্মদের সমকাল বর্ত্তী

১২৭২ বৎসর অধিক নহে, যদিচ এঘটনা সত্য হইত তবে একচন্দ্র তদন্তর পৃথিবীর সমস্ত লোকেই তদন্তে চন্দ্র মণ্ডলকে দ্বিখণ্ড দেখিতে পাইত; এবং নানা জাতি জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা এমত আশ্চর্য্য ব্যাপার আপন আপন গ্রন্থে লিখিতে কখনই অন্যথা করিতেন না। বিশেষ মহম্মদ অহঙ্কার অন্যায় লাম্পট্য সুখে আবৃত থাকিয়া যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা অগণ্য নর পশুকে ভূত শয্যায় শয়ন করাইয়াছিলেন। এবং স্বীয় পরকীয়া বহুনারী তাঁহার প্রণয়িনী ছিল।

খ্রীষ্টানদিগের বাইবেল ধর্ম্ম শাস্ত্রে তিনজন ঈশ্বর, তন্মধ্যে এক ঈশ্বর নিরাকার, দুই ঈশ্বর সাকার, যিনি নিরাকার ঈশ্বর তিনি সর্ব্বোপরি স্বর্গে দেবদূত গণ কর্ত্তৃক সেবিত ও স্তুত হইয়া, সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। এবং তথা হইতে এই পৃথিবী রাজ্য শাসন করিতেছেন, পূর্ব্বকালে কখন কখন পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্য ব্যক্তিদিগের সহিতও আলাপ করিতেন। দ্বিতীয় ঈশ্বর কপোতরূপে পৃথিবীতে সঞ্চরণ করেন, এবং পাত্র বিশেষে খৃষ্ট ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দান করেন। তৃতীয় ঈশ্বর যিহুদার দেশে মরিয়ম নাম্নী অদত্তা নারী গর্ভে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করতঃ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন, বর্ত্তমান খ্রীষ্টানেরা যাঁহাকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন। নূতন বাইবেল ধর্ম্ম পুস্তকে যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা অন্য কোন অত্যাচার কি ব্যভিচারাদি দোষ প্রকাশ নাই, বরং তিনি পরমজ্ঞানী ও পরোপকারি ছিলেন, যথা মৃত শরীরে পুনঃপ্রাণ, অন্ধকে নয়ন, বধিরকে শ্রবণ, বোবাকে বচন, খঞ্জকে চরণ, প্রদান করিতেন। মনুষ্য হইতে ভূত প্রেত দূরীকরণ জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন এবং অনেকের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতেন। কিন্তু আদি ধর্ম্ম পুস্তকে এরূপ বর্ণন আছে, যথা প্রথম পুরাতন উপদেশক মহাত্মা সলেমান প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল, তৎপরে মহাত্মা মুসা অবতীর্ণ হইয়া কহিয়াছিলেন, যে আমার পরে কেহ আসিবেন, তিনি যদি আমার মতাবলম্বি হইয়া পরিভ্রমণ করেন, তবে জগতের ত্রাণকর্ত্তারূপে মান্য হইবেন। আর আমার মত উল্লঙ্ঘন করিয়া যদ্যপি স্বীয় কোন নূতন মত প্রকাশ, কিম্বা কোন অত্যাচার করেন। তবে অচিরাৎ মনুষ্যকর্ত্তৃক অপমান বরং বিনষ্ট হইবেন। উক্ত ভাবী ত্রাণকর্ত্তা শিশু অবতীর্ণ হইয়া প্রথমতঃ আপি

ষর সাধারণ লোক সমীপে এরূপ বারম্বার কহিয়া ছিলেন, যে আমি মূষার কোনক্রমে খণ্ডন করিতে আসি নাই, বরং প্রতিপালন করিতে আসিয়াছি। এমত কহিয়া পরে কি প্রকারে আপনাকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিলেন, যথা মহাত্মা সলেমান নুহ প্রভৃতি কোন স্থানে ভুল ক্রমে এমত কহেন নাই, যে আমি ঈশ্বরের পুত্র কি ঈশ্বরের মিত্র, কেবল সর্ব্বদা লোক সকলকে তত্ত্বজ্ঞান ও হিতোপদেশ প্রদান করা, এই তাঁহাদিগের শ্রেয়ঃ কর্ম্ম ছিল। যীশুখ্রীষ্ট আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলাইয়া ভবিষ্যৎবক্তা মূষার ভবিষ্যৎবাণী পরে যে প্রকারে সুসিদ্ধ করিয়া ছিলেন, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত নূতন ধর্ম্ম পুস্তকে বিদিত আছে। অপিচ কোরাণ ও বাইবেল উভয়েরি এই বাক্য এই যে তাবৎ জীবাত্মা একাবস্থায় শেষ দিনে বিচার কালীন গাত্রোত্থান করিবেক, ইহাতে সংশয় নাই। কিন্তু কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিলে অকুল সংশয়ার্ণবে নিমগ্ন হইতে হয়, যেহেতু যে সকল মনুষ্য সত্য কি ত্রেতা কি দ্বাপর কি কলি কিম্বা শেষ দিনের পূর্ব্বদিন মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবেক, তাবতের জীবাত্মা সকল শেষ দিনে এককালীন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঈশ্বর সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইবেক। ইহাই বা ঈশ্বরের সুনিয়ম কি প্রকারে সম্ভবে। অর্থাৎ কাহাকেও চারিযুগ কাহাকেও বা এক দিন কারারুদ্ধ করিয়া, শেষদিনে একত্রে মুক্ত করিয়া দণ্ডায়মান হওন; এই কি সুবিচারের বিচার, কি যুক্তি যুক্ত মতে সম্ভব হইতে পারে? এবং পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদির জীবাত্মার কি হইবে তাহার নির্ণয় নাই, অতএব কোরাণ কি বাইবেল কি পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে নানা স্থানে নানা প্রকার মত যেমত গোলযোগ দৃষ্ট হয়, সনাতন বেদশাস্ত্রে সেরূপ গোলযোগ নাই। এবং সকলের প্রধান শাস্ত্র যে বেদ, ইহা তাবতেই স্বীকার করিতে হইবেক। এই সকল কারণে মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে বেদশাস্ত্র সর্ব্ব প্রকারে শ্রেষ্ঠ কি না ইহা বিবেচনা করিন।

দ্বিতীয় সুমিত্র মন্ত্রির বিচার। শুক্রের দ্বারা শরীরের সৃষ্টি কি না।

তদনন্তর বৌদ্ধমতাবলম্বি সুমিত্র মন্ত্রী সিদ্ধান্তের প্রতি প্রশ্ন করিলেন। হে গুরো! এই যে জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা ভিন্ন সর্ব্বেন্দ্রিয় অগ্

তব নিরাকার, নির্ব্বিকার, একজন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান পুরুষকে কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি?

সিদ্ধান্ত উত্তর করিলেন। ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান পুরুষকে আমরা কল্পনা করি না, তুমি যেমন এই দৃশ্যমান জগৎকে সত্তাপদার্থ জ্ঞান করিতেছ, ইহার নিয়ন্তা যে জ্ঞান স্বরূপ পরম কারণ তাঁহাকে আমরা সত্তা পদার্থ রূপে নিশ্চিত জানিতেছি।

প্রশ্ন। ইহা অত্যন্ত অসম্ভব, ইন্দ্রিয় অপ্রত্যক্ষ যে পদার্থ তাহার অস্তিত্বের প্রতি নিশ্চয় জ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব হয়?

উত্তর। মৃত্তিকা গঠিত প্রতিমা দেখিয়া তুমি কি নিশ্চয় জ্ঞান কর না, যে প্রতিমা গঠিতা এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছেন যে ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছে। যদি স্পন্দ রহিত প্রতিমাকে দৃষ্টি করিয়া ইহার নির্ম্মাতার প্রতি নিশ্চয় জ্ঞান হয়, তবে এই চৈতন্য বিশিষ্ট যে মনুষ্যের শরীর, যে শরীরের অদ্ভুত রচনা নির্ম্মাণ কৌশল মনুষ্য কৃত কোন বস্তুর সহিত উপমা যোগ্য হয় না, তাহা যে কোন জ্ঞান বিশিষ্ট পুরুষ কর্ত্তৃত্ব ব্যতিরেকে নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা কোন সুবোধ ব্যক্তি মান্য করিয়া থাকে?

প্রশ্ন। এই পৃথিবীস্থিত বস্তুতে সর্ব্বদা এই এক চমৎকার গুণের প্রত্যক্ষ হইতেছে, যে এক বস্তুতে দ্বিতীয় বস্তুর সম্বন্ধ হইলে নূতন এক পদার্থের সৃষ্টি হয়, যেমন হরিদ্রাতে চূর্ণ মিশ্রিত হইলে নূতন এক বর্ণের উৎপত্তি হয়, বায়ুর পরমাণুতে বায়ুর পরমাণু সংলগ্ন হইলে অপূর্ব্ব শব্দের উৎপত্তি হয়, কাষ্ঠেতে ঘর্ষণ হইলে অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ দেখিতেছি, যে স্ত্রীজাতির গর্ভেতে শুক্রের সংযোগ হইলে নরাকৃতি প্রভৃতি জীবের জন্ম হয়। এবং সেই জীব ক্রমে মাতৃ রক্তের দ্বারা গর্ভে পরিবর্দ্ধিত হইয়া কালে ভূমিষ্ঠ হয়, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্নরসের দ্বারা বর্দ্ধিষ্ণু হয়, এবং কালে জীর্ণ হইয়া ম্রিয়মাণ হয়। যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে স্ত্রীজাতির গর্ভেতে শুক্রক্ষত হইলে মনুষ্যের উৎপত্তি হইতেছে, তখন শুক্র মনুষ্যের উৎপত্তির প্রতি যে কারণ তাহা অবশ্য মানিতে হইবে, নতুবা একরূপ প্রত্যক্ষ না মানিয়া নিরাকার জ্ঞান স্বরূপ কোন এক অপ্রত্যক্ষ পুরুষের শক্তিকে মনুষ্যের প্রতি কারণ রূপে যে কল্পনা করা

সে ব্যর্থ মাত্র। হরিদ্রাতে চূর্ণ সংযুক্ত হইলে যে রক্তবর্ণের উৎপত্তি হইতেছে সেই বর্ণ উৎপত্তির কারণ সেই চূর্ণ ভিন্ন অন্য কি বস্তু হইতে পারে। অতএব আমার বিশ্বাস এই যে এই শরীরের প্রতি কারণ শুক্র হইয়াছে।

উত্তর। যেমন ঘটের প্রতি কারণ মৃত্তিকা হইয়াছে তদ্রূপ শরীরের প্রতি শুক্রকে কারণ বলা যাইতে পারে, কিন্তু কুম্ভকারকে ঘটের প্রতি যদ্রূপ কারণ বলা যায় শুক্রকে শরীরের প্রতি তদ্রূপ কারণ বলা যুক্তি সিদ্ধ হয় না। যেহেতু মৃত্তিকা প্রভৃতির ন্যায় শুক্র জড় পদার্থ হইয়াছে, সুতরাং যেমন মৃত্তিকা হইতে আর কোন বুদ্ধিমান পুরুষের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন মূর্ত্তির সম্ভব হয় না, তদ্রূপ কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের নিয়ম ব্যতীত শুক্র হইতে এই শরীর রূপ আশ্চর্য্য যন্ত্রের যথাযোগ্য স্থানে হস্ত পদ নখ দন্ত প্রভৃতি বিচিত্র রচনার সম্ভব হইতে পারে না।

প্রশ্ন। যেমন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে কুম্ভকার ব্যতীত ঘটের সৃষ্টি হয় না, তদ্রূপই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে শুক্র ভিন্ন মনুষ্যের সৃষ্টির জন্য অন্য কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অপেক্ষা করে না। তবে এমত প্রত্যক্ষ [illegible] ত্যাগ করিয়া অন্য এক সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে যে শুক্র হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না ইহা কি প্রকারে মান্য করা যায়।

উত্তর। অন্য সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে অপেক্ষা না করিয়া শুক্র স্বীয় শক্তিতে মনুষ্যকে উৎপন্ন করিতে পারে, ইহা স্বীকার করিলেও [illegible] মুক্ত নয় হয় না, কারণ [illegible], মনুষ্য, অশ্ব, প্রভৃতি বিবিধ প্রকার আকৃতি [illegible] জড় পদার্থ এক প্রকার [illegible] [illegible] [illegible]

প্রশ্ন। [illegible] [illegible] যায়, যদি [illegible] জীব জন্তু [illegible] অশ্বের শুক্র দ্বারা অশ্ব, [illegible] শুক্র দ্বারা [illegible], মনুষ্যের শুক্র দ্বারা মনুষ্য, নিরন্তর উৎপন্ন হইতেছে।

উত্তর। [illegible] যেন স্বীকার করিলে অন্য কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অনধীনতাতে শুক্রই কেবল মনুষ্যের সৃষ্টির প্রতি কারণ হইয়াছে। কিন্তু শুক্র কি প্রকারে উৎপন্ন হইল ইহার কারণ কি?

প্রশ্ন। শুক্র পঞ্চভূতের স-

যোগে উৎপন্ন হইয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

উত্তর। শুক্র পঞ্চভূতের সংযোগে উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু এই শরীর রূপ যন্ত্রে পঞ্চভূতের পরিপাক না হইলে শুক্রের উৎপত্তি কোথায় দৃষ্ট হয়, শুক্র উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে শরীরের আবশ্যক করে, সুতরাং আদি শরীরের সৃষ্টির পূর্ব্বে শুক্র ছিল না। যদি আদি শরীর সৃষ্টির পূর্ব্বে শুক্র ছিল না, তবে তাহার উৎপত্তির প্রতি কারণ কি প্রকারে হইতে পারে। অতএব আদি শরীরের প্রতি শুক্র যে কারণ ইহা কোন প্রকারে মান্য করা যায় না। কেবল পুরুষের আদি শরীর দ্বারা জীবের প্রবাহ রক্ষা হয় না এ নিমিত্ত স্ত্রীজাতিও সৃষ্ট হইয়াছে। এই স্ত্রী পুরুষের আদি শরীরের কারণকে বিবেচনা পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান হইবেক যে সকল কারণের কারণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর একজন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ আছেন, যাঁহার সহকার ভিন্ন সৃষ্টির উপক্রমই অসম্ভব।

পঞ্চভূত সংযোগে শরীরের সৃষ্টি কি না।

আপনকার এই কথা অনুসারে কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের শক্তিকে কল্পনা করিবার অপেক্ষা পঞ্চভূতে এই গুণ স্বীকার করা না যায় কেন, যে তদ্দ্বারা গর্ভাশ্রিত শুক্রের সহকার ভিন্ন মনুষ্যের শরীর উৎপন্ন হয়। কারণ প্রমাণ হইতেছে যে সৃষ্টির আদিতে শুক্র ছিল না এবং পুরুষের আদি শরীর সেই পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

উত্তর। তুমি প্রথমে আদি শরীরের প্রতি কারণ শুক্রকে স্বীকার করিয়াছিলে, তৎপরে যখন এরূপ প্রমাণ হইল যে আদি শরীরের পূর্ব্বে শুক্র ছিল না, তখন তুমি বলিতেছ যে শুক্র সহকার ভিন্নও পঞ্চভূতের এমত গুণ আছে যে পরস্পর সংযোগ হইয়া তদ্দ্বারা স্ত্রী পুরুষের আকৃতি নির্ম্মিত হয়, ইহা অত্যন্ত ন্যায় বিরুদ্ধ। কারণ যদি পঞ্চভূতের এমত গুণ থাকিত যে গর্ভাশ্রিত শুক্রের সহকার ভিন্নও সেই পঞ্চভূত দ্বারা স্ত্রী পুরুষের আকৃতি নির্ম্মাণ হইতে পারে, তবে তাহারদিগের এই প্রকার স্বভাবসিদ্ধ গুণ জন্য নিরন্তর সেই রূপেই মনুষ্যের সৃষ্টি হইত।

কিন্তু ইহার বিপরীত নিরন্তরই পিতা মাতার শুক্র শোণিত সহযোগে মনুষ্যের সৃষ্টি দৃষ্টি হইতেছে, এই নৈরন্তর্য্যের বিচ্ছেদ কুত্রাপি হয় না, কোন স্থানে এমত পুত্রের প্রত্যক্ষ হয় না, যাহার পিতা মাতা নাই। অতএব গর্ভাশ্রিত শুক্রের সহকার ভিন্ন মনুষ্য যে পঞ্চভূতের দ্বারা উৎপন্ন হয়, পঞ্চভূতের এমত গুণ কি প্রকারে স্বীকার করা যায়। যদি পঞ্চভূতের এমত গুণই যে শুক্রের সহকার ব্যতীত গর্ভভিন্ন বাহ্যে তদ্দ্বারা মানবদেহের সৃষ্টি হয়, তবে অবশ্য অন্য কোন কর্ত্তাকে স্বীকার করিতে হইবেক, যে কর্ত্তা জীব প্রবাহের কারণ শুক্র শোণিত ছিলেন, সেই কারণে তিনি পঞ্চভূতের অংশ রক্ত উৎপন্ন হইয়া তাহাদিগকে পরস্পর সংযোগ দ্বারা মানবদেহের সৃষ্টি করেন। আর যেমন স্বাভাবিক প্রকৃতি পাত্রেরো এমত শক্তি নাই যে তাহারা কাহারও নিয়োগ ভিন্ন আপনারা সংযুক্ত হইয়া ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ করে, তবে এস্থলে অন্য কোন পুরুষের অপেক্ষা করে কি না। যে পুরুষ জড় পদার্থ স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুকে যথাযোগ্য স্থানে সংযোগ করিয়া ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ করে।

প্রশ্ন। যদিও এক্ষণে এ প্রকার সৃষ্টিগোচর হয় না যে জরায়ুজ মানব দেহ প্রভৃতি এবং অণ্ডজ পক্ষী দেহ প্রভৃতি গর্ভ ভিন্ন বাহ্যে [illegible] শুক্রের সহকার ব্যতীত পঞ্চভূত দ্বারা সৃষ্টি হয়, তথাপি [illegible] গর্ভাশ্রিত শু[illegible] পঞ্চভূতের গুণেতে সৃষ্টি হইতেছে [illegible] অতএব যদি পঞ্চভূতের এমত গুণ [illegible], যে শুক্র ব্যতীতও [illegible] বাহ্যেতে তদ্দ্বারা উৎপন্ন হয়, তবে মনুষ্য যে সৃষ্টির আদিকালে [illegible] সংযোগে শুক্র ভিন্ন পঞ্চভূতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা কেন না মানা যায়।

উত্তর। আদৌ [illegible] জন্ম [illegible] শুক্রের ন্যায় [illegible] যে স্ত্রী পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ করা কঠিন। যদিও পঞ্চভূতের এমত বিশেষ [illegible] স্বীকার করা যায় যে [illegible] কোন [illegible] সম্বন্ধ ভিন্নও তাহাদিগের সংযোগেতে [illegible] উৎপন্ন হইয়াছে, [illegible] সেই [illegible] এমত [illegible] স্বীকার করা হইতে পারে না, যে [illegible] বস্তুর সম্বন্ধ ভিন্ন [illegible] দ্বারা [illegible] হইয়াছে, বিশেষতঃ যখন প্রত্যক্ষ হইতেছে যে গর্ভাশ্রিত শুক্রের সহকার ভিন্ন মনুষ্যাদি [illegible] মনুষ্য প্রভৃতি এবং অণ্ডজ পক্ষী প্রভৃতির উৎপত্তি হয় না। যখন [illegible]

দিগের এমত গুণ নাই যে শুক্রের সহকার ব্যতীত স্বেদজ কৃমি ভিন্ন মনুষ্য প্রভৃতি অন্য জীব তদ্দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে, তখন শুক্র ভিন্ন পঞ্চভূতের গুণে একবার যে কেবল মনুষ্যের আদি শরীর সৃষ্টি হইয়াছিল ইহা স্বীকার করা যুক্তি বিরুদ্ধ। অতএব এক্ষণে বিবেচনা কর, যে সকল কারণের কারণ একজন সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ ছিলেন কি না, যাঁহার শক্তি প্রভাবে স্ত্রী পুরুষের আদি শরীর সৃষ্টি হইয়া এপর্য্যন্ত সেই জীব জন্তু চলিতেছে।

প্রশ্ন। [illegible] আপনি [illegible] উৎপত্তির কারণ [illegible] কহিতে পারেন [illegible] বোধ হইতেছে, ইহ [illegible] কেবল [illegible] সহকারে হইতে পারে তাহার সংশয় নাই। তবে একজন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান পুরুষের সহকার যে হইতেছে বলিবার প্রয়োজন কি আছে! যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, যে গোময় সহিত হইয়া বৃশ্চিক জন্মে, কোন বৃক্ষের পত্র জলে বিশেষ পতিত হইয়া সহিত হইলে মৎস্য হয়, এবং পুরাতন তণ্ডুলকণা মৃত্তিকা সংযুক্ত হইলে পোক বিশেষ উৎপন্ন হয়, পুরাতন কাষ্ঠ কি তৃণ মৃত্তিকা সংযোগে সহিত হইলে অপূর্ব্ব চিত্র বিচিত্র ভেক পুঞ্জ প্রকাশিত হয়। এমত প্রকরণে একজন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে কল্পনা করা কি আবশ্যক।

উত্তর। হে মন্ত্রিবর আপনি অকারণ ভ্রমে অনুমান কর। শুদ্ধ গোময় কি জল প্রভৃতি হইতে বৃশ্চিক কি মৎস্যাদি জন্মে না, গোময় কি জলে নানা প্রকার সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাভাবিক সজীব কীট থাকে, তন্মধ্যে কোন [illegible] কীট গোময় রাশি মধ্যে বিশেষ [illegible] কারণ পায়, সেই কারণ [illegible] বৃশ্চিকাকার হয়, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট বল্মীক কিম্বা বিবর মধ্যে [illegible] পরে পক্ষধারী পতঙ্গ আখ্যা [illegible] পায়। [illegible] সেইরূপ কীট বাস করে তন্মধ্যে কোন সহিত [illegible] সংযোগে সেই কীট মৎস্য, [illegible], ভেক পুত্রাদি হওনের কারণ কেবল দ্রব্যের বিকার মাত্র [illegible] সেই যে বিকার সেই নির্ব্বিকারের বিকার মাত্র। অতএব সেই পরম পুরুষের শক্তি সংযোগ ব্যতীত [illegible] হইতে বালুকা কণা পর্য্যন্ত এবং সমুদ্র হইতে শিশির পরমাণু পর্য্যন্ত কোন এক বস্তু উৎপন্ন না হইয়াছে না হইতেছে না হইবেক।

ঈশ্বর নিরাকার কি সাকার।

প্রশ্ন। আপনকার কথা প্রমাণ একজন সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ আছেন, এমত মানিতে হয়, কিন্তু তিনি নিরাকার কি সাকার, আমার বুদ্ধিতে আকার বিশিষ্ট বোধ হয়, কারণ হস্ত পদ প্রভৃতি না থাকিলে তিনি পঞ্চভূতের দ্বারা এ পুরুষের শরীরকে কিরূপে নির্ম্মাণ করিলেন।

উত্তর। জড় পদার্থের স্ব- [illegible] ভিন্ন হস্ত পদাদি বিশিষ্ট শরীরের নির্ম্মাণ হয় না এবং [illegible] সংযোগে কোন জ্ঞান বিশিষ্ট পুরুষের সহকার ভিন্ন হয় না। সুতরাং শরীর নির্ম্মাণ জন্য কোন জ্ঞান বিশিষ্ট পুরুষের সহকার আবশ্যক করে। পরমেশ্বরকে শরীরী স্বীকার করিলে দ্বিতীয় কোন পুরুষকে কল্পনা করিতে হয়, যাঁহার দ্বারা ঐ সমস্ত নির্ম্মাতা পরমেশ্বরের শরীরের নির্ম্মাণ হইয়াছে। এমত অনুভব কল্পনা করিলে যুক্তির সমাধা হয় না। কারণ যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের শরীর নির্ম্মাণ করিবেক, পুনর্ব্বার তাহার শরীরের নির্ম্মাতা কে ছিল। অতএব পরমেশ্বরকে শরীরী স্বীকার করা কোন প্রকারে যুক্তি সিদ্ধ হয় না। তিনি সর্ব্বাবয়ব শূন্য নিত্যজ্ঞান স্বরূপ মাত্র। যদি বল পরমেশ্বর আপনার শরীর জড় পদার্থের দ্বারা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তোমার এই কথার প্রমাণেই উঁহার শরীর কল্পনা করা একেবারে নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠে, কারণ তুমি [illegible] পরমেশ্বরের শরীরের [illegible] কহিতেছ, যে শরীর [illegible] তিনি পঞ্চভূতের সংযোগ দ্বারা কি প্রকারে সৃষ্টি করিলেন। [illegible] তিনি যদি হস্ত পদ [illegible] আপনার শরীর নির্ম্মাণ করিতে পারেন, তবে হস্ত পদ ব্যতীতও জগৎ সৃষ্টি কেন না করিতে পারেন। অতএব পরমেশ্বরের শরীর আছে, ইহা কোন প্রকারে স্বীকার করা যায় না। তিনি শরীরী নহেন ইচ্ছামাত্র এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া অদ্যাবধি নানা বিধ অপূর্ব্ব কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রশ্ন। পঞ্চভূতের সংযোগ দ্বারা যে তিনি নানাবিধ আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন ইহা তর্কে পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি যে পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা তর্ক গম্য কি প্রকারে হয়। এমন সম্ভাবিত হইতে পারে, যে পরমেশ্বর এই নিত্য পঞ্চভূতের সং-

যোগে নানাবিধ বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন।

উত্তর। সৃষ্টির উপকারী নানাবিধ গুণ সহিত পঞ্চ প্রধান বস্তু পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্টি না হইয়া চিরকাল যে স্বভাব সিদ্ধ, ইহা অসম্ভব বোধ হয়। বিশেষতঃ যদি পঞ্চভূত নিত্য বস্তু হইত সৃষ্ট বস্তু না হইত তবে তাহারদিগের স্বাভাবিক সমুদায় গুণের বিপরীত ভাব কদাচ কালেও হইত না, কিন্তু আদি সংযোগকালে তাহারদিগের স্বাভাবিক গুণের সমুদায় বিপরীত ভাব বিদ্যাত হইতেছে। প্রত্যক্ষ হইতেছে যে চেতন বা অচেতন বিশিষ্ট শারীরিক শক্তি ভিন্ন পঞ্চভূত কখনও পরস্পর সংযুক্ত বা বিযুক্ত হয় না। পরমেশ্বরের শরীর নাই, তবে পঞ্চভূত কি প্রকারে সৃষ্টির আদিকালে যথাযোগ্য রূপে সংযুক্ত হইল। যখন শারীরিক শক্তি ভিন্ন তাঁহার ইচ্ছামাত্রে পঞ্চভূত সৃষ্টির সহকারি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল, তখন তাহারদিগের সমুদায় স্বাভাবিক গুণের বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হইল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব পঞ্চভূতের গুণের নিত্যতা নাই, সুতরাং সেই সকল গুণ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্টি হইয়াছে। যদি পঞ্চভূতের সমুদায় গুণ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্টি হইয়াছে স্বীকার করিলে, তবে পঞ্চভূতই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ গুণ ছাড়া কোন বস্তুর সত্তার সম্ভব হয় না। অতএব পঞ্চভূত প্রভৃতি নিত্য পদার্থ নহে, এই সমুদায় অনিত্য পদার্থের মধ্যে কেবল কিঞ্চিৎ এক মাত্র, পঞ্চভূত প্রভৃতি সৃষ্ট হওয়া ঈশ্বরের নিয়মের বশীভূত আছে। পরন্তু সব যে শরীর আছে ইহা স্বীকার কর স্বতোভাবে শক্তি নিবদ্ধ, সুতরাং যে সংযোগ ভিন্ন বস্তু পদার্থ বিশিষ্ট শরীরের নির্ম্মাণ হয় না এবং পদার্থের সংযোগ কোন জ্ঞান বিশিষ্ট পুরুষের সহকার ভিন্নও হয় না। সুতরাং শরীর নির্ম্মাণ জন্য কোন জ্ঞান বিশিষ্ট পুরুষের স্বীকার অপেক্ষা করে। পরমেশ্বরকে শরীরী স্বীকার করিলে দ্বিতীয় কোন পুরুষকে কল্পনা করিতে হয়, যাঁহার দ্বারা এই সর্ব্ব নির্ম্মাতা পরমেশ্বরের শরীরের নির্ম্মাণ হইয়াছে। এমত অসম্ভব কল্পনা করিলেও যুক্তির সমাধা হয় না, কারণ যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের শরীর নির্ম্মাণ করিলেক পুনর্ব্বার তাহার শরীরের নির্ম্মাতা কে হইবে। যদি বল যে পরমেশ্বর আপনার শরীর জড়পদার্থদ্বারা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তবে তোমার

এই কথার প্রমাণেই তিনি যে অশরীরী তাহার দৃঢ়তা হইল। কারণ যদি তিনি আপনার শরীর জড়পদার্থের দ্বারা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন এমত স্বীকার কর, তবে সেই জড়পদার্থের দ্বারা স্বীয় শরীর নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে যে তিনি অশরীরী ছিলেন ইহা তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব পরমেশ্বর যে অশরীরী ইহা এই প্রকারে যুক্তি সিদ্ধ হয়।

নাস্তিকের সহিত রাজার বিচার।

অনন্তর মহারাজ কহিলেন। হে জ্ঞানাচার্য্য আপনাদিগের প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিয়া চরিতার্থ হইলাম। এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি মরণোত্তর লোকান্তর গমন পূর্ব্বক পারত্রিক ফলভোগ প্রত্যাশা সকল লোকের স্বভাব সিদ্ধ, এবং সর্ব্বজাতীয় সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বি লোকেরই প্রত্যয় সিদ্ধ। তথাচ কেহ কেহ কি কারণে এ বিষয়ে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া কহিয়া থাকেন যে মরণান্তর পরকাল নাই, অতএব পরকালে ভোগাভোগ আছে কি না। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত শুনিতে বাঞ্ছা করি। আচার্য্য কহিলেন। হে ভূপতি! সম্প্রতি শ্রবণ করুন। মানব দেহের মৃত্যু কালীন অবস্থান্তর প্রাপ্তি দৃষ্টি করিয়াই অনেকের এমত সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুঠাম শরীর চিরকাল প্রাণে জীবিত, নিয়মিত ও চেতনা শালী ছিল, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া একেবারে নির্জ্জীব নিষ্ক্রিয় ও বিচেতন হইল, অনন্তর অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত বা মৃত্তিকা মধ্যে নিহিত হইয়া মৃত্তিকা সাৎ হইল, ইহা দেখিয়া তাহাদের অন্তঃকরণে এই রূপ ভাবের আবির্ভাব হইতে পারে, যে ঐ দেহের সহিত দেহীরও ধ্বংস বিনাশ প্রাপ্তি হইল। জীবাত্মা মৃত্যুকালে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন অদৃষ্টি গোচর অলক্ষিত সূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থান করিতে যায়, তাহা মানব জাতির প্রত্যক্ষ নহে, এবং যুক্তি সহকারেও নিরূপিত হইতে পারে না। অতএব সন্দিগ্ধমতি বিতর্কী দিগের অন্তঃকরণে পরলোকের সত্তায় অনাস্থা জন্মিবে ইহাতে আর কি কিঞ্চিৎ সুযুক্তি সিদ্ধ বিচার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিবেচনা করিলে তাঁহাদের এই অনাস্থা কোনমতেই সুযুক্তি সম্মত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। তাঁহার শরীরের ধ্বংস দেখিয়া আ-

আত্মার ধ্বংস কল্পনা করিয়া থাকেন, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন, আত্মার ধ্বংস দূরে থাকুক শরীরেরও কণামাত্র ধ্বংস হয় না। তদীয় অস্থি মাংসাদি ভস্মীভূত হইয়া পতিত থাকুক, বাষ্প হইয়া স্থানান্তর গমন করুক, কর্ত্তক বা মৃত্তিকা রূপে পরিণত হইয়া বৃক্ষ লতাদি উৎপাদন করুক, কিন্তু তাহার কণামাত্রও একেবারে লয় প্রাপ্ত হয় না, সতত নানা বস্তুর অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতেছে বটে, কিন্তু অসীম ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানের একমাত্র পরমাণুও কস্মিন্‌কালে নষ্ট হয় না। নদীর তীর ভগ্ন হইতেছে, বৃক্ষলতা ছিন্ন হইতেছে, হ্রদ, সরোবর শুষ্ক হইতেছে, গ্রাম নগর দগ্ধ হইতেছে, জল ও বায়ু বিচলিত হইতেছে, কিন্তু ইহাদিগের এক পরমাণুও যেরূপ নষ্ট হয় না, ঐ রূপ জীবের শরীরও মরণকালে ভগ্ন হয় বটে, কিন্তু তাহার কণামাত্রও বিনাশ পায় না। তাহা দগ্ধ হইয়া যে প্রমাণ ধূম বাষ্প ও ভস্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা একত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে ইহা অবশ্য সপ্রমাণ করা যায়, যে ঐ শরীরের কণামাত্রও লয় পায় নাই। লক্ষ শতাব্দী পূর্ব্বে যে সমস্ত প্রাণী প্রাণত্যাগ করিয়াছে, [illegible] শরীর কালক্রমে প্রস্তরীভূত হইয়া অবনিগর্ভে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব পরকালঘাতী ব্যক্তিরা বস্তুর বিনাশ দেখিয়া জীবাত্মার যে বিনাশ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহাই যদি যথার্থ না হইল তবে জীবাত্মার নশ্বরত্ব স্বীকার করা কিরূপে যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে। যদি মৃত্যুকালে জীবগণের শরীর যথার্থই বিনষ্ট হইত, তাহা হইলেও তদ্দৃষ্টে জীবাত্মার বিনাশ কল্পনা করা কদাচ প্রকৃত রূপ ন্যায়ানুগত হইত না। ইহাতে জগতে কোন বস্তুর ঐকান্তিক বিনাশ প্রাপ্তি জগদীশ্বরের কোন নিয়মের উদ্দেশ্য নহে, তখন অপর্য্যাপ্ত সুখভোগে সমর্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাব, জীবাত্মাকেই যে এককালে বিনাশ করিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব্য নহে। প্রত্যুত সমস্ত বস্তুর অনশ্বর স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া অন্তঃকরণে এইরূপ আশার সঞ্চার হয়, আমরাও বাস্তবিক অনশ্বর স্বভাব, মৃত্যু আমাদের যৌবন ও বার্দ্ধক্যের ন্যায় অবস্থান্তর মাত্র, আমরা জরাজীর্ণ দেহ পঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিনব অবস্থায় উপস্থিত হইব, লোকলোকান্তর গমন করিব, অপর্য্যাপ্ত সুখ সম্ভোগ করিব। কিন্তু পরলোক হন্তা প্রতিপক্ষীয় ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, জড়পদার্থের উপ-

মানুসারে জীবাত্মার বিনাশ কল্পনা করা যুক্তিসিদ্ধ না হউক, কিন্তু শরীর যেমন ভগ্ন হইয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হয়, জীবাত্মাও সেইরূপ মৃত্যু সহকারে ভগ্ন হইয়া যায়। ইহা কেন না স্বীকার করি। শরীর ভগ্ন হইলে যেমন তাহার শরীরত্ব থাকে না, মৃত্যু দ্বারা আত্মার ভঙ্গোৎপত্তি হইলেও তাহার আর [illegible] থাকে না, ইহা কেমন অঙ্গীকার করি, কিন্তু ভগ্ন শব্দের অর্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে [illegible] এরূপ আপত্তি কোনক্রমেই [illegible] না। যেহেতু জড়বস্তু পরমাণু সমষ্টি। মৃত্তিকা পরমাণু সমষ্টি, যখন কোন দ্রব্যের কিয়ৎসংখ্যা পরমাণু পরস্পর বিযুক্ত হইয়া ঐ দ্রব্যকে দ্বি অথবা বহুভাগে বিভক্ত করে, পরে সেই দ্রব্য ভগ্ন, ছিন্ন বা বিভক্ত হইল বলিয়া উল্লেখ করা যায়। যখন কোন মৃণ্ময় পাত্রের কিয়ৎসংখ্যক পরমাণু পরস্পর বিযুক্ত হইয়া, ঐ পাত্রকে দুই বা বহু খণ্ডে খণ্ডিত করে, তখনই ঐ পাত্রকে ভগ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ভগ্ন শব্দের এই রূপ অর্থ অঙ্গীকার করিলে ইহাও অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হয়, যে যে সমস্ত বস্তু পরমাণু সমষ্টি, তাহারই ভগ্ন হওয়া সম্ভবে, যাহা সেরূপ পরমাণু পুঞ্জ নহে, তাহার তদনুরূপ ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা নাই। জীবাত্মা চেতনাত্মক জড়পদার্থ নহে, সুতরাং তাহার পরমাণু পুঞ্জে প্রস্তুত হওন কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। [illegible] তাহার ভগ্ন হওয়াও কোনক্রমে [illegible] হইতে পারে না, আর [illegible] সকলই [illegible] প্রস্তুত [illegible] শাই ভগ্ন ও ছিন্ন হইতে পারে [illegible] কাচ পদার্থ, [illegible] প্রস্তুত নহে, সুতরাং [illegible] তাহাও বিভাজ্য নয়, অতএব [illegible] ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। [illegible] দেহান্তস্থ [illegible] অবিভাজ্য [illegible] ভগ্ন হইলেও সেই [illegible] তাহার বি[illegible] হইবার কোন নি[illegible]।

জীবাত্মা [illegible] কেবল মস্তিষ্ক হইতে [illegible] কার্য্য হয়।

তদনন্তর নৃপতি কহিতেছেন, [illegible] বিজ্ঞানবিৎ কোন কোন অনাত্মবাদী প্রতিপক্ষীয় পণ্ডিত কহিয়া থাকেন, জীবাত্মা [illegible] অজর, [illegible]

চৈতন্যময় পদার্থ হয়, যেমত আপনি কহিলেন তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সমুদায় সুসঙ্গত বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রধান২ চিকিৎসক সুপণ্ডিতেরা শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে যাবতীয় মানসিক ব্যাপার মস্তিষ্ক পরিচালন ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না। অতএব তৎ সমুদায় মস্তিষ্কের ধর্ম্মেই উৎপন্ন হয়, স্বতন্ত্র জীবাত্মা কুত্রাপি বিদ্যমান নাই।

মস্তিষ্ক দ্বারা শারীরী কার্য্য হয় না স্বতন্ত্র জীবাত্মা আছেন।

আচার্য্য কহিতেছেন, হে নরেশ বিশেষ উত্তর দান করিতেছি, অবধান হউক। জীবাত্মা শুদ্ধ স্বতন্ত্র পদার্থ কি না, পশ্চাৎ এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবেক। এক্ষণে যাঁহারা যাবতীয় মানসিক ব্যাপার কপালস্থ মস্তিষ্ক রাশির ক্রিয়া বোধ করিয়া পরকালের সত্তায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়াছেন এবং কি প্রমাণে এবম্প্রকার গুরুতর বিষয়ে এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, তাঁহাদিগে বিজ্ঞাত করা আবশ্যক। মন মস্তিষ্ক পরস্পর দৃঢ় রূপ সম্বন্ধ আছে, একথা অবশ্য স্বীকার করি। মস্তিষ্ক হইতে আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া কোনরূপে সম্ভব নহে। কিন্তু যখন জড়পদার্থ কুত্রাপি অচেতন ব্যতিরেকে সচেতন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, তখন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরীক্ষা না করিয়া ঐ জ্ঞান শূন্য জড়ময় মস্তিষ্ককে চৈতন্য গুণশালী জ্ঞানবান পদার্থ বিবেচনা করা কি প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। তাঁহারা বলিতে পারেন মস্তিষ্ক ভিন্ন অন্য পদার্থ চেতনোৎপত্তির কারণ বলিয়া প্রত্যক্ষীভূত হয় কি না? সুতরাং মস্তিষ্ককেই যাবতীয় মানসিক ব্যাপারের কারণ বলিয়া স্বীকার করি, কিন্তু কোন কার্য্যের কারণ প্রত্যক্ষ গোচর না হইলেই যদি তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে পদে পদে ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। সমুদ্র জলের সহিত লবণ মিশ্রিত আছে ইহা না জানিয়া যে ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন জল মাত্রকে লবণ স্বাদ বলিয়া উল্লেখই করে, এস্থলে তাহার ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হয় কি না? মেঘে পীত লোহিতাদি কোন বর্ণ কোন পদার্থের স্বভাব সিদ্ধ নহে, সূর্য্য কিরণ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা না জানিয়া যে ব্যক্তি যাবতীয় পদার্থের যাবতীয় বর্ণ সেই সেই পদার্থের প্রকৃতি সিদ্ধ স্বকীয় গুণ ব-

নিয়া বিবেচনা করে,—এস্থলে তাহার ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হয় কি না? জলীয় বাষ্পের প্রভাবে বাষ্পীয় পোতের গতি সিদ্ধ হয় ইহা না জানিয়া যে ব্যক্তি পোতোপরি ধূমোদগম দৃষ্টি করিয়া উল্লিখিত ধূমরাশিকে বাষ্পীয় পোতের গমন নিয়ামক বলিয়া উল্লেখ করে, এস্থলে তাহার ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হয় কি না? অতএব মানসিক ব্যাপার সাধন কারণ চৈতন্যের প্রত্যক্ষ গোচর হয় না বলিয়া সেই কারণের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করা নিতান্ত বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। বরং যদি সেই মস্তিষ্কাংশ নরকপাল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অন্য অন্য স্থানে স্থাপন করিয়া দেখাইতে পারেন, যে তত্তৎ স্থানেও উহা দ্বারা মানসিক ক্রিয়া সমুদায় উৎপন্ন হইতেছে, তাহা হইলেই আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব হইতে পারে। এ বিষয়ের এ প্রকার পরীক্ষা করিতে হইলে, নরকপালে যে কোন প্রকার স্বতন্ত্র সচেতন পদার্থ বিদ্যমান নাই, ইহা সর্ব্বাগ্রে সপ্রমাণ অত্যাবশ্যক, তাহা না করিয়া যদি কেহ বিদ্যাবলে নানা পদার্থের সংযোগ দ্বারা মস্তিষ্ক প্রস্তুত করিতে পারেন, এবং সেই মস্তিষ্ক হইতে কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, ঈর্ষা, প্রীতি, ভক্তি, প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতে থাকে, তাহা হইলেও অনাত্মবাদিদিগের অভিপ্রায় প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। মেঘমণ্ডল মধ্যে বিদ্যুৎ দৃষ্টি করিয়া যে ব্যক্তি মেঘপুঞ্জকেই বিদ্যুতের একমাত্র কারণ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার ঐ সিদ্ধান্ত যেরূপ ভ্রান্তিমূলক, মস্তিষ্ক মাত্রকে মানসিক ক্রিয়ার কারণ বলিয়া নিশ্চয় করাও সেইরূপ ভ্রান্তির কার্য্য। মেঘ ও বিদ্যুৎ যেমন পরস্পর স্বতন্ত্র পদার্থ, মস্তিষ্ক ও মন যে সেরূপ পদার্থ নহে, ইহা অনাত্মবাদিদিগের উপস্থিত পরীক্ষা দ্বারা কোন প্রকারেই সপ্রমাণ হয় না।

এক্ষণে মস্তিষ্ক বিষয়ে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইল, তাহাতে অপরাপর সমস্ত প্রকারের জড় পদার্থের বিয়োগ প্রযোজিত হইতে পারে। অতএব যখন জীবাত্মা কোন প্রকার জড়পদার্থ না হইল, তখন উহা স্বতন্ত্র চৈতন্যময় পদার্থ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। এবং বিবেচনা করিয়া দেখিলে জীবাত্মা চৈতন্যময় স্বতন্ত্র পদার্থ কি না, এ বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হওয়াই আশ্চর্য্য। আমরা কোন বস্তুর স্বরূপ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ নহি, কেবল গুণের বিকাশ অবলোকন

তত্তদ্গুণাবলম্বী বস্তুর বিশেষ করিয়া থাকি। যে পদার্থের বিস্তৃতি, আকৃতি, জড়ত্ব, আকর্ষণ প্রভৃতি সাধারণ গুণ আছে, তাহাকে জড় পদার্থ কহিয়া থাকি। যে পদার্থের সে সমস্ত গুণ প্রত্যক্ষ হয় না তদ্বিপরীত দয়া, ভক্তি, স্নেহ, প্রীতি বুদ্ধি, ক্রোধ প্রভৃতি অন্য প্রকার গুণানুভূত হয়, তাহাকেই জীবাত্মা বলিয়া থাকি। সর্ব্ব দেশীয় সর্ব্বজাতীয় লোকে জড় ও জীবের এই প্রকার বিশেষ করিয়া আসিয়াছে, কেবল কতক গুলি পণ্ডিতাভিমানী বিদ্বান্ ব্যক্তির অন্তঃকরণে কুতর্ক উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ে নানা সংশয় সমুৎপাদন করিয়াছে। কিন্তু ইতি পূর্ব্বে তাঁহাদের কুতর্ক সমুদায় যেরূপ নিরাকৃত হইল, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সে সংশয় অবশ্যই নিরস্ত হইতে পারে। অতএব জীবাত্মা যখন স্বতন্ত্র চেতনাময় পদার্থ, তখন দেহ ভঙ্গের সময়ে তাহার ধ্বংস হওয়া কোনমতেই সম্ভব নহে। ইতি পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে, মৃত্যু কোন পদার্থের বিনাশকারী নহে। যে জড়ময় শরীরের ভঙ্গ দেখিয়া জীবাত্মার পারত্রিক সত্তা বিষয়ে সংশয় জন্মে, তাহাও নষ্ট হয় না, কেবল অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীবাত্মাও মৃত্যুরূপ দ্বার দিয়া অবস্থা বিশেষে উপস্থিত হয়, স্বকীয় কর্ম্মানুরূপে ফল ভোগ করিয়া বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যে বিচরণ করে, ও করুণাময় পরমেশ্বরের কারুণ্যগুণে উত্তরোত্তর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মহিমার্ণবে নিমগ্ন হইতে থাকে।

পরকালে জীবাত্মার ভোগাভোগ আছে কি না।

হে নরনাথ! এক্ষণে সারতত্ত্ব কহিতেছি শ্রবণ কর। জীবাত্মার প্রকৃতি ও পরমেশ্বরের স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, পরকালের সত্তা স্বীকার না করিয়া কে নিরস্ত থাকিতে পারে? যখন লোকে পারত্রিক দুর্গতি ভয়ে আশু সুখকর নানা প্রকার কুকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতেছে পরকালীন কল্যাণ প্রত্যাশায় পরের উপদ্রব সহ্য করিতেছে, এবং শারীরিক ও সাংসারিক নানা কষ্ট স্বীকার করিয়াও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত হইতেছে, তখন পরকালে বিশ্বাস নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণকর তাহার সন্দেহ নাই। অতএব যাহা কেবলই মঙ্গলদায়ক, এবং যাহার সত্তায় অবিশ্বাস হইলে পাপ প্রবাহ

প্রবল হইয়া সংসারের বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে, তাহা যে সর্ব্ব মঙ্গলাকর পরমেশ্বর বিধান করেন নাই, ইহা কোনরূপেই সম্ভব বোধ হয় না, যদিও লোকে ইহকালেই আপন আপন কর্ম্মানুযায়ী ফলাফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তথাচ অনেক কুকর্ম্মকারী স্বকীয় বুদ্ধি চাতুর্য্য দ্বারা দুষ্কর্ম্ম জনিত লোকাপবাদ ও রাজদণ্ড ভোগ হইতে উত্তীর্ণ হয়, এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাও কখন কখন অজ্ঞলোকের অত্যাচারে স্বকীয় সৎকর্ম্মের সম্পূর্ণ ফলভোগে অসমর্থ হইয়া থাকেন। তাহাদিগের দণ্ড পুরস্কারের এইরূপ অব্যবস্থা যে চিরকালের মত রহিয়া গেল, কোন অবস্থাতেই তাহার সমন্বয় হইবে না! যাঁহারা পরমেশ্বরকে মঙ্গলাকর ন্যায়বান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্তে কোনমতেই সম্মত হইতে পারেন না। যথা পুরা কালে রাজা শকাদিত্য পরম পণ্ডিত তত্ত্বজ্ঞানী সুবিচারক, যিনি জগদ্বিখ্যাত ছিলেন, তিনি কাল সহকারে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রমাদিত্য সহিত দ্যূতক্রিড়া করতঃ বিক্রমাদিত্য কোন কারণ বশত রাগোন্মত্ত হইয়া হঠাৎ করবালাঘাত দ্বারা শকাদিত্যকে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করাইয়াছিলেন। এবং দোর্দ্দণ্ড নৃপতি জরাসন্ধ যাহার প্রতাপানলে পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজা ও প্রজা প্রদগ্ধ ছিল, ভীমসেন ভীষণমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক হস্তদ্বয়ে তাহার পদদ্বয় ধরিয়া না দ্বারা প্রকাণ্ড শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া মৃত্যুকুণ্ডে আহুতি দিয়াছিলেন। এই রূপ তাহাদিগের নিধন হইলে, ঐ পর্য্যন্তই যে তাহারদিগের মরণেই একেবারে শেষ হইল, তাহাদের অবস্থান্তর উৎপন্ন হইয়া, এতদুভয় পাপ পুণ্য রূপ ফলভোগ কি আর হয় নাই। অন্তঃকরণ পাষাণগত না হইলে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। তাহাদিগের কর্ম্মাকর্ম্ম ও ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল সঞ্চয় না করিয়া নিরাশ চিত্তে প্রাণনাশ করান কি ন্যায়বান পরমেশ্বরের পক্ষে সঙ্গত হয়? যে জীবাত্মা পরকালীন সুখসম্ভোগের আশাপন্ন হইয়া আছেন, ... সে আশা সুসিদ্ধ না করা কি প্রদাতা পরমেশ্বরের পক্ষে ... স্বর হয়? এবং যাহারা দুষ্কর্ম্মা... ঘোরতর পাপী যে স্বীয় কুকর্ম্মের দণ্ড ফল প্রাপ্তি ভয়ে সর্ব্বদা মনে চিন্তিত ও কুণ্ঠিত থাকে, মরণমাত্রেই পাপ ফল হইতে অবসর হইল, এ বিবেচনা করিলে পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকারী যে দীপ্যমান আছেন,

ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? যে আত্মার বুদ্ধিবৃত্তি জগৎসংসারকে আপনার আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত অস্থির রহিয়াছে, এবং যাহার সুধাময়ী ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমস্ত বিশ্বক্ষেত্রেই স্বকীয় সুধারস সঞ্চারিত করিতে অনুরক্ত রহিয়াছে, এবং যাহার ঐ সকল শুভবৃত্তির কতদূর উন্নতি হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই, সেই জীবাত্মার উন্নতিপ্রাপ্তির প্রারম্ভেই এককালে তাহার সংহার করা কি করুণাময় পরমেশ্বরের পক্ষে সম্ভাবিত হইতে পারে? অপিচ পরমেশ্বর আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে যে সমস্ত সুচারু আশা বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন, তাহা যথোচিত ফলবতী হইল না, আমাদিগকে যদর্থে যে সকল প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তদর্থে সে সকল বৃত্তি সর্ব্বতোভাবে চরিতার্থ হইল না, অথচ আমাদিগকে ইহলোকেই একেবারে সংহার করিয়া ফেলিবেন, সেই সর্ব্ব সামঞ্জস্য সম্পাদক পরমেশ্বরের পক্ষে কোন রূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। আমরা তাঁহার কুশলময় স্বভাবের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবগত আছি তাহাতেও তাঁহার এতাদৃশ বিরুদ্ধ ব্যবহার কল্পনা করা কোনক্রমেই যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব যখন জীবাত্মা মস্তিষ্কের গুণ বিশেষ বলিয়া কোন রূপেই প্রমাণ সিদ্ধ হয় না, যখন কোন প্রকারে জড়পদার্থ হইতে চৈতন্য গুণের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে, যখন চেতনাচেতন কোন পদার্থকে একেবারে ধ্বংস করা পরমেশ্বরের অনভিপ্রেত বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে, যখন পারত্রিক শুভাশুভ ভোগের যথার্থ বিষয়ে সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয়, সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বি লোকেরই বিশ্বাস রহিয়াছে, যখন আমাদের জ্ঞানৈষণারূপ অগ্নি শিখা অহর্নিশ দেদীপ্যমান প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, অথচ ইহলোকে তাহার সর্ব্বতোভাবে চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই, যখন জ্ঞানোপায় পরিশ্রমশীল ব্যক্তিদিগের সমুদায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন বিষয়িনী আশালতা ইহলোকে অপর্য্যাপ্ত রূপে ফলবতী হয় না, যখন পরলোকের সত্তা না থাকিলে ধর্ম্মের শাসন শিথিল হইয়া পরমেশ্বরের করুণা ও বিচক্ষণতা গুণে দোষস্পর্শ হয়। তখন তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা কোন রূপেই যুক্তি সিদ্ধ নহে। রত্নাকরে অষ্টম রত্ন সমাপ্ত।

নবম রত্নারম্ভ।

অথ অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা জীবাত্মাদির নিরূপণ।

পরদিন জ্ঞানাচার্য্য সভাস্থ হইয়া কহিলেন। হে নরপতে! আপনাদিগের যে দেহভঙ্গ হইলে জীবাত্মার কি গতি হয়, এবং পরকালে জীবের ভোগাভোগ আছে কি না, বিশেষ জগদেকরূপ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা, অমান এক জন পরম পুরুষ আছেন কি না। এবং তাঁহার উপাসনাই কি ইত্যাদি ভ্রম বাহা হইতেছে, পূর্ব্বকালে সূর্য্য বংশ তিলক রাজা দশরথতনয় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রেরও উক্ত বিষয়ে একরূপ ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, মহাজ্ঞানী গুরু বশিষ্ঠদেব কঠোপনিষৎ অনুসারে নচিকেতা উপাখ্যান ছলে যে ভ্রমনাশক ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যাত্মযোগ কহিয়া ভগবানের ভ্রম ভঞ্জন করিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম কহিতেছি শ্রবণ করুন। মহর্ষি গৌতম সুত নচিকেতা কোন কারণ বশতঃ শমন ভবন গমন করিয়া, মৃত্যুপতি যম নিকটে এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যে কেহ কহেন অবিনাশী অন্তরাত্মা আছেন, কেহ কহেন অন্তরাত্মা নাই। মনুষ্য মরিলে এই যে সংশয় তাহার নির্ণয় আপনকার উপদেশ দ্বারা জানিতে বাঞ্ছা করি, বরের মধ্যে আমার এই প্রার্থনীয়। যম কহিলেন হে নচিকেতঃ দেবতারাও পূর্ব্বে এই আত্মা বিষয়ে সংশয়যুক্ত ছিলেন, এমর্ম্ম সুন্দররূপে বোধগম্য হয় না, যেহেতু এমর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম। অতএব অন্য কোন বর প্রার্থনা কর। নচিকেতা কহিলেন হে যম! আপনি যে আত্মতত্ত্বকে দুজ্ঞেয় কহিতেছেন, কিন্তু এতদ্বিষয়ের বক্তা আপনার ন্যায় অন্য কেহ নাই তাহাতে এবরের তুল্য অন্যবরও নাই, যদি সম্পাদি ভোগেও ইচ্ছা করি। ইতি মধ্যে রাজা কহিলেন গুরুদেব আপনকার বচন প্রমাণে প্রমাণ হইতেছে, যে যমালয় নামে স্বতন্ত্র এক স্থান আছে, তাহার অধিপতি মৃত্যুপতি যম নামে একজন পুরুষ বাস করিয়া থাকেন, যথা যমের নচিকেতার সহিত কথোপকথন হইয়াছিল। আচার্য্য উত্তর করিলেন এই অধ্যায়িকায় পুরুষরূপে মৃত্যু কল্পিত হইয়াছে, যাহার অধিকারে যে দেহকে নিয়ত ভঙ্গ করে। বাস্তবিক যে মৃত্যু নামে কোন স্বতন্ত্র পুরুষ আছে, তাহার আবাস কি পরিবার আছে, এবং আদেশানুসারে জীবাত্মার মৃত্যু হইতেছে, ইহা ভ্রান্তির

বলিবার তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু আধ্যায়িকা দ্বারা গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণই তাহার বক্তব্য হইয়াছে। মৃত্যু হইতে সংসার সুনিয়মে রহিয়াছে এ নিমিত্তে মৃত্যুর এক নাম যম হইয়াছে। মহারাজ অবধান কর। তদনন্তর যম কহিলেন, শ্রেয় আর প্রেয় এই দুই পৃথক পৃথক ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে স্বীয় স্বীয় অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করে, শ্রেয়ের দ্বারা কল্যাণ হয়, প্রেয়ের দ্বারা লোক পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। ইহা ধীর ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া, প্রেয়ের অনাদর পূর্ব্বক শ্রেয়কে অবলম্বন করেন। হে নচিকেতা তুমি বিবেচনা করিয়া প্রেয়রূপ স্বর্গাদি ভোগ পরিত্যাগ করিলে, যাহা অনেকেই প্রার্থনা করিয়া থাকে। এবং বিদ্যা আর অবিদ্যা এই দুই পরস্পর অত্যন্ত বিপরীত হয়, বরং পৃথক পৃথক ফল দেয়, ইহা পণ্ডিত সকলে বিদিত আছে। এক্ষণে হে নচিকেতা তোমাকে বিদ্যাকাঙ্ক্ষী জানিলাম, যেহেতু অন্য কোন অনিত্য ভোগ তোমাকে জ্ঞানপথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেক না। অবিদ্যার মধ্যে স্থিতি করিয়া আর আপনাকে ধীর এবং পণ্ডিত রূপে জানিয়া, মূঢ় ব্যক্তিরা নানা প্রকার কুটিল পথে ভ্রমণ দ্বারা নানা জাতীয় দুঃখকে প্রাপ্ত হয়, যেমন অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অপর অন্ধেরা বিষম পথ প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার ক্লেশ পায়। অবিবেকী প্রমাদ বিশিষ্ট, আর বিত্ত নিমিত্ত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন যে ব্যক্তি তাহার নিকটে পরলোক সাধনের উপায় প্রকাশিত হয় না। এই দৃশ্যমান যে লোক সেই সত্য ইহা ভিন্ন যে পরলোক নাই, ইহা যাহারা জ্ঞান করে তাহারা আমার বশে পুনঃ পুনঃ আইসে। আর অল্প বুদ্ধি আচার্য্য যদি আত্মার উপদেশ করে, তবে আত্মা জ্ঞেয় হয়েন না, যেহেতু আত্মা বিষয়ে নানা প্রকার চিন্তা উপস্থিত হয়। যদ্যপি অপৃথক দর্শী ব্রহ্মজ্ঞানী এই আত্মার উপদেশ করেন, তবে নানা প্রকার বিবাদ দূর হইয়া আত্মজ্ঞানই উপস্থিত হয়। এই আত্মা অণুপ্রমাণ হইতেও অণুতর হয়েন, এইহেতু কেবল তর্কের দ্বারা জ্ঞেয় হইতে পারে না, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান সে কেবল তর্কের দ্বারা জ্ঞেয় হইতে পারে না, কিন্তু বেদান্ত জ্ঞানী আচার্য্যের উপদেশ হইলে হে প্রিয়তম নচিকেতা সুন্দররূপে আত্মজ্ঞানের প্রাপ্তি হয় যে আত্মজ্ঞানকে সত্য সংকল্প যে তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ, হে পুত্র তোমা-

র ন্যায় প্রশ্নকর্ত্তা শিষ্য আমার হউক। হে নচিকেতা তত্ত্বজ্ঞানি লোকেরা পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া, এবং তাঁহার অনন্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া পরম সুখে ব্রহ্ম লোকে বাস করেন। কালে তথা হইতে ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ হয়, তাহার আর এ সংসারে পুনরাগমন হয় না, যে পরমাত্মাকে তুমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছ, সে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, এই সংসারে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সূক্ষ্ম ভাবে ব্যাপ্ত আছেন, জীবাত্মাতেও তিনি আছেন এবং দুষ্প্রাপ্য স্থানেও ব্যাপ্ত থাকেন। ধীর ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকে অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা জানিতে পারিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন। হে পুত্র সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর তোমার প্রতি অবারিত গৃহের ন্যায় হইয়াছেন।

পরমাত্মা ও জীবাত্মা আছেন কি না।

নচিকেতা কহিতেছেন, ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, আর এই কার্য্য কারণ জগৎ হইতে ভিন্ন, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয় হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম তাহাকে আপনি কি প্রকারে জানিয়াছেন, আমাকে কহুন। যম কহিলেন সমুদয় বেদ যাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছেন, আর সকল তপস্যা যাঁহার প্রাপ্তির প্রয়োজন হইতেছে, আর যাঁহার প্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া লোক সকল ব্রহ্মচর্য্য করিতেছে, যাহাকে তুমি সংক্ষেপে কহিতেছি, তিনি ওঁকার হয়েন। ওঁকার অপর ব্রহ্ম, আর ঐ ওঁকার পরব্রহ্ম ঐ ওঁকারকে জানিয়া ইহার মধ্যে যিনি যে উপাসনার ফল ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা প্রাপ্ত হয়েন, বিশেষ যে কোন নিষ্পাপ পুরুষ ব্রহ্মলোকে গমন ইচ্ছা করিয়া অপর ব্রহ্মরূপে ওঁকারের অর্থকে ধ্যান করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। আর যে নিষ্পাপ পুরুষ পরব্রহ্ম লাভের ইচ্ছা করিয়া ওঁকারের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি পরব্রহ্ম লাভ করেন, স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যিনি জ্ঞেয় তিনি পরব্রহ্ম, আর তটস্থ লক্ষণ দ্বারা যিনি জ্ঞেয় তিনি অপরব্রহ্ম। এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় রূপ কৌশল দেখিয়া তাহার কারণ জ্ঞানমাত্র রূপে সাধকদিগের প্রথমতঃ ব্রহ্মকে উপলব্ধি হয়, এইরূপ যখন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হয়েন তখন অপরব্রহ্ম শব্দে উক্ত হয়েন। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ রূপে সর্ব্বদা ধ্যানের দ্বারা যখন

ব্রহ্মের প্রতি সেই সাধকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ বোধ হয়, তখন তাঁহারা এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মকে নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ বোধে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এইরূপে যখন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হয়েন, তখন তিনি পরব্রহ্ম শব্দে বাচ্য হয়েন, এই প্রত্যক্ষ জগতের কারণ রূপে ব্রহ্মকে বোধ হইলে পরে, অভ্যাসে সম্বন্ধ ব্যতীত ও কেবল জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ বোধে তাঁহাকে উপলব্ধি হয়। সৃষ্টিস্থিতি লয় কারণ রূপে ব্রহ্মকে বোধকরা তাঁহার পরোক্ষ বোধ এ নিমিত্তে এরূপে জ্ঞেয় হইলে তিনি অপর ব্রহ্ম নামে লক্ষ্য হয়েন। এবং নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ তাঁহার প্রত্যক্ষ বোধ, এ নিমিত্তে এরূপে তিনি জ্ঞেয় হইলে পরব্রহ্ম শব্দে উক্ত হয়েন, যিনি কেবল সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা রূপে জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ জানেন তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি নিষ্পাপ পুরুষ হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং তথা হইতে তাঁহার স্বরূপ সম্যক্ জানিয়া মুক্তি লাভ করেন। ওঁকারের অর্থ যিনি তিনি পরব্রহ্ম অর্থাৎ অকার, উকার, মকার, এই তিন অক্ষরের সংযোগ হইলে ওঁকার হয়। অকার বর্ণের অর্থ পালন কর্ত্তা, উকার বর্ণের অর্থ সংহারকর্ত্তা, মকার বর্ণের অর্থ সৃষ্টিকর্ত্তা, অতএব ওঁ স্বরূপ প্রণবের অর্থ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা। অপর-ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম যিনি তিনিও এই ওঁকারের প্রতিপাদ্য। যখন পরব্রহ্মের প্রতিপাদক এই ওঁকার হয়েন, এই প্রণব তিনবর্ণ বিশিষ্ট না হইয়া, একবর্ণ মাত্র হয়েন, যাহার অর্থ সচ্চিদানন্দ, অর্থাৎ সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম। মুক্তিপ্রার্থির যে যে অবলম্বন আছে, তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন শ্রেষ্ঠ। এই অবলম্বনকে জানিয়া মনুষ্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, আত্মার জন্ম নাই এবং মৃত্যু নাই, তিনি জ্ঞান স্বরূপ হয়েন, কোন কারণ দ্বারা তাঁহার উৎপত্তি নাই, এবং আপনিও কোন অন্য বস্তু হয়েন নাই। এই জন্মহীন, নিত্য, হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য, অনাদি যে আত্মা তিনি শরীর নষ্ট হইলে নষ্ট হয়েন না। অর্থাৎ পরমাত্মা অন্য কোন বস্তুরূপে পরিণত হয়েন না। ইনিই স্থূল শরীর এবং জীবাত্মার অন্তরাত্মা হয়েন। শরীর ও জীবাত্মা কালে নষ্ট হইলেও এই অবিনাশী অন্তরাত্মা নষ্ট হয়েন না। আর আত্মাকে বধ করিতে পারে, এমত যে

ব্যক্তি মনে করে, আর আত্মা হত হইতে পারেন এমত যে ব্যক্তি জ্ঞান করে, সে উভয় ব্যক্তিই আত্মাকে জানে না। যেহেতু আত্মাকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না, এবং আত্মাও কখন নষ্ট হয়েন না।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা সাকার কি নিরাকার।

তদনন্তর নচিকেতা প্রশ্ন করিলেন, হে জ্ঞানদাতা যম! জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই সাকার কি নিরাকার হয়েন? যম কহিতেছেন হে নচিকেতঃ শ্রবণ কর। বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা-অনায়াসে স্পষ্টরূপে যে বস্তুর বোধ হয় তাহাকে স্থূল বলা যায়, আর তদ্দ্বারা অস্পষ্ট রূপে অতি কষ্টে যে বস্তুর বোধ হয়, তাহাকে সূক্ষ্ম বলা যায়, সুতরাং যে বস্তু স্বভাবতঃ বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য তাহাকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিতে হইবেক। জ্ঞাত পদার্থের মধ্যে জীবাত্মার মত আর সূক্ষ্ম বস্তু নাই, যেহেতু জীবাত্মা বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এমত যে সূক্ষ্মতম জীবাত্মা, তাহার অভ্যন্তরে যিনি তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম হয়েন। সমুদয় সৃষ্ট বস্তুর সমষ্টিকে ব্রহ্মাণ্ড কহা যায়, সুতরাং এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড হইতে আর স্থূলতর বস্তুর সম্ভব হয় না। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা যে পরমাত্মা তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, সৃষ্টবস্তু কখন তাঁহার সত্তাকে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব তিনি স্থূল হইতেও স্থূল হয়েন। সেই পরমাত্মা আমারদিগের হৃদয়াকাশে জীবাত্মাকে স্থিতি করেন। যখন মনের চাঞ্চল্য নিবৃত্তি হয়, বহির্জ্ঞান [illegible] ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানিব্যক্তি [illegible] সমাহিত [illegible] জীবাত্মাকে দেখিতে পায়েন। [illegible] দেখিতে [illegible] মনের চাঞ্চল্য বশতঃ আত্মা [illegible] দেখিতে পাওয়া যায় না। [illegible] দেখিবার [illegible] হয়, ইঁহাদিগের [illegible] মনকে অগ্রে পরিষ্কার করেন। নিরাকার পরমাত্মা [illegible] জগৎকে [illegible] পদার্থ হইতে সৃষ্টি করিয়া [illegible] তাহার আধার রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, পরিপূর্ণরূপে তিনি এই জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এমত স্থান নাই, যেখানে তিনি নাই, সুতরাং এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে তাঁহার গমন করা সম্ভব হয় না, অতএব শ্রুতি

বলিতেছেন। যে, আত্মা অচল হইয়াও দূরে গমন করেন, আর সুপ্ত হইয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন, সুপ্ত ব্যক্তি যেমন স্থির থাকে, পরমাত্মা তদ্রূপ স্থির থাকিয়াও সর্ব্বরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। অণুমাত্র যাহার আকৃতি, তৎপরিমাণ স্থানব্যাপী সে অবশ্য হয়, কিন্তু যাঁহার একেবারে আকারই নাই, তিনি আর বিন্দুমাত্র স্থানও আপনার শরীর দ্বারা ব্যাপী হইতে পারেন না। অতএব যেমন আকৃতিমান বস্তু সকল স্বীয় স্বীয় পরিমিত আকৃতি অনুসারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থান ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, পরমেশ্বরের আকার নাই, সুতরাং তিনি তদ্রূপ আকার দ্বারা জগতে ব্যাপ্ত নহেন। কিন্তু জ্ঞান এবং শক্তি দ্বারা জগতে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত আছেন, এমত বিন্দুমাত্র স্থান নাই যাহা তিনি জানিতেছেন না, এবং যাহার উপরে আপনার শক্তি প্রকাশ না করিয়াছেন, এবং না করিতে পারেন, যদিও শরীর বিষয়ে জীবাত্মার সম্পূর্ণজ্ঞান নাই, এবং শরীরের উপরে তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা নাই, তথাপি কেবল জ্ঞান এবং শক্তি দ্বারা নিরাকার জীবাত্মা শরীর ব্যাপী হইয়া রহিয়াছেন, শরীর হইতে জীবাত্মার উৎপত্তি হয় নাই, এবং জীবাত্মা হইতে শরীরের উৎপত্তি হয় নাই। কিন্তু শরীর এবং জীবাত্মা উভয় ভিন্ন পদার্থ, পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার কৌশল দ্বারা পরস্পর বদ্ধ রহিয়াছে। এই মর্ত্তলোকে শরীর সম্বন্ধে জীবাত্মা আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেছে, এবং জীবাত্মা সম্বন্ধে শরীর আপন ও শক্তি লাভ করিতেছে, শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব নিরাকার পরমেশ্বর বিন্দুমাত্র স্থানকেও অবলম্বন করিয়া নাই, কিন্তু জগদন্তর্গত সমুদায় স্থান ই সেই নিরবলম্ব পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে। যাহাতে স্থান নাই তিনি স্থানের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং আধার হইয়াছে। এই প্রকার জ্ঞানলাভ ব্যতীত সেই লৌকিক সুখের অতীত পূর্ণানন্দ স্বরূপ আত্মাকে কে কি প্রকার জানিতে পারে। শরীর রহিত আত্মা নশ্বর শরীরে স্থিতি করেন, আর তিনি মহান এবং সর্ব্বব্যাপী হয়েন এইরূপ আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানি ব্যক্তি শোক করে না। এই আত্মা কেবল বেদ বাক্য দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না, মেধা দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না অনেকশ্রবণ দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না, যে ব্যক্তি এই আত্মাকে জানিতে বিমল মনে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ইচ্ছা করে সেই তাঁহাকে পায়

অর্থাৎ সেই আত্মা তখন সেই সাধকের প্রতি আপনার যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশ করেন। যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, আর কর্ম্মফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সেই ব্যক্তি প্রজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না। হে নচিকেতা শ্রবণ কর। পরমেশ্বরের শক্তিকে মায়া শব্দে বলা যায়, পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারা জীবাত্মার সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং জীবাত্মা হইতে মায়া শ্রেষ্ঠ হয়েন, বিচিত্র শক্তি বিশিষ্ট জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা তাঁহার স্বীয় শক্তি হইতে অবশ্য শ্রেষ্ঠ হয়েন। পরমাত্মা সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, তিনি সকলের পরমাশ্রয় এবং প্রকৃষ্ট গতি হইয়া আছেন। এমতে পরমাত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্যাপী হইয়াও অজ্ঞানির নিকটে অপ্রকাশিত আছেন, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানি সকল সূক্ষ্ম এবং একনিষ্ঠ বুদ্ধি দ্বারা সেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া অমৃতকে পায়েন।

পরমেশ্বরের মুখ্য উপাসনার বিধি।

পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ জানাকে উপাসনা কহে, অতএব পরমেশ্বরের উপাসনাকালীন কি কি উপায় দ্বারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানা যায়। তাহা শ্রুতি বলিতেছেন, যে, বাক্য প্রভৃতিকে মনে লয় করিবে. ব্রাহ্মেরা তাঁহার উপাসনা কালীন একান্তে তাঁহাতে চিত্তের অভিনিবেশ নিমিত্তে সমুদায় বাহ্যেন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কর্ম্ম হইতে নিরস্ত রাখিবেন। মনন কার্য্য হইতে মনকে নিরস্ত করিয়া বুদ্ধিতে লয় করিবেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইতে এবং মনন হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া কেবল এই বুদ্ধিমাত্রকে অবলম্বন করিবেন। যে জ্ঞান স্বরূপ এক মাত্র পরমেশ্বর নিশ্চিত আছেন। পরে সেই বুদ্ধিকে জীবাত্মাতে লয় করিবেন, জীবাত্মা হইতে যে সমুদায় বৃত্তির উৎপত্তি হয়, সেই সমুদায় বৃত্তি সমষ্টিকে মনঃশব্দে ব্যক্ত করা যায়। এবং সেই প্রত্যেক বৃত্তি মনের বৃত্তি রূপে গণ্য হয়। মনের ভাবৎ বৃত্তিকে দুই প্রধান অংশে বিভাগ করা যায়। বহির্বৃত্তি এবং অন্তর্বৃত্তি, বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বৃত্তির উৎপত্তি হয়, তাহাকে বহি

বৃত্তি বলা যায়, এবং অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বৃত্তির উৎপত্তি হয়, তাহাকে অন্তর্ব্বৃত্তি বলা যায়। দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, শীত, গ্রীষ্ম, পিপাসা কথন, গ্রহণ, গমন, এই সকল মনের বাহ্যবৃত্তি। মনন, তুলন, বিবেচনা সন্দেহ, বিশ্বাস, ইচ্ছা, ঘৃণা, দয়া, প্রীতি, প্রভৃতি অন্তর্ব্বৃত্তি। কেবল সমুদয় বৃত্তির সমষ্টি যে মনঃশব্দে উক্ত হয় এমত নহে, অন্তরিন্দ্রিয়কেও মন শব্দে বলা যায়। এই শরীরে জীবাত্মার তিন প্রকার অবস্থা, জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা, এবং সুষুপ্তি অবস্থা। যখন জীবাত্মাতে বাহ্যবৃত্তি এবং অন্তর্ব্বৃত্তি উভয় বৃত্তির স্ফূর্ত্তি থাকে, তখন জীবাত্মার জাগ্রদবস্থা, যখন জীবাত্মাতে কেবল অন্তর্ব্বৃত্তির স্ফূর্ত্তি থাকে, তখন তাহার স্বপ্নাবস্থা। এবং যখন জীবাত্মাতে বাহ্যবৃত্তি এবং অন্তর্ব্বৃত্তি উভয় বৃত্তিরই উপরম হয়, তখন তাহার সুষুপ্তি অবস্থা। সুষুপ্তিকালে জীবাত্মার যে অবস্থা সেই তাহার স্বরূপ অবস্থা, একমাত্র ঈশ্বর নিশ্চিত আছেন, এইরূপ বুদ্ধিকে সেই জীবাত্মাতে লয় করিবেন, অর্থাৎ তাবৎ বৃত্তি শূন্য সূক্ষ্ম জীবাত্মারূপে পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবেন। সূক্ষ্ম জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র এবং নিরবলম্ব পরব্রহ্মকে পৃথক করিয়া তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থান করিবেন। শব্দ স্পর্শ রূপ, রস, গন্ধ হীন, হ্রাস, বৃদ্ধি, শূন্য অনাদি, অনন্ত, নিত্য ও অবিকৃত এবং মহত্তত্ত্ব হইতে ভিন্ন যে পরমাত্মা তাঁহাকে জানিলে লোক মুক্ত হয়। বুদ্ধিকে সেই জীবাত্মাতে লয় করিবেন অর্থাৎ সূক্ষ্ম জীবাত্মা রূপে পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবেন। সূক্ষ্ম জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র এবং নিরবলম্ব পরব্রহ্মকে পৃথক করিয়া তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থান করিবেন। শব্দস্পর্শ, রূপ রস গন্ধ, হীন হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য, অনাদি অনন্ত নিত্য ও অবিকৃত এবং মহত্তত্ত্ব হইতে ভিন্ন যে পরমাত্মা তাঁহাকে জানিলে লোক মুক্ত হয়। তাবৎ বৃত্তি শূন্য সুষুপ্ত্যবস্থাপন্ন যে জীবাত্মা তাঁহাকে মহত্তত্ত্ব বলা যাইতে পারে। হে নচিকেতা! আরও কহিতেছি শ্রবণ কর। স্বপ্রকাশ যে পরমাত্মা তিনি ইন্দ্রিয় সকলকে রূপরস প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ের গ্রহণ নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছেন, এইহেতু লোক সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয়কে দেখেন, অন্তরাত্মাকে দেখেন না। কিন্তু বিবেকী পুরুষ মুক্তির নিমিত্তে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া অন্তরাত্মাকে

দেখেন। অর্থাৎ অন্তরাত্মা রূপে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারই তাঁহার উপাসনা হইয়াছে, কিন্তু বিষয় দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় না, এইহেতু জ্ঞানি ব্যক্তি উপাসনা সময়ে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া অন্তরাত্মা দেখেন। মন্দ বুদ্ধি ব্যক্তি সকল বাহ্য বিষয়কে কামনা করে, এই হেতু মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে বদ্ধ হয়, জ্ঞানি সকলে এই অনিত্য সংসারের মধ্যে পরমাত্মাকে কেবল নিত্য জানিয়া অন্য কোন বস্তুর প্রার্থনা করেন না। এবং যে ব্যক্তির এমত ভ্রান্তি জন্মে যে এই জগতের সৃষ্টির প্রতি কারণ অনেক ঈশ্বর কিম্বা ঈশ্বর শরীরী, তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হয়। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীযং ব্রহ্ম এক মাত্র অদ্বিতীয়, ইহা বিশুদ্ধ মনের সহিত ধ্যান করিলে জানা যায়, অতএব অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি একমাত্র জ্ঞান করে, সে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যে নানা করিয়া দেখে সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকে আশ্রয় করে। সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর জীবের শরীর মধ্যে স্থিতি করেন, এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান্ কালের নিয়ন্তা হয়েন। সেই নির্ম্মল জ্যোতির ন্যায় পরব্রহ্ম তিনি ত্রিকালের নিয়ন্তা, তিনি এখনও বর্ত্তমান্ আছেন পরেও বর্ত্তমান থাকিবেন। আর এরূপ কোন গুণ নাই এবং গুণ বিশিষ্ট কোন পদার্থও নাই, যাহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র রহিয়াছে, অর্থাৎ এমত কোন বস্তু নাই, যাহা পরমেশ্বরের অধীন নহে, যেহেতু সমুদয় বস্তুই তাঁহার দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাঁহারই দ্বারা স্থিতি করিতেছে, যেমন সমান ভূমিতে জল পতিত হইলে সমান ভাগে স্থিতি করে, সেই প্রকার ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় রূপে যে জ্ঞানী নিরীক্ষণ করেন, তাঁহার আত্মা সমভাগে স্থিতি করেন। হে নচিকেতা! আরও শ্রবণ কর। জন্ম রহিত নিত্য চৈতন্য স্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার বাসস্থান এই শরীর হইয়াছে, ইহাকে যিনি ধ্যান করেন তিনি শোক করেন না, এবং অজ্ঞান পাশ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলাভ করেন। শ্রুতি, সামান্যত পরমাত্মাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সেই জগদন্তর্গত প্রতি বস্তুতে যে বিশেষ রূপে ব্যাপ্ত আছেন তাহাও পরে কহিয়াছেন। স্বর্গ আকাশ, বায়ু, দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতিতে তিনি সমভাবে ব্যাপ্ত আছেন। সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা কেবল সকলের বাহিরে ব্যাপ্ত আছেন এমত নহে,

অন্তরাত্মা রূপে সকলেরও অন্তরে স্থিতি করেন। যদি কোন অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তির এই ভ্রম হয় যে, পরব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপকে বিকৃত করিয়া আকাশ বায়ু অগ্নি জল প্রভৃতি সৃষ্ট পদার্থ রূপে স্থিতি করিতেছেন; এ কারণ শ্রুতি পরে স্পষ্ট বলিতেছেন, যে তিনি আকার বিহীন এবং বৃহৎ হয়েন। বিকার বিহীন এবং বৃহৎ অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন জড় বস্তু বা কোন অল্পজ্ঞ বস্তু রূপে পরিণত হইতে পারেন না। কিন্তু পরিচ্ছিন্ন তাবৎ বস্তুকে তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহার অন্তরাত্মা রূপে স্থিতি করেন। আর যে তাৎপর্য্যে বেদেতে পুনঃ পুনঃ তাহাকে পরিচ্ছিন্ন বস্তুর স্বরূপ করিয়া বলিয়াছেন, সে তাৎপর্য্য সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্মকে সম্মুখস্থ ও নিকটস্থ ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থের অন্তরাত্মা রূপে অতি নিকট করিয়া জানা যাইতে পারে। যেমন ইক্ষুদণ্ডের মধ্যে শর্করা আছে, ইহা জানাইবার জন্য কেহ যদি সেই ইক্ষুদণ্ডকেই শর্করা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তবে মূল পত্রাদি সহিত সমুদয় ইক্ষুদণ্ডই যথার্থতঃ শর্করা বলিবার যে তাহার তাৎপর্য্য তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনে করেন না, সেই ইক্ষুদণ্ডের সারাংশ শর্করা ইহাই গ্রহণ করেন। তদ্রূপ যখন অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে কোন পরিচ্ছিন্ন বস্তু রূপে বেদে বলেন, তখন বেদের স্বরূপ অর্থগ্রাহী ব্রহ্মবাদীরা সেই পরিচ্ছিন্ন বস্তু ভিন্ন সকলের সার পরব্রহ্মকে তাঁহার অন্তরস্থিত করিয়া উপলব্ধি করেন। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম, যাঁহাকে জগৎ হইতে পৃথক করিয়া জানাইবার কোন উপায় নাই, তাঁহাকে পদার্থ বিশেষের স্বরূপ করিয়া বলিবার কেবল এই তাৎপর্য্য, যে সামান্যত এবং বিশেষতঃ সমুদায় পদার্থের অন্তরাত্মা রূপে তাঁহাকে সাক্ষাৎ বোধ হইতে পারে। এস্থলে আরও জানাইতেছেন, যে ঈশ্বরের নিয়মানুগত কর্ম্ম করিলেই তাঁহার উপাসনা হয়। শরীর রহিত ও শরীরের নিয়ন্তা যে পরমাত্মা, তিনি শরীরকে ত্যাগ করিলে শরীরের কি শক্তি অবশিষ্ট থাকে। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম। অর্থাৎ পদার্থ মাত্রই এখানে শরীর শব্দে অভিপ্রেত হইয়াছে, তাবৎ পদার্থের তিনি অন্তরাত্মা, তিনি যে পদার্থের অন্তরে না থাকেন, সে পদার্থই থাকে না, তবে সে পদার্থের কোন শক্তি কি প্রকারে থাকিতে পারে। আর প্রাণবায়ু এবং অপান বায়ু দ্বারা জীব জী-

ষ্ঠিত থাকে এমত নহে, প্রাণাদি হইতে ভিন্ন যে পরমাত্মা তাঁহার অধিষ্ঠানেতেই সকলে বাঁচিয়া থাকে, যে পরমাত্মাতে প্রাণবায়ু এবং অপানবায়ু আশ্রিত হইয়া আছে।

পরম গোপনীয় সনাতন ব্রহ্মের প্রকাশতত্ত্ব।

—

হে গৌতম! এক্ষণে তোমাকে পরম গোপনীয় সনাতন ব্রহ্মকে কহিতেছি শ্রবণ কর, যাহাতে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে হয়। নচিকেতা কহিতেছেন, অনির্দ্দেশ্য যে পরব্রহ্মানন্দ, যাঁহাকে জ্ঞানিসকল প্রত্যক্ষ অনুভব করেন, আমি কিরূপে সেই ব্রহ্মানন্দকে জ্ঞানিদিগের ন্যায় অনুভব করিব। ব্রহ্ম কি প্রকাশ পায়েন, আর তিনি কি স্পষ্টরূপে নয়নগোচর হয়েন? যমন কহিতেছেন। তাঁহাকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র নক্ষত্রাদিও প্রকাশ করিতে পারে না, বিদ্যুৎ সকলেও প্রকাশ করিতে পারে না, এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের কি শক্তি যে তাঁহাকে বিলোকন করে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের এমত কি ক্ষমতা যে স্বস্বগুণে তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে, এবং বুদ্ধিমনের অগোচর হয়েন। তিনিই ব্রহ্ম অমৃত বলিয়া উক্ত হয়েন, যাঁহাকে লোক সকল আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্ম। এই সমুদয় জগৎ একব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে নিয়ম মত বিচরণ করিতেছে, সেই ব্রহ্ম উদ্যত বজ্রের ন্যায় অতি ভয়ানক হয়েন, যাঁহারা এমত ব্রহ্মপদকে জানেন, তাঁহারা এ অসার সংসার হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহার ভয়ে অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, সূর্য্য নিয়মিত প্রকাশ পাইতেছে, যাঁহার ভয়ে ইন্দ্রবায়ু এবং পঞ্চম যে যম তাঁহারা আপন আপন কার্য্যে ধাবমান হইতেছেন। ইহ লোকে শরীর পতনের পূর্ব্বে যেজন যদি ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতে পারে, তবে সেজন সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। আর যদি জানিতে না পারে তবে সৃষ্ট যে এই লোক সকল তাহাতে শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ম্মফল ভোগ করে। যেমন দর্পণেতে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন হয়, সেইরূপ ইহলোকে নির্ম্মল বুদ্ধিতে পরমাত্মার দর্শন হয়, আর যেমন স্বপ্নে আপনাকে দর্শন হয় আর জলেতে আপনাকে দেখা যায়, সেইরূপ গন্ধর্ব্ব লোকে পরমাত্মার দর্শন

য়, আর যেমন স্পষ্টরূপে ছায়া আর তেজের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ ব্রহ্মলোকে পরমাত্মাকে জানা যায়। পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয় সকল যে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয় সকলের উদয় অস্ত সর্ব্বদা হইতেছে, এমত ইন্দ্রিয় সকলকে আত্মা হইতে পৃথক জানিয়া ধীরব্যক্তি শোক করেন না। ইন্দ্রিয় সকল হইতে মনশ্রেষ্ঠ হয়, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ হয়, জীবাত্মা হইতে মায়া অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তি শ্রেষ্ঠ হয়, এবং মায়া হইতে সর্ব্বব্যাপী ইন্দ্রিয় রহিত পরমাত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ হয়েন। যাঁহাকে জানিলে মনুষ্য সাংসারিক দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হয়েন। সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, সেই আত্মাকে কেবল সংশয় রহিত হৃদিস্থিত শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা জানা যাইতে পারে, যাঁহারা তাহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হয়েন। যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া মনের সহিত আত্মাতে স্থিরভাবে থাকে, আর বুদ্ধি যখন কোন বাহ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না, তখন তাঁহাকে পরম গতি জ্ঞান করিয়া জ্ঞানিরা আনন্দার্ণবে ভাসমান হয়েন। আর এই ইন্দ্রিয়গণকে স্থিররূপে যে ধারণা করা, তাহাকে যোগীরা যোগ কহিয়া জানেন। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির স্থিরতার জন্য সেই কালে অত্যন্ত যত্নবান হইবেক। যেহেতু যত্নেতে যোগের উৎপত্তি হয়, আর যত্নহীন হইলে সেই যোগ বিনাশকে পায়। সেই আত্মাকে বাক্যের দ্বারা মনের দ্বারা এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না, যিনি তাঁহাকে অস্তিরূপে দেখেন, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন, যে ব্যক্তি অস্তিরূপে তাঁহাকে দেখিতে না পায়, তাহার জ্ঞানগোচর তিনি কি প্রকারে হইবেন। আর অস্তিমাত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিবেক এবং সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ জানিবেক। এই দুইয়ের মধ্যে অস্তিমাত্র করিয়া তাঁহাকে প্রথমতঃ জানিলে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ পশ্চাৎ জানা যায়। যখন হৃদয়স্থিত দৃঢ়বদ্ধ কামনা সকল হইতে মনুষ্য মুক্ত হয়েন, তখনই তিনি অমৃত হয়েন, এবং এই পৃথিবীতেই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন। আর যখন পুরুষের গ্রন্থি সকল নষ্ট হয়, তখনই তিনি অমৃত হয়েন। এইমাত্র বেদান্তের আদেশ। যমের কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমস্ত যোগ বিধিকে নচিকেতা পাইয়া

সাংসারিক তাবৎ দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন, অন্যব্যক্তিও যিনি এইরূপ অধ্যাত্ম-বিদ্যাকে জানিবেন, তিনিও এই রূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইবেন! ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয় অধ্যায় ব্রহ্মবিদ্যা সমাপ্ত।

ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী নির্ণয়।

অনন্তর নৃপতি কহিতেছেন। হে গুরো! আপনকার বদন স্বরূপ বিমল সুধাকরের কিরণাবলি হইতে বিনিঃসৃত যে সুধা উপদেশ যদ্দ্বারা আমারদিগের সমল হৃদয় বিমল হইল, এক্ষণে বিনতি পূর্ব্বক নিবেদন এই আপনি পরম পদ প্রাপ্তির কারণ যে অধ্যাত্ম যোগ যাহা মুনিগণের আদরণীয় হয় কহিলেন, ইহাতে কোন্কালে কিরূপে কোন্ ব্যক্তি অধিকারী হইবেন। অনুমান করি এমত সুকঠিন ব্রহ্মবিদ্যা যাহা কৈবল্যধাম গমনের সোপান স্বরূপ হইয়াছে, তাহা উদাসীন যোগী জনের পক্ষে বিধি হইতে পারে, কিন্তু গৃহস্থের প্রতি অসম্ভব। অতএব পরমার্থ সাধনে গৃহস্থের পক্ষে কি বিধেয়, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিতে বাঞ্ছা করি।

আচার্য্য কহিতেছেন, হে রাজন্ শ্রবণ করুন। তত্ত্বজ্ঞানামৃত পানে পাত্রাপাত্র কালাকাল বিচার নাই। যেহেতু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র জ্ঞানাচার্য্য বশিষ্ঠদেবকে প্রথমই এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। পরম সনাতন ধর্ম্ম যাহা আপনি কহিতেছেন, ইহার অধিকারী কোন্ ব্যক্তি হইবেক? ঋষিরাজ উত্তর করিলেন, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর এক যে আছেন, ইহা যাহার মনে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হয়, সেইব্যক্তি এই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী। আর যাহার মনে এক যে ঈশ্বর আছেন এমত কিছুই বোধ না হয়, সেই ব্যক্তি ইহার অনধিকারী। ইহাতে বর্ণের বিচার নাই, যেহেতু শাস্ত্রিরসাস্বাদনে জাত্যভিমান শূন্য হয়। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে মনুষ্য দুই জাতিতে বিভক্ত হয়, এক জ্ঞানী দ্বিতীয় অজ্ঞানী, তদ্ব্যতীত যে বর্ণজাতি সে সংজ্ঞা মাত্র, বিশেষ বজ্রসূচিতে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণঃ। কহিয়াছেন অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে প্রকৃষ্টরূপে জানেন তিনি ব্রাহ্মণ হয়েন। আর ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাসে কালের বিচার নাই, বাল্য, যুবা, বৃদ্ধাবস্থায় যখন যাহার মনঃস্থির হইবেক, আর প্রাতঃ কি সন্ধ্যা দিবা কি রাত্রি যে সময়ে সাবকাশ পাইবেক, ব্রহ্মোপাসনায়

চিত্তশুদ্ধি করিবেক। আর উদাসীন কি গৃহস্থ এবং পুরুষ কি প্রকৃতির প্রভেদ নাই, গৃহস্থ পুরুষের কথা কি কহিব গার্গী ও মৈত্রেয়ী প্রভৃতি শত শত আচার্য্যপত্নীরা ব্রহ্মবিদ্যা আশ্রয় করিয়া পরম নির্ব্বাণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইত্যাদি শ্রবণে রাজাধিরাজ এবং সভাসদ্বর্গ পরম পুলকিত হইয়া কহিলেন, হে গুরো! আমরা সকলে একালপর্য্যন্ত সাংসারিকরূপে কেবল বিষয় বিষরসের আস্বাদনে এবং ঘট পটাদি লইয়া ক্রীড়ায় শুদ্ধ কাল যাপন করিয়াছি। স্বপ্নেও ব্রহ্মানন্দ সুধা আস্বাদন গ্রহণ ইচ্ছুক হই নাই, এক্ষণে আপনকার প্রসাদাৎ আমারদিগের হৃদয়াকাশে চৈতন্যরূপ ভানুর উদ্দীপন হইতেছে। অতএব সময় ও পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক যাহাতে এই অনিত্য মায়াবৃত ঐন্দ্রজালিক সংসার হইতে মুক্ত হইয়া আমরা নিত্যধাম ও নিত্যধন প্রাপ্ত হই, এমত উপদেশ প্রদান করুন। তখন আচার্য্য কহিতেছেন ভো ভূপতি! সম্প্রতি শ্রবণ করুন। নির্জ্জন বনে বাস করিলেই মুনি হয় না, এবং জটা ভস্ম ধারণ করিলেও যোগী হয় না, যে কেহ ভবনে বাস করিয়া যোগাভ্যাস অভ্যাস করে, আর সংকল্প বর্জ্জিত হইয়া যে কেহ সাংসারিক কর্ম্ম করে এবং যে কেহ ঈশ্বরের নিয়মপালনে যত্ন করে, আর প্রণবের অর্থকে সদাসর্ব্বদা মনন করে, সেই মুনি আর সেই যোগী জানিবেন। ঋক, যজু, সাম, অথর্ব্ব, এই চারি বেদ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ এই সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যদ্দ্বারা অবিনাশী পরব্রহ্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। হে রাজন্! এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিলনা, এই জগৎ উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন। তিনি বিশ্ব সৃজনের বিষয় আলোচনা করিবা মাত্র প্রাণ, মন, ও সমুদয় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, ও ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুর আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। যাঁহার প্রশাসনে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। সেই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, মুক্তির কারণ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণানন্দ, মঙ্গলস্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা, এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনা দ্বারা তাঁহার উপাসনায় যে ব্যক্তি নিযুক্ত থাকে, সেই ধন্য এবং সেই সাধু।

নৃপতি কহিলেন হে জ্ঞানাচার্য্য এক্ষণে আমাদিগের কিরূপে তাঁহার উপাসনা সম্ভব হয়, আর সেই উপাসনায় কি কি অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবেক, এবং উপাসনা শব্দের অর্থইবা কি? আচার্য্য কহিলেন, অন্য অন্য দেবতার উপাসনাতে যেমন দেশের, দিক, কালের, নিয়ম আছে, ব্রহ্মোপাসনায় তাহার কোন প্রসঙ্গ নাই। যে দেশে যে দিকে যে সময়ে চিত্তের একাগ্রতা হয় সেইদেশে সেই দিকে সেই কালে উপাসনা করিবেক। এবং তাহাতে আশ্চর্য্য কোন দ্রব্য ও অঙ্গ নাই, কেবল যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, এই অষ্ট ই পরমেশ্বরের উপাসনার অঙ্গ হয়, একারণ উক্ত যমাদির লক্ষণ সংক্ষেপে কহিতেছি। যম, শব্দে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ এই পাঁচ। তন্মধ্যে অহিংসা শব্দের অর্থ বাক্য মন কায়ের দ্বারা অবিহিত পরপীড়া পরিত্যাগ, এতাদৃশ অহিংসা যুক্ত পুরুষ সর্ব্বপ্রাণির প্রিয় হইয়া ব্রহ্ম উপাসনাতে অধিকারী হয়েন। সত্য শব্দে বাক্য দ্বারা যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত বিষয়ের প্রতিপাদন, এইরূপ সত্যধর্ম্মাবলম্বি পুরুষের পরমেশ্বরের আরাধনাতে যোগ্যতা হয়। অস্তেয়, অন্যায়ে পরদ্রব্য গ্রহণের নাম স্তেয় তাহার পরিত্যাগ অস্তেয়, যেহেতু পরদ্রব্য হরণে আসক্ত ব্যক্তি পরম পবিত্র পরমেশ্বরের উপাসনাতে যোগ্য হইতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য শব্দে গৃহস্থের পক্ষে অবিহিত স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগ বিহিত স্ত্রী সংসর্গে ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না।

যথা: ষোড়শর্ত্তু নিশা স্ত্রীণাং
তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
ব্রহ্মচার্য্যেব পর্ব্বণাদ্যাশ্চ-
তস্রশ্চ বর্জয়েৎ। যাজ্ঞবল্ক্য।

এই বচনের মর্ম্ম দ্বারা স্পষ্টবোধ হইতেছে, যে পুত্র উৎপাদনার্থে বিহিত স্ত্রী সংসর্গ করিলে ব্রহ্মচর্য্যের স্খলন দোষ হয় না। অপরিগ্রহ শব্দে উপাসনার বিরোধি বস্তু মাত্রের অসংগ্রহ যেহেতু বিরোধিবস্তু সঙ্গে উপাসনার ব্যাঘাত হয়। নিয়ম শব্দে, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান, এই পঞ্চ পদার্থের প্রতিপাদক হয়। তন্মধ্যে শৌচ পদার্থ দুই প্রকার, প্রথম মৃত্তিকা জল দ্বারা হস্তপদাদি পরিষ্কার করণ, দ্বিতীয় অন্তঃকরণের রাগ দ্বেষ, মদ, মাৎসর্য্যাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের পরিত্যাগ, যেহেতু প্রক্ষালনাদি দ্বারা পবিত্র না থাকিলে, অঙ্গের মলিনতা দোষে চিত্তের স্বাস্থ্য থাকে

না, সুতরাং আত্মোপাসনাতে মনোনিবেশ হয় না, এবং রাগ দ্বেষাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মে আক্রান্ত পুরুষ তাহারদিগের অনুকূল বিষয়ে সর্ব্বদা বিব্রত থাকে, একারণ আত্মউপাসনার ক্ষমতা থাকে না। সন্তোষ পদে আত্মোপার্জন দ্বারা যথালাভে সন্তুষ্ট থাকা, এই সন্তোষের উপায় কেবল পরের অর্থচিন্তনাভাব যেহেতু স্বাপেক্ষা উপরি উপরি লোকের অর্থ চিন্তনে আপনাকে দরিদ্র বোধ হইয়া অসন্তোষ জন্মে, সুতরাং অসন্তোষে ক্ষুব্ধচিত্ত পুরুষ আত্মোপাসনাতে অনধিকারী হয়। তপস্যা, শব্দে ভূরিভোজনের পরিত্যাগ। যথা শ্রুতি। তপোনানশনাৎপরং অর্থাৎ অল্প আহারের পর তপস্যা নাই। এবং ভগবদ্গীতায় ব্যক্ত আছে। নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি নচৈকান্তমনশ্নতঃ। অর্থাৎ যে অত্যন্ত আহার করে ও একান্ত আহার করে না, এ উভয়ের যোগ সিদ্ধ হয় না, অতএব পরমাত্মোপাসকের কর্ত্তব্য যে অতি ভোজন পরিত্যাগ করিয়া পরিমিত আহার করেন। স্বাধ্যায়, শব্দে প্রণব উপনিষদাদি বেদের আবৃত্তি দ্বারা তদর্থ পরমেশ্বরের চিন্তন, অর্থাৎ প্রণবের অবলম্বন দ্বারা আত্মার চিন্তন করা। ঈশ্বর প্রণিধান শব্দে। “তংহদেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈশরণমহং প্রপদ্যে।” আত্মার বুদ্ধি প্রকাশক যে স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর তাঁহাকে মুক্তি ইচ্ছুক হইয়া আমি শরণাপন্ন হই, ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত প্রকারে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াকে কহা যায়। আসন, শব্দের অর্থ কর চরণাদি অবয়বের বিন্যাস বিশেষ যাহাকে পদ্মাসন প্রভৃতি শব্দে বলা যায়। প্রাণায়াম, পদে পূরক, কুম্ভক, রেচক, দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ের রাগ দ্বেষাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আর বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়ে গমন নিবারিত হয়, অর্থাৎ যেমন অগ্নিতে তাপ্যমান স্বর্ণ রজতাদি ধাতুদ্রব্যের মলা এককালে দগ্ধ হয়, সেইরূপ অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের দোষ সকল প্রাণায়াম দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু আসন ও প্রাণায়াম এই দুই যোগী পক্ষে সম্ভবে। প্রত্যাহার শব্দে ইন্দ্রিয সকলকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করাকে কহেন। যাহার অনুষ্ঠান করিলে ইন্দ্রিয়গণের যে বিষয়ে আসক্তি তাহার নিবারণ হয়। ধারণা, শব্দে পরমেশ্বরে যে অন্তঃকরণের অভিনিবেশ তাহাকে বলা যায়। ধ্যান, শব্দে অদ্বিতীয় পরমাত্মাতে অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রবাহ কহিয়া থাকে। সমাধি, শব্দে পরমেশ্বরে যে চিত্তের একাগ্রতা তা-

হাকেই সমাধি কহিয়াছেন। অতএব পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত ব্যক্তি দিগের বরঞ্চ বাহ্য দ্রব্যাদি আহরণ ব্যতিরেকেও হয়, কিন্তু উক্ত অষ্টবিধ অঙ্গের অনুষ্ঠান যথাসাধ্য করিবেক, ইত্যাদি উপাসনা প্রকরণ কথিত হইল।

রাজা ও আচার্য্যের প্রশ্নোত্তর।

রাজার প্রশ্ন। ১। হে আচার্য্য যদ্যপি উপাস্য সেই পরমেশ্বর নিরঞ্জন নিরাকার হইলেন, তবে তিনি কি প্রকার, আর কি প্রকারেই বা তাঁহাকে জানা যাইতে পারে?

আচার্য্যের উত্তর। হে নরনাথ! পূর্ব্বেই এই বিষয় কথিত আছে। যিনি এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা তিনিই উপাস্য হয়েন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার নির্দ্ধারণ করিতে শ্রুতি কি যুক্তি অসমর্থ হয়েন, "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। তৈত্তিরীয় শ্রুতি। যে ব্রহ্মের স্বরূপ কথনে বাক্য মনের সহিত অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত হয়েন, "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে"। তলবকার শ্রুতি যাঁহাকে মনের দ্বারা জানা যায় না। যিনি মনকে জানিতেছেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া জান, অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাহাকে অন্য লোক সকলে উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহেন।

২ প্রশ্ন। কোন উপায়ে তাঁহার স্বরূপের নির্ণয় হয় কি না?

উত্তর। তাঁহার স্বরূপকে মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা যায় না, ইহা শ্রুতিতে কহিয়াছেন, এবং যুক্তি সিদ্ধও ইহা হয়। যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ অথচ ইহার স্বরূপ ও পরিমাণকে কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারে না সুতরাং এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা যিনি লক্ষিত হইতেছেন, তাঁহার স্বরূপ ও পরিমাণের নির্দ্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়।

৩ প্রশ্ন। বেদে কোন স্থলে সেই পরমেশ্বরকে অগোচর অনির্দ্দেশ্য শব্দে কহিতেছেন, এবং অন্যত্র জ্ঞেয় শব্দের প্রয়োগ তাঁহার প্রতি করিতেছেন, ইহার সমাধা কি?

উত্তর। যে স্থলে অগোচর অজ্ঞেয় শব্দে কহেন সেস্থলে তাঁহার স্বরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কোনমতে জ্ঞেয় নহে। আর যেস্থলে জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দে কহেন,

যেস্থলে তাঁহার সত্তা অভিপ্রেত হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন, ইহা বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় রচনা ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে।

৪ প্রশ্ন। যদ্যপি উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে, যে পরমেশ্বর এক মাত্র সর্ব্বব্যাপী, আমারদিগের ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন, তাঁহারই উপাসনা প্রধান, এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয়। আর নাম রূপ সকল মায়ার কার্য্য হয়। তবে পুরাণে এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে যে সকল দেবতার উপাসনা লিখিয়াছেন, সে সকল কি অপ্রমাণ, আর পুরাণ এবং তন্ত্রাদি কি শাস্ত্র নহেন?

উত্তর। পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন যেহেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধি মনের অগোচর করিয়া পুনঃপুনঃ কহিয়াছেন, তবে পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনা যে বাহুল্যরূপে লিখিয়াছেন, সেও প্রত্যক্ষ বটে। কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃপুনঃ এইরূপ করিয়াছেন, যে যেব্যক্তি ব্রহ্ম বিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক, সেই ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া রূপকল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্তস্থির রাখিবেক, পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাঁহার অধিকার হয়, কাল্পনিক উপাসনাতে তাঁহার প্রয়োজন নাই। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যথা।

যমদগ্নের্ব্বচনং। চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥ রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিক কল্পনা। অস্যার্থঃ।

জ্ঞান স্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধি শূন্য শরীর রহিত যে পরমেশ্বর তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্তে করিয়াছেন। রূপকল্পনার স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব স্ত্রীর অবয়ব, ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে হয়। তথাহি বিষ্ণুপুরাণে।

রূপনামাদি নির্দ্দেশ বিশেষণ বিবর্জ্জিতং। অপক্ষয় বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তি জন্মভিঃ॥ বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলং।

রূপনাম ইত্যাদি বিশেষণ রহিত নাশ রহিত, অবস্থান্তর শূন্য, দুঃখ এবং জন্মহীন পরমাত্মা হয়েন, কে

বল আছেন এই মাত্র করিয়া তাঁ-
হাকে কহা যায়। তথাহি শাতাত-
পবচনং।

অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দি-
বিদেবা মনীষিণাং। কাষ্ঠ-
লোষ্টেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যা-
ত্মনিদেবতা।

জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতর মনুষ্যের
হয়, গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোধ দেবজ্ঞা-
নিরা করেন, কাষ্ঠ মৃত্তিকা ইত্যাদি
তে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে, আ-
ত্মাতে ঈশ্বর বোধ জ্ঞানিরা করেন।
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

কিংস্বল্পতপসাং নৃণাম-
র্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং। দর্শ-
ন স্পর্শন প্রশ্ন প্রহ্বপাদা-
র্চ্চনাদিকং।

তীর্থস্নানাদিতে তপস্যা বুদ্ধি
যাহারদিগের আর প্রতিমাতে দেব-
তা বুদ্ধি যাহারদিগের, এমত রূপ
ব্যক্তি সকলের যোগেশ্বরদিগের দ-
র্শন স্পর্শন নমস্কার আর পদার্চ্চন
অসম্ভবনীয় হয়। তথাহি শ্রীমদ্ভা-
গবতে।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপেত্রিধা-
তুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু
ভৌমইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ
সলিলে ন কর্হিচিৎ জনেষ্ব-
ভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ।

যে ব্যক্তির কফ পিত্ত বায়ুময় শ-
রীরেতে আত্মার বোধ হয়, আর
স্ত্রী পুত্রাদিতে আত্মীয় বোধ হয়, আর
মৃত্তিকা নির্ম্মিত বস্তুতে দেবতা
জ্ঞান হয়, আর জলেতে তীর্থ বোধ
হয়, আর এ সকল জ্ঞানবানে জানি-
তে না হয়, সে ব্যক্তি বড় গরু।
ভগবদ্গীতায়। যোমাং সর্ব্বেষু ভূ-
তেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বা-
র্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব
জুহোতিসঃ। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি
সর্ব্বভূত ব্যাপী পরমেশ্বরকে ত্যাগ
করিয়া প্রতিমা পূজা করে, সে কে-
বল ভস্মে ঘৃত ঢালে॥ ইতি কুলা-
র্ণব তন্ত্রে।

পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে স-
মস্তৈর্নিয়মৈরলং। তা-
লবৃন্তেন কিংকার্য্যং লব্ধে
মলয়মারুতে॥

পরব্রহ্মজ্ঞান হইলে কোন নিয়-
মের প্রয়োজন থাকে না, যেমন ম-
লয়ের বাতাস পাইলে তালের পাখা
কোন কার্য্যে আইসে না।

তথাহি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে।

এবং গুণানুসারেণ রূপাণি
বিবিধানিচ। কল্পিতানি

হিতার্থায় ভক্তানামুপ্পমে-
ধসাং ॥

এইরূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে। অতএব বেদ পুরাণ তন্ত্রাদিতে যত যত রূপের কল্পনা এবং উপাসনার বিধি দুর্ব্বলাধিকারীর নিমিত্তে কহিয়াছেন। তাহারও মীমাংসা পরে এইরূপে শত শত মন্ত্র এবং বচনের দ্বারা আপনিই করিয়াছেন।

৫ প্রশ্ন। আত্মার উপাসনা শাস্ত্র বিহিত বটে, এবং দেবতাদিগের উপাসনাও শাস্ত্র সম্মত হয়, কিন্তু আত্মার উপাসনা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য আর দেবতার উপাসনা গৃহস্থের কর্ত্তব্য হয় কি না?

উত্তর। এইরূপ আশঙ্কা কদাপি করিবেনা, যেহেতু বেদে এবং বেদান্তে আর মনুপ্রভৃতি স্মৃতি শাস্ত্রে গৃহস্থের আত্মোপাসনা কর্ত্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ আছে। যথা বেদান্ত সূত্রং।

কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ।

কর্ম্মে আর সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার আছে। যথা মনু বাক্যং।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি প-
রিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্ম-
জ্ঞানে শমেচস্যাদ্বেদাভ্যা
সেচযত্নবান্॥

শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহে, আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন। তথাহি মনুবাক্যং।

এতানেকে মহাযজ্ঞান যজ্ঞ
শাস্ত্র বিদোজনাঃ। অনীহ
মানান্ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব
জুহ্বতি।

যে সকল গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর যজ্ঞের অনুষ্ঠানের শাস্ত্রকে জানেন, তাঁহারা বাহ্যেতে কোন যজ্ঞাদির চেষ্টা না করিয়া চক্ষুশ্রোত্র প্রভৃতি যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার রূপ শব্দ প্রভৃতি পঞ্চ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চ যজ্ঞকে সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞানি গৃহস্থেরা বাহ্যেতে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার বলেতে ইন্দ্রিয় দমন রূপ যে পঞ্চ যজ্ঞ তাহা করেন। তথাহি যাজ্ঞবল্ক বচনং।

ন্যায়ার্জ্জিত ধনস্তত্ত্ব জ্ঞান-
নিষ্ঠোহতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধ-
কৃৎ সত্যবাদীচ গৃহস্থোপি
বিমুচ্যতে॥

ন্যায্য কর্ম্ম দ্বারা যে গৃহস্থ ধনের উপার্জ্জন করেন, অতিথি সেবাতে তৎপর হয়েন, এবং নিত্য নৈমিত্তিক শ্রদ্ধানুষ্ঠানে রত হয়েন, আর সর্ব্বদা সত্য বাক্য কহেন, এবং আত্মতত্ত্ব ধ্যানেতে আসক্ত হয়েন, এমত ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়াও মুক্ত হয়েন। কেবল সন্ন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এমত নহে, কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরও মুক্তি হয়। অতএব স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র গৃহস্থের প্রতি নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের যেমন বিধি দিয়াছেন, সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অথবা কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনারও বিধি আছে, বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসনা বিনা কেবল কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হয় না এমত নানা শাস্ত্রে ভূয়ো ভূয়ঃ প্রমাণ আছে।

৬ প্রশ্ন। পরব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয় তাঁহার উপাসনা বেদ বেদান্ত এবং স্মৃত্যাদি যাবৎ শাস্ত্রের মতে যদি প্রধান হইল, তবে এতদ্দেশীয় প্রায় সকলে এইরূপ সাকার উপাসনা যাহাকে গৌণ কহিতেছেন, পরম্পরায় কেন করিয়া আসিতেছেন?

উত্তর। পুরাকালে কেবল এক মাত্র পরমেশ্বরের উপাসনাই ছিল, পরে যে প্রকারে সাকার দেবতার উপাসনা ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইয়া আইল, তাহার সবিশেষ ইতি পূর্ব্বেই শৈবসম্প্রদায়ী লইয়া কর্ত্তাভজা পর্য্যন্ত নানাবিধ উপাসনার মর্ম্ম কহিয়াছি, অধিকন্তু এই বিবেচনা করিলে আপনি উপস্থিত হইতে পারে, তাহার কারণ এই পণ্ডিত সকল যাঁহারা শাস্ত্রার্থের প্রেরক হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই বিশেষমতে আত্মনিষ্ঠ হওয়াকে প্রধান ধর্ম্মরূপে জানিয়া থাকেন। কিন্তু সাকার উপাসনায় যথেষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং ব্রত যাত্রা, মহোৎসব আছে, সুতরাং ইহার রক্ষিতে লাভের বৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহারা কেহ কেহ সাকার উপাসনার প্রেরণা সর্ব্বদা বাহুল্য মতে করিয়া আসিয়াছেন, এবং যাঁহারা প্রেরিত অর্থাৎ শিষ্য প্রভৃতি এবং বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত মানব ইঁহারদিগের মনের রঞ্জন সাকার উপাসনায় হয়, সুতরাং তাঁহারা সাকার উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। উপাসনার [illegible] ঈশ্বর আর আমোদের বিধি পাইলে ইহা হইতে অধিক কি তাঁহারদিগের আহ্লাদ হইতে পারে। ব্রহ্মোপাসনাতে জগৎ মিথ্যা দেখিয়া কারণকে বিশ্বাস করা এবং নানা প্রকার নিয়ম দেখিয়া নিয়মকর্ত্তাকে নিশ্চয় করা শুদ্ধ মন ও বুদ্ধির চালনের অপেক্ষা রাখে, কিন্তু তাহাতে

কিঞ্চিৎ শ্রম মাত্র, অতএব তাহা হইতে বিরত হইয়া প্রেরকেরা আপন আপন লাভের কারণ এবং প্রেরিতেরা আপনাদিগের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এইরূপ নানা প্রকার উপাসনার বাহুল্য করিয়াছেন।

৭ প্রশ্ন। যদ্যপি সাকার উপাসনার বিষয় বেদ বিধি নহে, কিন্তু যে যাহারা সাকার দেবতার উপাসনা করে, আপন আপন ইষ্টদেবতাকে ঈশ্বর বোধ করিয়া থাকেন। এবং মনে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইতে পারেন।

উত্তর। একজনার বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষপান করিলে বিষ শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে, তাহাতে সংশয় নাই, যথা পরবাক্যে লোহ কখন সুবর্ণ হইতে পারে না।

৮ প্রশ্ন। শুনিতে পাওয়া যায় যে ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তিরা শাস্ত্র প্রমাণ সকল বস্তুকে জ্ঞান চক্ষে ব্রহ্ম বোধ করিয়া পঙ্কচন্দন, শীত উষ্ণ, শত্রু মিত্র, চোর সাধু এ সকলকে সমান জ্ঞান করেন, অতএব গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসক হইয়া কিরূপে সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারেন?

৮ উত্তর। পূর্ব্বে, বশিষ্ঠ, পরাশর সনৎকুমার, ব্যাস, জনক, ইত্যাদি মহাত্মারা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন, আর রাজনীতি এবং গৃহস্থ ব্যবহার বিশেষরূপে করিয়াছিলেন। তাহা যোগবাশিষ্ঠ মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্ট বিদিত আছে। অর্জ্জুন যে গৃহস্থ তাঁহাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপ গীতার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিলেন, এবং অর্জ্জুন ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া লৌকিক জ্ঞান শূন্য না হইয়া বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া রাজ্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠদেব ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে এই উপদেশ করিয়াছিলেন। যথা যোগবাশিষ্ঠে প্রথম অধ্যায়ে।

বহির্ব্ব্যাপার সংরম্ভো হৃদি সঙ্কল্প বর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবম্বিহর রাঘব।

বাহেতে ব্যাপার বিশিষ্ট হইয়া, আর মনেতে সঙ্কল্প বর্জ্জিত হইয়া আর বাহেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া, আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রামচন্দ্র লোক যাত্রা নির্ব্বাহ কর। রামচন্দ্রও সেই উপদেশানুসারে যে সকল আচরণ সর্ব্বদা করিয়াছিলেন, পুরাণাদিতে প্রকাশ আছে। এবং অন্য অন্য যে সকল সাধক ব্রহ্ম উপাসনা করিয়া

গৃহস্থধর্ম্ম নির্ব্বাহ এবং পঙ্ককে পঙ্ক, চন্দনকে চন্দন, শীতকে শীত, উষ্ণকে উষ্ণ, শত্রুকে শত্রু, মিত্রকে মিত্র, চোরকে চোর, সাধুকে সাধু, জ্ঞান করণ আসিয়াছেন অপ্রকাশ নাই।

৯ প্রশ্ন। হে গুরো আপনকার প্রসাদে আমার চিত্তাকাশে জ্ঞানচন্দ্রের উদয় হইল, তজ্জন্য যে আনন্দের অনুভব করিতেছি তাহা অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু কিঞ্চিৎ সন্দেহ এই হইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানের যে রূপ মাহাত্ম্য কহিলেন, সে প্রমাণ, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভাবনা উদাসীন সন্ন্যাসী এবং মহাবনবাসী গৃহস্থের প্রতি হইতে পারে, দুর্ব্বল মায়াবৃত গৃহস্থ ব্যক্তির প্রতি সুতরাং সাকার উপাসনার এবং কর্ম্মকাণ্ডের বিধি কর্ত্তব্য হয় কি না?

উত্তর। ব্রহ্মজ্ঞান যদি অসম্ভব হইত, তবে। "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ শান্তো যোগানীত" এইরূপ শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের প্রেরণা থাকিত না। কেননা অসম্ভব বস্তুর প্রেরণা শাস্ত্রে হইতে পারে না। যদি কহ ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব নহে কিন্তু কষ্টসাধ্য বহু যত্নে হয়, তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন আবশ্যক হয়, তাহার অবহেলা কেহ করে না, তবে কি কারণে বহু যত্নের দ্বারা যে পরমাত্মার সাধন যাহাতে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয় তাহাতে যত্ন না করা, ইহাতে উদাসীন কি গৃহস্থের বিশেষ নাই। তবে যে কর্ম্মকাণ্ডের কথা কহিতেছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্মত্যাগী হইবেক কিন্তু কর্ম্ম না করিলে কর্ম্মত্যাগ করা অতি দুর্ঘট, এ নিমিত্ত প্রথমতঃ কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন।

১০ প্রশ্ন। যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করেন পরিণামে তাঁহাদিগের মুক্তি হয়, আর যাঁহারা সাকার দেবতার সাধনা করেন, ইহাঁরদের কি মুক্তি হয় না?

উত্তর। কাহার মুক্তি হয়, আর কাহার মুক্তি না হয়, ইহা পূর্ব্বে প্রমাণ দ্বারা কথিত হইয়াছে। বেদ বেদান্ত পুরাণাদি শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন মতে নিস্তার হইতে পারিবেক না। তবে সাকার উপাসক কর্ম্মী কর্ম্মফলের দ্বারা জীবনান্তে উর্দ্ধলোকে গমন করিয়া ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান পথ অবলম্বন করিয়া পরম নির্ব্বাণকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, যে চিত্তশুদ্ধি হওনের কারণ কেবল সাধনা, অথবা সৎসঙ্গ, অথবা পূর্ব্ব সংস্কার অথবা গুরুর প্রসন্নতা।

গৃহস্থের প্রতি কর্ম্ম ধর্ম্মের সংক্ষেপ উপদেশ।

ইত্যাদি কথোপকথনানন্তর নৃপতি কহিলেন, হে গুরো, এক্ষণে গৃহস্থ দিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্মধর্ম্ম সম্বন্ধের সাধনার বিষয় শুনিতে বাঞ্ছা করি, আচার্য্য কহিলেন হে রাজন্ শ্রবণ কর। বুদ্ধিমান্ গৃহস্থ ব্যক্তি প্রথমতঃ বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা যথাধর্ম্ম ধন উপার্জ্জন করিয়া পরিবার দিগকে প্রতিপালন করিবেক, পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব প্রকারে প্রযত্নে সর্ব্বদা সেবা করিবে, আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃতুল্য মান্য করিবে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভার্য্যা এবং পুত্রাদিগকে স্বীয় শরীরের ন্যায়, দাসবর্গকে আপনার ছায়া স্বরূপ, আর দুহিতা অতিকৃপাপাত্রী, এইহেতু এ সকলে দ্বারা তিরস্কৃত হইলেও সন্তপ্ত না হইয়া সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবে, আর স্বজন ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিবে, বিশেষ পুত্র ও কন্যাদিগকে লালন পালন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করাইবে, এবং কন্যা যত দিন পতির মর্য্যাদা ও পতিসেবা না জানে, আর ধর্ম্ম শাসন অজ্ঞাত থাকে, তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না। পরে বিবেচনা মতে কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কার সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক। জ্ঞানবান্ পিতা কন্যা দান নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও পণ গ্রহণ করিবেন না, লোভাসক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ পণ গ্রহণ করিলে সন্তান বিক্রয় করা হয় এবং ঐরূপ পণ গ্রহণ অনুচিত কর্ম্ম হইয়াছে। আর দৈবাধীন কন্যা বিধবা হইলে কন্যার ইচ্ছানুযায়ী শাস্ত্রানুসারে অন্য বরের সহিত পুনঃ বিবাহ দিতে কোন হানি নাই। যথা ভগবান্ পরাশর বাক্যং। "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।" অর্থাৎ স্বামী অনুদ্দেশ হইলে মরিলে সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে ক্লীবত্ব হইলে অথবা পতিত হইলে, এই পঞ্চ স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত হয়। তদনন্তর নৃপতি আচার্য্যকে অত্যাশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন। যদি পূর্ব্বকালে সনাতন ধর্ম্মে এমত প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান কলিযুগে অবলা বিধবার বিবাহ কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে এবং তাহার ব্যবস্থাইবা কি? আচার্য্য কহিলেন সর্ব্বশাস্ত্র সর্ব্বধর্ম্ম বিশারদ সুবিখ্যাত শ্রীল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য প্র-

কাশিত বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তকাবলোকনে সম্যক্ প্রকারে ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। [illegible] প্রতিদিন অহিংসা রূপে নিরামিষ ভোজন করাই শ্রেয়ঃ এবং অপরিমিত ভোজনের দ্বারা উদরকে [illegible] করিবেক [illegible] নিদ্রা দ্বারা নিদ্রাকে, [illegible] [illegible] [illegible]নীকে, কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি[illegible] [illegible] পান দ্বারা সুরাকেই জয় করিবেক [illegible]। যখন মনুষ্য কোন [illegible] কর্ম্ম কি মন, কি [illegible] দ্বারা [illegible] করেন, তখন তিনি ব্রহ্মলাভ করেন। [illegible] করিয়া পবিত্র কীর্ত্তি [illegible] পুণ্যলোকে গমন করে [illegible] ব্রাবণ করেন, পুরাণে [illegible] বলিয়া উক্ত হইয়াছে' যে ব্যক্তি [illegible] প্রবৃত্ত হইয়া পাপচিন্তা করে, [illegible] আলাপ করে, পাপ অনুষ্ঠান [illegible] তাহার সদ্গুণ সকল নষ্ট হয়, [illegible] মন ও বুদ্ধি ও বাক্য ও কর্ম্ম [illegible] না করেন, সেই [illegible] তপস্যা করেন। যাহারা শরীর শোষণ করে তাহারা তপস্যা করে না, প্রাজ্ঞব্যক্তি ধর্ম্মেতে রমণ করেন, এবং ধর্ম্মপথে জীবিকা লাভ করেন। এই প্রকারেই মনুষ্য ধর্ম্মাত্মা হয়, যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে অতিক্রম করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন, আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন, ধর্ম্মই কেবল একই মিত্র যিনি মরণকালেও অনুগামী হয়েন। হে রাজন্! পরকাল সহায়ের নিমিত্তে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু, কেহ থাকেন না, কেবল ধর্ম্মই [illegible] [illegible] [illegible] মৃত [illegible] [illegible] [illegible] পরিত্যাগ করিয়া [illegible] গমন করেন, কিন্তু ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হইয়া [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] সঞ্চয় করিবে [illegible] দ্বারা দুস্তর [illegible] উত্তীর্ণ হয়। [illegible] [illegible] করিলে [illegible] প্রাপ্ত হয়, এবং [illegible] করে, [illegible] [illegible] প্রাপ্ত হয়, এবং [illegible] ভোগ করে, [illegible] [illegible] পাপকর্ম্ম করিবে না, [illegible] [illegible] তিন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লাভের আলোচন, লোকের অনিষ্ট চিন্তন, এবং ঈশ্বরেতে ও পরকালেতে অবিশ্বাস, এই তিন প্রকার মানসিক কুকর্ম্ম। নিষ্ঠুর বাক্য, মিথ্যাকথা,

পরোক্ষে পরনিন্দা, এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য, এই চারি প্রকার বাচনিক কুকর্ম্ম। অদত্ত ধন গ্রহণ, অবিহিত হিংসা, পরদার সেবা, এই তিন প্রকার শারীরিক কুকর্ম্ম। আপনার মন, বাক্য, শরীর, এই তিনকে যে মনুষ্য দমন করিয়া কাম ক্রোধকে সংযম করে সেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আর পাপ করিয়া তন্নিমিত্তে সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে মুক্তি পায়। অর্থাৎ এমন পাপকর্ম্ম আর করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়। আর একাকী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়, একাকীই সদসৎ কর্ম্মের ফল ভোগ করে। হে নৃপতি! আমি একাকী আছি, যেন এমত ভ্রম কদাপি মনে না হয়, যেহেতু সেই পুণ্যাপাপদর্শী এবং সর্ব্বজ্ঞ পরম পুরুষ আপনার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন, ইহা সত্য জানিয়া সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। এই সংসার ধর্ম্মের আদেশ এই উপদেশ এই শাস্ত্র এই যুক্তি হয়। আর যে প্রকার নিত্য সেই পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে হয়, তাহা শ্রবণ করুন।

গৃহস্থের প্রতি ব্রহ্মোপাসনার বিধি।

যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডে যেমন স্থান এবং কাল ইত্যাদির নিয়ম আছে। সেরূপ নিয়ম সকল আত্মোপাসনায় নাই, গৃহস্থ ব্রহ্ম উপাসক সর্ব্বদা কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির দমনে যত্ন করিবেন। এবং নিন্দা, অসূয়া, ঈর্ষ্যা, ইত্যাদি যে সকল মানসিক পীড়া, তাহার প্রতীকারের চেষ্টা সর্ব্বদা করিবেন। অর্থাৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, দ্বারা জ্ঞান সাধন করিয়া, পরম নির্ব্বাণকে পাইবেন। নৃপতি কহিতেছেন। হে গুরো! শমদমাদির বিশেষণ করুন। আচার্য্য কহিতেছেন। শম, অন্তরিন্দ্রিয়ের দমন, দম, বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে বলা যায়, উপরতি, জ্ঞান সাধনের কালে বিহিত কর্ম্মের ত্যাগ, তিতিক্ষা, শক্তে সহিষ্ণুতাকে কহি, সমাধান, শব্দের অর্থ এই যে আলস্য ও প্রমাদকে ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তিতে পরমাত্মার চিন্তা করা। যথা ভগবান্ মনু ইন্দ্রিয় নিগ্রহকে আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন, অতএব ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক, একাগ্রচিত্তে রাগের সহিত প্রথমতঃ

যথা পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিবেন।

পরমেশ্বরের স্তব গীত।

বিগত বিশেষং জনিতাশেষং সচ্চিৎ সুখ পরিপূর্ণং। আকৃতি বীতং ত্রিগুণাতীতং স্মর পরমেশং তূর্ণং॥ ত্যজ সংসারং হৃদয় বিকারং মায়াময় মত্রত্যং। আশ্রয় সন্ততং সত্তা বিততং নিরবদ্যং তং সত্যং॥ গচ্ছদ পাদং বিগত বিবাদং পশ্যতি নেত্রবিহীনং। শৃণুদকর্ণং বিরহিত বর্ণং গৃহ্নদ হস্তমপীনং॥ বেদৈর্গীতং প্রত্যগভীতং পরাৎপরং চৈতন্যং। অজরমশোকং জগদালোকং সর্ব্বস্যৈক শরণ্যং॥ ব্যাপ্যাশেষং স্থিতমবিশেষং নির্গুণমপরিচ্ছিন্নং। বিততবিকাশং জগদাবাসং সর্ব্বোপাধি বিভিন্নং॥ যস্যাবির্ভূতং জগদাবর্ত্তং বদন্তি শ্রুতিয় বিরামং। নাণুস্থূলং জগতোমূলং শাশ্বতমীশমকামং॥

অদ্বৈতের দ্বিতীয় স্তব।

ওঁ নমস্তে সতে তেজগৎ কারণায়। নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়। নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়। নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়। ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎ পালকং স্বপ্রকাশং। ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং॥ ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং॥ মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥ বয়ন্তাং স্মরামো বয়ন্তাং ভজামো বয়ন্তাং জগৎ সাক্ষিরূপং নমামঃ॥ সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

নিত্য পাঠ্য শ্রুতি।

ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি। যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রয়ন্ত্যাভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যাভিসংবিশন্তি। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ নবিভেতি কুতশ্চন। রসোবৈসঃ রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎকঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকা-

শ আনন্দোৎনস্যাৎ। এষহ্যেবানন্দয়াতি। যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্ন দৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে ঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্। নবিভেতি কদাচন। ওঁশান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

—

ব্রাহ্মদিগের প্রাত্যাহিক ব্রহ্মোপাসনা।

—

ওঁ সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপ মমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতং॥ সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায় মব্রণ মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ। খংবায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

—

উক্ত শ্রুতি নিষ্পন্নার্থঃ।

—

যঃ পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্ব্বত্রব্যাপী সর্ব্বাবয়বহীনঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতো বিশুদ্ধঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বান্তর্যামী পরাৎপরোনিত্যঃ স্বপ্রকাশঃ সসর্ব্বাভ্যঃ প্রজাভ্যোযথোচিতং সুখাসুখং চিরংবিহিতবান্। তস্মাৎ পরমেশ্বরাৎ প্রাণমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি আকাশ বায়ু জ্যোতিঃ পয় পৃথিবী ভূতানিচ চরাচরাণি সমুৎপদ্যন্তে। তস্য প্রশাসনাৎ অগ্নির্জ্জ্বলতি, সূর্য্যাস্তপতি, মেঘোবর্ষতি, বায়ুর্বহতি, মৃত্যুঃ সঞ্চরতি, যথোপযুক্তং।

—

সংক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনা।

—

যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা, যিনি তাবৎ শুভাশুভ ফলের নিয়ন্তা, যিনি আমারদিগের দেহের ও আয়ুর এবং সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ, এবং স্থাবর জঙ্গম সকলের অন্তরাত্মা হয়েন, তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্ম। সকল বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া একান্তে সেই মঙ্গল পূর্ণানন্দে সমাধান কর। আর সর্ব্বব্যাপী নি-

রবয়ব সর্ব্বপাপ শূন্য বিশুদ্ধ স্বভাব সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী পরাৎপর স্বপ্রকাশ স্বরূপ, নিত্য পরমেশ্বর সর্ব্বকালে প্রজাসকলকে যথোপযুক্ত শুভাশুভ ফল বিধান করিতেছেন। তাঁহা হইতে প্রাণ মন সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, পৃথিবী, তাবৎ চরাচর সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার প্রশাসন দ্বারা উপযুক্ত মত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। হে পরমাত্মন্! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর। এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল ও নির্ম্মলানন্দ স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহ যুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে নিত্য পূর্ণ সুখলাভ করিতে সমর্থ হই। যিনি এক এবং বর্ণহীন এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তি যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বিশেষ উপদেশ।

মনুষ্যের যাবৎ ধর্ম্ম, দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকে, প্রথমতঃ এই যে সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা, দ্বিতীয় এই যে পরস্পর সৌজন্যতে এবং সাধু ব্যবহারেতে কালক্ষেপণ করা। পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে তাঁহাকে অদ্বিতীয় অরূপ এবং সকলের আর সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা এবং প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার [illegible] লক্ষ্যের [illegible] স্থা, এবং তাঁহাকে [illegible] এবং তদাজ্ঞের নিয়ম [illegible] সর্ব্বদা তাঁহার [illegible], অর্থাৎ এই [illegible] যাহা করিতেছি, করিতেছি, এবং [illegible] পরমেশ্বরের [illegible] ছিলেন, এবং [illegible], [illegible] ভাবে [illegible] রণের নিয়ম এই যে অপরে আমারদিগের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিলে আমারদিগের দুঃখের কারণ হয়, সেইরূপ ব্যবহার আমরা অপরের সহিত করিব, আর অন্যে যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদিগের তুষ্টির কারণ হয়, সেরূপ ব্যবহার আ-

ধরা অন্যের সহিত কদাপি করিব না। পরমেশ্বরকে এক নিয়ন্তা প্রভু জ্ঞান করা আর তাঁহার সর্ব্ব সাধারণ জনেতে স্নেহ রাখা আমারদিগের শ্রেয়ঃ কর্ম্ম হইয়াছে। যেহেতু তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের কৃপা পাত্র হইতে পারিব। ধনাদি তাঁহারই সামগ্রী সুতরাং তাহার আকাঙ্ক্ষিত তিনি নহেন। পরমেশ্বর সকল হইতে অধিক প্রিয় এবং প্রেয়কারী, আর জীব হইতেও অধিক প্রিয় হয়েন। যেহেতু পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান সর্ব্বদা শরীরে আছে, অর্থাৎ সুষুপ্তি সময়ে সকল লয় হইলেও পুনরায় জীবকে প্রবৃত্ত করেন। আর ভয়ানকের ভয় তিনি হয়েন, যথা জগদ্ভক্ষক যে মৃত্যু সেও পরমেশ্বরের শাসনে আছে।* অতএব আপন আপন মনে বিশেষ বিবেচনা করা উচিত যে সেই পরম দয়াবান পরমেশ্বর কি কৌশল পূর্ব্বক প্রাণ ও অপান নামক দুই বায়ুকে জীবের নাসারন্ধ্রে নিশ্বাস প্রশ্বাস ছলে স্থাপন করিয়াছেন। এবং ঐ নিশ্বাস প্রশ্বাসে কি অপরিমিত গুণ প্রদান করিয়াছেন।

যথা নিশ্বাস বায়ু যাহা নাসিকা হইতে বিনির্গত হইতেছে, সেই প্রাণদান দিতেছে, আর যে প্রশ্বাস বায়ু যাহা নাভিমূল পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইতেছে, সে পরমায়ু বৃদ্ধি করিতেছে। অতএব মনুষ্যের উচিত যে এমন অমূল্য ধন নিশ্বাস প্রশ্বাস পাইয়া প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে সেই চিন্তামণি পরমেশ্বরকে চিন্তা করিয়া ভববন্ধ হইতে নিশ্চিন্ত হয়। অর্থাৎ মুক্ত প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ আনন্দময় ধামে প্রবেশ পূর্ব্বক আনন্দ স্বরূপে নিমগ্ন রহে। এই সার যুক্তি মুক্তির কারণ হইয়াছে, এই যাগ এই যজ্ঞ এই জপ, এই তপ, এই ধ্যান, এই জ্ঞান, নিশ্চয় জানিবা ইত্যাদি আত্মতত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করতঃ রাজাধিরাজ ও যুবারাজ এবং পাত্র মিত্র সভাসদ্বর্গে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া কহিলেন, অদ্যাবধি আমরা সকলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নশীল হইলাম। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম সঙ্গীত।

নিরঞ্জনে নিরূপণ, কিসে হয় বল মন, সে অতীত ত্রৈগুণ্য। নয়ন শ্রবণ শক্তি, সে অতীত বুদ্ধি যুক্তি, অতিক্রান্ত ভূতপুক্তি, সমাধানে শূন্য। কেহ হস্তপদ দেয়, কেহ কহে জ্যোতির্ম্ময়, কেহবা আকাশ কয়, কেহ কহে জন্য। সে সব কল্পনা মাত্র, বারে বারে কহে শাস্ত্র, এক ভিন্ন নাহি অত্র অন্য নহে মান্য। ১

মনঃ অশান্ত ভ্রান্ত নিতান্ত দিন

যায় রে। আত্মার শ্রবণ মনন না হইল হায় রে। অহংজ্ঞানে আছ হত, ইন্দ্রিয় বিষয়ে রত, মিথ্যায় প্রভাতি সত্য করহ মায়ায় রে। স্বপ্ন প্রায় জান জীবন, তবু আছ অচেতন, সম্বন্ধ নাহিক কোন, প্রাণ কাঁদায় রে। আত্মতত্ত্ব না জানিয়ে, পরমাত্মা না ভাবিয়ে, নির্বাণ প্রবাণ হয়ে, সকলি কি বাঁচায় রে। ২

কেমনে হইবে পার, সংসার পারাবার, বিনা জ্ঞান তরণী বিবেক কর্ণধার। শুনরে মন মানস, বায়ু কম্পন কম্পন, কর্ম্মগুণে সদা [illegible] জোয়ার। ঘোরতর মুগাতন, আশা পবন বিষম, প্রবৃত্তি তরঙ্গ রঙ্গ উঠে বারেবার। নানা জন্মের ধারা, বহে খরতর ত্বরা, কাম ক্রোধ লোভ জলচর দুর্নিবার। মমতাবর্ত্ত বিশাল, তাহে ভাসে মোহবাল, মাৎসর্য্য পাথার জান নাহি পারাবার। কাল ধীবর করাল, পেতেছে ব্যাধির জাল, ধরে লবে প্রাণহীন নাহিক নিস্তার।৩

মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর। যার প্রতি যত মায়া কিবা পুত্র কিবা জায়া, তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর। হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিমকলেবর। অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান, বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর।৪

কে তুমি কোথায় ছিলে যাবে কোথায় বল। [illegible] আত্মতত্ত্ব অনর্থ কাল গেল। কারণের কার্য্য তুমি, বট পঞ্চভূত [illegible], অবিচ্ছিন্ন ও অনাদি, [illegible]। [illegible], কামস্থান [illegible] আচ্ছেদ্য, [illegible] অজ্ঞান তমঃ করিছ বিকল।

ইতি জ্ঞান রত্ন কণ নবম রত্নে পরিপূর্ণ হইয়া গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।

বৈশাখ সন [illegible] শক।

গ্রন্থ সমাপ্ত।